বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ঘাতক

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনা

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ঘাতক

গোলাম মাওলা নঈম

ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে নির্জন এক বাথানে পৌঁছল জন ক্যালকিন। কোন পুরুষ নেই এখানে, কোন কাউবয়ও নেই; শুধু আছে সাবেক দুই অভিনেত্রী। রহস্যময় এদের কাজ-কারবার। বিশৃঙ্খল র‍্যাঞ্চটা গুছিয়ে দেওয়ার জন্য কিছুদিন থেকে যেতে মনস্থ করল জন, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষ, ঈর্ষা আর খুনোখুনির সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। দুই মহিলাকে র‍্যাঞ্চ থেকে উৎখাত করতে চাইছে ধান্ধাবাজ কিছু লোক, জনই ওদের পথে একমাত্র বাধা। এদিকে কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী—র‍্যাঞ্চটাকে নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করছে, অথচ সরু সুতোয় ঝুলছে মেয়েটার জীবন।

পিঙ্কারটনের এক গোয়েন্দা, ভাড়াটে এক খুনী আর ধুরন্ধর এক ইংরেজের উপস্থিতিতে জমে উঠল নাটক। ধাঁধায় পড়ে গেল জন: কার পক্ষ নেবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

ঘাতক

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8237-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল. ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail Sebaprok@citechco.net
Web Site www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

GHATOK
A Western Novel
By Golam Mawla Naeem

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং

এডিটিং

শুভম

Visit Us at boighar.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

আতঙ্ক

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

ঘাতক

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্রে, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **গ্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।

আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনুর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনুর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মানঃ** সঙ্কট।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

অদ্ভুত রঙ ঘোড়াটার–নীল, কিন্তু দারুণ তেজী ঘোড়া। তুফান বেগে ছুটছে জন ক্যালকিনকে নিয়ে।

সুনীল আকাশ, গনগনে তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। তেতে উঠেছে মাটির উপর সবকিছু। রুক্ষ, বিরান প্রান্তরের বুক চিরে চলে গেছে ট্রেইল। ডানে বাঁক নিয়ে বোল্ডার আর পাথরের সারি পেরিয়ে গেল জন, রাশ টেনে দাঁড় করাল নীল রোয়ানকে। আচমকা থামতে হয়েছে বলে তীক্ষ্ণ চিঁহি স্বরে প্রতিবাদ জানাল ঘোড়াটা।

সঙ্গত কারণেই থেমেছে জন। ট্রেইল দু'ভাগ হয়ে গেছে। পিছনে ফাঁসির দড়ি ফেলে এসেছে ও, এবং সম্ভবত ধাওয়া করে আসছে পাসি। বাঁচতে হলে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে হবে। তারও আগে, সঠিক পথটা খুঁজে নিতে হবে। সিদ্ধান্তে ভুল হলে দড়িতে ঝুলতে হবে আবার। পরপর দু'বার দূরে থাক, সম্ভবত এক জীবনেও দু'বার ফাঁসির দড়ি এড়ানো যায় না।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই, কারণ বেপরোয়া এবং মরিয়া কিছু লোক পিছু পিছু ছুটে আসছে। সামান্য কয়েকটা সেকেন্ডও মূল্যবান এখন।

নেহাত ঝোঁকের বশে ডান দিকে ঘোড়া ছোটাল ও; শঙ্কিত, বুঝতে পারছে না ভুল করছে কি না। একটা পথ তো বেছে নিতেই হবে···আশঙ্কার বিষয়: এলাকাটা অপরিচিত ওর। শত্রু কোন্ দিক থেকে উদয় হয়ে চমকে দেবে, কে জানে! একদিনে দু'বার একডজন লোককে বেকুব বানানো যায় না। ভেল্কিবাজিরও সীমা আছে, অথচ ভাগ্য ও নেহাত উপস্থিত বুদ্ধির কারণেই এখনও ঘাড়ের উপর মাথাটা আস্ত আছে ওর।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধরে ছুটছে রোয়ান। খুনে হোক আর যাই হোক, ঘোড়াটা ছুটতে জানে বটে, নীরব সমীহ এবং সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল জন। ওকে খুনে ঘোড়ায় চাপিয়ে নেক-টাই পার্টির আয়োজন করেছিল হ্যারি পোর্টারের ভাইয়েরা, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি অলক্ষুণে এই ঘোড়াই সৌভাগ্য বয়ে আনবে জন ক্যালকিনের জন্য।

দূরে দিগন্তের সীমানায় ঝাপসা ভাবে চোখে পড়ছে পাহাড়ের অবয়ব, আকাশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে চিরুনির মত খাঁজকাটা চূড়া। ক্রমে বড় হতে শুরু করল পাহাড়গুলো, স্পষ্ট হলো দূরত্ব কমবার সঙ্গে সঙ্গে। কঠিন গ্র্যানিটের শরীর চোখে পড়ল ওর, পাশ কাটিয়ে পাহাড়ী ঢালে উঠে এল জন। উপত্যকা ধরে এগোল। কিছুক্ষণ পরই ফের ঘোড়াকে দাঁড় করাতে বাধ্য হলো। সামনে পথ আটকে দিয়েছে পাহাড়ী ফাটল।

ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, কিংবা দ্বিধা করবারও ফুরসত নেই। কপালে যাই থাকুক, এগোবে বলেই জেদ ধরল জন। ফাটলের কিনারা ধরে এগোল। সতর্ক, শঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন। কপালে মুক্তার দানার মত ঘামের বিন্দু জমা হয়েছে, ভেজা শার্ট পিঠে অস্বস্তির চাদরের মত চেপে আছে; আর বিক্ষত গলার চামড়া জ্বালা করছে ঘাম লেগে। দড়ি পুরোপুরি এড়াতে পেরেছে বললে ভুল হবে, আনমনে ভাববার সময় স্মিত হাসল জন, কিছুটা হলেও ওর গলার চামড়া ছিলে নিয়েছে শক্ত দড়ি।

ব্যান্ডানা দিয়ে মুখ আর গলার ঘাম মুছল ও। ঢালের প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছে, সঙ্কীর্ণ পথের শেষে ফাটলেরও শেষ হয়েছে। তারপর আবারও বিরান প্রান্তর।

ঊর্ধ্বশ্বাসে রোয়ানকে ছোটাল ও।

এতক্ষণে নিশ্চই টের পেয়ে গেছে ওরা। নির্ঘাত পিছুও নিয়েছে। ধরতে পারলে যে ওকে লটকে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবার খুনে ঘোড়া বা উঁচু কটনউডের পরোয়া করবে না। যে-কোন একটা ঘোড়া বা প্রমাণ সাইজের গাছ পেলেই কাজ সেরে ফেলবে।

অবশ্য এত ঝামেলায় না গেলেও চলে, স্রেফ একটা বুলেটই যথেষ্ট···

নিষ্ঠুর, হিংস্র লোক এরা। নীতি বা নিয়মের বালাই নেই কারও। জন ক্যালকিনের অপরাধঃ অপরিচিত সে। আগন্তুক। অচেনা শহরে ছন্নছাড়া মানুষের পরিচয় একটাই–অবাঞ্ছিত। কেউ ওর পক্ষ নেবে, এমন আশা করা যে বোকামি সেটা পপলার টাউনে এসে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে জন।

ঘটনাটা মনে পড়তে দুঃখের মধ্যেও তিক্ত হাসল ও। কোত্থেকে যে কী হয়ে গেল! অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মাইনিং ছেড়ে যাত্রা করেছিল। সুনীল আকাশ, বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি আর দিগন্তের সঙ্গে মিশে যাওয়া পর্বতশ্রেণী হাতছানি দিয়েছিল ওকে, ইচ্ছে ছিল তুষারশুভ্র পাহাড়ের কোথাও এবারের শীতটা কাটিয়ে দেবে।

টিকে থাকবার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে ওকে, যোগ্যতম মানুষে পরিণত হয়েছে জন; সেজন্য কম হারাতে হয়নি–শরীরের উজ্জ্বল রঙ আর ত্বকের মসৃণতা উধাও হয়েছে, কিন্তু বিনিময়ে যা পেয়েছে–অনেক।

পশ্চিম বড় অনিশ্চয়তায় ভরা, নিদারুণ তিক্ত সত্যটি পপলার টাউনে এসে আবারও উপলব্ধি করেছে জন। বিপদ কখনও বলে-কয়ে আসে না, কথাটার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ওর ছিলে যাওয়া গলা আর নাভিশ্বাস তুলে খুনে এই ঘোড়ায় পলায়ন।

দুস্তর মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পপলার টাউনে আসছিল জন, হঠাৎ চাপা ফোঁপানির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। চারদিকে তাকাল, কয়েকটা বালিয়াড়ি ছাড়া কাউকে দেখতে পেল না। কয়েক গজ এগোতে বালিয়াড়ির পাশে মাটিতে পড়ে থাকা এক বৃদ্ধ আর পাশে বসা মহিলাকে দেখতে পেল। একটা

ছোট ছেলেও আছে, তবে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। ইন্ডিয়ান। ছেলেটার মুখ বিষণ্ন, চোখে শূন্য দৃষ্টি। ইন্ডিয়ান মহিলাই কাঁদছে।

একনজর দেখেই জন বুঝতে পারল, মারা গেছে ইন্ডিয়ান বুড়ো।

জনকে থামতে বলেনি ওরা, কিংবা সাহায্যও চায়নি। অথচ সাহায্য দরকার ছিল ওদের। মুখ ফুটে না বললেও ওদের চোখ দেখেই পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পেরেছিল জন। চারদিকে বিস্তীর্ণ মরু, মাইলের পর মাইল ধুধু বালির সমুদ্র। পানির চিহ্নমাত্র নেই। পিপাসায় ফেটে গেছে ওদের ঠোঁট। শুকনো মুখে যন্ত্রণা আর বেদনার চিহ্ন, চাহনিতে শূন্যতা এবং অসহায়ত্ব। জনকে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখেও এক ফোঁটা পানি চায়নি কেউ, শুধু কাতর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা।

মানবিক কারণে দয়া হলো জনের। পানির ক্যান্টিন এগিয়ে দিল উতে মহিলার দিকে। কৃতজ্ঞ হয়ে নিল মহিলা, ছেলেকে খাইয়ে পরে নিজে পান করল। স্যাডল ব্যাগে রাখা জার্কি আর বিস্কুট ওদেরকে দিল জন। তারপর ইন্ডিয়ান বুড়োকে কবর দিল।

সঙ্গে আনা প্যাকহর্সে দু'জনকে চাপিয়ে পপলারে পৌঁছে দিল জন। শহরের শুরুতে মহিলার হাতে রুপার দুটো ডলার ধরিয়ে দিয়ে আস্তাবলের দিকে এগোল ও। ক্লান্ত দেহে স্যাডল ছাড়ল, হসল্যারের সঙ্গে মামুলি দু'এক কথা শেষে, গিয়ার এবং ঘোড়া রেখে সেলুনের দিকে পা বাড়াল। শুকনো খটখটে মুখ আর গলায় জমে থাকা বালি সরাতে হুইস্কি না হলেই নয় এখন। তখনও জানত না ভুল শহরে ভুল সময়ে ড্রিঙ্ক করবার খায়েশ হয়েছে ওর।

জন ক্যালকিন জানে যে-কোন শহরে আগন্তুক মাত্রই নির্লিপ্ত অভ্যর্থনা পায়, সেজন্য প্রস্তুতও ছিল, ধরেই নিয়েছে পিছনে ফেলে আসা শহরগুলোর মতই এখানেও দু'এক বেলা ভরপেট খাওয়ার ফাঁকে বিচিত্র কিছু মানুষকে দেখবার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ওর অভিজ্ঞতা। কিন্তু ভুলটা হাড়ে হাড়ে টের পেতে বেশি দেরি হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও, পপলার হয়ে উঠেছিল ওর জন্য তেতে ওঠা উনুনের মতই উত্তপ্ত এবং বিপজ্জনক।

হ্যারি পোর্টার বয়সে বা গায়ে-গতরে পঁচিশ বছরের যুবক হলেও পশ্চিমের রুক্ষ জীবনে পঁচিশটা বসন্ত পার করা অন্য লোকদের মত সাবধানী নয়। বিচক্ষণতা, ধৈর্য বা বাস্তব বুদ্ধি অর্জন করতে পারেনি সে। দুটো পিস্তল ঝোলায়, হাতির দাঁতে তৈরি বাঁটের পিস্তলজোড়া যে ওর হাতে যাদু দেখায়, সেটা প্রমাণ করবার জন্য বহুদিন ধরে মুখিয়ে ছিল সে। পপলারের আশপাশে পোর্টারদের কুখ্যাতি সম্পর্কে জানে সবাই, তাই পারতপক্ষে কেউ ঘাঁটায় না ওদের। হ্যারি পোর্টার স্রেফ এ-কারণেই টিকে ছিল এতদিন। জন ক্যালকিন সেলুনে ঢোকামাত্র বোধহয় তার অবচেতন মন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল একে পরখ করে দেখবে। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি মানুষরূপী আজরাইল সামনে উপস্থিত হয়েছে।

মানুষটা সে দীর্ঘদেহী, সুদর্শন। কোটের কিনারা সরিয়ে রেখেছে, মুক্তা বসানো পিস্তলের বাঁটের প্রদর্শনী যাতে অটুট থাকে সারাক্ষণ। একনজর দেখেই তার ধাত চিনে নিল জন—নীচ, ঝগড়াটে এবং ঝামেলাবাজ মানুষ।

ঝামেলা এড়ানোর জন্যই বারের একেবারে শেষ প্রান্তে সরে গেল জন। গরম এবং যাত্রার ক্লান্তির কারণে এমনিতে অধৈর্য বোধ করছে, এ-অবস্থায় চট করে অল্পতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, তাই যথেষ্ট দূরে গিয়ে বসল। খাওয়া আর বিশ্রামের পাট না চুকানো পর্যন্ত কারও সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে নেই।

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল পোর্টার, হঠাৎ উস্কানির স্বরে জানতে চাইল: 'ভয় পেয়েছ না কি?'

'না,' প্রায় অধৈর্য স্বরে জবাব দিল জন, পিছনে ফেলে আসা শহর আর লোকজন সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই কর্কশ হলো স্বরটা।

'তুমি তো দেখছি মহা তঁ্যাদোড় লোক! অভদ্র! আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে না কেউ, কেউ বললে সেটা সহ্যও করি না! জানো আমি কে?'

'জ্বালিয়ো না তো! একটু পর এখান থেকে চলে যাব আমি।'

ড্রিঙ্ক পরিবেশন করবার সময় বারটেন্ডারের চোখে সতর্ক চাহনি নজর এড়াল না জনের, তবে গ্রাহ্য করল না ও।

'জানো কার সঙ্গে কথা বলছ?' প্রায় তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল পোর্টার।

'জানি না, জানবার আগ্রহও নেই। আমি ভবঘুরে মানুষ, দোস্ত, পথ চলতে জানি কেবল।'

'ভবঘুরে মানুষ বড় বড় বুলি কপচায় না!' বিদ্বেষের সুরে বলল হ্যারি পোর্টার। 'পিস্তলও ঝুলিয়েছ দেখছি! দেখা যাবে, মুখের মত ওটাও চালু কি না তোমার!' সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল সে। দুনিয়ায় ওর চেয়ে ঢের চালু পিস্তলবাজ রয়েছে, মৃত্যুর আগে তিক্ত সত্যটি জেনে গেল। পিস্তলটা স্রেফ বের করেছিল হোলস্টার থেকে, তারপরই জনের গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল ওর কণ্ঠনালী।

বারটেন্ডার স্পষ্ট জানিয়ে দিল বাঁচতে চাইলে জন যেন তখনই শহর ছাড়ে। কিন্তু তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে জন, অন্তত ড্রিঙ্ক শেষ করবার আগে কোথাও যেতে নারাজ।

স্টেবলে যাওয়ার পথে ওকে পাকড়াও করে পোর্টারের ভাইরা। কুখ্যাত নীল রোয়ানে চড়িয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল। ট্রেইলের পাশে বিশাল এক কটনউডের ডালে ঝুলিয়ে দিল ওকে। দু'পায়ের ফাঁক থেকে ঘোড়াটাকে সরিয়ে দিলেই হত, ঘাড় ভেঙে যেত জনের, তবে চটজলদি কাজ সারবার ইচ্ছে ছিল না ওদের, চাইছিল ধীরে ধীরে অমানুষিক কষ্ট পেয়ে মরুক জন, তাই টানটান দড়িতে ওকে ঝুলিয়ে দিয়ে শহরে ফিরে গেল খুশি মনে, আয়েশ ভরে হুইস্কি গিলবার সময় তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ভাববে—উপযুক্ত উপায়ে

প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে!

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল জন। কৃতজ্ঞ ইন্ডিয়ান মহিলা আর ছেলেটাই বাঁচিয়েছে ওকে। রাইডাররা চোখের আড়াল হওয়া মাত্র ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে ওরা, দড়ি কেটে মুক্ত করে জনকে।

মুক্ত হয়ে নীল রোয়ানকে কাছাকাছি দেখতে পেল জন। দ্বিধা ছাড়াই ঘোড়াটার দিকে এগোল, খুনে হোক আর যাই হোক, হাতের কাছে এটাই রয়েছে। তা ছাড়া, অস্বাভাবিক হলেও, স্ক্যাবার্ডে রাইফেল রয়েছে। শহরের স্টেবলে রাখা ওর গিয়ার বা ঘোড়া আনতে গেলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে।

দুটো ঘোড়া ও গিয়ারের চেয়ে জীবনের মূল্য বেশি, সুতরাং লাগাম চেপে ধরে দ্বিতীয়বারের মত নীল রোয়ানে চাপল জন।

'না, না! ওটায় চোড়ো না!' আঁতকে উঠল ইন্ডিয়ান মহিলা, প্রবল বেগে মাথা নাড়ছে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কোনরকমে বলল: 'বুনো ঘোড়া ওটা! খুনে ঘোড়া! ওটায় চড়লে মরতে হবে!'

'নাই ঘোড়ার চেয়ে খুনে ঘোড়া ভাল!' খানিকটা তিক্ত সুরেই জবাব দিল জন, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াটাকে এগোনোর তাড়া দিল। পাশ ফিরতে দেখতে পেল ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মহিলা আর ছেলেটা।

রোয়ানের "খুনে ঘোড়া" হওয়ার রহস্য এখনও অজানা ওর। প্রায় মাইল দুশেক পেরিয়ে এসেছে। বিন্দুমাত্র ঝামেলা করেনি ঘোড়াটা, বরং ওর ইচ্ছে মাফিক চলেছে। আর এখন, সম্পূর্ণ অপরিচিত এলাকা বলে রোয়ানের উপর নির্ভর করছে জন, মর্জিমত চলতে দিয়েছে ওটাকে। ঢেউ খেলানো পাহাড় সারি পিছনে ফেলে এসে দক্ষিণ-পুবমুখী ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে।

কে জানে, কার ঘোড়া! ঘোড়ার মালিক নির্ঘাত পাসিতে যোগ দেবে।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর হয়ে ছুটল রোয়ান। মাইলের পর মাইল খোলা প্রান্তর। সামনে নিচু পাহাড়সারি আড়াল করেছে ওর দৃষ্টিসীমাকে। পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভাসছে আকাশে। বিকেলে বোধহয় বৃষ্টি হবে, ধারণা করল জন।

নিচু প্রথম পাহাড়ে উঠে পিছন ফিরে তাকাল ও। খুঁটিয়ে দেখল। ধুলোর কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। হুইস্কির খায়েশ নিশ্চই অনেক আগে মিটে গেছে ওদের, দু'একজন অতি উৎসাহী ঠিকই আছে দলটায়–পরখ করতে আসবে জন ক্যালকিনের জিভ কতটা বেরিয়েছে। ভুলটা তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

এবং, তারপর ওর টিকি ছুঁতে ঘোড়া দাবড়াবে ওরা। শুধু টিকি ছুঁয়েই ক্ষান্ত হবে না, বের হওয়া জিভ এবার সরেজমিনে মেপে তবে ক্ষান্ত হবে।

অস্পষ্ট ট্রেইল। পপলারের বেপরোয়া অধিবাসীদের চেয়ে বরং নীল রোয়ানটাই জনের কাছে আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। কারণ, নিজ থেকে পাহাড়ে উঠে এসেছে ওটা এবং ব্যবহৃত হয় না এমন এক ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে। তারমানে···গন্তব্য জানা আছে ওটার। পরিচিত জায়গায় যাচ্ছে।

কোন ঝর্না বা ওঅটর হোলে?

ফের পিছন ফিরে তাকাল ও। কেউ পিছু নিয়ে আসছে, এমন কোন আলামত এবারও চোখে পড়ল না। ব্যাপার কী? শঙ্কা আর সন্দেহের ঝড় বইছে মনে। এমন তো হওয়ার কথা নয়! ওর পলায়নের খবর এতক্ষণে চাউর হয়ে যাওয়ার কথা। অন্য কোন ট্রেইল ধরে আসছে না তো? ঘুরপথে এগিয়ে ধরবে ওকে?

কতদূর এল? পনেরো মাইল? বিশ মাইলও হতে পারে। ক্লান্তি লাগছে। গত কয়েকদিন মরুভূমিতে কেটেছে ওর, তারউপর এমন মানসিক ধকল। পেটে খিদে নিয়ে পপলারে ঢুকেছিল, চুপসে যাওয়া পেট নিয়েই বেরিয়ে আসতে হয়েছে। বেল্ট দু'ঘর উপরে তুলে কষে বেঁধেছে জন, তাতেও লাভ হয়নি, বরং ছুঁচোর কেত্তন চলছে সমানে। ওই তোলপাড়ের বিরুদ্ধে আহারই হতে পারে একমাত্র অস্ত্র। নিদেনপক্ষে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম।

সুতরাং থামবার সিদ্ধান্ত নিল জন। মনে মনে পরিস্থিতি বিচার করছে। পানি, খাবার বা স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট···কিছুই নেই সঙ্গে। তবে পিস্তল আর রাইফেল রয়েছে। মন্দের ভাল বলা চলে। শিকার করতে পারবে। পাহাড়ী কোন ঝর্না পেলে তেষ্টা মেটানো যাবে। বিশ্রাম পেলে কিছুটা হলেও প্রেরণা পাবে শ্রান্ত শরীরে আরও পথ চলবার।

তা ছাড়া, ঘোড়াটারও বিশ্রাম দরকার। সেই অধিকার জন্মেছে ওটার। পপলার ছাড়বার পর টানা ছুটেছে। এভাবে ছুটতে থাকলে শেষপর্যন্ত হয়তো পায়ে হাঁটতে বাধ্য হবে জন।

অন্ধের মত কোথায় ছুটে চলেছে ওটা, সেটাও জানা দরকার। সন্ধ্যার উন্মেষে সূর্যের শেষ আলোয় রহস্যময় মনে হচ্ছে চারপাশ, খানিকটা হলেও দ্বিধায় ভুগছে জন। আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট একটা ট্রেইল দেখতে পেয়ে সেদিকে চালনা করল ঘোড়াকে। কিন্তু এগোল না রোয়ান, ট্রেইলের দিকে যেতে নারাজ।

'ব্যাপার কী?' আপনমনে বিড়বিড় করল ও, ভাবছে ঘোড়াটার রহস্যময় আচরণের কারণ। হাত বাড়িয়ে রোয়ানের ঘাড়ে ঘামের সমুদ্রে ভাসতে থাকা রেশমী চুলে আদুরে স্পর্শ বুলাল, তারপর লাগাম ঢিলে করে দিল। 'ঠিক আছে, তোর পছন্দ মতই যা,' শেষে নিচু কণ্ঠে বলল ও: 'দেখি কোন্ চুলোয় নিয়ে যাস্ আমাকে।'

মাইলখানেক এগোল ওটা, পাহাড়ের লাগোয়া ক্রীকের পাশ ঘেঁষে ট্রেইল বাদ দিয়ে ফের পাহাড়ী ঢালে উঠে এল। একটু আগে থেমে তেষ্টা মিটিয়েছে ওরা। 'যা ইচ্ছে কর্, ঠেকায় পড়েছি যখন ঠেলা তো খেতেই হবে!' খুনসুটির সুরে বলল জন, আদুরে চাপড় মারল রোয়ানের ঘাড়ে। 'আশা করছি, আমার মত অনিশ্চয়তা নিয়ে এগোচ্ছিস না তুই, জানিস ঠিক কোথায় যাচ্ছিস। আমার কথা বলতে পারি, এই অদ্ভুত যাত্রার মাথামুণ্ড কিছুই খেলছে না

মাথায়!'

জনের মনে যত অনিশ্চয়তাই থাকুক, রোয়ানটা দুলকি চালে দিব্যি এগিয়ে চলেছে। সিডার আর উইলোর ঝোপ পাশ কাটিয়ে উপত্যকা ধরে এগোল। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে তখন অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে। উপত্যকার কিনারে জোড়া কটনউডের নীচে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা।

স্থবির কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, টান-টান হয়ে গেছে জনের শরীরের সমস্ত পেশী, কান সজাগ। পাতার মর্মরধ্বনি আর পানির কুলকুল শব্দ কানে এল। আকাশে কালিগোলা অন্ধকার, মেঘের দল গ্রাস করেছে সমস্ত তারাকে। মেঘের দূরাগত গর্জন কানে এল ওর।

বামে পাহাড়ী খাঁজে একটা গুহা চোখে পড়ল। সামনে কিছু লতাপাতা আর গুল্ম জাতীয় গাছ জন্মেছে, আড়াল করেছে গুহাটাকে। ছেঁচড়ে স্যাডল ছাড়ল জন, তারপর লাগাম হাতে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে গুহার দিকে এগোল। অনিশ্চয়তা ঝেড়ে ফেলে অন্ধকার গুহায় পা রাখল।

একেবারে নীরব। ভিতরে উষ্ণ স্বস্তিকর বাতাস। পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে কাঠি জ্বালাল, ম্লান আলোয় দু'মুখ খোলা পরিসর একটা জায়গা দেখতে পেল। উল্টোদিক খোলা, সম্ভবত পাহাড়ের কিনারে উন্মুক্ত হয়েছে, দেয়াশলাইয়ের আলো অতদূর পৌঁছেনি বলে জায়গাটা অন্ধকার দেখাচ্ছে।

পিছিয়ে গাছের কাছে চলে এল জন। শুকনো ডাল আর পাতা কুড়িয়ে গুহায় ঢুকে আগুন জ্বালাল। ত্রিশ ফুট লম্বা এবং বিশ ফুট চওড়া গুহাটা। উচ্চতা কয়েক মানুষ সমান। একপাশে বেশ কিছু পাথর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। পাথরের বিশাল একটা চাঁই খসে পড়েছে ছাদ থেকে।

আগুন ধরানোর সময় পুরানো ছাই আর আধ-পোড়া ডাল চোখে পড়েছে ওর। দৃশ্যত, এখানে আগেও এসেছে কেউ, আগুন জ্বালিয়েছে। পর্যাপ্ত আলোয় ঘুরে-ফিরে দেখবার পর গুহাটাকে পরিচিত ঠেকল। প্রথমে খানিক বিস্মিত হলেও ব্যাখ্যাটা মেনে নিল। এর আগে আসেনি ঠিকই, কিন্তু অন্যদের কাছে এটার কথা শুনেছে। বর্ণনা মনে থাকায় চেনা চেনা লাগছে। গুহাটা ভবঘুরে বা কাউবয়দের কাছে "কাউবয় হোটেল" নামে পরিচিত। শুধু ছন্নছাড়া লোকই নয়, ঠেকায় পড়লে কাউবয়রাও আশ্রয় নেয় এখানে।

জায়গাটা আশ্রয় হিসাবে চলনসই। পানির যোগান তো আছেই, জন যা শুনেছে তা সত্যি হলে, ওপাশে এক চিলতে ঘেসো জমিও রয়েছে। ক্ষুধার্ত একটা ঘোড়ার জন্য যথেষ্ট ঘাস মিলবে নিশ্চই।

রোয়ানকে পানি পান করিয়ে ঘাসের উপর ছেড়ে দিল জন। 'তুই আর আমি বোধহয় এক জাতের,' দলাই-মলাই করবার সময় সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল ও। 'ঘরছাড়া, বুনো প্রকৃতির। কি জানিস, জীবনে ভাল-মন্দ অনেক কাজ করেছি, কিন্তু ঘোড়াচুরি এই প্রথম!' পরক্ষণে নিজের মনেই হেসে উঠল ও।

ঘোড়াটা কার? এটায় বসিয়ে ওকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল পোর্টাররা। ডাল থেকে ল্যাসোর ফাঁস ঝুলিয়ে দেওয়ার পর ঘোড়ার পাছায় একটা চাপড় মারলেই মামলা খতম হয়ে যেত, তারপর ঘোড়াটাকে নিয়ে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। অথচ তা করেনি লোকগুলো। খুনে ঘোড়াই বা বলছিল কেন? দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে রোয়ানের দিকে এগোল ও, দুপুর থেকে এ-পর্যন্ত যা করেনি, ব্র্যান্ডটা দেখবে।

ঘাস টেনে মুখে ভরতে ব্যস্ত ছিল ঘোড়াটা, ঝট করে মুখ তুলে তাকাল আগুন দেখে। জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকল জনের দিকে, বোধহয় ওর উদ্দেশ্য আঁচ করবার চেষ্টা করছে।

'ঘাবড়াস্ নে, তোর মার্কাটা দেখব কেবল।'

সচরাচর যা দেখা যায়, বাম দিকে ব্র্যান্ডটা। দেখেই থমকে গেল জন, আবারও তাকাল, শীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল মেরুদণ্ডে। এমন দারুণ তেজী ঘোড়ার পিঠে অলক্ষুণে ব্র্যান্ড?

আড়াআড়ি দুটো হাড়ের উপর করোটির ছাপ।

কয়েক পা পিছিয়ে এল ও, দূর থেকে চিন্তিত ভঙ্গিতে রোয়ানটাকে দেখল। এত তেজী, সুন্দর, শক্তিশালী ঘোড়া খুব কমই দেখেছে জীবনে। অসাধারণ ঘোড়া। অর্ধেক দিন, টানা ছুটে ওকে প্রায় নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে এসেছে; অথচ এটাকে খুনে ঘোড়া বলে দাবি করছিল সবাই। উতে মহিলা নিশ্চই মিথ্যা বলেনি?

রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানো মুলতবি রেখে গুহায় ফিরে এল জন। পেটে রাক্ষুসে খিদে, কিন্তু পানি ছাড়া কিছু নেই। এ-মুহূর্তে ঘোড়াটাকেও ঈর্ষা হচ্ছে ওর।

গুহার কোণে এসে নীল রোয়ানের সঙ্গে পাওয়া অদ্ভুত "উপহার সামগ্রী" দেখল জন। চমৎকার স্যাডল। উইনচেস্টারটা নতুনই বলা চলে, পয়েন্ট ফোর-ফোর ক্যালিবার, ছেষট্টি সালের মডেল; সামান্য আঁচড়ের চিহ্নও নেই। নাভাজো জাতের স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেটটা পুরানো, তবে জীর্ণ নয়।

আগুনের আলো বা উষ্ণতা বিশাল গুহার তুলনায় যথেষ্ট নয়, ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে। ঠাণ্ডাও পড়ছে বেশ। স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট মুড়ি দিয়ে খটখটে মেঝেয় শুয়ে পড়ল ও। ঘুমও দিব্যি চলে এল, কোন সমস্যা হলো না। তবে ভোরে তীব্র ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেল। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল ও, যতটা সম্ভব বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছে।

শরীরে ঠাণ্ডার কামড়ে ঘুম ভেঙে গেল ওর। উঠে শুকনো ডালপালা যোগ করে আগুন উস্কে দিল, শরীর গরম হওয়ার পর বাইরে গিয়ে রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপাল।

পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভাসছে আকাশে। গুহা ছেড়ে, গিরিখাত পেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে এল জন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলাচ্ছে চারপাশে, সন্দেহজনক

কিছু চোখে পড়ল না; তবে তারপরও অস্বস্তি কাটছে না। ট্রেইলে এসে সরাসরি পুব দিকে ঘোড়া ছোটাল, গন্তব্য জানা নেই। স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি চালনা করছে ওকে। এ-মুহূর্তে গন্তব্য নয় দূরত্বই আসল, পপলার থেকে যত দূরে সরে যেতে পারবে, বিপদের সম্ভাবনা ততই কমে যাবে।

চলার পথে বেশ কয়েকবার থেমে পিছনের ট্রেইল জরিপ করেছে, কিন্তু কিছুই চোখে পড়েনি। দুশ্চিন্তা বাড়ছে ওর, যেহেতু নিশ্চিত হতে পারছে না, কিংবা অনিশ্চয়তার মধ্যে এগোতে হচ্ছে বলেই।

বামে ঢেউ খেলানো পাহাড় সারি। কোনটাই তেমন উঁচু নয়। অ্যাসপেন, ওক আর পন্ডেরোসা পাইন জন্মেছে পাহাড়ী পাদদেশ এবং অগভীর উপত্যকায়। দুই পাহাড়ের ফাঁকে বয়ে যাওয়া ক্রীক চোখে পড়ল, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে বহু দূর।

হঠাৎ ট্রেইলে চাকার গভীর দাগ চোখে পড়ল। সম্ভবত স্টেজ।

পেটে রাক্ষুসে খিদে, কিন্তু আমল দিচ্ছে না জন। দু'একদিন অনাহারে বহুবার কেটেছে ওর। তবে পপলারের অভিজ্ঞতা একটু ভিন্ন বৈকি। সেলুনে ঢুকবার সময় ক্ষুধার্ত ছিল ও, ভেবেছিল এক রাউন্ড হুইস্কি গিলে খরখরে গলা পরিষ্কার হওয়ার পর পেটের চাহিদা মেটাবে। কিন্তু সুযোগ হয়নি। তারপর দু'দিন চলে গেছে, অথচ পানি ছাড়া কিছুই জোটেনি। পেটে ক্রমাগত জ্বলুনি আর চিনচিনে ব্যথা ভুলতে পিছনে ধেয়ে আসা সম্ভাব্য শত্রুর কথা নিজেকে বারবারই মনে করিয়ে দিচ্ছে জন।

ক্রীকটা অগভীর। স্বচ্ছ টলটলে পানি পেরিয়ে ও-পারে চলে এল ও। পাহাড়ের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে দূরে বড়সড় বার্ন, জড়ো করা খড় এবং একটু পর আরও কয়েকটা কাঠামো চোখে পড়ল–যার একটা অ্যাডোবি দালান। সুপ্রশস্ত পোর্চ রয়েছে সামনে। লাগোয়া করালে ঘোড়া আর গরু দেখা যাচ্ছে।

স্ক্যাবার্ডে রাখা উইনচেস্টারের দিকে দৃষ্টি চলে গেল ওর, প্রয়োজন পড়া মাত্র তুলে নিতে পারবে। কোমরে সিক্সশূটারের ফিতে খুলে রাখল। হাঁটুর গুঁতোয় এগোনোর নির্দেশ দিল রোয়ানকে। বসতির মালিক যেই হোক, অতিথি হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জন। সরাসরি বার্নের দিকে এগোল, করাল-বারের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে হেঁটে এগোল অ্যাডোবির দিকে।

ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগছে। এখন পর্যন্ত কারও সাড়া পায়নি। করালের বেড়া ভেঙে পড়েছে কয়েক জায়গায়, কাঁটাতারের বেড়া মেরামত করা হয়নি বহুদিন; বার্নে জঞ্জাল পড়ে আছে। অ্যাডোবি দালানের পোর্চ ঘিরে থাকা ফ্লাওয়ার বেডে নিতান্ত অবহেলায় বড় হচ্ছে শীর্ণ চেহারার কয়েকটা লাইলাক আর রডোডেনড্রন, আগাছা জন্মেছে ওগুলোর চারধারে।

এখানে কেউ থাকে, না কি চলে গেছে অন্য কোথাও?

শক্ত ওক কাঠের দরজায় করাঘাত করল কয়েকবার। উত্তর এল না দেখে থমকে দাঁড়াল জন, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। আবারও কয়েকবার টোকা দিল, তারপর ভিতরে দরজার দিকে হেঁটে আসবার কারও পদশব্দ শুনতে পেল। এক পা পিছিয়ে এল ও।

'কে? কী চাও?' নারীকণ্ঠের জিজ্ঞাসা।

নির্জন পাহাড়ী এলাকার বসতিতে সুরেলা নারী কণ্ঠে নয়, বরং প্রশ্নটাই চমকে দিল ওকে। ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল কলজে। কী জবাব দেবে–ফাঁসির দড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে? 'দু'দিন ধরে উপোস করছি, ম্যা'ম,' শেষে বলল। 'সামান্য কিছু খাবার পেলে···দাম দিতে পারব আমি।'

'সত্যি বলছ–ক্ষুধার্ত তুমি?' সন্দিহান প্রশ্ন।

'জ্বী, ম্যা'ম।'

দরজা খুলে গেল, সেই সঙ্গে আহ্বানও ভেসে এল: 'ভিতরে এসো।'

হ্যাট খুলে হাতে নিয়েছে জন, খোলা দরজা দিয়ে যেন অন্য একটা ভুবন দেখতে পাচ্ছে। বাইরের কোন অসঙ্গতি স্পর্শ করতে পারেনি ভিতরের পরিবেশকে–সবকিছু পরিপাটি, গোছানো। গদিমোড়া সোফা, সুদৃশ্য পর্দা ঢাকা জানালা। কয়েকটা শো-পীস আর ছবিও রয়েছে দেয়ালে। টেবিলে যে-ক'টা তৈজসপত্র দেখা যাচ্ছে, সবই ঝকঝকে–আয়নার মত জ্বলজ্বল করছে।

কোণের ফায়ারপ্লেসের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, পদশব্দে ফিরে তাকাল ওর দিকে। ব্লন্ড। গড়পড়তার চেয়ে বেশ লম্বা, গোলগাল সুশ্রী মুখ। সোনালি চুল সযত্নে খোঁপায় বাঁধা।

'এসো, ভিতরে এসে বসো,' একটু গম্ভীর কণ্ঠ। 'সচরাচর অতিথি আসে না আমাদের এখানে।'

আমাদের? চারপাশে তাকাল জন, কাউকে চোখে পড়ল না।

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ম্যা'ম,' অস্বস্তি বোধ করছে ও, সাতদিন ক্ষুর চালানো হয়নি, চুল উষ্কখুষ্ক; চেহারায় ক্লান্তি আর উদ্বেগের ছাপ–সব মিলিয়ে নিশ্চই আজব এক চিড়িয়া মনে হচ্ছে ওকে। 'ঘোড়াটা বোধহয় আমার চেয়েও বেশি ক্লান্ত।'

'বসে পড়ো। নিশ্চই অনেক পথ পাড়ি দিয়েছ, কারণ ধারে-কাছে কোন র‍্যাঞ্চ নেই।'

দেয়ালের আঙটায় হ্যাট ঝুলিয়ে চোয়ালে হাত বুলাল জন।

বড়জোর বিশ-একুশ হবে মেয়েটির বয়স। দারুণ সুন্দরী। ডিম্বাকৃতির নিটোল মুখ, ফর্সা মসৃণ ত্বক; শরীরের বাঁধন আকর্ষণীয়, আঁটসাঁট পোশাক যৌনাবেদনময়ী করে তুলেছে ওকে। আয়ত নীল চোখে বিষণ্নতার ছায়া। উল্টো দিকে অন্দরমহলে যাওয়ার আরেকটা দরজা রয়েছে, ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

'আমাদের এখানে অতিথি আসে না তেমন,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটা।

'এত নির্জন জায়গা, রীতিমত একঘেয়ে লাগে! তুমি আসায় সত্যি খুশি হয়েছি।'

'নির্জন হোক আর যাই হোক,' মুচকি হেসে বলল জন, বিস্ময় সামলে নিয়েছে। 'তোমার কথা জানতে পারলে সারাদেশের লোক হুমড়ি খাবে এই দরজায়। সুন্দরী মেয়ে, সে যারই হোক, সবাই আকৃষ্ট হয়।'

'আমি কারও নই!'

সোজাসাপ্টা ও ত্যক্ত সুর, তাই জবাবে কী বলবে ভেবে পেল না জন। স্রেফ বিহ্বল হয়ে পড়ল কয়েক মিনিটের জন্য। আমন্ত্রণ নয়, বরং সত্য কথন, এবং জনের এও মনে হলো, মেয়েটা সম্ভবত কারও নিজস্ব সম্পদ হতেও চায় না।

এমন নিঃসঙ্গ একটা জায়গায় পুরুষ ছাড়া কীভাবে থাকছে? র‍্যাঞ্চ মাত্রই পুরুষদের জায়গা, কাজের জায়গা। ঘোড়ার লাগাম বাঁধবার সময় যৎসামান্য যা দেখেছে, তাতেই ওর মনে হয়েছে বহু কাজ পড়ে আছে এখানে।

সন্তর্পণে সোফায় বসল জন, নিজের অপরিচ্ছন্ন বেশভূষা সম্পর্কে সচেতন। তারচেয়েও বেশি সচেতন ক্ষৌরিহীন মুখের ব্যাপারে। দাড়ি কাটা জরুরি মনে হচ্ছে, একজন লেডির সামনে এভাবে উপস্থিত হওয়া অশোভন। 'বেশিক্ষণ থাকব না আমি, খেয়েই চলে যাব।' গম্ভীর স্বরে বলল ও, তারপর যোগ করল: 'ম্যা'ম? একটা ব্যাপার আগেই বলে রাখা উচিত মনে করছি। আমার পিছু নিয়ে হয়তো কয়েকজন লোক আসতে পারে, ওদেরকে আমিই সামলাব।'

'পাসি?'

'জ্বী, ম্যা'ম। এক লোককে খুন করেছি।'

একটুও ভাবান্তর হলো না মেয়েটির। 'আমিও খুন করেছি একজনকে।'

জনের চমক বা প্রতিক্রিয়া দেখবার আগ্রহ দেখাল না মেয়েটা, ঘুরে দাঁড়িয়ে কোণে রাখা স্টোভের দিকে এগোল। স্টোভে কিছু চড়িয়েছে, চামচ দিয়ে নাড়ল। মুহূর্তে সারা ঘরে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল।

ডাইনিং টেবিলে বসল জন। কিছুক্ষণের মধ্যে খাবার পরিবেশন করল যুবতী। স্টু, রুটি, ডুনাট আর কফি।

সময় নষ্ট করল না ও, কিন্তু কাঁটাচামচ তুলে নিয়েও থমকে গেল। খাবারের দিকে তাকাল।

এই প্রথম হাসল মেয়েটি। 'লোকটাকে বিষ খাইয়ে মারিনি আমি।'

'সেজন্য নয়, ম্যা'ম। তুমি খাবে না?'

'না। খুব কম খেয়ে অভ্যস্ত আমি।'

খেতে শুরু করল জন। দু'দিনের খিদে কতটা, টের পাচ্ছে এখন–প্রায় গোগ্রাসে গিলছে। 'কম খাওয়া লোকই বোধহয় বেশিদিন বাঁচে আর ভাল থাকে।'

কোন মন্তব্য করল না মেয়েটি। নীরবে দুটো কাপে কফি পূর্ণ করে ওর

সামনে রাখল একটা। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে, দু'হাতে কাপ চেপে ধরে তাকাল জনের দিকে। 'ভবঘুরে তুমি?'

'তাই বলা যায়। নেশনে এক আউটফিটের হয়ে কাজ করছিলাম। ভাল লাগছিল না বলে ছেড়ে এসেছি। পরে পিউচের আশপাশে মাইনিং করেছি কিছুদিন, তবে সেটাও বেশিদিন ভাল লাগেনি।'

'এখানে এলে কীভাবে?'

'বাইরে ঘোড়াটা দেখেছ? ওটাই নিয়ে এসেছে আমাকে। নইলে হয়তো অন্য কোথাও চলে যেতাম। রোয়ানে চাপিয়ে আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল ওরা। লোকগুলো চলে গেলেও ঘোড়াটা যায়নি। হাতের কাছে ওটাই ছিল, ইন্ডিয়ান এক মহিলা বলছিল ওটা না কি খুনে ঘোড়া, অথচ···' মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল জন।

বজ্রাহতের মত চমকে উঠেছে তরুণী, আড়ষ্ট এবং রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখ। দু'হাতে চেপে ধরেছে টেবিলের কিনারা, আঙুলের গাঁটগুলো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'অসম্ভব! হতেই পারে না! ···আচ্ছা, ঘোড়াটা কি নীল রঙের রোয়ান?' নিচু, কাঁপা স্বরে জানতে চাইল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। দারুণ ঘোড়া।'

'মাই গড!' ফিসফিস করল মেয়েটা। 'ওহ্, খোদা!'

দুই

মিনিট কয়েক সম্পূর্ণ নীরব থাকল কামরা। কেতলিতে ফুটন্ত পানির হিসহিস শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'ওহ্, এমন অসম্ভব ব্যাপারও ঘটে! আমি তো মনে করেছি ঘোড়াটাকে আর কখনও দেখতে পাব না!' অবিশ্বাস মাখা কণ্ঠে মন্তব্য করল মেয়েটা।

'কেন?' জনের ছোট্ট প্রশ্ন। 'ওটার চলাফেরা দেখে তো মনে হলো চেনা জায়গায় আসছে।' ভবঘুরে মানুষ বলেই ঘোড়ার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অনেক লোকের চেয়ে বেশি জানে ও। ঘোড়া সম্ভবত কুকুরের চেয়েও বিশ্বস্ত প্রাণী। পথ হারানো মানুষ যেমন ঘরের প্রতি টান অনুভব করে, তেমনি ঘোড়াও চেনা পরিবেশে বা ঘরে ফিরতে পছন্দ করে। শত মাইল দূরে গেলেও ঠিক ফিরে আসে। নীল রোয়ানটা তাই প্রমাণ করেছে। খুনে ঘোড়া হলেও, চেনা জায়গা অর্থাৎ এখানে নিয়ে এসেছে ওকে।

'কারণ খুনে ঘোড়া ওটা!' শূন্য কাপ টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল মেয়েটি, চোখের গভীরে সামান্য দ্বিধার ছায়া খেলে গেল, শেষে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে খেই ধরল: 'যে-লোকটাকে আমি খুন করেছি, এই ঘোড়ায় চড়ে এখানে এসেছিল।'

খুনে ঘোড়া হওয়ার রহস্য তাতে পরিষ্কার হলো না। তবে কৌতূহল দেখাল না জন। কফির মগ তুলে চুমুক দিল। 'তিক্ত স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য দুঃখিত, ম্যা'ম। ঘোড়াটা ফিরে না এলেই বোধহয় খুশি হতে? তুমি চাইলে ওটাকে অনেক দূরে নিয়ে যাব আমি, যেখান থেকে এখানে আর ফিরে আসতে পারবে না।'

'আমি নই···মিসেস রীভস খুশি হত তা হলে।'

'ঘোড়াটা তা হলে তোমার নয়?'

তিক্ততা ফুটে উঠল যুবতীর চাহনিতে। 'ওটা আসলে এই র‍্যাঞ্চের মালিক মিসেস রীভসের। এখানকার সবকিছুই ওর।' সরাসরি জনের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমিও তোমার মতই ড্রিফটার। সাহায্য করবার জন্য আমাকে এনেছে মিসেস রীভস। ···এতক্ষণ ধরে কথা বলছি, অথচ পরিচয়ই হয়নি আমাদের। আমার নাম জোসি।'

স্মিত হেসে পরিচয় জানাল জন।

'সত্যিই তোমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল ওরা?'

মাথা ঝাঁকাল ও। মনে মনে ভাবছে পেটের জ্বালা তো মেটানো হলো, এবার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হয়। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য যাই হোক, চমৎকার একটা ঘোড়া পেয়েছিল; কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ওটাকে হারাতে হবে। মালিকের কাছে পৌঁছে গেছে রোয়ান। এখন আর ওটাকে নেওয়া চলে না। অথচ একটা ঘোড়া দরকার ওর।

'কাজের লোক নেই তোমাদের?'

'আপাতত কেউ নেই। সাবেক এক সৈনিক ছিল কিছুদিন, বেশ পরিশ্রমী ছিল লোকটা।'

'ছিল? তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে?'

'রবিন–মানে নীল রোয়ানে চেপে শহরে গিয়েছিল সে, কিন্তু বেচারা আর ফিরে আসেনি। হ্যারি পোর্টার খুন করেছে ওকে। সম্ভবত কৌশলে ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিল পোর্টার, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। মিসেস রীভস অবশ্য এ-কথা বিশ্বাস করে না। পশ্চিমে নতুন তো, তাই এখানকার সবকিছু বুঝে উঠতে পারছে না। সবাইকে সহজে বিশ্বাস করে। এটা অবশ্য ওর সমস্যা।'

'তা হলে বেশিদিন হয়নি এখানে এসেছ তোমরা?'

'হ্যাঁ। নামকরা অভিনেত্রী ছিল মিসেস রীভস। ছেলেবেলা থেকে বাবা-মার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় শো দেখিয়ে বেড়াত। বেশিরভাগ সময় দক্ষিণে শো করত ওরা। যুদ্ধের ঠিক শুরুতে বেনি রীভসকে বিয়ে করে ও। কনফেডারেট আর্মিতে নাম লেখায় মি. রীভস। জেব স্টুয়ার্টের সঙ্গে রাইড করেছে। পরে গেটিসবার্গে মারা যায় সে।'

কামরার নীরবতা বা উষ্ণ পরিবেশ ভাল লাগছে জনের। জানালা-পথে

ছুটে আসা সূর্যালোকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কামরাটা। কোথাও ধুলো বা আবর্জনা নেই, একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার।

'কয়েকজন লোক দরকার তোমাদের,' বলল ও। 'তাদের একজন যদি লোহালক্কড়ের কাজে দক্ষ হয়, মস্ত উপকার হবে। বাইরে দেখলাম অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'ঠিকই বলেছ,' কাপ দুটো পুনরায় ভরল জোসি। 'মাত্রই তো এলাম। কয়েক সপ্তাহ। কি জানো, র‍্যাঞ্চটা কিন্তু মিসেস রীভসের নিজের নয়। ওর এক ভক্ত মি. উইলসনের দেওয়া।'

'উইলসনকে বিয়ে করেছিল ও?'

'বন্ধু ছিল ওরা। অন্য কিছু মনে কোরো না আবার। নিঃসঙ্গ মানুষ ছিল মি. উইলসন, নাটক দেখতে এসে পরিচয়। একদিন শো শেষে ডিনার খেল ওরা, গল্প করল। পরবর্তীতে প্রায়ই শো দেখতে আসত মি. উইলসন, দু'জনে হাঁটতে বেরোত, গল্প করত। মি. উইলসন একদিন জানাল ওর কিছু হলে র‍্যাঞ্চটা মিসেস রীভসের হবে।

'কথার কথাই মনে হয়েছিল তখন। কারণ পুরুষরা, এমনকী সবচেয়ে নিপাট ভদ্রলোকও গল্পচ্ছলে এরকম প্রতিশ্রুতি দেয়। এমন নয় যে প্রতারণা করবার ইচ্ছে থাকে তাদের, আসলে বন্ধুত্বের গভীরতা বোঝানোর জন্য এমন করে কেউ কেউ। তো, মিসেস রীভসও কথাটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি। র‍্যাঞ্চিং সম্পর্কে কোন কালেই আগ্রহ ছিল না ওর।

'একে অন্যকে চিঠি লিখত ওরা। মিসেস রীভসের নিঃসঙ্গ জীবনেও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছিল। এভাবে কেটে গেল অনেকদিন। সনোরায় ছিলাম আমরা তখন, হঠাৎ খবর এল বেয়াড়া একটা ষাঁড়ের হাতে খুন হয়েছে মি. উইলসন। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উইল করে র‍্যাঞ্চটা দিয়ে গেছে মিসেস রীভসকে। ভদ্রলোক বড় মনের মানুষ ছিল, নইলে স্রেফ বন্ধুত্বের কারণে এতবড় ত্যাগ স্বীকার করে কেউ?

'তখন সত্যিই অর্থকষ্টে ছিলাম আমরা। যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, চারদিকে অভাব। শো চলছিল না, আর্থিক টানাপোড়নের মধ্যে কে নাটক দেখবে? সুযোগ পেয়ে কোম্পানির ম্যানেজারও হাতে যা ছিল, তাই নিয়ে পালিয়ে গেল। মিসেস রীভস তখন চোখে অন্ধকার দেখছিল। র‍্যাঞ্চিং করবার ইচ্ছে না থাকলেও, সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমে চলে আসবে। ওর মত আমারও কিছু সঞ্চয় ছিল, তাই নিয়ে এখানে চলে এলাম আমরা।'

কথাগুলো ধাঁধার মত লাগছে জনের কাছে। বিস্ময়কর ব্যাপার, খোদ জোসির চরিত্রই ধোঁয়াটে লাগছে। এ-মুহূর্তে পরাজিত, হতোদ্যম দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। কিন্তু জনের ধারণা, আর যাই হোক জোসি মোটেই দুর্বল চরিত্রের নয়। মেয়েটির অতুলনীয় সৌন্দর্য যে-কারও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পশ্চিমে সচরাচর যেভাবে বাড়িঘর তৈরি হয়, এটা তার ব্যতিক্রম। নিরাপত্তার ব্যাপারটা আগে বিবেচনা করে মানুষ, তাই তাড়াহুড়োয় বাড়ি তৈরি করে; আরাম-আয়েশ বা স্বাচ্ছন্দ্যের কথা পরে ভাবে–সমৃদ্ধি আসবার পর। এই বাড়িটা অন্তত দশ বছর আগে তৈরি হয়েছিল, এলাকায় সাদাদের উপস্থিতি তখন মোটেই সহ্য করত না উতেরা।

আচমকা পাশের দরজা খুলে গেল। ধূসর চুলের সুশ্রী চেহারার এক মহিলা ঘরে ঢুকল। বুদ্ধিদীপ্ত, অন্তর্ভেদী চোখ। চট করে, প্রায় একনজরে জনকে দেখে নিল।

'অপরিচিত কণ্ঠ শুনলাম।'

'দুঃখিত, ম্যা'ম, বিরক্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি।' দ্রুত উঠে দাঁড়াল জন, ন্যাপকিন তুলে নিয়ে মুখ মুছল।

'বসো, প্লীজ। আমাদের এখানে অতিথি প্রায় আসেই না।'

টেবিলের এক প্রান্তের চেয়ারে বসল মহিলা। কফিপট আনতে স্টোভের কাছে চলে গেল জোসি।

বসল জন।

'রবিনের পিঠে চড়ে এসেছে ও,' সংক্ষেপে জানাল জোসি।

বিস্ময় ফুটে উঠল মিসেস রীভসের চোখে, ঝাড়া মিনিট খানেক তাকিয়ে থাকবার পর ক্ষীণ নড করল। 'ওটার পিঠে না চড়াই ভাল,' শেষে বলল সে। 'খুনে ঘোড়া। ইন্ডিয়ানরাও জানে ওটার ব্যাপারে। ঘোড়াটা যেখানে যায়, কেউ না কেউ মারা পড়ে!'

'দারুণ তেজী ঘোড়া! আমার তো মনে হয় অযথা সবাই বদনাম করছে ওটার। কেউ যদি নিজের দোষে খুন হয়, তা হলে ঘোড়ার কী দোষ!'

ক্ষণিকের জন্য এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল মহিলার পুরুষ্ট ঠোঁটে, মাথা নেড়ে বলল: 'উঁহুঁ, ব্যাপারটা আসলে এত সহজ নয়। ওই ঘোড়ার সঙ্গে অন্তত পাঁচজন লোকের মৃত্যুর সম্পর্ক আছে।'

অপেক্ষায় থাকল জন, আশা করছে আরও বলবে মহিলা। কিন্তু জোসি কফি দিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কৌতূহল ধরে রাখতে হলো ওকে।

'ঘোড়াটার ইতিহাস অনেক লম্বা,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল মিসেস রীভস। 'এই র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল জর্জ উইলসন, আমার এক বন্ধু। পশ্চিমে আসবার আগেই ঘোড়াটার কথা ওর কাছ থেকে শুনেছি। ঘোড়াটা যখন বুনো ছিল, ওটাকে ধরবার পর ব্র্যান্ডিঙের সময় মালিকানা নিয়ে ঝগড়া হয় দুই কাউহ্যান্ডের মধ্যে। গোলাগুলিতে দু'জনেই মারা পড়ে ওরা।

'বছরখানেক পর উতে ইন্ডিয়ানরা ঘোড়া চুরি করতে এসেছিল। অন্য ঘোড়ার সঙ্গে রবিনকেও চুরি করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি। বরং তিনটে লাশ পিছনে ফেলে পালিয়ে যেতে হয়েছে ওদের। সেই থেকে ঘোড়াটার বদনাম। বুড়ো এক কাউহ্যান্ড ওটার গায়ে অদ্ভুত ব্র্যান্ডটা বসিয়ে

দেয়। সম্ভবত জর্জও এতে সম্মতি দিয়েছিল।'

'আর কোন ঘোড়া চুরি হয়েছিল?'

'সম্ভবত ডজন খানেক।'

'ওদের গায়ে মরণ-ব্র্যান্ড ছিল না? নিশ্চই ছিল, ম্যা'ম। অযথা রবিনকে দোষ দিয়ে কী লাভ! দুটো ঘটনাই অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়,' মন্তব্য করল জন, এখনও মানতে পারছে না এত দারুণ একটা ঘোড়ার সঙ্গে মানুষের মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য ওর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন বৈকি, কারণ ঘোড়াটার কারণেই এখনও ধড় আস্ত আছে ওর।

'আরও আছে,' বলেই থেমে গেল মিসেস রীভস, ইঙ্গিতে জোসিকে কফি দিতে বলল। 'জর্জ বা ওর কোন কাউহ্যান্ড ঘোড়াটায় চড়ত না, ইচ্ছেমত রেঞ্জে ঘুরে বেড়াত ওটা। জর্জের কাছে শুনেছি উতেরাও রবিনের পিঠে চড়তে ভয় পেত, সম্ভবত ব্র্যান্ড দেখে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ওরা। চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পরও ছেড়ে দেয় ওকে। নিজেই র‍্যাঞ্চে ফিরে আসে রবিন। তারপর অনেকদিন কেউ ওর পিঠে চাপেনি, বুনো ঘোড়ার মত রেঞ্জে ঘুরে বেড়াত ওটা।

'আরও একটা ঘটনা। আমরা তখন নতুন এসেছি এখানে, মাস খানেক আগের কথা। বিশাল বাথানে মাত্র দু'জন মহিলা, কোন লোক নেই। ক্রু ভাড়া করবার চেষ্টা করেছি বেশ কয়েকবার, কিন্তু কেউ আমাদের কাজ করতে চাইত না। শহরে পোর্টারের দল হুমকি দিত। আমাদের উচ্ছেদ করে র‍্যাঞ্চের দখল নেওয়ার ইচ্ছে ওদের। অবশ্য জর্জ বেঁচে থাকবার সময়ও চেষ্টা করেছিল। ওর অধীনে কঠিন কিছু লোক ছিল বলেই পারেনি। কিন্তু জর্জ মারা যাওয়ার পর, অবলা দু'জন মহিলাকে দেখে বোধহয় সুযোগ পেল ওরা। কোন ক্রুই দু'দিনের বেশি টেকেনি এখানে। কোন না কোন ভাবে ওদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিল ওরা।

'শেষে এক সাবেক সৈনিক রাজি হলো কাজ করতে। সপ্তাহ খানেক কাজ করবার পর রবিনের পিঠে চেপে পপলারে গেল সে, ইচ্ছে ছিল সাপ্লাই আনবে আর দু'জন ক্রু ভাড়া করবে। কিন্তু ফিরে আসেনি সে।

'রবিনের পিঠে চেপে ফিরে এল অন্য লোক। সম্ভবত আমাদের ভয় পাইয়ে দিতে এখানে পাঠানো হয়েছিল ওকে। পাঁড় মাতাল ছিল লোকটা, এখানে এসে সরাসরি হুমকি দিল আমাদের, বেরিয়ে যেতে বলল। বাড়ি না ছাড়লে না কি আগুন ধরিয়ে দেবে। সমানে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছিল, আমাদের আপত্তি বা পাল্টা হুমকিতেও নিরস্ত হয়নি। হঠাৎ একটা মশাল জ্বেলে বাড়ির দিকে এগিয়ে এল। রবিনের পিঠে ছিল সে তখন। সঙ্গে সঙ্গে ওকে গুলি করে ফেলে দেয় জোসি।'

'সত্যি সত্যি বোধহয় আগুন লাগাত লোকটা,' ব্যাখ্যা করল জোসি। 'খুব ভড়কে গিয়েছিলাম। মাতাল হলেও হিংস্র আর নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল ওকে।'

'ঠিকই করেছ।' সামান্য নড করল জন। 'পপলারের শেরিফ বা মার্শাল

ঝামেলা করেনি?'

'শেরিফ যখন এসেছিল, লোকটার লাশ তখনও দরজার কাছে পড়ে আছে। নিভে যাওয়া মশালটা হাতের কাছে ছিল। আত্মরক্ষার খাতিরে ওকে খুন করা হয়েছে, ঘোষণা দিয়ে চলে গেল শেরিফ। পরে আন্ডারটেকার এসে লাশটা নিয়ে গেছে।'

জোসির দেওয়া স্টু শেষ হয়ে গেছে, কাপটা পুনরায় ভরে নিল জন। এখনই চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। বহুদিন পর আরামদায়ক, ঘরোয়া পরিবেশে টেবিলের নীচে দুই হাঁটু গুঁজেছে···এমন সুযোগ হয় না সচরাচর।

'ক'দিন পর এসেছিল?'

'পরদিন সকালে।'

একটু তাড়াতাড়ি, মনে মনে ভাবল জন।

'সঙ্গে পোর্টার এসেছিল। খুনের অভিযোগ করেছিল আমাদের বিরুদ্ধে।'

পপলারের একটা দাঙ্গাবাজ দলের হুমকির মুখে টিকে আছে দু'জন মহিলা, যথেষ্ট দৃঢ়তা না থাকলে সম্ভব নয়। যার যা আছে, সেটা রক্ষার চেষ্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক।

'মালপত্রগুলো কি মৃত লোকটার?'

'না। ওগুলো টাম্বলারের, যে-লোকটাকে ভাড়া করেছিলাম আমরা। শহরে গিয়ে হ্যারি পোর্টারের হাতে খুন হয়ে যায় সে। আসলে যখনই কাউকে ভাড়া করবার চেষ্টা করেছি, তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয় ওরা। মালিকের ব্যক্তিগত ঝামেলায় কেন নিজেদের জড়াবে ওরা? তা ছাড়া, কাজ করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে চায় না কেউ।'

'মনে হচ্ছে বিস্তর গোলাগুলি চলছে!'

'ওহ্, না! আসলে সামান্য দু'একটা গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে।'

'দারুণ একটা জায়গার মালিক তুমি, ম্যা'ম। এমন সৌভাগ্য সবার হয় না।'

'হ্যাঁ। জর্জ জানত নিশ্চিন্তে জীবন কাটানোর মত একটা আশ্রয় দরকার আমার। সারা জীবন ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছি, শিকড় গাড়া হয়নি কোথাও। এখানে প্রথম এসে মনে হলো এমন জায়গাই মনে মনে খুঁজছিলাম, হ্যারি পোর্টার উটকো ঝামেলা হিসাবে উদয় না হলে হয়তো শান্তিতেও থাকতে পারতাম।'

'কয়েকজন সাহসী লোক হলে ঠিক সামলে নিতে পারবে তোমরা।'

'ভরসা পাচ্ছি না। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করবে কে? সবকিছু বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। ঘোড়ায় চড়ে র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা করা তো মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। মানায়ও না।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জন। কাপ তুলে নিয়েও নামিয়ে রাখল। 'ম্যা'ম? তোমার আপত্তি না থাকলে কয়েকটা দিন থেকে যেতে পারি আমি,' মৃদু স্বরে

বলল ও। 'কিছুটা গুছিয়ে দিলে আর পরে কাউকে পেলে চলে যেতে পারব।'

'ওহ্! সত্যি থাকবে তুমি?' উজ্জ্বল হয়ে গেল জোসির মুখ। 'আমার তো মনে হয়…'

'জোসি, এতবড় ঝুঁকি নিতে ওকে বলতে পারি না আমরা,' কিছুটা নির্লিপ্ত স্বরে জোসিকে থামিয়ে দিল মিসেস রীভস। 'পোর্টার বা ওর দলবলকে খাটো করে দেখবার উপায় নেই। তা ছাড়া…'

'পোর্টারকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, ম্যা'ম। তোমাদের বিরক্ত করবে না ও।'

'কীভাবে বুঝব? ওর মত এমন নীচ, নিষ্ঠুর ও ধূর্ত লোক আর দেখিনি! দারুণ বিপজ্জনক।'

'বিপজ্জনক ছিল, কিন্তু এখন নেই। মারা গেছে সে।'

'কীভাবে মারা গেল?'

'ওকে খুন করবার কারণেই ফাঁসি হচ্ছিল আমার।'

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ঘরে। বাইরে গাছ থেকে পাতা খসে পড়লেও শোনা যাবে। কটনউডের গুঁড়িতে ঠোকর মারছে একটা ম্যাগপাই, রবিনের পায়ের ভর বদল করবার শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল। নিজের উপর দুই মহিলার উৎসুক এবং বিস্মিত দৃষ্টি আঁচ করতে পারছে জন। টুঁ শব্দ করছে না কেউ। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে মিসেস রীভস, বিহ্বল অবস্থা কাটাতে পারছে না। এদিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জোসি, কিছুটা শঙ্কা দেখা গেল চাহনিতে।

'ওকে খুন করেছ তুমি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল মিসেস রীভস।

'পপলারে থেমেছিলাম খিদে মেটানোর জন্য। সেলুনে গেলাম আগে; ভাবলাম একটা ড্রিঙ্ক গলায় ঢালি। অযথা আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাল ও। ভেবেছিল পিস্তলে জুড়ি নেই ওর, বাঁটে আরেকটা আঁচড় কাটবে কাউকে খুন করে। অপরিচিত বলে আমাকে বেছে নিল…'

'তুমিও মারা পড়তে পারতে!' অস্ফুট স্বরে বলল জোসি, বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছে।

'হয়তো। কিন্তু ওর মত বহু লোক দেখেছি আমি। যেখান থেকে এসেছি, সামান্য কয়েক ডলার খরচা করলে অমন লোকের অভাব হয় না। পপলারের সঙ্গে ওখানকার পার্থক্য হচ্ছে, অযথা কেউ মাস্তানি করে না। যার যার ধান্ধায় থাকে। মানুষের ওজন তার কাজে, কথায় বা পরিচয়ে নয়। যাকগে, কাজের কথা উঠল যখন,' মৃদু হেসে প্রসঙ্গটা চাপা দিল জন, কাপ নামিয়ে রেখে খেই ধরল: 'এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে ভাবা উচিত। কিছুদিন থাকছি যখন, মিছে মিছে সময় নষ্ট করব কেন? অনেক কাজ পড়ে আছে। আসবার সময় দেখলাম গেটের পাল্লা ঝুলে পড়েছে। বার্ন বা করালের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়।'

উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মিসেস রীভসের মুখ। জনের দৃষ্টিভঙ্গিতে যারপরনাই চমৎকৃত। এমন করিৎকর্মা আর উৎসাহী লোকই যেন প্রয়োজন ছিল ওদের!

'র‍্যাঞ্চে স্টক কেমন?' উঠে দাঁড়ানোর সময় জানতে চাইল জন।

'সঠিক জানা নেই আমার। জর্জের নোটবুকে সব তথ্য আছে। তুমি চাইলে…'

'পরে।'

বেরিয়ে এসে পোর্চে দাঁড়াল জন ক্যালকিন। সিগারেট রোল করবার ফাঁকে নিজের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিচার করল মনে মনে। থেকে গিয়ে ভুল করেনি তো? আপাত শান্ত, সুন্দর পরিবেশের মধ্যেও একটা হুমকি রয়েছে, দু'জন অবলা নারী আর একটা সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চের মাঝখানে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে ও। এখন থেকে দুই মহিলা নয়, বরং আগে ওকে উচ্ছেদ করতে চাইবে প্রতিপক্ষ। অবশ্য হ্যারি পোর্টার না থাকায় দলটা তত আগ্রহী নাও হতে পারে।

উঁহুঁ, আসবে ওরা। র‍্যাঞ্চ দখল করতে না হলেও, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হলেও আসবে…যদি জানতে পারে এখানে আছে ও।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রেয়ারিতে। চোখ তুলে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকাল জন। দূরে ঝাপসা দেখাচ্ছে পাহাড়সারি, ফ্যাকাসে আকাশের পটভূমিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পাহাড়ী ঢালে পন্ডেরোসা পাইন ও অ্যাসপেনের বনে লুকোচুরি খেলছে জ্যোৎস্নার আলো।

পাহাড় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বার্ন আর করালের দিকে তাকাল। পাহাড়ের ঠিক কাছাকাছি অবস্থান। ঢালু এক চিলতে জায়গায় লগের তৈরি বেড়া দিয়ে করাল তৈরি করা হয়েছে, ইট-সুরকির তিনটে ট্রাফ রয়েছে। তবে সেখানে কোন গরু বা ঘোড়া নেই এ-মুহূর্তে।

পিছনে হালকা পায়ের শব্দ কানে এল ওর। ফিরে তাকিয়ে দেখল দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে জোসি। 'বার্নে থাকত টাম্বলার। তোমার দেখছি বেডরোল নেই। তা হলে…'

'এ নিয়ে ভেবো না, ম্যা'ম। এভাবেই কাটিয়ে দিয়েছি সারাটা জীবন।'

'ভোরে নাস্তা তৈরি করি আমরা। ঘুম ভাঙলেই চলে এসো।'

স্মিত হাসল ও। 'সূর্য ওঠবার পর জীবনে কখনও ঘুমাইনি। তার অনেক আগে ঘুম ভেঙে যায় আমার।'

'বেশ, ঘুম ভাঙলেই চলে এসো,' পুনরাবৃত্তি করল মেয়েটা। 'নাস্তা তৈরি থাকবে।'

দু'পা এগিয়ে পোর্চ থেকে নেমে এল জন, হিচিং রেইলে বাঁধা রবিনের দিকে তাকাল। উসখুস করছে ঘোড়াটা। এটাই স্বাভাবিক, এত ছোটাছুটির পর যত্ন, বিশ্রাম ও খাওয়ার অধিকার জন্মেছে ওটার, অথচ স্যাডল খসায়নি জন, ছেড়েও দেয়নি ওটাকে।

লাগাম খুলে রবিনকে নিয়ে করালের দিকে এগোল ও। লম্বা ঘাস রয়েছে ওখানে। স্যাডল খসিয়ে ঘোড়াকে দলাইমলাই করে দিল। ট্রাফের পাশে কিছু ওট আর ভুসির গুঁড়ো পেয়ে খুশি হলো। সযত্নে খাওয়াল ঘোড়াকে।

রবিনের যত্ন করবার ফাঁকে দুই মহিলার চিন্তা জুড়ে বসল ওর মনে। স্পষ্টত, এদের তাড়াতে চাইছে কেউ। নিঃসন্দেহে মহা বিপদের মুখে আছে এরা। টাম্বলারের খুন হওয়া এবং মাতাল বন্দুকবাজের আগমন কি বিচ্ছিন্ন দুটো ঘটনা, না কি সত্যিই এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে পোর্টারদের? উঁহুঁ, বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কারণ এ-পর্যন্ত কোন ক্রুই টিকতে পারেনি এখানে। তা ছাড়া, মাতাল বন্দুকবাজ খুন হওয়ার পর শেরিফের সঙ্গে এখানে এসেছিল হ্যারি পোর্টার। দৃশ্যত, তার ইন্ধন বা পীড়াপীড়িতে এত তাড়াতাড়ি খুনের তদন্ত করতে এসেছিল শেরিফ।

হ্যারি পোর্টারের মত সুযোগসন্ধানী বিষফোঁড়া সব জায়গায় থাকে। হামবড়া স্বভাবের কারণেই অন্যের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পছন্দ করে এরা, সামান্য অজুহাতে খুন করতেও দ্বিধা করে না। বীরত্ব দেখানোর জন্য অচেনা লোককে বেছে নেয়। কিন্তু সবসময় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে না, ছন্নছাড়া সব লোকই যে নিরীহ বা ভীতু প্রকৃতির হবে এমন কোন কথা নেই। লড়াকু লোকের সামনে পড়লে পাশার দান উল্টে যেতে বাধ্য।

পপলারে ঠিক তাই হয়েছে জন ক্যালকিনের ক্ষেত্রে।

বার্নে চলে এল ও। দরজার ঠিক পাশে দেয়ালের আঙটায় একটা লণ্ঠন ঝুলছে। ওটা জ্বালিয়ে চারপাশে দৃষ্টি চালাল। প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের আবর্জনা জন্মেছে ঘরে, ওট আর ভুসির বস্তা রয়েছে কয়েকটা। গামলা ভরা কর্নও দেখতে পেল। ঘরের অর্ধেকটা বোর্ডের দেয়াল দিয়ে আলাদা করা। ও-পাশে রয়েছে বাঙ্ক, চেয়ার-টেবিল এবং ওঅশস্ট্যান্ড। বাঙ্কে বেডরোল এবং চাদর রয়েছে। দৃশ্যত, টাম্বলারের জিনিস এগুলো।

আধ-কাটা বড়সড় একটা বেরেল চোখে পড়ল। টাব হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। বেরেলে পানি ভরে গোসল সেরে নিল ও। নিজেকে এবার ঝরঝরে আর হালকা মনে হচ্ছে। পপলারে রেখে আসা ঘোড়া ও মালপত্রের কথা মনে পড়ল। স্টেবলে ঘোড়া রেখে আসতে ওকে দেখেনি কেউ, স্বভাবতই কয়েকদিন আমানত হিসাবে রেখে দেবে হসল্যার; ওর গিয়ার কেউ খুঁজে নাও পেতে পারে। কিন্তু তারপরও ফিরে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলবার ঝুঁকি নিতে নারাজ জন। আপাতত।

বিছানাটা নিভাঁজ। ওর এখনকার যা অবস্থা, ফাটা তক্তার উপরও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। শুয়ে পড়ল ও।

ভোরের ধূসর আলোয় ঘুম ভাঙল। কাপড় পরে বিছানাটা আগের মতই গুছিয়ে রাখল। দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখল র‍্যাঞ্চ হাউসের কিচেনে আলো জ্বলছে। প্রথমে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখে নিল। বিশাল বার্ন এ-মুহূর্তে

প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে। ঠিকমত আলো ফুটলে ভাল করে দেখে নিতে হবে, ভাবল জন।

করালে চলে এল ও। দূর থেকে সমীহের দৃষ্টিতে নীল রোয়ানটাকে দেখল। শক্তিশালী দেহে কিলবিল করছে সবল পেশি, রেশমী লোমে ঝিলিক মারছে সকালের সোনা রোদ ওটার মাথা উঁচিয়ে চলবার ভঙ্গি কিংবা অনায়াস দৌড়ের কথা মনে পড়ল···দমও অফুরন্ত। নিঃসন্দেহে দারুণ ঘোড়া। অথচ এটাই কি না খুনে ঘোড়া!

কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে ঘোড়াটা, তারপর এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে ওটার ঘাড়ের রেশমী পশমে হাত বুলাল জন। 'দোস্ত, অযথাই বদনাম কামিয়েছিস তুই,' নিচু স্বরে বিড়বিড় করল ও। 'আমি অন্তত খারাপ কিছু দেখিনি তোর মধ্যে। কি জানিস, বদনাম আমারও কম নেই। দু'জনে মিলে ঠিক চালিয়ে নেব আমরা, আর বদনামগুলোও মুছে ফেলব।'

করালের বেড়ার সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল জন। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল, মনে মনে কাজগুলো গুছিয়ে নিল: করালের বেড়া মেরামত করতে হবে, কাঁটাতার ঠিক করতে হবে, ভাঙা একটা ওঅটর ট্রাফ জোড়াতালি দিতে হবে, বার্নটা গোছাতে হবে···এবং এই ফাঁকে র‍্যাঞ্চে স্টকের অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে।

বাড়ির দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল জন, আনমনে চিবুকে হাত বুলাল। বেশ কয়েকদিন হলো ক্ষৌরি করেনি···সময় আছে যখন, করা উচিত।

ঘুরে বার্নে ঢুকে পড়ল ও। দরজার পাশে, দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে গাঁথা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করে ফেলল, টাম্বলারের টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে একটা ক্ষুর খুঁজে পেয়েছে। মুখ ধুয়ে বাড়ির দিকে এগোল।

করাঘাত করবে, ঠিক তখনই দরজা খুলে গেল। জোসি। 'দেরি করেছ,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটি।

'শেভ করতে ফিরে গিয়েছিলাম,' মসৃণ চিবুকে হাত বুলাল ও। 'ভবঘুরে লোকদের ক্ষেত্রে শেভ করবার সুযোগ সবসময় হয় না।'

'দাড়ি না কাটলেও চলত,' নির্লিপ্ত, মাপা চাহনি জোসির চোখে। 'এমনিতে সুদর্শন তুমি।'

সুদর্শন? বিহ্বল হয়ে ভাবল জন। কিছুটা বিব্রত বোধ করছে। নিজের চেহারার আবেদন নিয়ে কখনও ভাবেনি ও, আসলে গ্রাহ্যই করে না।

তিন

রান্নাঘরের বাতাস উষ্ণ, আরামদায়ক। চেয়ার টেনে বসল জন, মেঝেয় হাতের কাছে রাখল হ্যাটখানা। দেয়ালে ঝুলন্ত দুই লণ্ঠন থেকে রিফ্লেক্টরের

কারণে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে।

উনুনে কাজ করছে জোসি। 'কর্ন পছন্দ করো?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'সঙ্গে মাংস হলে খাবারে টান পড়ে যাবে তোমাদের,' হালকা সুরে বলল ও, জোসিকে ফ্রাইং প্যানে মাংস ভাজতে দেখেছে।

মিনিট খানেক নিজের কাজে পূর্ণ মনোযোগ দিল মেয়েটা, তারপর থালায় ওর জন্য খাবার বাড়ল। 'দুধেল একটা গাভীও আছে আমাদের,' জানাল জোসি।

রেঞ্জ এলাকায় গাভী প্রায় চোখেই পড়ে না, তবে এখানকার কথা আলাদা। সব ধরনের পশুপালনই চলছে এ-দিকে। গরুর পাশাপাশি পাহাড়ে ভেড়া পালছে কেউ কেউ। তবে বেশিরভাগ লোক মাইনিং নিয়ে ব্যস্ত।

পরিচ্ছন্ন ডাইনিং টেবিল, ঘরোয়া পরিবেশ বা পরিবেশনার দায়িত্বে সপ্রতিভ সুন্দরী মেয়ের উপস্থিতি, গত কয়েক মাসে জন ক্যালকিনের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা বলতে গেলে হয়নি। তৃপ্তি ভরে খাওয়া শুরু করল ও। জোসি খাচ্ছে না, তবে কফির কাপ হাতে ওর উল্টোদিকে বসেছে।

'পাসি এল না দেখছি!' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল মেয়েটা।

'এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না।'

'কেন, পালাবে না কি?'

বলবার সুরে খানিকটা হলেও কটাক্ষ ছিল। একজন মেয়ের কাছ থেকে প্রশ্নটা এসেছে বলেই পছন্দ হলো না জনের। 'ভুল করছ তুমি, ম্যা'ম। কোন অন্যায় করিনি আমি, তবু যদি আসে ওরা···প্রয়োজনে লড়াই করব। তবে এখানে নয়, পাহাড়ে গিয়ে ঠেকাব ওদের। গোলাগুলির সময় মেয়েরা ছোটাছুটি করবে, একেবারে পছন্দ নয় আমার।'

'বাড়ির দেয়ালগুলো কিন্তু মজবুত। জানালার ধারে-কাছে না থাকলে বাইরে থেকে গুলি করে সুবিধা করতে পারবে না কেউ।' জনের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল মেয়েটা। 'ঘরে ডিম নেই। মিসেস রীভসের ইচ্ছে মুরগীর ছোটখাট একটা খামার গড়বে এখানে।'

'তাই? ভালই হবে তা হলে। শেষ ডিমটা খেয়েছি নেভাডার পিউচেয়। তাও পাক্কা ছয় মাস হয়ে গেছে।'

'পিউচে? শুনেছি শহরটা একেবারে বুনো। মাতাল আর জুয়াড়ীতে ঠাসা।'

'খনি শহর মানেই মারামারি, খুন-জখম। ওখানকার পঁচাত্তরজন মৃত লোকের মধ্যে মাত্র একজন অসুখে মারা গেছে। মজার ব্যাপার কি জানো, পিউচের লোকজন এজন্য গর্ব করে! এমন জায়গার কথাও শুনেছি যেখানে শূন্য গোরস্তানে প্রথম গোর দেওয়ার জন্য এক লোককে খুন করতে হয়েছিল। সেদিক থেকে পিউচের লোকজন নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।'

খিলখিল করে হেসে উঠল জোসি, কাপ থেকে ছলকে পড়ল কফি। হাসি থামিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল টেবিলে পড়া কফির দিকে, গম্ভীর হয়ে গেল।

সদ্য পরিচিত লোকের সামনে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলায় নিজের উপর বিরক্ত বোধ করছে। উঠে গিয়ে একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া নিয়ে এল মেয়েটা, টেবিল মুছে বসল আবার।

'আসলে বহুদিন ধরে একা আছি আমরা,' খানিকটা বিব্রত স্বরে বলল জোসি। 'তুমি আসায় সত্যিই খুশি হয়েছি···অন্তত আমি। মাঝে মধ্যে এত একা লাগে! কথা বলবার লোকও পাওয়া যায় না।'

'মিসেস রীভস?'

'একজনের সঙ্গে আর কতক্ষণ কথা বলা যায়? তা ছাড়া, বেশিরভাগ সময় নিজের রুমে থাকে মিসেস রীভস।'

'ও কি তোমার আত্মীয়?'

'নাহ্। বলা যায় তোমার মতই ছন্নছাড়া ছিলাম, মিসেস রীভস নিয়ে এসেছে আমাকে,' ক্ষীণ হাসল মেয়েটা।

'তুমিও তা হলে অভিনেত্রী ছিলে?'

'চেষ্টা করেছি, তবে অভিনয় যে আমার জন্য নয় সেটা বুঝে গেছি। সেজন্যই মিসেস রীভস যখন এখানে আসবার প্রস্তাব করল, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।'

নীরবে কফিতে চুমুক দিল জন।

'সত্যিই কি ভবঘুরে তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'ব্যস্ত ভবঘুরে বলতে পারো।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল মেয়েটা।

'ভবঘুরে মানুষের পকেট ভরা থাকে না,' ক্ষীণ হেসে ব্যাখ্যা করল জন। 'সুতরাং মাঝে মধ্যে থামতে হয়। দরকার হলে মাটি খুঁড়ি, গরু দাবড়াই; তবে বেশিদিন কোথাও থাকি না। পরিস্থিতির বিচারে মানুষ মাত্রই মানিয়ে নেয়। আমিও তেমন।'

'গোলাগুলির সময় কী করো? পিস্তলে বোধহয় দক্ষ তুমি, নইলে তোমার হাতে মারা পড়ত না হ্যারি পোর্টার।'

'অন্য যে-কোন কাজের মত এটাও মোটামুটি চালাতে পারি। তবে নেহাত বাধ্য না হলে অস্ত্র ধরতে আপত্তি আছে আমার। বেঁচে থাকবার অধিকার সবারই সমান, অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন আছে তেমনি নিজেকে রক্ষার তাগিদও রয়েছে। একসময় আইন ছিল না এখানে, যার যার নিরাপত্তা তাকে নিশ্চিত করতে হত। আইনও তাই আশা করে। পীস অফিসারদের পক্ষে অন্যদের হয়ে গোলাগুলি করা অসম্ভব। আমরা যদি যার যার মেজাজ সামলে রাখতে পারি, তা হলে নিশ্চই বুনো পশ্চিমের বদনাম ঘুচে যাবে।'

'বুঝেছি।'

জোসি যে বুঝেছে এবং উপলব্ধি করে, সেটা জানে জন। মোটেই অবলা নয় মেয়েটি। মশাল হাতে ছুটে আসা লোকটাকে খুন করেছে, কোন মেয়ের

পক্ষে রীতিমত দুঃসাহস। যে-কোন পুরুষের কাছ থেকে উপযুক্ত সম্মান বা সমীহ প্রাপ্য ওর, কেউ অন্যথা করলে কপালে খারাবি আছে–শহর থেকে আসা ঠ্যাঙাড়ে লোকটা মরে কথাটা প্রমাণ করেছে।

ব্যতিক্রম ঘটানোর ইচ্ছেও নেই জনের। কোন মহিলার ক্ষেত্রেই নয়। মামুলি একজন ভবঘুরে ও, নিজের বলতে কিছু নেই; কোন মেয়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব বা অধিকার ফলানোর প্রশ্নই ওঠে না।

সবকিছুর পরও, জোসি ওর কাছে একটা ধাঁধা।

ফায়ারপ্লেসে কাঠ পুড়বার মৃদু শব্দ হচ্ছে। টেবিল ছেড়ে স্টোভের কাছে চলে গেল জোসি, কাঠ যোগ করল। ওট শেষ করে স্টুর দিকে মনোযোগ দিল জন। ফিরে এসে ওর কাপ ভরে দিল জোসি।

'আমি যেখান থেকে এসেছি, ওখানকার কেউই সানডে শূটার নয়,' বলল জন। 'বলতে চাইছি, শুধু ছুটির দিনে নয়, প্রতিদিন শিকারে বেরোতাম আমরা। খাবার টেবিলের মাংস যোগাড় করবার দায়িত্ব ছিল ছেলেদের, নয়তো উপোস থাকতে হত। বাবা, কাজে বেরিয়ে যেতেন। শিকার করবার সময় ছিল না ওঁর, তাই মাংস যোগাড় করবার দায়িত্ব ছিল আমার। প্রতি সকালে গুনে গুনে ছয়টা গুলি আর পাউডার দিতেন আমাকে, সন্ধ্যায় এসে দেখতেন ঠিক ছয়টা শিকার মিলেছে কি না। কম হলে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করতে হত। অবশ্য খুব কমই মিস্ হত আমার।'

'জানি আমি,' মৃদু স্বরে বলল জোসি। 'আমাদের বাড়ির অবস্থাও এরকম ছিল।'

'তোমার ভাইরা শিকার করত?'

'উঁহুঁ, আমি। বারো বছর বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত শিকার করেছি আমি। তারপর, মা মারা গেলে বাড়ি ছেড়ে চলে আসি আমরা। বোট চালানোর কাজ নেয় বাবা।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জন। 'নদীর বোট?'

'বাবা আসলে জুয়াড়ী ছিল। বিয়ের পরপরই খেলা ছেড়ে দেয়, কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর ফিরে যায় পুরানো পেশায়।'

নদী এলাকার প্রায় সব জুয়াড়ী ভদ্রগোছের। বেশিরভাগই দক্ষিণের লোক, যুদ্ধের সময় সর্বস্ব হারিয়ে পশ্চিমে চলে আসে। কেউ কেউ অবশ্য ভদ্রলোক বলে দাবি করে নিজেদের, কিন্তু আদপে তা নয় এরা। নদী এলাকায় পেশাদার জুয়াড়ী হতে গেলে কৌশল এবং দক্ষতা, দুটোই দরকার।

'বড় ভালমানুষ ছিল বাবা। আমাকে স্কুলেও পাঠিয়েছিল। পড়াশোনা ভাল না লাগলেও ফলাফল কখনও খারাপ হয়নি আমার। গ্রীষ্মের সময়, ওর সঙ্গে বোটে থাকতে সত্যি ভাল লাগত।'

'তারপর?'

'মা মারা যাওয়ার পরই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। একেবারে বদলে

গেল বাবা। কষ্টের দিনও শুরু হলো। ওর সঙ্গে বোটেই থাকতাম আমি।

দিনটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। এক রাতে জুয়ায় বিশাল দান জিতল বাবা। এমন একটা দিনের অপেক্ষায় ছিল। প্রায়ই বলত কিছু টাকা জমলে আমাকে নিয়ে বোস্টনে চলে যাবে, ব্যবসা শুরু করবে। ওখানেই জন্ম ওর, স্বপ্ন ছিল সঙ্গতি হলে ফিরে যাবে কোন একদিন।

'স্টীমবোটে আরও জুয়াড়ী ছিল। টাকা হারিয়ে খেপে গেল ওরা। আড্ডা থেকে বাবা বেরিয়ে এল ঠিকই, কিন্তু রুমে ফিরতে পারল না।'

'খুন হয়েছিল?' ছোট্ট প্রশ্ন জনের।

ছলছল করছে মেয়েটির আয়ত চোখ। এতদিন পর, স্মৃতি রোমন্থনের সময়ও বেদনা ফুটে উঠেছে। 'কেবিনে ফিরবার পথে বাবাকে পিছন থেকে ছুরি মারে ওরা। টাকা নিয়ে লাশটা নদীতে ফেলে দিয়েছিল। বাবার লাশ পানিতে ফেলবার শব্দ স্পষ্ট শুনেছি আমি।'

দৃশ্যটা কল্পনা করল জন। ষোলো বছরের অসহায় একটা মেয়ে, নিজের চোখে বাবার মৃত্যু দেখেছে।

'তারপর?

'টাকাটা উদ্ধার করলাম।'

পরিতৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি ছাপিয়েও বেদনা প্রকাশ পেল জোসির স্বরে মুখ তুলে তাকাল জন, দেখল চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেছে মেয়েটির, চোখে বরফের মত স্থির শীতল চাহনি।

'কীভাবে?'

'বাবার লাশ নদীতে ফেলে দিয়ে কেবিনে ফিরে গেল জুয়াড়ীরা। বাবার পিস্তল নিয়ে ওদের অনুসরণ করলাম আমি। দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম, দেখলাম একটা ছুরি কাপড়ে মুছছে একজন। সামনের টেবিলে বাবার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া টাকা পড়ে আছে।'

'তুমি ওদের অনুসরণ করেছ?' জনের বিস্মিত প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বললাম ওদের। শুনে আমার মুখের উপর হাসল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম। একজনের কান ফুটো হয়ে গেল। তিনজন ছিল ওরা। থলেয় সব টাকা ভরে আমাকে দিতে বললাম। নির্দেশটা তামিল করল। জানিয়ে দিলাম, পরেরবার শুধু একটা কান নিয়ে সন্তুষ্ট হব না আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে জোসির দিকে তাকিয়ে থাকল জন। শুনতে যতই অসম্ভব মনে হোক, এক বর্ণও অবিশ্বাস করেনি। জানে সত্যিই দুর্দান্ত সাহস আর দৃঢ়তা রয়েছে মেয়েটার।

'ষোলো বছরের কোন মেয়ের জন্য দুঃসাহসই বটে!' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ও।

'যেখানে বড় হয়েছি আমি, ওখানে ষোলো বছরে মেয়েরা একা চলতে

শিখে ফেলে। বাবা আমাকে ওভাবেই গড়ে তুলেছে। এ-ছাড়া বোধহয় উপায়ও ছিল না, কারণ ওর কিছু হয়ে গেলে একা এবং কপর্দকশূন্য অবস্থায় পড়ে যেতাম আমি।'

কাপের কিনারার উপর দিয়ে জনের দিকে তাকাল জোসি। 'এসব অবশ্য চার বছর আগের কথা। ক্যাপ্টেনকে ভয় পেত জুয়াড়ীরা। হয়তো সেজন্যই বাড়াবাড়ি করেনি। পরদিন সকালে বোস্টনে পৌঁছে গেল বোট। আমিও নেমে পড়লাম। স্কুলে ভর্তি হলাম। মেয়েদের জন্য ফ্যাশন-দুরস্ত স্কুল ছিল ওটা। থাকা-খাওয়ার সমস্যা ছিল না। এক রাতে আরও কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে মিসেস রীভসের শো দেখতে গেলাম। দারুণ শো করত ওরা। কিন্তু অভিনেত্রীদের সম্পর্কে বদনাম ছিল বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ এ-ধরনের শো দেখতে দিত না আমাদের।

'শো দেখে মুগ্ধ হলাম আমি। সিদ্ধান্তটা তখনই নিয়ে ফেলি। এক ফাঁকে দেখা করলাম মিসেস রীভসের সঙ্গে। চাকুরি চাইলাম। দলে মেয়ের প্রয়োজন ছিল ওর, তাই রাজি হয়ে গেল আমাকে নিতে। হোস্টেল থেকে পরদিনই ব্যাগপত্র নিয়ে ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম।'

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল মিসেস রীভস। মহিলার চোখে উৎকণ্ঠা। 'কয়েকজন লোক আসছে!' দ্রুত উত্তেজিত স্বরে বলল সে। চোখ স্থির হলো জনের ওপর।

পাসি?

চার

দ্রুত জানালার কাছে চলে এল জন, প্রেয়ারিতে চোখ পড়তে পাহাড়ের লাগোয়া ঢালু পথ ধরে আসতে দেখতে পেল দলটাকে। দ্রুত আসছে ওরা, তবে র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে গতি কমিয়ে দিল। পাঁচজন।

সামনের লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে! আরেকটু কাছে আসতে চিনতে পারল। এই লোকই ফাঁসির দড়ি পরিয়েছিল ওর গলায়।

ইতোমধ্যে লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়েছে জোসি। ঘরে আবছা অন্ধকার। বাইরের উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে, বাড়ির ভিতরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকায় ওকে দেখতে পাবে না লোকগুলো, জানে জন।

দরজা খুলে, দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল মিসেস রীভস। একটু আগের উৎকণ্ঠা বা শঙ্কা কোনটাই প্রকাশ পেল না আচরণে। এ-দিকে খুর দাপিয়ে বাড়ির আঙিনায় ঢুকল লোকগুলো, একে একে থামল।

'কী চাও তোমরা?' জানতে চাইল মিসেস রীভস।

'কিছু চাই না, ম্যা'ম, দিতে এসেছি!' ভিতর থেকে চড়া কণ্ঠ শুনতে

পেল জন। একটু পাশে সরে এসে তাকাল ও, শীর্ণদেহী এক লোক এগিয়ে এসেছে অন্যদের থেকে। শক্ত চোয়াল ক্ষৌরিহীন। চোখজোড়া তীক্ষ্ণ, ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেছে। কোমরের বাম দিকে হোলস্টারে পিস্তল শোভা পাচ্ছে, নিচু করে বাঁধা এবং বাঁটটা সামনের দিকে। এভাবে পিস্তল বহন করবার উদ্দেশ্য একটাই: প্রয়োজনে যাতে যে-কোন হাতে ড্র করা যায়।

'চরমপত্র দিতে এসেছি!' হেসে উঠল লোকটা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মালপত্র গুটিয়ে কেটে পড়ো। জানি না কোন্ যাদুতে বশ করেছ মামাকে, কিন্তু কসম খেয়ে বলছি, এই সম্পত্তির যদি বৈধ কোন মালিক থাকে, তো সেই লোক আমি—কার্ক ফস্টার।'

'ভুল করছ তুমি,' দৃঢ় স্বরে বলল মিসেস রীভস, খানিকটা বেপরোয়া শোনাল সুরটা। 'বেআইনী ভাবে এখানে আসিনি আমি। মৃত্যুর আগে র‍্যাঞ্চটা আমাকে দিয়ে গেছে মি. উইলসন। উইল ছাড়াও সাক্ষী-সাবুদ আছে।'

'ওসব শুনতে এখানে আসিনি আমি। এই র‍্যাঞ্চ আমার! উত্তরাধিকার সূত্রে আমারই পাওনা। ঝামেলা না চাইলে আপসে চলে যাবে তোমরা।'

'দুঃখিত, মি. ফস্টার,' বিদ্রূপের সুরে হাসল মহিলা। 'সত্যিই কি জর্জের ভাগনে তুমি? আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। যাক্‌গে, ভাগনে আর ভাতিজা যাই হও, এখান থেকে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। এই বাথানের বৈধ মালিক আমি। দরকার হলে শেরিফকে নিয়ে এসে প্রমাণ করব।'

'সেজন্য শহরে যেতে হবে। নিরাপদে পৌঁছতে পারবে সেই নিশ্চয়তা কী?'

ফের হাসল মিসেস রীভস, মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে। 'সেটা আমার ব্যাপার। পশ্চিমের লোকজন মহিলাদের যথেষ্ট সম্মান করে। তুমি কি হুমকি দিচ্ছ?'

অন্য লোকগুলোকে দেখল জন। কর্কশ, কঠিন চেহারা সবার। অন্তত দু'জনের পেটে যে বেশ হুইস্কি পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেপরোয়া এবং নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। দাড়িঅলা এক লোক এগিয়ে এসে কার্ক ফস্টারের পাশে দাঁড়াল, শরীর বাঁকিয়ে মুখটা নিয়ে গেল ফস্টারের কানের কাছে, ফিসফিস করে বলল কী যেন।

উত্তরে সামান্য মাথা ঝাঁকাল ফস্টার, প্রায় অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখল মিসেস রীভসকে। 'হুমকি নয়। স্রেফ সতর্ক করে দিচ্ছি। সময় খারাপ এখন, রেনিগেড ইন্ডিয়ানরা সুযোগ পেলেই হামলা করছে এদিক-ওদিক। সেজন্যই সতর্ক করে দিলাম তোমাদের। গুলি করবার সময় ওরা কিন্তু লোক বা মহিলার বাছ-বিচার করে না।'

হঠাৎ করালে নীল রোয়ানটাকে দেখতে পেল একজন। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল সে। 'কার্ক? ওই ঘোড়াটা এখানে এল কী করে?'

নিখাদ বিরক্তি নিয়ে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল ফস্টার, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল ঘোড়াটাকে। বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখজোড়া। মিনিট খানেক কেটে যাওয়ার পর, মহিলার দিকে ফিরল। 'রোয়ানটা কীভাবে

এল এখানে? কে এনেছে ওটাকে?'

'বাড়ি ফিরে এসেছে ওটা। ঘোড়াটা তো আমাদেরই, তাই না? জর্জের সত্যিকার ভাগনে হলে তথ্যটা জানা থাকত তোমার। জানতে রবিনের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। না কি ওটাকেও নিজের সম্পত্তি দাবি করবে?'

'বাদ দাও, কার্ক,' পরামর্শ দিল এক সঙ্গী। 'খুনে ঘোড়া ওটা। খামোকা ওটাকে নিয়ে ভাবছ।'

কী যেন ভাবল ফস্টার, ফের ঘাড় ফিরিয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকানোর সময় চোখের তারায় অশুভ কুৎসিত চাহনি ফুটে উঠল। 'বেশ, ভাবব না। আর কারও মরণ যাতে ডেকে আনতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করছি। এখনই ওটাকে গুলি করে মারব আমি।'

নেহাত বাধ্য হয়েই বেরিয়ে এল জন ক্যালকিন।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল কার্ক ফস্টার। জনকে মিসেস রীভসের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে স্রেফ জায়গায় জমে গেল সে। তৃতীয় কোন মানুষ, তাও একজন পুরুষের উপস্থিতিতে দারুণ চমকে গেছে। ফস্টার যে-ধরনের লোক, বিস্মিত হতে মোটেই পছন্দ করে না; কিংবা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের মুঠি থেকে আলগা হতে দিতেও নারাজ। কিন্তু এখন, চমকের ধাক্কায় মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, একইসঙ্গে তার কর্তৃত্বও খারিজ হয়ে গেছে।

'যে-ই পিস্তলে হাত দেবে, তাকে ফেলে দেব আমি!' ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত স্বরে ঘোষণা করল জন।

'এই চিড়িয়া আবার কে?' সঙ্গীদের উদ্দেশে বিড়বিড় করল ফস্টার, এখনও চমক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হোলস্টারের উপর পড়ে আছে হাত।

'আরে! এ-তো সেই লোক!' সবিস্ময়ে চেঁচাল এক যুবক, জনের গলায় সে-ই ফাঁসির দড়ি পরিয়েছিল। 'এই ব্যাটাকে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিলাম আমরা।'

'ঠিক ধরেছ। আমাকেই ঝুলিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, দড়ি কেটে নিস্তার পেয়ে গেছি।'

টুঁ শব্দ করছে না কেউ, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে জনকে। পপলারে দেখা মানুষটির সঙ্গে আদৌ কোন মিল নেই ওর এখনকার উপস্থিতিতে। পপলারে পিছন থেকে ওকে কোণঠাসা করেছিল পোটাররা, তারপর কটনউডে ঝুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শঙ্কিত, আতঙ্কিত একই লোক সশস্ত্র এখন, মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে; দুরন্ত সাহস নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও সে-ই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে। যে-কেউ পিস্তলে হাত দিতে পারে, পাঁচজনে মিলে খুনও করতে পারবে জনকে, কিন্তু একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই: সঙ্গে দু'একজনকে নিয়ে যাবে ও প্রথম যে-ই পিস্তলে হাত দেবে, তার উদ্দেশে ছুটে যাবে জনের প্রথম গুলি।

ধীরে ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে হোলস্টারের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল

কার্ক ফস্টার। 'হ্যারি পোর্টারকে তা হলে তুমিই খুন করেছ?' কিছুটা হলেও সমীহ ফুটল তার স্বরে। 'পিস্তলে চালু ছিল ও।'

'যেখান থেকে এসেছি আমি, সেখানকার তুলনায় একেবারে আনাড়ি ছিল সে।'

নিস্তব্ধতা নেমে এল আবারও।

পরিস্থিতি মোটেও পছন্দ হচ্ছে না ফস্টারের। সব মানুষেরই ন্যূনতম মর্যাদা থাকে। সেটা যেমন রক্ষা করা উচিত, তেমনি ঘাড়ের উপর ধড়টাও বহাল রাখা উচিত। বেমক্কা কিছু বলে বা বেতাল কিছু করে প্রাণ খোয়ানোর ইচ্ছে নেই ওর, স্পষ্টত সামান্য উস্কানিতে ড্র করবে আগন্তুক। তার টানটান হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে চালু লোক।

অসন্তোষ আর অসহায়ত্ব নিয়ে কার্ক ফস্টার খেয়াল করল ওর পিছন থেকে সরে গেল দুটো ঘোড়া। পিঠ-টান দিতে ইচ্ছুক ওর সঙ্গীরা। তবে ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সমান-সমান পরিস্থিতিতে লড়তে অভ্যস্ত নয় কেউ। প্রায় সবাই নীচ চরিত্রের ছ্যাঁচড়। সুযোগ পেলে দুঃসাহসী খুনী হয়ে ওঠে।

শহরে দেদার হুইস্কি গিলেছে ফস্টারের এক সঙ্গী, কিন্তু এখন নেশা ছুটে গেছে তার। নিজের ঘোড়াকে কয়েক পা পিছিয়ে নিল সে। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে,' মৃদু, প্রায় প্রস্তাবের সুরে বলল লোকটা।

স্যাডলে স্থাণুর মত ঝাড়া মিনিট কয়েক বসে থাকল ফস্টার, মনে মনে আগন্তুকের চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করছে। কোত্থেকে বিষফোঁড়ার মত উদয় হয়েছে ব্যাটা! মাথা খাটানোর চেষ্টা করল সে, অথচ কোন বুদ্ধি খেলছে না মাথায়। মুখ রক্ষার জন্য হলেও একটা কিছু বলা উচিত, কিন্তু মাথায় যা-ই আসছে, তাতে স্রেফ উস্কে দেওয়া হবে আগন্তুককে।

কার্ক ফস্টারকে পড়তে অসুবিধা হলো না জনের। ইজ্জত নিয়ে পালাতে চাইছে লোকটা। তাতে অবশ্য পরোয়া করে না ও। দু'জন মহিলাকে র‍্যাঞ্চ থেকে উচ্ছেদ করতে এসেছে সে, যাদের একজন এই র‍্যাঞ্চের মালিক। ব্যাটা যা ইচ্ছে করুক, ভাবছে জন, কেয়ার করে না; যদি ভুল করে কার্ক ফস্টার, নির্ঘাত বুট হিলে জায়গা হয়ে যাবে তার।

পাঁচজন ওরা। এদিকে ও একা। কিন্তু নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন জন, জানে কী করতে হবে। ফস্টারের তিন সঙ্গী ইতোমধ্যে পিছিয়ে যেতে মনস্থ করে ফেলেছে, অন্যজন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকটিকে বাছাই করল জন। যে ওর গলায় ফাঁস পরিয়েছিল তাকে নয়, বরং ফস্টারের ডানের লোকটিকে বেশি বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। একটা বে ঘোড়ায় চেপেছে লোকটা, সুঠামদেহী, কর্কশ চেহারা। নাম জানা নেই ওর, তবে ঠিক অনুমান করতে পারছে এ-ই শক্তপাল্লা। সুতরাং প্রথম গুলিটা এর নাক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে।

সবাইকে আরও কয়েকটা সেকেন্ড গলদ্‌ঘর্ম হওয়ার সুযোগ দিল জন,

তারপর উদার কণ্ঠে পরামর্শ দিল: 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ কী মনে করে? চলে গেলেই পারো। গেটটা খোলাই আছে। তবে হ্যাঁ, যাওয়ার সময় বন্ধ করে দিয়ো কেউ।'

ও পরামর্শ দেওয়ার আগেই ফিরতি পথ ধরেছে দু'জন।

ঝাড়া মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকল কার্ক ফস্টার। জেদে চেপে বসেছে ঠোঁটজোড়া। শহরে গিয়ে বুক ফুলিয়ে আজকের অভিযানের গল্প করবার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না!

'বেশ, যাচ্ছি আমরা,' রাগে তপ্ত স্বরে বলল সে। 'মনে রেখো, আবার দেখা হবে। তখন কিন্তু খালি হাতে ফিরে যাব না।'

'পোর্টার হয়তো নিঃসঙ্গ বোধ করছে,' বাঁকা সুরে বলল জন, পোর্চের সিঁড়ির দুটো ধাপ নেমে এল। 'সঙ্গী পেলে ভাল লাগবে ওর। তোমরা কেউ সদয় হলে একজনকে বুট হিলের টিকিট দিয়ে ফেলতে পারি আমি।'

জনের বাগাড়ম্বরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ফস্টারের মুখ, তবে ভয়ে নয়, রাগে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নেওয়ার সময় ঝট করে ফিরে তাকাল। 'তুমিও দেখছি বড়াই করো!' নিচু স্বরে বিদ্রূপ করল সে। 'হয়তো এজন্যই মরবে শেষে!'

'হয়তো। কিন্তু একা মরব না। পায়ের কাছে শুয়ে থাকবার জন্য দু'একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

তীব্র বিদ্বেষ আর ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল কার্ক ফস্টার, স্পার দাবাল। ছুটে সঙ্গীদের ধরে ফেলল সে। গেট পেরিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল।

লোকগুলোর ঘোড়া দেখেছে জন, খুব বেশি পরিশ্রান্ত হয়নি। তার মানে সরাসরি পপলার থেকে আসেনি ওরা, সম্ভবত ধারে-কাছে ছিল।

যাবে না কি ঘোড়া দুটো নিয়ে আসতে? হয়তো স্টেবল থেকে কেউ নিয়ে যায়নি এখনও। হসল্যার সৎ হলে ঘোড়াগুলো ফিরে পাওয়ার কথা।

জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে পড়বার আগে আরও কিছু খোঁজখবর নিতে হবে। জানা দরকার কার্ক ফস্টার আর পোর্টারদের সম্পর্কে। তা হলে পপলার ওর জন্য কতটা বিপজ্জনক আঁচ করতে সহজ হবে।

পোর্চে দাঁড়িয়ে থেকে সিগারেট রোল করল জন, ভাবছে কী করবে। মনে পড়ল কফিটা পুরো শেষ করেনি। সিগারেট শেষ করে করালের দিকে এগোল ও।

'মি. ক্যালকিন?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও।

'দারুণ সাহসী লোক তুমি!' বলল মিসেস রীভস।

'না, ম্যা'ম, স্রেফ সাধারণ একজন লোক। জীবনে বহু জায়গায় ঘুরেছি, নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলেও এটাই করত।'

'ধন্যবাদ তোমাকে, আন্তরিক ধন্যবাদ। জানি না তুমি না থাকলে কী

করতাম!'

মাথা নাড়ল জন। 'উঁহুঁ, আমি যা করেছি, তাই করতে তুমি। হয়তো ধরনটা ভিন্ন হত।' মুখে বললেও মনে মনে দ্বিমত পোষণ করছে ও। আপাত দৃষ্টিতে যতই নিরীহ মনে হোক, যথেষ্ট দৃঢ়চেতা এবং সাহসী মিসেস রীভস। জোসিও অবলা নয়। নিতান্ত বাধ্য হলেও একটা খুন করেছে মেয়েটা। বিপদে যেখানে বেশিরভাগ মানুষের মাথা গুলিয়ে যায়, সেখানে পশ্চিমে নতুন হয়েও ঠিক সামলে নিয়েছে মেয়েটা। উচিত কাজটা করেছে। ব্যাপারটা ছোট করে দেখবার মত বিষয় নয়।

*

র‍্যাঞ্চের খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত জন। পাম্পিং সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে ওর। টানা পরিশ্রম করতেও অনীহা নেই। দু'দিনের মধ্যে চেহারা পাল্টে গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের। বার্ন পরিষ্কার করেছে, গেট মেরামত করেছে, চুনাপাথরের গুঁড়ো আর সুরকির সাহায্যে ভাঙা ওঅটর ট্রাফটা জোড়া লাগিয়েছে। তবে কাজের ফাঁকে সবসময়ই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারপাশে। জানে আবারও আসতে পারে কার্ক ফস্টারের দলবল। মিথ্যা হুমকি দেয়নি লোকটা।

পপলার থেকে ওর খোঁজে আইনের লোক যে আসবে না, এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে। দৃশ্যত, হ্যারি পোর্টারের মত টিনহর্নের ব্যাপারে শেরিফ বা সাধারণ মানুষের আগ্রহ নেই। থাকলে হয়তো ফস্টারের থাকবে, কিন্তু বন্ধুর খুনের প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়েও লোভনীয় জিনিস পড়ে আছে তার সামনে—র‍্যাঞ্চটার দখল পেলে বর্তে যাবে ধুরন্ধর লোকটা'। তবে, যেভাবেই হোক, সবার আগে জন ক্যালকিনকে খেদিয়ে দিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। জন সেটা জানে বলেই সতর্ক।

সত্যিই কি জর্জ উইলসনের ভাগনে হয় ফস্টার? উঁহুঁ, সম্ভবত ধাপ্পা মেরেছে। ভাগনে হলেও, জর্জ উইলসন যদি উইল করে নিজের সম্পত্তি মিসেস রীভসকে দিয়ে থাকে, তা হলেও কিছু করবার নেই তার। ভাগনে না হয়ে পুত্র হলেও কিছু করবার ছিল না।

এ ক'দিনে বেশ কয়েকবার রেঞ্জে বেরিয়েছে ও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোলা প্রেয়ারিতে কাটিয়েছে পুরো বাথান সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার আশায়। র‍্যাঞ্চ হাউসের ঠিক পিছনে এক চিলতে খোলা জায়গা, কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ী ঢালের শুরু। সামনে সবুজ তৃণভূমি কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের ঢালে গিয়ে মিশেছে। অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির পাহাড়সারি তিনপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে র‍্যাঞ্চ হাউসকে। দীর্ঘ তৃণভূমির এ-পাশে, আরেক সারি নিচু পাহাড়, এবং ওগুলো ছাড়িয়ে আবারও তৃণভূমি। পারাপারের জন্য দুটো পাস রয়েছে। গরুর দল অনায়াসে দু'দিকের তৃণভূমিতে আসা-যাওয়া করে। নিচু পাহাড়ের লাগোয়া ক্রীকটা প্রায় সমস্ত তৃণভূমিতে পানির যোগান দিয়েছে।

তৃতীয়দিন রবিনের স্যাডলে চেপে বেরোল ও। তৃণভূমি পেরিয়ে পাহাড়ে

উঠে এসেছে। তীব্র রোদ, তবে ঝিরঝিরে বাতাস থাকায় গরম লাগছে না তেমন। তা ছাড়া, ওকের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাস পেরিয়ে ওপাশের তৃণভূমির কাছে পৌঁছল। উঁচু একটা রীজে উঠে এসে দৃষ্টি চালাল প্রেয়ারি বরাবর। গুটিকয়েক গরু চোখে পড়ল, ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ক্রীকের কাছাকাছি হরিণ আর ভালুকের ট্র্যাক চোখে পড়ল।

আড়াআড়িভাবে দ্বিতীয় তৃণভূমি পেরিয়ে এল ও। ক্রমশ উঁচু হচ্ছে ঢালু জমি। দূরে ন্যাড়া কিছু এবড়োখেবড়ো পাহাড় চোখে পড়ছে, তারপর লা প্লাটা পর্বতশ্রেণী। পুরো দিগন্ত আর দৃষ্টিসীমা জুড়ে রয়েছে। পাহাড়ের কোলে ঘন ওক, স্প্রুস ও পাইনের বন।

প্রয়োজনে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করা যাবে, ভাবল জন।

চারদিক নিস্তব্ধ। রোয়ানের খুরের ছন্দময় শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়া নেই প্রকৃতিতে। নির্জন বন ধরে এগোল ঘোড়াটা, কয়েকশো গজ দূরে উঁচু একটা রীজ চোখে পড়েছে জনের, ইচ্ছে ওখানে যাবে। আশপাশে নজর চালাবে।

মিনিট বিশেক পরে রীজের চূড়ায় পৌঁছল ও। ন্যাড়া কয়েকটা পাহাড়ের পর দুর্গম অঞ্চলের শুরু। পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে–খানাখন্দ, বোল্ডার আর অগভীর ক্যানিয়নে ভরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। উত্তরে, লা প্লাটা ক্যানিয়ন ছাড়িয়ে প্যারট সিটির অবস্থান। খনি শহর ওটা। কয়েক বছর আগে লা প্লাটা পর্বতশ্রেণীতে সোনা আবিষ্কৃত হওয়ার পর শত শত মাইনার সোনার লোভে ছুটে গেছে ওখানে।

দিগন্তের শেষ সীমানায় গুটিকয়েক দালানের কাঠামো চোখে পড়ল। কপালে হাত ঠেকিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করল জন, চোখ কুঁচকে তাকাল। আন্দাজ করবার চেষ্টা করল এখান থেকে শহরটার দূরত্ব। অন্তত বারো-তেরো মাইল হবে। ইয়েলো বাট। অ্যারিজোনার সীমান্ত শহর। সীমান্ত শহর হলে যা হয়, খুনে আর বদমাশদের আখড়া ওটা।

ইয়েলো বাট সম্পর্কে আগ্রহ নেই জনের। বরং পপলারের কথাই ভাবছে ও। দিগন্তের কোথাও শহরটার আভাস নেই। থাকবার কথাও নয়। অন্তত ত্রিশ মাইল দূরে হবে শহরটা। কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে।

পুবে, কোন এক জায়গায় আরও একটা শহর আছে। অ্যানিমাস সিটি। শহরটার কথা শুনেছে জন, যায়নি কখনও। যাওয়ার কথাও নয়, কারণ এই এলাকায় প্রথম এসেছে।

প্রেয়ারি আর পাহাড়ী ঢালে অনেক গরু চোখে পড়েছে। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তদারক করবার লোক নেই বলে অলস ও কিছুটা বুনো হয়ে উঠেছে ওগুলো। তবে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির তুলনায় গরুর সংখ্যা কম। আবারও ভালুকের ট্র্যাক এবং লাদি চোখে পড়েছে ওর।

লা প্লাটার দিকে তাকাল জন। পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা ক্রীকের

অবস্থান বোঝা যাচ্ছে, পর্বতশ্রেণীর আড়াআড়ি চলে গেছে। ওটা নিশ্চই স্টার্ভেশন ক্রীক। বহু আগে, প্যারট সিটির পত্তনকারী জন মসের সঙ্গে এই এলাকায় এসেছিল কয়েকজন লোক, তাদের কেউ বোধহয় ক্রীকটার নামকরণ করেছে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে পর্বতশ্রেণীর ওপাশে চলে গেল জন, এখান থেকে র‍্যাঞ্চ হাউস চোখে পড়ছে। ছবির মত সুন্দর, মনোরম, কিন্তু জড় পদার্থের মত প্রাণচাঞ্চল্যহীন।

প্রেয়ারির পশ্চিমে, দিগন্ত আড়াল করা পাথুরে রীজের দিকে তাকাল ও। ওপাশে কী আছে, দেখতে হবে একদিন, আনমনে ভাবল।

চিন্তাটা কার্ক ফস্টারের কথা মনে করিয়ে দিল ওকে। হাল ছাড়বে না লোকটা। র‍্যাঞ্চের মালিকানা চায় সে, কিন্তু ওর দাবির যৌক্তিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ। উইল অনুসারে মিসেস রীভস মালিক বটে, তবে মহিলাকে উৎখাত করতে পারলে, দখল নিয়ে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ফস্টার। কারণ সে-ই জর্জ উইলসনের একমাত্র জীবিত নিকটাত্মীয়।

তবে আইনের খুঁটিনাটি এসব ব্যাপার সাধারণ মানুষ জানে না। ট্রেইলে যাদের জীবন কেটে যায়, এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা। ছোটখাট শহরে লইয়াররা থিয়েটারের অভিনেতাদের মতই কাঙ্ক্ষিত, বরেণ্য এবং সমাদৃত। কোর্টের ট্রায়াল দেখতে শত মাইল দূর থেকে শহরে আসে মানুষ, জুরিদের মতই সক্রিয় নায়ক হয়ে ওঠে আইনজ্ঞরা, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থাপনা, বিচক্ষণতা বা আইনের তীক্ষ্ণ মারপ্যাঁচ সমীহ আর বিস্ময় মেশানো মুগ্ধতা নিয়ে দেখে সাধারণ মানুষ। কেউ কেউ রেফারেন্স হিসাবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা তুলনার অবতারণা করে–বাইবেল, ইতিহাস বা মনীষীদের উক্তি চলে আসে তাদের উপস্থাপনায়, অনর্গল বক্তৃতায় আইনী বিতর্ক পায় নতুন মাত্রা।

দূরদূরান্ত থেকে আসে লোকজন, মিলিত হয় বিভিন্ন সমাজের মানুষ। পিকনিকের মত, সঙ্গে খাবার নিয়ে আসে সবাই। কোর্ট হাউসের বাইরে অসংখ্য বাগি, ওয়্যাগন, বাকবোর্ড, সারে বা ঘোড়া পড়ে থাকে, মালিকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোর্টের ট্রায়াল উপভোগ করে। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট কোন আইন বা রীতি অনুসরণ না করে সাধারণ বিবেচনাবোধ থেকে রায় ঘোষণা করা হয়।

লইয়াররা প্রায়ই বাইবেল থেকে উদ্বৃতি দেয়। এক্ষেত্রে তাদের শতভাগ নিশ্চিত হতে হয়, কারণ সাধারণ মানুষের বেশিরভাগই প্রতি রোববার গির্জায় বাইবেলের উদ্বৃতি শুনতে অভ্যস্ত। কেউ কেউ নিজেও বাইবেল পড়ে। শুধু ধর্মীয় কারণে গির্জায় যায় না মানুষ, বরং এটা সামাজিক সমাবেশও। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আদর্শ উপায়। কেউ যদি ব্যবসা করতে চায়, তা হলে এলাকার লোকজনকে গির্জায় পেতে পারে।

গির্জার প্রতি তরুণ বা যুবকদের আগ্রহও কম নয়, কারণ সেখানে গেলে

মেয়েদের দেখা পাওয়া যায়। বহু বিয়ে বা প্রেমের শুরুই হয় গির্জায় বা সোশ্যালে দেখা-সাক্ষাৎ থেকে।

ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ নেই, এমন লোকও বাইবেল থেকে উদ্বৃতি দিতে সক্ষম। দিনের পর দিন গির্জায় প্রীচারের মুখে শোনা বাণী থেকে অনায়াসে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে সে।

গির্জায় যাওয়ার সুযোগ কমই পায় জন। তবে একসময়, কৈশোরে নিয়মিত যেত। রোববার ভোরে ঘুম থেকে জাগত ওরা সব ভাই-বোন, মা-বাবা সহ ওয়্যাগনে চড়ে দশ মাইল দূরের গির্জায় যেত।

হঠাৎ জোসিকে মনে পড়ল ওর। অদ্ভুত মেয়ে! নামের শেষ অংশটা জানা হয়নি, মেয়েটিও নিজ থেকে জানায়নি। এটা এমন এক দেশ যেখানে কারও নাম বা কোত্থেকে এসেছে, জিজ্ঞেস করতে নেই। মেয়েটি নিজ থেকে না বললে, কিংবা মিসেস রীভস না জানালে সত্যিই জানবার উপায় নেই ওর।

অদ্ভুত মেয়ে। প্রায় বিশ হবে বয়স। এ-বয়সে বেশিরভাগ মেয়ে বিয়ে করে ফেলে। সারাক্ষণ নিজেকে গুটিয়ে রাখে মেয়েটা। মাঝে মধ্যে বলে ফেলে অনেক কিছু, তবে সেটা দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গতার কারণেও হতে পারে। এমনিতে চাপা, বিষণ্ন এবং মৃদুভাষী। সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের সৌন্দর্য আড়াল করতেই সচেষ্ট বেশি। সারাক্ষণ নির্লিপ্ত থাকে মুখ, শুধু চোখ দুটো ব্যতিক্রম—ব্যঞ্জনাময় নীল চোখ। এ-পর্যন্ত মেয়েটিকে হাসতে দেখেছে কি না, মনে করতে পারল না জন।

অথচ মিসেস রীভসের উপস্থিতি বা আচরণ ঠিক উল্টো। কথায় কথায় স্মিত হাসি ফুটে ওঠে মুখে। বয়স হলেও যথেষ্ট সুন্দরী মহিলা। আবেদন বা স্বতঃস্ফূর্ততা, কোনটাই কমেনি।

র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে, স্যাডল খসিয়ে রোয়ানকে করালে ছেড়ে দিল ও। কিছু খড়, ওট আর কর্ন রাখল ম্যাঙ্গারে*। বার্নে এসে টাবে পানি ভরে হাত-মুখ ধু'লো। দরজার বাইরে একটা শেল্‌ফ রয়েছে, তোয়ালে ঝুলছে শেল্‌ফ থেকে। পাশে রয়েছে ওঅশবেসিন ও সাবান। পানি ঠাণ্ডা, তবে এ-নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করল না জন। গুনে গুনে বলতে পারবে, জীবনে ক'বার গরম পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়েছে বা গোসল করেছে।

হাত মুছে লগের দেয়ালের কাছাকাছি দাঁড়াল ও, বাড়ির পিছনের খোলা জায়গা আর ক্রীকের দিকে চলে যাওয়া সঙ্কীর্ণ পথে দৃষ্টি চালাল। সম্ভাব্য আড়াল হতে পারে, এমন প্রতিটি জায়গা খুঁটিয়ে দেখল। এটা বহুদিনের অভ্যাস। এখানে যতদিনই থাকুক, সবকিছু মনের মধ্যে গেঁথে নিলে সুবিধা হবে। নিরীহ হোক বা না-হোক, ভবঘুরে মাত্রই বিপজ্জনক জীবনে বাস করে,

---

ম্যাঙ্গার (Manger) : জাবনা-পাত্র, পশুকে খাবার দেয়ার জন্যে পাত্র বিশেষ

সুতরাং যে-কোন জায়গা থেকে বিপদের আশঙ্কা করতে শিখেছে ও।

পশ্চিমে টিকে থাকবার জন্য পাঁচটা ইন্দ্রিয় সদা সচল এবং সচেতন হওয়া জরুরি। সাবধানী মানুষ আরও একটা ইন্দ্রিয় তৈরি করে নেয় নিজের মধ্যে। দৈব অনুভূতিকে কাজে লাগায় বিপদের মুহূর্তে। সহজাত প্রবৃত্তি আর সতর্ক জীবনে অভ্যস্ততা থেকে তৈরি হয় এই গুণ। প্রকৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যেও ক্ষীণ একটা শব্দ, আলো-ছায়ার লুকোচুরি বা পরিবেশের পরিবর্তন থেকে বিপদের আভাস পেয়ে যায় মানুষ। আত্মরক্ষা বা পাল্টা আঘাত হানবার জন্য সচেষ্ট হয় মুহূর্তেই।

বিপদে আশ্রয় নেওয়া যাবে, কিংবা শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারবে, র‍্যাঞ্চ হাউসের ধারে-কাছে এমন প্রতিটি জায়গা চিনে রাখা দরকার। একইসঙ্গে বিপজ্জনক জায়গাগুলোও স্পষ্ট করতে হবে। কেউ যখন ড্রাই-গাল্‌শ করতে যায়, এমন একটা জায়গা খুঁজে নেয় যেখানে পর্যাপ্ত আড়ালের পাশাপাশি একাধিক এস্কেপ রুট থাকবে, এবং আগুন জ্বালালে দূর থেকে চোখেও পড়বে না। এমন জায়গা সে পছন্দ করবে, যেখানে তার অবস্থান অস্বাভাবিক মনে হবে না।

অসতর্কতার মাশুল বড় চড়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল শোধরানোর কোন উপায় থাকে না। তা ছাড়া, ধাওয়া খাওয়া মানুষ ও। নিরাপদ এবং গোপন একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে ওকে, প্রয়োজনে যাতে আশ্রয় নিতে পারে, আগুন জ্বালাতে অসুবিধা হবে না; আবার একাধিক এস্কেপ রুটও থাকবে।

দরজায় করাঘাত করে ভিতরে ঢুকতে সিটিংরুমে মিসেস রীভসকে দেখতে পেল জন। মহিলার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি কিংবা অনাবিল সৌন্দর্য পরিবেশের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে। দারুণ লাগছে মিসেস রীভসকে। পরিপাটি চুল, খানিকটা প্রসাধনও করেছে। অবশ্য বরাবরই পরিপাটি পোশাক থাকে মহিলার পরনে, যেন ধোলাই মেশিন থেকে বের হওয়া নারী, আলপিনের মত পরিচ্ছন্ন এবং বিড়ালের মত আরামপ্রিয়।

'মি. ক্যালকিন! এসো! বোসো এখানে,' একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল মহিলা। 'কফি চলবে তো?'

নড করল জন।

'কেমন দেখলে?' মহিলার দৃষ্টি স্থির হলো ওর চোখে।

'মন্দ নয়। গরুগুলো বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ঘাসের অবস্থাও ভাল। শীতে অসুবিধা হবে না। তবে কিছু ঘাস কেটে খড় হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখলেই মঙ্গল।'

'কত হবে গরুর সংখ্যা?' মিসেস রীভসের উৎসুক প্রশ্ন।

'প্রশ্নটা তো আমি করতে চেয়েছিলাম। কি জানো, ম্যা'ম, কাগজে-কলমে স্টকটা কত বড় জানতে চাইছি আমি। সম্ভবত বহুদিন রাউন্ড-আপ হয়নি। গরুর ব্র্যান্ড দেখে তাই মনে হলো। বেশ কিছু কমবয়েসী গরুর গায়ে ব্র্যান্ড নেই। রাউন্ড-আপ ছাড়া গরুর সঠিক সংখ্যা বলা মুশকিল, তবে ধারণা

করা যাবে। আচ্ছা, রাসলিঙের কোন নমুনা চোখে পড়েছে তোমাদের?'

'কেন জানতে চাইছ?'

'বিশেষ কোন কারণে নয়, আসলে কার্ক ফস্টারের মত লোক শুধু হুমকি-ধামকি দিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয়। বিশাল একটা র‍্যাঞ্চে মাত্র দু'জন মহিলা, গরু দেখাশোনা করবার কেউ নেই···রাসলিঙের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। এতদিনে কিছু গরু খোয়া গেলে একটুও অবাক হব না আমি।'

ভাঁজ পড়ল মহিলার কপালে। 'ভারী চিন্তার কথা! তুমি তো নতুন এক দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছ আমাকে, মি. ক্যালকিন।' ক্ষীণ হাসল মহিলা, আস্থা ফুটে উঠল চাহনিতে। 'তবে জর্জের কাগজপত্র ঘাঁটলে হয়তো গরুর সংখ্যা জানতে পারব···মানে যা থাকা উচিত। সবকিছুরই হিসাব রাখত ও। তুমি দেখতে চাইলে না-হয় কাগজপত্র বা নোট-বুক খুঁজব।'

'ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, কাল-পরশু দিলেও চলবে।' টেবিলে বসে চারপাশে দৃষ্টি চালাল জন। সবকিছু পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন। মেয়েলি হাতের স্পর্শে সবই বদলে যায়। জীবনের বেশিরভাগ সময় বাঙ্কহাউসে বা খোলা আকাশের নীচে শুয়ে কাটিয়েছে ও, তাই এখানকার পরিবেশ রীতিমত বিলাসবহুল মনে হচ্ছে ওর কাছে। পুরুষদের বিয়ে করবার এটাও একটা কারণ, বেশ সহজ এবং লোভনীয় কারণ···

কফির কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিয়েছিল জন, নিজের চিন্তাধারায় থমকে গেল। আনমনা ছিল বলে পুড়ে গেল জিভ। কষে গাল দিল নিজেকে, এ-ধরনের চিন্তাভাবনা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়, সামান্য অসতর্কতার মাশুল বিপদে সীমাহীন দুর্ভোগে রূপ পেতে পারে।

'মি. ক্যালকিন?'

চোখ তুলে তাকাল ও।

সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল মহিলা, ক্ষণিকের দ্বিধার পর মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল। 'বুঝতে পারছি না প্রস্তাবটা তোমাকে দেওয়া ঠিক হবে কি না···তুমি কি আমাদের হয়ে কাজ করবে?'

কফির কাপ তুলে ধরেছিল জন, থমকে গেল প্রশ্নটায়। চোখ তুলে তাকাল মিসেস রীভসের দিকে। সন্দেহ নেই দারুণ সুন্দরী মহিলা।

ধীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও। 'দুঃখিত, ম্যা'ম। কাজটা নিতে পারছি না।'

পাঁচ

মিসেস রীভস শুধু বিব্রতই নয়, হতাশও হয়েছে–নীল চোখের চাহনিতে স্পষ্ট বোঝা গেল–কারণ ইতিবাচক উত্তর আশা করেছিল। প্রত্যাশাটা অতিরিক্ত, কিন্তু দোষের নয়, মানছে জন; কিংবা ওর উত্তর একটু সোজাসাপ্টা হয়ে

গেছে, সেজন্যই নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন বোধ করল। 'ম্যা'ম, কোথাও বেশিদিন থাকতে পারি না আমি। আমার স্বভাবই এমন। মাঝে মধ্যে হয়তো কয়েকদিন থাকি কোথাও, কিন্তু অল্পতে হাঁপিয়ে উঠি। বুনো নির্জন প্রান্তরে থাকতেই ভাল লাগে আমার।'

'নিঃসঙ্গ লাগে না?'

'লাগে। তবে জীবনের বেশিরভাগ সময় এভাবে কেটেছে বলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।' ক্ষণিকের জন্য থামল ও, তারপর যোগ করল: 'এখানেও হয়তো থাকব কয়েকদিন। র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম গুছিয়ে নিলেই আমার ছুটি। তদ্দিন পর্যন্ত থেকে যাব, সেজন্য পারিশ্রমিকও চাই না। চলতি পথে এটা-সেটা করে দিব্যি চলে যায় আমার।'

কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বিস্বাদ ঠেকল জনের কাছে।

'কৃতজ্ঞতা?' খানিকটা কৌতূহল প্রকাশ পেল মহিলার স্বরে।

'তা বলা যায়। যত যাই হোক, তোমার ঘোড়ার কারণেই বেঁচে গেছি আমি।'

প্রায় অধৈর্য ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল মিসেস রীভস, প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিল। 'সত্যিই নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই তোমার?'

'না, ম্যা'ম। প্রায় সব ধরনের কাজ করেছি—গরু সামলানো ছাড়াও মাইনিং, মোষ বা ফার শিকার করেছি। টীমস্টার, শটগান গার্ড, এমনকী নেভাডার এক খনি শহরে মার্শাল হিসাবেও কাজ করেছি কিছুদিন। টাকার টানাটানি পড়লেই যে-কাজ পাওয়া যায়, তাই করি।'

'বিয়ে করোনি?'

'না, ম্যা'ম। আমার মত ভবঘুরে মানুষকে কোন্ মেয়ে পছন্দ করবে? চালচুলোহীন পুরুষকে পছন্দ করে না মেয়েরা। আমার চলন-বলনও একটু অন্যরকম—কঠিন ধাঁচের। পুরোপুরি ভবঘুরে স্বভাবের মানুষ আমি।'

'কতদিন ধরে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ?'

'দশ বছর তো হবেই,' এক কথায় শেষ করে দিল জন।

'সম্ভবত এমন বহু ঝামেলায় পড়েছ?'

উত্তর দেওয়ার আগে খানিক ভাবল ও, শেষে বলল: 'সবসময় যে হয়, তা নয়। সাধারণত ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি, কিন্তু আমার ইচ্ছে তো সব নয়। পপলারের কথাই ধরো, হ্যারি পোর্টার নিজে ঝামেলার ফিকির করছিল। নিজেকে যথেষ্ট বড় মনে করত ও, কিন্তু ছায়ার দিকে তাকিয়ে কখনও দেখেনি আসলে ওর ছায়াটা কত বড়। পপলারে আমার প্রত্যাশা ছিল স্রেফ একটা ড্রিঙ্ক, কিছু খাবার আর কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম।'

'অনুতাপ হয় না তোমার?'

'কেন হবে? ও আমাকে যা করতে চেয়েছিল, তাই ঘটেছে ওর ভাগ্যে। কেউ যখন ঝামেলার ফিকির করে বা অন্যের সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টা করে,

তার বোঝা উচিত সবাই মুখ বুজে থাকবে না, কেউ না কেউ ঠিকই রুখে দাঁড়াবে। পোর্টারের মত লোকের কাজের ধারাই হচ্ছে ভয়-ভীতি দেখানো, অন্যের জিনিস কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া–সেটা সম্পত্তি আর মনের শান্তিই হোক।

'নিঃসঙ্গ রাইডের সময় কিন্তু চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়, ম্যা'ম। পশ্চিম এখনও বুনো, অস্থির রয়ে গেছে। আইন আছে বটে, আসলে দেশটা চলছে মানুষের মধ্যে অলিখিত চুক্তিতে। একজনের অধিকার স্বীকার করে নেয় অন্যজন। যে-কেউ ভুল করতে পারে, কিন্তু ভুলটা যখন বারবার হয়, সেটাকে অন্যের অধিকার আর অলিখিত চুক্তির ইচ্ছাকৃত অবমাননা বলেই ধরা উচিত। সেক্ষেত্রে, সভ্যতায় বা পশ্চিমে তার স্থান নেই।

'একসময় ভাইকিংদের মতই ডাকাতি আর লুটপাট করত সবাই। সময় বদলে গেলেও কারও কারও দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। এক আর্লের কথা মনে পড়ছে, সে বলত: এরা আসলে প্রগতি আর সভ্যতার হত্যাকারী।'

'আর্ল?'

'এক ইংরেজ, গাইড হিসাবে ভাড়া করেছিল আমাকে। শিকার করতে এখানে এসেছিল সে, তবে আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশটা ঘুরে-ফিরে দেখা। একটা গ্রিজলি, কিছু পাহাড়ী ছাগল আর অন্যান্য প্রাণী শিকার করেছে সে। ক্যাম্পে বেশিরভাগ সময় বই পড়ে কাটাত। টুকিটাকি নোট নিত। সম্ভবত কোন বই লিখছিল সে। ক্যাম্পে আগুনের কাছাকাছি বসে বিভিন্ন বিষয়ে গল্প করতাম আমরা।

'হ্যারি পোর্টারের কথাই ধরো। আমি ওকে খুন না করলে একের পর এক খুন করে যেত সে, কোন একদিন হয়তো বুট হিলে জায়গা হত ওর। আমাকে সামান্য একজন ভবঘুরে পাঞ্চার মনে করেছিল, এবং এখানেই যত সমস্যা। কেউ যখন পিস্তলে হাত দেয়, তার জানা উচিত প্রতিপক্ষের হাতে কী রয়েছে।'

থিয়েটার সম্পর্কে গল্প করল মিসেস রীভস, নিজের স্বপ্ন সম্পর্কেও জানাল। তবে একবারের জন্যও জোসির ব্যাপারে কিছু বলল না, অথচ মেয়েটি সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করছে জন। বিশেষ কোন কারণ নেই, স্রেফ এমনিতে।

প্রেয়ারি আর পাহাড়ের বুকে ছায়া ঘনাচ্ছে। উপরতলায় নিজের কামরা থেকে নেমে এল জোসি, সাপারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘরের উষ্ণ পরিবেশ, মিসেস রীভসের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি–আলসেমি বোধ করবার জন্য যথেষ্ট: এখানে থাকতে ভাল লাগলেও তলে তলে অস্বস্তি বোধ করছে জন, কারণ আরাম-আয়েশে শরীর ছেড়ে দেওয়া মাত্র স্বাভাবিক সতর্কতা বা বিচক্ষণতা ভুলে যায় মানুষ–আগাম বিপদ টের পায় না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, পাশের দরজা-পথে বেরিয়ে এল বাইরে। লিভিংরুমের আলো দরজা পর্যন্ত পৌঁছায়নি, ভিতরটাও অন্ধকার। তা ছাড়া,

গাছের ছায়া তো রয়েছেই। বাড়ির কিনারা ধরে ধীর পায়ে এগোল ও, কান খাড়া করে শুনবার প্রয়াস পেল। মরুভূমি বা পাহাড়ের মতই শীতল, নীরব মনে হচ্ছে রাতটা।

সুনসান নীরবতা। আকাশের বুকে অসংখ্য তারা জ্বলছে, যেন বহু দূরের ক্যাম্পফায়ারের আগুন। স্টেজের রাস্তাটা চোখে পড়ছে, চাঁদের রূপালি আলোয় কিছুটা সাদা আর শূন্য দেখাচ্ছে। করালে ঘোড়াগুলোর নড়াচড়ার শব্দ স্পষ্ট কানে আসছে। অন্য কোন শব্দ নেই। তারপরও, নিশ্চিন্ত হতে পারছে না জন। কার্ক ফস্টারকে নীচ, নাছোড়বান্দা টাইপের মানুষ মনে হয়েছে ওর; কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেতে প্রয়োজনে মরিয়া হয়ে উঠবে লোকটা।

জন এও নিশ্চিত, ওকে যারা ঝোলাতে চেয়েছিল, তারাও হাল ছেড়ে দেয়নি। পপলার এখান থেকে বহুদূরে, কিন্তু এদের কেউ কেউ এখানে চলে আসতে পারে। দু'একজনকে হয়তো দেখামাত্র চিনতে পারবে, কিন্তু অন্যদের চিনতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক। ফেলে আসা ঘোড়া আর মালপত্রের কথা মনে পড়ল ওর। মালপত্র কি খুঁজে পেয়েছে ওরা? ঘোড়াগুলোর কী হলো? খুব বেশি মূল্যবান নয় বটে, কিন্তু জনের জন্য কমও নয়। সামান্য কয়েকটা জিনিস জুড়তে বহু খাটতে হয়েছে ওকে।

এখানে আসবার পথে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে, বিশ্রাম নেয়নি বলতে গেলে। ফিরতি পথে, অন্তত দ্বিগুণ সময় লাগবে, অনুমান করল জন, বেশি লাগাও বিচিত্র নয়।

পাহাড়ের লাগোয়া গাছগুলো কালচে দেখাচ্ছে। ফের রাস্তার দিকে দৃষ্টি চালাল জন। একসময় ব্যস্ত সড়ক ছিল এটা, বাড়িটা ছিল স্টেজ স্টেশন। সুতরাং যে-কেউ চলাচল করতে পারে এ-পথে, সেজন্য অযথা চমকে ওঠবার বা ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।

বাড়ির ভিতরে ঢুকল ও। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে মুখ তুলে তাকাল জোসি। 'তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। সাপার তৈরি হয়ে গেছে।'

ওর কোমরের হোলস্টারে চলে গেল মেয়েটির দৃষ্টি। 'সবসময় কি পিস্তল ঝুলিয়ে রাখো?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। কখন দরকার হয়ে পড়ে, আগে থেকে বলা সম্ভব?'

টেবিল সাজিয়ে মিসেস রীভসকে ডাকল জোসি; জনকে অপেক্ষা করতে দেখে বলল: 'ওর জন্য অপেক্ষা করবার দরকার নেই। তুমি খেয়ে নাও।'

হঠাৎ সচকিত হলো জন। ট্রেইলে চলন্ত খুরের শব্দ আর বাকবোর্ডের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মিনিট খানেক গভীর মনোযোগে শুনল ও, তারপর ঢিলে করে দিল শরীর। যারাই হোক, এখানে না থেমে এগিয়ে গেছে একই গতিতে। সম্ভবত অ্যানিমাস সিটিতে যাচ্ছে। বহুদূরের পথ।

দোতলা থেকে নেমে এল মিসেস রীভস। খাওয়ার ফাঁকে জোসির সঙ্গে এলাকা আর লোকজন নিয়ে আলাপ করল। ফ্যাশন ম্যাগাজিন *স্ক্রিবনার*-এর

বিজ্ঞাপন নিয়ে গল্প করল দু'জন, তেমন মনোযোগ দিল না জন।

ঘরের কোণে একটা গীটার চোখে পড়ল। গান শুনতে ইচ্ছে হলো ওর। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না। নির্জন প্রেয়ারি, সুনীল আকাশ বা বনানীর নিস্তব্ধতার আকর্ষণটা আরও বেশি। সময় হয়ে এসেছে। র‍্যাঞ্চের খুঁটিনাটি কয়েকটা কাজ সেরে ট্রেইলে নামবে। তার আগে, শহর থেকে ওর মালপত্র নিয়ে আসতে হবে; জিনিসগুলো দরকার। প্রায় জরুরি বোধ করছে।

'মি. উইলসন অনেক ম্যাগাজিন রাখত,' হঠাৎ বলল মিসেস গ্রীভস। 'চাইলে ওগুলো পড়তে পারো তুমি।'

'সময় পেলে।'

'পড়তে জানো তো?'

'কিছুটা।' চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও। 'ভোরে উঠতে হবে। আগে আগে বিছানায় যাওয়াই ভাল।'

দরজার দিকে এগোল জন, আচমকা মনে পড়ল এভাবে সরাসরি মূল দরজায় উপস্থিত হয়ে বোকামি করছে। আলোকিত কামরার পটভূমিতে স্পষ্ট চোখে পড়বে ওকে, আনাড়ী লোকের জন্যও আদর্শ টার্গেট হয়ে দাঁড়াবে। মত বদলে রান্নাঘরের দরজা খুলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বেরিয়ে এল ও।

অন্ধকারে থামল ও, বোকামির জন্য মনে মনে গাল দিল নিজেকে।

বেরিয়ে আসতেই ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে গেল দেহ। অনুভব করল খানিকটা হলেও আলসেমিতে পেয়ে বসেছে ওকে। গল্প করতে ভালই লাগছিল এতক্ষণ। ভিতরের উষ্ণ পরিবেশ না কি মহিলার সপ্রতিভ উপস্থিতির কারণে, ঠিক ধরতে পারল না।

মরুভূমি, পাহাড় বা ট্রেইলে এমন ভুল হয় না ওর। সবসময়ই সতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু লোকালয়ে এলেই এসব সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা এলোমেলো হয়ে যায়।

কাল থেকে, রাতের বেলায় সরাসরি মূল দরজা দিয়ে বেরোনো যাবে না, নিজেকে মনে করিয়ে দিল বার্নের দিকে এগোনোর সময়। রান্নাঘর হয়ে আরও একটা দরজা আছে, বাড়ির পাশে ওটা। বার্নেরও কাছে। সুতরাং দুটোর যে-কোন একটা ব্যবহার করাই নিরাপদ।

তামাক ও কাগজ বের করবার জন্য পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়েও নিজেকে নিরস্ত করল। এটাও মস্ত বোকামি। সিগারেটের আগুন অনেকদূর থেকে চোখে পড়বে।

বাড়ির পরিবেশ উপভোগ্য, মহিলাদের উপস্থিতিও আকর্ষণীয়, কারণ দু'জনেই ভালমানুষ। সত্যিকার লেডি। কিন্তু সবারই ঠিকানা আছে। ট্রেইলই ওর ঠিকানা। এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে, যতটা সম্ভব সাহায্য করতে হবে এদের। মানুষ মাত্রই অনুভূতির দাস। সামান্য আগ্রহ থেকে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এভাবে বিপদে পড়বার ইচ্ছে মোটেও নেই ওর।

বার্নের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল ও। আবছা অন্ধকারের পটভূমিতে ওকে চোখে পড়বে না কারও। মনোযোগ দিয়ে চারপাশের শব্দ শুনল, দূরের প্রেয়ারি আর পাহাড়ী ঢালের দিকে তাকাল–ঘুটঘুটে অন্ধকারে ট্রেইলটাকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। কোথাও কোন সাড়া নেই। অটুট নিস্তব্ধতা···

আকাশে হাজারো তারার মেলা বসেছে। বাড়ির ভিতরে সামান্য শব্দ বা করালে রোয়ানের নড়াচড়া বাদ দিলে চারদিকে সুনসান নীরবতা। আপাত শান্ত পরিবেশেও অস্বস্তি বোধ করছে জন। বিপদের আভাস পাচ্ছে। কার্ক ফস্টার ফেলনা লোক নয়। বাথানটা সমৃদ্ধ, এমন লোভনীয় সম্পত্তি হাতছাড়া করতে চাইবে না সে। জনকে সরিয়ে দিতে পারলেই অর্ধেক কাজ খতম হয়ে যাবে। মহিলা দু'জন বেশিদিন টিকতে পারবে না এখানে।

একজন মানুষকে অনেক ভাবেই খুন করা সম্ভব। মুখোমুখি হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। কে খুঁজতে আসবে ভবঘুরে জন ক্যালকিন সমান সুযোগ পেয়েছে কি না? লাশটা গুম করে ফেললেই হলো। জো টাম্বলারের ভাগ্যেও একই পরিণতি হয়েছে কি না, কে জানে! কার্ক ফস্টার যে-ধরনের মানুষ, জন নিঃসন্দেহ যে ওকেও টাম্বলারের মত শিকার করতে চাইবে সে।

চোরাগোপ্তা একটা বুলেটই যথেষ্ট সেজন্য। ওরা এখন জানে কোথায় পাওয়া যাবে ওকে।

হঠাৎ একেবারে ক্ষীণ শব্দ কানে এল ওর।

একটা নুড়িপাথর নড়ে উঠেছে কারও বুটের ঘষায়। মুহূর্তে টানটান হয়ে গেল জনের দেহ, স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। হোলস্টারে চলে গেছে হাত, পিস্তলের বাঁটের শীতল স্পর্শ স্বস্তি আর নির্ভরতা ছড়িয়ে দিল শরীরে। ম্লান আলো, কিন্তু এ-ধরনের স্বল্প আলোয় গোলাগুলি করবার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর।

ছয়

চোখ কুঁচকে তাকাল জন, ধারণা করছে র‍্যাঞ্চ হাউসের কোণায় হয়েছে শব্দটা।

পলকের জন্য মনে হলো আবছা আলোর পটভূমিতে গাঢ় একটা ছায়া দেখতে পেয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। ওৎ পেতে আছে কেউ?

রান্নাঘর থেকে বাসন-কোসন তুলে রাখবার হালকা টুংটাং শব্দ আসছে। জানালা পথে চৌকো আলো এসে পড়েছে বার্নের সামনের জমিতে। জায়গাটা পেরিয়ে যেতে হবে ওকে। অবচেতন মন বলছে ট্রেইলের কাছাকাছি অপেক্ষা করছে কেউ, আলোকিত পথ ধরে এগোনোর সময় অনায়াসে স্পট করতে পারবে ওকে···

মিনিট খানেক পর রান্নাঘরের বাতি নিভে যেতে আলোটাও হারিয়ে গেল।

বোধহয় আলোর অনুপস্থিতিতে উৎসাহ বোধ করল ঘাপটি মেরে থাকা লোকটা। বুটের হালকা শব্দ হলো আবার। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জন, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। লোকটাকে স্পট করবার আগে নড়তে অনিচ্ছুক।

দোতলার এক কামরায় বাতি জ্বলছে, তবে জানালায় পর্দা থাকায় বাইরে আলো আসছে না। আলোকিত চৌকো একটা কাঠামোই নজরে পড়ছে শুধু।

দমকা বাতাসে কেঁপে উঠল অ্যাসপেনের পাতা আর ছোট ছোট শাখা। মাটিতে খসে পড়া শুকনো পাতা সরে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। বাড়ির পাশে চাপ চাপ অন্ধকার, অ্যাসপেন ও কটনউডের কারণে অতিরিক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে জায়গাটা। দেখতে না পেলেও জন নিশ্চিত, ওখানে অপেক্ষা করছে কেউ।

ফস্টারের কোন সঙ্গী অপেক্ষায় আছে, মওকা পেলে ওর অজান্তে পিঠে একটা গুলি করবে? না কোন আগন্তুক, পথ হারিয়ে চলে এসেছে ওর মতই?

ফের দমকা বাতাস বয়ে গেল। ঝরে পড়ল দুটো অ্যাসপেন পাতা, কচি ডাল দোল খাচ্ছে, কান পেতে পাতার মর্মরধ্বনি শুনতে পেল জন। মাথার ভিতর চিন্তার ঝড় বইছে। ঘোড়া নিয়ে এসেছে লোকটা, না কি পায়ে হেঁটে এসেছে? সম্ভবত দুটোই সত্যি। ঘোড়াটা বেশ কিছু দূরে পিকেট করে পায়ে হেঁটে এসেছে। জন নিজে হলে তাই করত।

ঘোড়াচোর নয়তো? কিংবা কোন ইন্ডিয়ান?

ইদানীং উতেদের দাপট বেড়ে গেছে। লোকজন বলে বেড়ায় উতের অতিরিক্ত হিংস্র এবং বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু উতেদের সম্পর্কে জানে জন। এমনিতে লড়াকু বা শক্ত ধাতের লোক এরা, তবে মোটামুটি শান্তিপ্রিয়। বাধ্য না হলে লড়তে চায় না, অথচ লড়লে জানপ্রাণ দিয়ে লড়বে। ওরা যদি যুদ্ধ শুরু করে, নির্ঘাত বহু লোক খুন হয়ে যাবে।

উঁহুঁ, ইন্ডিয়ান নয়। ইন্ডিয়ান হলে নিঃশব্দে আসত। বুটের শব্দ শুনতে পেত না ও।

অন্তত বিশ মিনিট চলে গেছে। দোতলার বাতি নিভে গেছে একটু আগে, ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েরা। ক্লান্ত বোধ করছে জন, চোখের পাতা ভার-ভার লাগছে। বার্নের শক্ত বিছানাটা এ-মুহূর্তে লোভনীয় ও আরামদায়ক মনে হচ্ছে ওর কাছে। অন্ধকার ফুঁড়ে দেখবার চেষ্টা করল, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে খিল ধরে গেছে। কিন্তু নড়তে সাহস পাচ্ছে না। সম্ভবত ওর উপস্থিতি বা অবস্থান টের পায়নি লোকটি। নড়াচড়া করে তাকে নিজের অবস্থান জানিয়ে দিতে চায় না ও।

কতক্ষণ ধরে নজর রাখছে লোকটা? ওকে ভিতরে যেতে দেখেছে? বেরিয়ে আসতে দেখেছে কি?

প্রশ্নগুলো উত্তরহীন কিংবা পরিস্থিতি অনিশ্চিত হলেও, কী করা উচিত সেটা ভাল করেই জানে জন। নড়াচড়া করা যাবে না। শকুনের ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষায় থাকল। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আধ-খানা চাঁদ, ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ল, তবে স্পষ্ট ঠাহর করবার মত নয়। অ্যাসপেন আর কটনউডের ঝাড়ের কারণে আলো পৌঁছেনি মাটি পর্যন্ত।

সম্ভবত ও বার্নে পৌঁছবার পরপরই এসেছে লোকটা।

একটা কুকুর থাকলে ভাল হত, অনায়াসে লোকটার অবস্থান জানা যেত। তা ছাড়া, যখনই অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ আসত, চিৎকার করে তার উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করত কুকুরটা।

মিনিট খানেক পেরিয়ে গেল···দুই···তিন মিনিট। ফের বড়সড় মেঘের আড়ালে পড়ে গেল চাঁদ, ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল পুরো জায়গাটায়। হঠাৎ রোয়ানের নিচু স্বরের চিঁহি ডাক শুনতে পেল জন, লোকটার মাথা দেখতে পেল–মাথা তুলে দেখছে সে, কান পাতছে ন্যূনতম শব্দ শুনতে পাওয়ার আশায়।

বাড়ির কোণের ছায়া থেকে হালকা পায়ে বেরিয়ে এল এক লোক। ছোটখাটই বলা চলে তাকে। সন্তর্পণে পা ফেলছে, সতর্ক, যাতে শব্দ না হয়। কিন্তু বাড়ির সাদা দেয়ালের পটভূমিতে গাঢ় রঙের সুট আর হ্যাটের কারণেই ধরা পড়ে গেল জনের চোখে।

বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে লোকটা। ওর কাছ থেকে বিশ গজ দূরে।

আলগোছে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল জন, হ্যামার টানল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে বেশ তীক্ষ্ণ শোনাল শব্দটা। 'যেই হও তুমি, গুলি খেতে না চাইলে এদিকে এসো!' নিচু স্বরে বলল ও। 'যে-ধান্ধায় এসে থাকো না কেন, ভুলে যাও! বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করা লোকদের পছন্দ করি না আমরা।'

এভাবে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করবার মধ্যে ঝুঁকি আছে। ঝটিতি ঘুরেই গুলি করতে পারে লোকটা, চালু হলে কণ্ঠ শুনে ওর অবস্থান আন্দাজ করতে পারবে। লোকটা যদি ওকে বেঁধাতেও পারে, তারপরও ওর চান্সই বেশি, কারণ ওকে কেবল স্রেফ ট্রিগার টানতে হবে; এদিকে লোকটাকে ড্র করবার পর নিশানা করে গুলি করতে হবে। সব মিলিয়ে হয়তো সেকেন্ডের অর্ধেক সময় লাগবে, কিন্তু জনের কাজটা আরও কম সময়ের–সেকেন্ডের এক চতুর্থাংশ সময় লাগবে ট্রিগার টানতে।

বুদ্ধিমান লোক এই জুয়া খেলবে না।

স্রেফ জায়গায় জমে গেল ছায়ামূর্তি। নিজের বেহাল অবস্থা বুঝতে পেরেছে সে, প্রায় খোলা জায়গায় আছে; এদিকে জন আছে বার্নের দেয়ালের কাছাকাছি, দেখা তো যাচ্ছেই না, বরং কণ্ঠ শুনে ওর অবস্থানও বুঝতে পারেনি সে। চমকটাই কাজে দিয়েছে।

ধীরে ধীরে দু'পা এগিয়ে এল সে। বুকের কাছে তুলে রেখেছে হাত

দুটো। 'এক মহিলার খোঁজ করছি আমি!' চাপা স্বরে বলল লোকটা।

'বিনে পয়সায় একটা পরামর্শ দিচ্ছি তোমাকে,' পিস্তলের নল একচুল নাড়ল না জন, আগের মতই নিচু স্বরে বলল: 'প্যারট সিটিতে চলে যাও, অনেক মহিলার খোঁজ পাবে ওখানে। ক্যানিয়নের রোড ধরে চার-পাঁচ মাইল পশ্চিমে গেলেই পেয়ে যাবে শহরটা।'

'বাজারে মেয়েদের খুঁজছি না আমি। ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

'রাত-বিরাতে মেয়েদের খুঁজে বেড়াও না কি? ভদ্রমহিলাদের খুঁজতে হলে দিনের বেলায় আসা উচিত। কয়েকদিন আগে তোমার মতই এসেছিল একজন। দরজার কাছে পড়ে ছিল ওর লাশ, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ ওখান থেকে বড়জোর দশ হাত দূরে হবে। দিনের বেলা হলে মাটিতে ওর রক্ত দেখতে পেতে।'

'ঘটনাটা শুনেছি,' নির্বিকার স্বরে বলল লোকটা। এখনও হাত তুলে রেখেছে, জনও নামানোর নির্দেশ দিল না। জনের মতই নিচু স্বরে কথা বলছে সে, সামান্যও নড়ছে না।

'চলে যেতে বলেছি তোমাকে। এখানে কোন কাজ নেই তোমার।'

'আছে বৈকি! সম্ভবত তুমিই খুন করেছ হ্যারি পোর্টারকে?'

নীরব থাকল জন।

পায়ের ভর বদল করল সে, এই প্রথম নড়াচড়া করেছে। 'পিস্তলে চালু ছিল ওর হাত।'

'সেটা ওর নিজের ধারণা ছিল।'

'আমাকে সাহায্য করতে পারো। পঞ্চাশ ডলার পুরস্কার পাবে।'

'পঞ্চাশ ডলার পকেটে আছে আমার।'

'শুনেছি এই র‍্যাঞ্চে এক মহিলা থাকে। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

খানিকটা ত্যক্ত বোধ করল জন। 'মিস্টার, তুমি বরং দিনের বেলায় এসো। ভাল কথা, মহিলার সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার, তোমাকে চেনে?'

'না,' সামান্য নীরবতার পর উত্তর দিল লোকটা।

'দিনের বেলায় এসো তা হলে। অচেনা লোকের সঙ্গে রাতের বেলায় কোন লেডিই দেখা করে না, এটা তোমার জানা উচিত।'

'আসলে এখানে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেছে।'

'শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছ! যথেষ্ট হয়েছে, এবার কেটে পড়ো।'

সন্তর্পণে পায়ের ভর বদল করল লোকটা। 'এই র‍্যাঞ্চের মালিক, মহিলার বয়স কম না কি?'

'সুন্দরী। লেডি। মেয়েলোকের বয়স আন্দাজ করা যৌক্তিক মনে করি না আমি, তবে ধূসর রঙের চুল আছে ওর মাথায়।'

'ধূসর রঙের?' খানিকটা যেন নিরাশ মনে হলো আগন্তুককে।

'মিস্টার, আমার ধৈর্য কম। আবারও বলছি, দিনের বেলায় এসো। কেউ

তোমাকে বাধা দেবে না।'

'যে-মেয়েকে আমি খুঁজছি, সে যুবতী। ব্লন্ড আর···'

এবার সত্যি সত্যি অধৈর্য হয়ে পড়ল জন, স্পষ্ট হুমকি ফুটল ওর স্বরে। 'যীশুর কিরে, আর একটা কথা বললে তোমার পায়ে গুলি করব! নুলো হয়ে এখান থেকে যেতে হবে তোমাকে।' পিস্তলটা নাড়ল জন, দেখল মাথার উপর দু'হাত তুলল আগন্তুক।

'রসো! যাচ্ছি, সত্যিই যাচ্ছি···' কিছুটা হলেও সন্ত্রস্ত শোনাল লোকটার কণ্ঠ। সতর্কতার সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল সে, দ্রুত পায়ে এগোল ফিরতি পথে। কিন্তু দশ কদম এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'দাঁড়ালে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল জন।

'গুলি করো আর যাই করো, শেষ একটা প্রশ্ন···আসলে প্রস্তাব দিচ্ছি। ওই যুবতীকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারো তুমি। পঞ্চাশ ডলার। একজন কাউহ্যান্ডের দু'মাসের কামাই।' জনকে নড়ে উঠতে দেখে এগোল সে আবার, তবে নিচু স্বরে জরুরি কথাটা ঠিকই বলে ফেলল: 'পিঙ্কারটনের গোয়েন্দা আমি। প্যারট সিটিতে পাবে আমাকে। প্রস্তাবটা ভেবে দেখো।'

পায়ের ভর বদল করল জন, লোকটার পদশব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল, ধীরে ধীরে তাও মিলিয়ে গেল।

দ্বিতীয় কোন চিন্তার সুযোগ নিজেকে দিল না ও, বার্নে ঢুকে সরাসরি বিছানায় চলে গেল। কিন্তু চোখ বুজতে আবছা অন্ধকারে দেখা রহস্যময় লোকটার অস্পষ্ট চেহারা ভেসে উঠল মানসপটে। পিঙ্কারটনের লোক? স্বর্ণকেশী এক যুবতীকে খুঁজছে। সে জানে না এখানে দু'জন মেয়ে আছে। কার খোঁজে এসেছে–জোসিকে খুঁজছে? কী অপরাধ করেছে মেয়েটা? কিন্তু লোকটা যাকে খুঁজছে, বলছিল সে র‍্যাঞ্চের মালিক।

শুধু অপরাধের জন্যই যে লোকজনকে খোঁজে ডিটেকটিভরা, তা নয়, অন্য কারণেও খুঁজতে পারে।

ঘুমিয়ে পড়ল জন।

সকালে গোয়েন্দার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ক্রীকের ধারে চলে এল ও। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে অন্তত কয়েকশো গজ দূরে ঘোড়া পিকেট করেছে লোকটা। পুব থেকে, সম্ভবত অ্যানিমাস সিটি থেকে এসেছিল, ট্রেইল ধরে র‍্যাঞ্চ পেরিয়ে গেছে প্রথমে, তারপর ঘোড়া পিকেট করে পায়ে হেঁটে এসেছে ফিরতি পথে।

সেয়ানা লোক!

র‍্যাঞ্চ হাউসে আসবার পথ ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেছে সে, বরং বাঁক নিয়ে পিছনের দিকে চলে গেছে। সম্ভবত জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়ার বা কথাবার্তা শুনবার ইচ্ছে ছিল। দালানের কাছাকাছি আসবার আগেই

রান্নাঘরের বাতি নেভানো হয়েছিল এবং জনও বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে।

পশ্চিমে চলে গেছে লোকটা, ট্র্যাক দেখে নিশ্চিত হলো জন, সম্ভবত প্যারট সিটিতে।

দ্বিধান্বিত এবং চিন্তিত মনে ফিরে এল ও। র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকল। ভিতরে ভিতরে নিজের উপর অসন্তুষ্ট। এতটা বেখেয়ালি হওয়া ঠিক হয়নি। অচেনা কেউ ওর অগোচরে র‍্যাঞ্চ হাউস পর্যন্ত এল কীভাবে? এমন অবহেলা মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। সুস্বাদু খাবার আর স্বতঃস্ফূর্ত মহিলাদের উপস্থিতি পুরুষদের কী ক্ষতি করে, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন। কর্তব্যও দিব্যি ভুলে যায় মানুষ!

টেবিলে বসে পড়ল ও। খাবার সাজিয়ে রাখা, কিন্তু মিসেস রীভস বা জোসিকে দেখা গেল না। অগত্যা একাই নাস্তা সারল। ঠিক করেছিল আজ রেঞ্জে বেরিয়ে গরুর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু এখন আর মন সায় দিচ্ছে না। গতরাতের ঘটনার পর, স্বভাবতই বাড়ির ধারে-কাছে থাকা উচিত হবে ওর। কাজ এখানেও আছে। বিস্তর কাজ।

পাহাড়ে চলে এল ও। ঝর্নার কাছে কয়েকটা ঘোড়া চোখে পড়েছে, বুনো না হলেও ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে। একসময় হয়তো বাথানের করালই ছিল ওগুলোর ঠিকানা, কিন্তু কাউহ্যান্ড না থাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ইচ্ছেমত। ল্যাসো ছুঁড়ে তিনটে ঘোড়া ধরল ও, বার্ন থেকে সংগ্রহ করা ব্রিডল পরাল। তেমন কোন সমস্যা হলো না। ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নিয়েছে ঘোড়াগুলো।

সব ঘোড়া নিয়ে করালের দিকে এগোল ও। খেয়াল করল উৎসুক দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মুক্ত আরও চারটে ঘোড়া। দুটো ওর পিছু পিছু এল কিছুদূর, তারপর এক ফাঁকে সরে গেল।

করালে ঢুকে সব ঘোড়াকে পিকেট করল জন। ম্যাঙ্গারে খাবার দিল। ব্র্যান্ডিং নিয়ে বা ঘোড়াগুলোর বশ্যতার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে হলো না। ব্র্যান্ড করাই আছে। বাড়ি ফিরে এসেছে যেন, এমন আচরণ করছে প্রতিটি ঘোড়া। ম্যাঙ্গারে দেওয়া ওট বা কর্নের সদ্ব্যবহার করতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওগুলোর মধ্যে। জিনিসটার অভাব বোধ করেছে এরা এতদিন।

করালের বার না তুলেই বেরিয়ে এল জন, আশা করছে ধারে-কাছে থাকা মুক্ত আরও কয়েকটা ঘোড়া চলে আসবে। দূর থেকে সঙ্গীদের করালে দেখতে পেলে চলে আসতেও পারে। তিনটে ঘোড়াকে এনে রাস্তাটা ওদের চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, বুনো হলে র‍্যাঞ্চ হাউসের ধারে-কাছে থাকত না ওগুলো।

কাজের ব্যস্ততায় মনে পড়েনি, কিন্তু দুপুরে খাওয়ার জন্য র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোতে গোয়েন্দাপ্রবরের চিন্তাটা ফিরে এল মনে। হাল ছেড়ে দিয়েছে না কি লোকটা? উঁহুঁ, অসম্ভব! পিঙ্কারটন গোয়েন্দাদের সবচেয়ে বড় চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আঠার মত লেগে থাকতে পারে। দুর্দান্ত সাহসী এবং ধূর্ত। সম্ভবত নীচও। পেশাগত কারণেই হেন কোন কাজ নেই যা করতে পারে না। তথ্যটা জানা আছে বলে গতরাতে গোয়েন্দার লোভনীয় প্রস্তাব পেয়ে বিস্মিত হয়নি জন। কাজ উদ্ধার করাই ওদের কাছে আসল ব্যাপার। খুনোখুনি ছাড়া যে-কোন কূটকৌশল খাটাতে অভ্যস্ত ওরা।

সম্ভবত আশপাশের সব বসতিতে ঢুঁ মারবে লোকটা। প্রয়োজনে সমস্ত অ্যারিজোনা চষে ফেলবে। তারপর কোন কাউবয় বা মাইনারের কাছে ঠিকই জেনে যাবে যে এখানেই আছে জোসি। নির্ঘাত ফিরে আসবে তখন।

একটা কুকুর আর অন্তত একজন ক্রু দরকার, ভাবছে জন। সবসময় র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি থাকা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। কিন্তু লোক পাবে কোথায়? এলাকায় কাউকে চেনা নেই ওর, তাই হঠাৎ কেউ এসে উপস্থিত না হলে কাউকে পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

চলে যাওয়ার আগে র‍্যাঞ্চে গরুর সংখ্যাটা জানতে হবে, ওর কাছ থেকে এটুকু সহযোগিতা পেতে পারে মিসেস রীভস। তবে একা ওর জন্য কাজটা প্রায় অসম্ভব এবং সময়সাপেক্ষ। দু'তিনজন কাউহ্যান্ড হলে কয়েকদিনের মধ্যে সেরে ফেলতে পারবে।

মিসেস রীভসকে কিচেনে পেল ও। জোসিকে দেখা গেল না কোথাও।

'টেবিলে স্যান্ডউইচ আছে, শুরু করো,' ঘাড় ফিরিয়ে বলল মহিলা। 'স্টু আর বেকন নিয়ে আসছি আমি।'

দুটো স্যান্ডউইচ গিলে কফিপট টেনে নিল জন। 'গতরাতে কোন কথাবার্তা শুনতে পেয়েছ, ম্যা'ম?'

'কথাবার্তা? কখন?' ঝট করে ফিরে তাকাল মিসেস রীভস।

'বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে তোমরা। আলো নিভিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণ পর লোকটার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। পিঙ্কারটনের এক গোয়েন্দা।'

'গোয়েন্দা···এখানে?' মহিলার হাসি তো ম্লান হলোই, খানিকটা ফ্যাকাসেও হয়ে গেল মুখ। মুহূর্তে সতর্ক চাহনি ফুটে উঠল নীল চোখে, কপালে ভাঁজ পড়েছে। 'কেন এসেছিল?'

'স্বর্ণকেশী এক যুবতীর খোঁজ করছিল। লোকটার ধারণা ছিল মেয়েটা এই র‍্যাঞ্চের মালিক।'

সারা কামরায় অটুট নীরবতা। স্যান্ডউইচে কামড় বসাল জন। দারুণ সুস্বাদু হয়েছে। জানালা-পথে, ট্রেইল ধরে পশ্চিমে তাকিয়ে আছে মিসেস রীভস। মহিলা কী ভাবছে, কেবল সে-ই জানে।

'মেয়েটাকে কেন খুঁজছে, বলেছে তোমাকে?'

'না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল সে। দিনের বেলায় আসতে বলে খেদিয়ে দিয়েছি ওকে। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল, মনে হলো কথাবার্তা চালিয়ে গেলে হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে তোমাদের।'

'লোকটা তা হলে চলে গেছে?' খানিকটা স্বস্তি ফুটল মহিলার স্বরে, এবারও তাকায়নি জনের দিকে।

'আপাতত। তবে আবার আসবে ও। মুখটা দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু যথেষ্ট কঠিন লোক মনে হয়েছে ওকে। আমার মনে হয়, যাই খুঁজুক, ঠিকই খুঁজে পাবে সে। পিঙ্কারটনের গোয়েন্দারা নাছোড়বান্দা টাইপের লোক হয়, উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না।'

'স্বর্ণকেশী যুবতী? আচ্ছা···জোসিকে খুঁজছে না তো?' শঙ্কা প্রকাশ পেল মহিলার স্বরে। 'নাম বলেছে?'

'না। সুযোগ পায়নি।' কী ভাবছে মহিলা? আনমনে নিজেকে প্রশ্নটা করল জন। মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ভয় পেয়ে থাকলে বা উদ্বিগ্ন হলেও সযত্নে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে মিসেস রীভস।

'পপলারে আমার জিনিসপত্র রেখে এসেছি–দুটো ঘোড়া আর গিয়ার, বেডিং, কিছু টুকিটাকি···ভাবছি কোন একদিন গিয়ে নিয়ে আসব ওগুলো।'

'তা হলে চলে যাবে তুমি?'

'কয়েকদিনের জন্য। সম্ভবত এক সপ্তাহ লাগবে। আসবার সময় জান নিয়ে ছুটে এসেছি, পিছনে পাসি ছিল। শুধু রোয়ানটার কারণেই বেঁচে গেছি। অন্য ঘোড়া হলে এতদূর আসতে পারত না বা পাসিকেও ফাঁকি দিতে পারত না। প্রায় দু'দিন ছুটেছে ওটা। তো, সব মিলিয়ে বোধহয় তিন-চারদিনের পথ।'

'ওহ্, দু'এক দিনের ব্যাপার হলেই বোধহয় ভাল হত! ওই গোয়েন্দা লোকটা···বুঝতে পারছি না ও এলে কী করব, সেসময় তুমি এখানে থাকলেই নিশ্চিন্ত হতাম!'

'বেশ। আপাতত তা হলে কোথাও যাব না।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো জন, কিন্তু বারণ করল মহিলা। ফের বসে পড়ল ও। জানালা-পথে বাইরের ট্রেইলের দিকে তাকাল, শরীর শিথিল হয়ে গেছে। সত্যি কথা হচ্ছে, গোয়েন্দাপ্রবর সম্পর্কে রীতিমত উদ্বেগ বোধ করছে। পোড়খাওয়া, জেদী মানুষ মনে হয়েছে লোকটাকে; সহজে হাল ছাড়বে না। জোসিকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ও, হয়তো সত্যিই জোসিকে খুঁজছে সে, যদিও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে জনের মনে।

কেউ যখন সামান্য তথ্য নিয়ে কাউকে খুঁজতে শুরু করে, স্বভাবতই যে-কোন তথ্য পেলে যাচাই করে সে; কারও কাছে যদি শুনতে পায় যে এই র‍্যাঞ্চে স্বর্ণকেশী এক যুবতী মাত্র কিছুদিন হলো এসেছে, ঠিক ছুটে আসবে। সামনাসামনি দেখতে পেলে হয়তো ভুলটা ভেঙে যাবে, তারপর নিজের পথে চলেও যাবে; কিন্তু এখানে যে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'আমার ধারণা, শুধু গোয়েন্দা লোকটাই নয়,' হঠাৎ বলল জন। 'কার্ক ফস্টারও আসবে। সত্যিই কি জর্জ উইলসনের আত্মীয় ও?'

'ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। জর্জ কখনও কিছু বলেনি। হতেও

পারে। তবে আমার ধারণা, আত্মীয় হলেও দূর সম্পর্কের।'

'ফস্টারের যা স্বভাব, আত্মীয় হিসাবে নিশ্চই পাত্তা পেত না উইলসনের কাছে,' অন্যমনস্ক সুরে বলল জন। 'সব আত্মীয়কে যে পাত্তা দিতে হবে এমন কথাও নেই।'

যৌবনে নিশ্চই দারুণ সুন্দরী ছিল মহিলা, মুখের আদলে তাই প্রকাশ পায়। বয়স হলেও সৌন্দর্যের কিছুটা রয়ে গেছে এখনও। হয়তো অভিনেত্রী বলেই। ছোট নিখুঁত নাক, পুরুষ্টু ঠোঁট, ডিম্বাকৃতির মুখ। রেশমী ধূসর চুল কোমর অবধি লম্বা। অনেক যুবতীরই হিংসা হবে চুলগুলো দেখলে। এবং এও ঠিক, জর্জ উইলসনের আগ্রহের কারণ মহিলার সৌন্দর্য।

'লোক হিসাবে কেমন ছিল মি. উইলসন?' অপ্রাসঙ্গিক না হলেও অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা করে বসল জন, কৌতূহল ওর জিভকে সাহসী করে তুলেছে।

চমকে চোখ তুলে তাকাল মিসেস রীভস, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'নিপাট ভদ্রলোক। ওকে দেখে মনেই হত না র‍্যাঞ্চার বা পশ্চিমের মানুষ, বরং ব্যবসায়ী মনে হত। পরিপাটি পোশাক পরত সবসময়। হয়তো পুরোপুরি আধুনিক বলা যাবে না, একটু রক্ষণশীল সেকেলে ভদ্রলোক বলাই ভাল, তবে সত্যি ওকে পছন্দ করতাম আমি।'

'তোমাকে নিশ্চই খুব পছন্দ করত? নইলে র‍্যাঞ্চটা দিয়ে যেত না।'

ভুরু কোঁচকাল মহিলা। 'যদ্দূর জানি ওর কোন স্বজন ছিল না। ভাগ্নের কথাও কখনও বলেনি আমাকে।' একটু থামল মহিলা, নিজের জন্য বাটিতে স্টু নিল চামচ দিয়ে। 'টাকা খরচ করতে কখনও দ্বিধা করতে দেখিনি ওকে। প্রায়ই এটা-সেটা উপহার নিয়ে আসত। কিন্তু র‍্যাঞ্চে এসে একটু বিস্মিতই হয়েছি আমি। শুধু র‍্যাঞ্চের আয় থেকে নিশ্চই চলত না ওর। এমনও হতে পারে বাড়তি টাকার দরকার হলে হয়তো মাঝে মধ্যে গরু বিক্রি করে দিত...'

'মনে হয় না। এখান থেকে গরু বেচতে হলে অনেকদূরে ড্রাইভে নিয়ে যেতে হবে। হুটহাট গরু বিক্রির জন্য পনেরো মাইল ড্রাইভ করতে যাবে না কেউ। তা ছাড়া, এত খোলা রেঞ্জে গরু জড়ো করা সহজ ব্যাপার নয়।'

চামচ দিয়ে স্টু মুখে পুরল মিসেস রীভস।

'তোমার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল ওর?'

'ক্যান্সাসে। প্রায় প্রতিদিনই শো দেখতে আসত ও।'

'শেষ কবে দেখা হয়েছিল?'

'ডেনভারে। ব্রাউন'স প্যালেসে উঠেছিল ও। শহরের সেরা হোটেল। ডাকসাইটে গরু ব্যবসায়ী আর মাইনাররা ওখানেই উঠে সচরাচর।'

জোসির সঙ্গে আসলে কোথায় পরিচয় হয়েছিল, জানতে ইচ্ছে করছে জনের, কিন্তু প্রশ্নটা হজম করে ফেলল। এটা ওর ব্যাপার নয়, তবে পিঙ্কারটন লোকটার উপস্থিতির কারণে উদ্বিগ্ন না হয়েও পারছে না। এমনও হতে পারে, জোসি নয়, স্বর্ণকেশী অন্য কাউকে খুঁজছে সে। আশপাশে ব্লন্ড

মেয়ের অভাব নেই।

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে, হ্যাট তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জন। 'পিঙ্ক লোকটাকে বলেছি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে যেন দিনের বেলায় আসে। ও এলে দেখা করবে?'

খানিক ইতস্তত করল মহিলা, আবারও জোসির অনুপস্থিতি মনে পড়ল জনের, আনমনে ভাবল ওদের কথাবার্তা মেয়েটা শুনছে কি না।

'দরকার হলে নিশ্চই দেখা করব,' সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল মহিলা। 'তবে, সত্যি কথা বলতে কি, দেখা করবার ইচ্ছে নেই আমার। জোসিকে বলোনি?'

'না, ম্যা'ম। কিছুই বলিনি।'

বেরিয়ে এসে বিক্ষিপ্ত মনে বার্নের দিকে এগোল ও। পিঙ্কারটনের গোয়েন্দার সঙ্গে কেন দেখা করতে চায় না মিসেস রীভস? ভীতি না কি স্রেফ অনীহা? না কি জোসিই দেখা করতে অনিচ্ছুক? বলা মুশকিল। তবে উটকো ঝামেলা এড়ানোর জন্য হলেও গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা করা উচিত। বয়স্কা মিসেস রীভসকে দেখলে নিশ্চই ভুল ভেঙে যাবে গোয়েন্দার, এদিকে আর আসবে না তা হলে।

না কি জোসিকে খুঁজছে সে? স্বর্ণকেশী, বয়সটাও মিলে যায়। মিসেস রীভস কি জোসিকে আড়াল করতে চাইছে?

কিন্তু জোসিকে সহজেই সন্দেহমুক্ত করতে পারে সে, যেহেতু গোয়েন্দা জানে মাত্র একজন মহিলাই আছে এখানে। উঁহুঁ, দু'জন আছে, শিগ্‌গিরই জেনে যাবে সে। ইয়েলো বাট বা পপলারে গেলে কার্ক ফস্টার বা ওর সাঙ্গপাঙ্গরা আপসে তথ্যটা সরবরাহ করবে। আবার এও হতে পারে, হয়তো জোসির উপস্থিতির কথা ফস্টারেরও জানা নেই, কারণ লোকটার সঙ্গে নিজে কথা বলেছে মিসেস রীভস। জোসির কথা নাও জানতে পারে বাইরের কেউ। দু'জনের কেউই র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরোয় না, এ-ক'দিনে একবারের জন্যও ওদের বেরোতে দেখেনি জন।

হিসাব মিলছে না, সীমাহীন বিরক্তির সঙ্গে অনুভব করল জন। কিন্তু ওর অবচেতন মন বলছে কোথাও অবশ্যই একটা ঘাপলা আছে।

ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তা ভরা কিছু সময় কাটবে মহিলাদের, ভাবছে ও, পশ্চিমের রুক্ষ জীবনে অভ্যস্ত কাউকে দরকার এদের। সামনে সমূহ বিপদ। সম্ভবত দু'জনেই ভাবছে মি. উইলসন বেঁচে থাকলেই ভাল হত! সে জানত এ-পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিত।

এখন জনই ওদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু কতটা কী করতে পারবে ও?

গোলাগুলির ব্যাপার হলে ওর সম্মতির প্রয়োজন নেই কারও, স্রেফ শুরু করে দিলেই হলো; আর কাজটা শেষ করবার ঈর্ষণীয় অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর।

সাত

কাজের অভাব নেই, জনেরও অনীহা নেই। তাই ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যাচ্ছে। এমন আগোছাল আউটফিটে একা সবকিছু সামলানোর অভিজ্ঞতা নতুন এবং যতই উপভোগ্য হোক, দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা নেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। একবারই যথেষ্ট!

করালে তিন-চারটে নয়, অন্তত দশটা ঘোড়া এখন। নিজেই চলে এসেছে। পালাক্রমে সবগুলোর পিঠে স্যাডল চাপিয়েছে জন, রাইড করেছে। র‍্যাঞ্চ হাউসের ধারে-কাছে থাকছে সারাক্ষণ, যেহেতু জানে ফস্টারের দলবল নতুন কোন ফিকির নিয়ে চলে আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে।

তা ছাড়া, গোয়েন্দা লোকটাকে মনে মনে আশা করছে ও। স্বর্ণকেশী যুবতীর রহস্য নিয়ে নিজেও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে জন।

ক্রীকের ও-পাড়ের স্টেজ রুটের দিকে চোখ রেখেছে ও। অন্য তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা বলে ওদিক দিয়ে আসবার সম্ভাবনা নেই তেমন। কেউ এলে ক্রীকের ফোর্ড পেরিয়ে র‍্যাঞ্চের ফটক দিয়ে ঢুকবে। ওয়্যাগন চলে যাওয়ার শব্দ শুনেছে বেশ কয়েকবার, কয়েকটা স্টেজও চলতে দেখেছে; কিন্তু থামেনি কোনটা। প্যারট সিটি ও অ্যানিমাস সিটিতে যাতায়াত করছে ওগুলো। কেউ কেউ আরও পশ্চিমে মরমন বসতির দিকে যাচ্ছে।

প্রায় প্রতিদিনই পাঁচ-ছয়জনকে দেখতে পাচ্ছে।

পুব থেকে আসা এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে কথা হলো ওর, লোকগুলো বসতি করতে এসেছে। এদের কাছ থেকে জানতে পারল অ্যানিমাস সিটির দিকে এগিয়ে আসছে রেলরোড, তবে কোথায় এবং কীভাবে তৈরি হবে এ-নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে।

রেলপথ মানেই ম্যাজিক। যেন যাদুবলে বদলে যায় একটা এলাকা। মানুষের ভাগ্য, জীবিকা আর স্বপ্ন নতুন দিকে মোড় নেয়। শত মাইল গরু ড্রাইভের ধকল বা দুর্ভোগ পোহাতে হয় না, ক্লান্তিকর স্টেজ যাত্রা করতে হয় না। গরু ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠবে শিগ্‌গিরই।

আরও তিনটা দিন কেটে গেল, উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটল না। গোয়েন্দাপ্রবরের পাত্তাও নেই। সম্ভবত ভুল বুঝতে পেরেছে লোকটা, অন্য কোথাও চলে গেছে আসল স্বর্ণকেশীকে খুঁজতে।

তবে ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হলো না। করালের ম্যাঙ্গারে খড় তুলে দিচ্ছিল জন, ঘাড় ফেরাতে লোকটাকে দেখতে পেল। সাদা বে ঘোড়ায় চড়েছে সে, আসবার সময় র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে একবারের জন্যও তাকাল না, ঘোড়া ছুটিয়ে করালের কাছে চলে এল।

ফর্ক নামিয়ে রেখে এগোল জন।

'হাউডি,' মুখে সম্ভাষণ জানালেও দারুণ শীতল চাহনি লোকটার চোখে। 'সম্ভবত তোমার সঙ্গেই কথা হয়েছিল সেদিন?'

'হয়তো।'

'কাজের সময়ও পিস্তল ঝুলিয়ে রাখো না কি?'

'কাজের জিনিস নাগালের মধ্যে রাখাই উচিত, কখন কাজ লেগে যায়! যাকে খুঁজছিলে, পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল সে।

'আশপাশে আরও কিছু বসতি আছে, ওগুলোয় ঢুঁ মারছ না কেন? এক জায়গায় নিজেকে আটকে রাখবার কী দরকার?'

খানিক দ্বিধা করল লোকটা। 'তোমার নামটা কী? ওরা কী নামে ডাকে তোমাকে?'

'একবারের বেশি আমাকে ডাকবার সৌভাগ্য হয়নি কারও!' স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল জনের কণ্ঠে, গোয়েন্দার সারা শরীরে চোখ বুলাল। 'মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছ তো? হবে না, কেটে পড়ো।'

'খেপে যাচ্ছ কেন? দেখো, আমি এখানে একটা কাজে এসেছি। এটা আমার দায়িত্ব। ওয়ান্টেড লিস্টে নাম আছে ওই মেয়ের।'

'সব মেয়েই ওয়ান্টেড। কাঙ্ক্ষিতা। কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও ওদের দরকার হয়ই। তুমিও চলতে থাকো, তোমাকে চায় এমন কাউকে ঠিক পেয়ে যাবে।'

পলকহীন দৃষ্টিতে ওকে দেখছে সে, ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত চাহনি। 'পুরুষ মানুষদের ভালই সামলাতে পারো, কিন্তু মেয়েদের?'

'এ-পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি।'

'জায়গাটা সুন্দর। বাথানের জন্য আদর্শ। তবে অযত্নের ছাপ সব জায়গায়,' চারপাশে তাকাল সে, র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকেও চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

দেখাদেখি জনও তাকাল। একতলায় সিটিংরুমের জানালার পর্দায় সামান্য কাঁপন দেখতে পেল, কেউ কি আছে পর্দার পিছনে? নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, এতদূর থেকে ওদের আলাপ শুনতে পাবে না, কিন্তু দেখতে পাবে। জোসি, না মিসেস রীভস?

'বেশিদিন থাকব না এখানে। ঠেকায় পড়ে আছি। মহিলার কাজ গুছিয়ে দিলেই আমার ছুটি।' গোয়েন্দার মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলল জন। 'মালিক হলেও জর্জ উইলসন র‍্যাঞ্চের দিকে তেমন মনোযোগ দেয়নি। লোক ভাড়া করতে গিয়ে টাকা খরচা করেনি।'

'সেদিন না বললে বয়স্কা এক মহিলা তোমার বস্?'

'তেমন কিছু বলেছি না কি? মহিলার চুল ধূসর, অন্তত বেশিরভাগ। শরীর বা মুখেও বয়সের ছাপ পড়েছে। ইদানীং অবশ্য দেখা হয় না। নিজের

কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে ও।'

'এখান থেকে কোথায় যাবে?'

'এখনই বলতে পারছি না। হয়তো সান জুয়ানে যাব।'

'তোমার জায়গায় হলে এখানে এক মুহূর্তও থাকতাম না আমি!'

প্রায় নির্লিপ্ত সুরে কথাটা বলেছে গোয়েন্দা, জনও তেমন পাত্তা দিল না। দেখল ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল সে। দৃশ্যত, স্রেফ সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যই এখানে এসেছে, এমনকী মহিলার সঙ্গে কথা বলতেও চায়নি। হয়তো ধড়া পড়ে যাওয়ায় ধাপ্পা মেরেছিল সেদিন। যাই হোক, জনের ধারণা আবারও আসবে সে, এত সহজে হাল ছাড়বে না। লোকটা ভুল করছে, কিংবা সামান্য তথ্য নিয়েই চলে এসেছে, এমন কিছু মনে হয় না···অন্তত অবচেতন মন তাই বলছে ওকে।

র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে চলে এল জন। ভিতরে ঢুকতে কিচেনে দেখতে পেল জোসিকে। শুভেচ্ছার উত্তরে গম্ভীর মুখে নড করল মেয়েটা, চুলোয় কী নিয়ে ব্যস্ত যেন। 'ভাবছি প্যারট সিটিতে যাব। শহরের বাতি না দেখলে চলছে না! তোমার কিছু লাগবে, ম্যা'ম?'

'কী চায় লোকটা?'

থমকে গেল জন, আচমকা প্রশ্নটা আশা করেনি, যদিও কিচেনে জোসিই রয়েছে–সিটিংরুম থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

একটা চেয়ার টেনে বসল ও। 'স্বর্ণকেশী এক মেয়েকে খুঁজছে।'

চিন্তার ছায়া মেয়েটির কালো চোখের তারায়। 'তোমার ধারণা, আমাকে খুঁজছে ও?'

'না, ম্যা'ম। তুমি যে নও, জানি আমি। অন্য কোন মেয়েকে খুঁজছে সে, এখানে মহিলা আছে শুনে যাচাই করতে এসেছে।'

'মেয়েটিকে কেন খুঁজছে, বলেছে?'

'না। ওর মত লোক কখনোই তথ্য ফাঁস করে না।'

'প্যারট সিটিতে যাবে, না?' ছোট্ট একটা ফর্দ ওকে ধরিয়ে দিল জোসি। 'সবচেয়ে খুশি হব যদি পত্রিকা বা ম্যাগাজিন আনতে পারো!'

'মনে হয় না পাব, কারণ আসামাত্র শেষ হয়ে যায় ওসব। খবরের জন্য মুখিয়ে থাকে সবাই। কয়েক মাস পুরানো পত্রিকা হলেও কিছু মনে করে না কেউ, খবর থাকলেই হলো।'

নীল রোয়ানের উপস্থিতি অযথা কিছু প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে ভেবে ওটার পিঠে স্যাডল চাপায়নি জন, বরং একটা বাকস্কিনে চড়ল। চেরী ক্রীক পেরিয়ে বামে মোড় নিল ও, তারপর বন্ধুর ট্রেইল ধরে পুবে এগোল। লা প্লাটা পর্বতশ্রেণীকে বামে রেখে টানা এগিয়ে চলল। খানাখন্দ, বোল্ডার ভরা নিচু পাহাড়সারি পেরিয়ে যেতে হবে। লা প্লাটার কোমরের কাছাকাছি, অর্থাৎ বাঁকের মুখে উঁচু মালভূমির শুরুতে গড়ে উঠেছে শহরটা–কিছুটা উত্তরে।

মাঝে মধ্যে গতি কমিয়ে চারপাশ দেখে নিচ্ছে। সতর্ক। সময় লাগলেও পরিচিত হয়ে নিচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে, কাজে লাগবে। উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এসে পিছন ফিরে র‍্যাঞ্চের দিকে তাকাল জন। খাঁজকাটা পর্বত আর নীল আকাশের পটভূমিতে একেবারে ছোট দেখাচ্ছে র‍্যাঞ্চটাকে, দোতলা অ্যাডোবি দালানকে মনে হচ্ছে খেলনা, তৃণভূমির কিনারে একটা কুঁড়ে যেন। সচল কয়েকটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে, জন আন্দাজ করল করালের ঘোড়া ওগুলো।

বাড়ির সামনে ঢেউ খেলানো সবুজ তৃণভূমি, এতদূর থেকে একেবারে ছোট দেখাচ্ছে। দীর্ঘ পাহাড় দু'ভাগ করেছে তৃণভূমিকে।

ভাগ্য বটে মিসেস রীভসের! এমন কপাল নিয়ে কে কবে জন্মেছে? ছবির মত সুন্দর একটা বাথানের মালিক বনে গেছে মহিলা, অথচ সেজন্য এক ফোঁটা ঘামও ঝরাতে হয়নি!

বাকস্কিনটা চৌকস ঘোড়া। বন্ধুর প্রান্তরে চলবার অভিজ্ঞতা আছে, ওটার অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দ দৌড় দেখেই বোঝা যায়। হয়তো বুনো ঘোড়া হিসাবে জন্মেছিল।

এবড়োখেবড়ো প্রান্তর। সর্পিল ট্রেইল ঝোপঝাড় আর ক্যাকটাসের ফাঁকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূরের পাহাড়ের দিকে। পিউচে ছাড়বার সময় প্যারট সিটির কথা শুনেছে ও। আঠারোশো আটষট্টি সালে এই শহরের জন্ম, সানফ্রান্সিসকোর ব্যাংকার টিবুর্সিও প্যারটের হয়ে সোনা খুঁজতে এখানে এসেছিল জন মস নামের এক লোক, সে-ই শহরের নামকরণ করে। প্রথমে যা মনে হয়েছিল, ততটা সোনা পাওয়া যায়নি এখানে। তবে উৎসাহী মাইনার ও প্রসপেক্টররা এখনও রয়ে গেছে শহরের আশপাশে।

মাইনার বা প্রসপেক্টরদের স্বভাবই হচ্ছে: যেখানে যাবে, সোনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আবিস্কৃত খনি, গড়ে ওঠা মাইনিং টাউন আর সম্ভাব্য ট্রেইল সম্পর্কে আলাপ করবে। লা প্লাটাই সবচেয়ে আলোচিত। তবে সান জুয়ানও সাধারণ মানুষের গল্পে চলে আসে। শহরটার অবস্থান কিছুটা পুবে। আরেক খনি শহর সিলভারটন এবড়োখেবড়ো পর্বতমালার ওপাশে, ষাট-সত্তর মাইল দূরে, বন্ধুর পাহাড়ী ট্রেইল পেরিয়ে যেতে হয়।

প্যারট সিটি ছোট শহর। একনজর দেখেই জন বুঝে গেল বেশি কিছু আশা করা যাবে না এখানে। তিনটে সেলুন, কামারশালা, নাপিতের দোকান, জেনারেল স্টোর এবং কয়েকটা তাঁবু—রাতে থাকবার জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। বড়জোর দশ-বারোটা দালান রয়েছে শহরে, আর আছে কয়েকটা শ্যাক।

প্রথমে স্টোরে ঢুকল জন। নিজের জন্য কয়েকটা শার্ট ও দুটো ট্রাউজার কিনল। জোসির জন্য সুঁই-সুতো এবং নিটিং পিন নিয়েছে। কাউকে ওর সম্পর্কে সচেতন মনে হলো না, কিন্তু বিল পরিশোধ করতে যেন আগ্রহী হয়ে উঠল দোকানি। ওকে মাইনার মনে করেছে।

'কিছুদিন মাইনিং করেছি বটে,' উত্তর দিল ও। 'তবে নিজের জন্য।' লোকটা আর কোন প্রশ্ন করবার আগেই মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল স্টোর থেকে। বাইরে এসে পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকাল। দারুণ সুন্দর জায়গা। লা প্লাটা পর্বতশ্রেণী যে-কাউকে প্রলুব্ধ করবে—এসো, ভাগ্য পরখ করে যাও!

ওখানে গিয়ে ভাগ্যটা পরখ করে দেখবে না কি? ভাবনাটা হঠাৎ এল মাথায়। আগেও মাইনিং করেছে ও, মন্দ কাটেনি; তবে অতিরিক্ত শ্রম নয়, বরং একঘেয়েমির কারণেই বারবার কাজটা বাদ দিয়েছে। কিন্তু এ-কথা ঠিক, পশ্চিমে দ্রুত ধনী হওয়ার একমাত্র উপায় এটাই। সবাই তো মিসেস রীভসের মত ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি!

মাইনিঙের চিন্তা স্থগিত রেখে রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টি চালাল জন। নিতান্ত সাধারণ শহর। আগ্রহ ভরে দেখবার নেই কিছু, সব কাঠামো বা শ্যাকের উপর চোখ বুলাতে বড়জোর মিনিট খানেক লাগবে এবং শেষে নির্ঘাত হতাশ হবে যে-কেউ। গুটিকয়েক লোক দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে ঝলসাচ্ছে শূন্য রাস্তা। এটা মাইনারদের শহর, স্বভাবতই দিনের বেলায় কোলাহলহীন থাকবে।

গোয়েন্দাপ্রবর নিশ্চই ধারে-কাছে আছে। লোকটার ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

রাস্তার উল্টোদিকে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ চোখে পড়তে সেদিকে এগোল জন। মাঝবয়সী এক লোককে কিচেনের দরজায় দেখতে পেল। সামনের কামরায় দুটো টেবিল আর গুটিকয়েক চেয়ার। পরিচ্ছন্ন বলা যাবে না, তবে নোংরাও নয়। বাসন-কোসন ধুচ্ছে সে, গালে কয়েকদিনের না-কাটা দাড়ি।

'দেরি করে ফেললাম না কি?'

'আরে না! চব্বিশ ঘণ্টাই কিছু না কিছু পাবে এখানে! হরিণের স্টু হলে চলবে?' চোখ টিপল সে। 'কী করব! গরুর ব্যাপারে এলাকার র‍্যাঞ্চাররা খুব স্পর্শকাতর, একটা গরু খোয়া গেলেই খেপে ওঠে!'

'তাই! জন্মেও শুনিনি স্টুতে মাংস দেখে ব্র্যান্ড চেনা যায়।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে। 'জবর বলেছ! তোমাকে দেখে মাইনার মনে হচ্ছে।'

'ছিলাম, তবে এখন কাউহ্যান্ড।'

থতমত খেয়ে গেল লোকটা, একটু আগে বেফাঁস কথা বলে ফেলবার পরিণতি সম্পর্কে শঙ্কিত। 'দেখো, একেবারে মিথ্যা বলিনি। স্টুটা সত্যিই হরিণের মাংসের—কিছুটা!'

'গরুচোর খুঁজতে আসিনি আমি,' স্মিত হেসে বলল জন। 'তা ছাড়া, আমার নিজেরও কোন গরু নেই। গরুচোর পেলে অবশ্য ঝুলিয়ে দেই, যদি হাতে-নাতে ধরতে পারি। স্টুটা দারুণ হয়েছে! তুমি নিশ্চই গরুর ক্যাম্পে রেঁধেছ একসময়?'

'ঠিকই ধরেছ,' স্বস্তি প্রকাশ পেল লোকটার কণ্ঠে, জনের কথায় আশ্বস্ত হয়েছে। 'ট্রেইল ড্রাইভেও গেছি। একবার ডজ সিটিতে, অন্যবার ওগালালায়।' সরু চোখে ওকে দেখল সে। 'গেছ না কি ওই ট্রেইলে?'

'দু'বার। একবার কিশোর বয়সে, ঘোড়া ছিল আমাদের সঙ্গে। পরেরবার ট্রেইল বস্ হিসাবে।'

'ট্রেইল বস্? তা হলে তো নির্ঘাত নাম কিনেছ!'

'সময়টা একে খারাপ ছিল, তা ছাড়া, সম্ভবত আগে থেকে আমাকে চিনত সবাই।' একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল জন। 'একেবারে ঠাণ্ডা শহর!'

'সন্ধ্যা হলে দেখতে কেমন শান্ত! রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সাপারের সময়। এখানে সবচেয়ে জমজমাট ব্যবসা কি জানো? সেলুন আর ক্যাফে। সারাদিন খাটুনির কারণে রান্নার ঝামেলায় যায় না মাইনাররা, সন্ধ্যায় ক্লেইম থেকে ফিরে সাপার খেয়ে ঢুকে পড়ে সেলুনে। দেদার পান করে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে যায়।'

'ঝামেলা হয় না?'

'মারামারি লেগেই থাকে। তবে শহর কমিটি শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামলে রাখছে। সন্ধ্যার পর অস্ত্র নিয়ে শহরে ঢোকা নিষিদ্ধ, মাইনাররাও এক বাক্যে রাজি হয়েছে। ওরা নিজেরাও জানে সন্ধ্যার পর একেকজন আর মানুষ থাকে না। হুইস্কির পিপে হয়ে যায় কি না।' হেসে উঠল সে, কাউন্টারের উপর ঝুঁকে এল। 'দোস্ত, গরুর চিন্তা বাদ দিয়ে বরং এখানে জায়গা কিনে নাও। যদি পকেটে পয়সা থাকে। কিছুদিনের মধ্যে জমে যাবে শহরটা! তখন দেখবে জমির কী দাম! বিস্তর সোনা পাওয়া যাচ্ছে। চুয়াত্তরে কাউন্টির জন্ম, এখানেই বসবে কাউন্টির সীট। পকেটে যা আছে, সব খরচ করে জমি কিনে ফেলো।

'শহরে চারটে প্লট কিনেছি,' যোগ করল সে। 'ক্যানিয়নেও মাইনিং করছি আমি।'

'আমি আসলে ভবঘুরে মানুষ। চেরী ক্রীকের কাছাকাছি একটা বাথানে আছি কয়েকদিনের জন্য। র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম একটু গুছিয়ে দিয়েই চলে যাব।'

'আচ্ছা, তুমি সেই লোক!' ওকে নিরীখ করছে কূক। 'শুনেছি তোমার কথা! হ্যারি পোর্টারকে তুমিই মেরেছ?'

পশ্চিমে খবর বাতাসের আগে ছড়ায়, এবং গানফাইটাররাই সবচেয়ে বেশি আলোচিত। থিয়েটারের নায়কদের মত তাদের খ্যাতি, অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু আসলে, টিনহর্ন বা ইঁচড়ে পাকা তরুণ ছাড়া আর কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে গানফাইটার হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে না।

'শিকার হিসাবে ভুল লোককে বেছে নিয়েছিল পোর্টার,' মৃদু স্বরে বলল জন।

স্টুটা সত্যিই সুস্বাদু। আরও এক প্লেট গলাধঃকরণ করল ও। কফিতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে জানালা-পথে রাস্তার দিকে তাকাল।

একটু বেশি কথা বলে রেস্তোরাঁর মালিক। তবে তাতে কিছু মনে করছে না জন, বরং খুশি ও। খবর পাওয়ার জন্য সেলুনে বসে গাঁটের পয়সা খরচ করতে হচ্ছে না। শহরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পরিস্থিতি আর লোকজন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছে। কিছু কিছু অবশ্য আগেই শুনেছে, কারণ একটা শহর পত্তন করবার সময় সবাই ভাবে আদর্শ এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হবে সেটা, তাই এ-নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করে লোকজন।

'শহরে দেখছি লোকজন কম,' হালকা সুরে বলল ও। 'আগন্তুকও নেই তেমন।'

'সবাই ব্যস্ত এখন। খাওয়ার সময় হলে ঠিক চলে আসে, তখন কাকে দেব কাকে দাঁড় করিয়ে রাখব, ঠিক করা মুশকিল হয়ে পড়ে!'

'নতুন কেউ এসেছে শহরে?'

'পুবের লোকটা তো, সবসময় সুট পরে থাকে?'

মাথা ঝাঁকাল জন, স্টুর স্বাদ পরখ করতে ব্যস্ত।

'কথা কম বলে লোকটা, ঘোরাঘুরি করছে। বলছে পছন্দ হলে বাথান করে থেকে যাবে। পশ্চিমে নতুন, এমন এক মহিলা র‍্যাঞ্চের মালিক শুনে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখেছি ওকে, বলল মহিলার সঙ্গে দেখা করে র‍্যাঞ্চ বিক্রির প্রস্তাব দেবে। যায়নি তোমাদের ওখানে? র‍্যাঞ্চটা সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিল, যাকে-তাকে প্রশ্ন করছে।'

একটা-দুটো নয়, হাজারো প্রশ্ন করবে সে, বাজি ধরতে রাজি আছে জন।

'মহিলার সঙ্গে কথা হয়েছে ওর? সত্যিই কি এত সুন্দর র‍্যাঞ্চ বেচে দেবে?'

'করতেও পারে। তবে সন্দেহ আছে আমার। অভিনেত্রী বলে আজীবন ঘুরে-ফিরে কাটিয়েছে মহিলা, জীবনের শেষ কয়েকটা দিন এমন নীরব, শান্তি পূর্ণ পরিবেশে কাটানোর সুযোগ পেয়েছে বলে নিশ্চই খুশি সে। আমাকে তো বলল, ভালই লাগছে এখানে।'

বেঞ্চে পাশ ফিরে রাস্তার দিকে তাকাল জন, কফি গিলছে ধীরে ধীরে। *পিঙ্ক লোকটা এখন কোথায়?*

'কত হয়েছে?' জানতে চাইল ও।

'লাগবে না,' দু'হাত ছড়িয়ে বলল কুক। 'তুমি যেহেতু ট্রেইলের মানুষ।'

'তাতে কী?'

দাঁত বের করে হাসল সে। 'একসময় আমিও ভবঘুরে ছিলাম, তারপর ছিলাম র‍্যাঞ্চ কুক। অতীত জীবনের খাতিরে আজ টাকা নেব না তোমার কাছ থেকে, তবে পরেরবার এলে দিতে পারো।'

'ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালবে শেষে।'

'দূর! শহরের জমির কারণে নির্ঘাত বড়লোক হয়ে যাব একদিন! ঠিক দেখবে! শহরটাও ফুলে-ফেঁপে উঠবে! শুরু থেকে জন মস জানত কীসে হাত

দিয়েছে। ফ্রিসকোর ব্যাংকারের নামে শহরের নাম, নিজে মরে গেলেও শহরটাকে মরতে দেবে না সে! ফ্রিসকোর ব্যাংকারদের স্বভাবই এমন। তবে ব্যাপার আসলে অন্যখানে। বিস্তর সোনা উঠছে! বিস্তর!

'তা ছাড়া, গরুর ব্যবসা তো আছেই। বহু লোক গরু পালছে। মিলার নামে এক লোক বিশাল পাল নিয়ে হাজির হলো সেদিন। কীনলেও এসেছে। তোমাদের ঠিক পশ্চিমে ওর বাথান।

'কিছু শহর খনির উপর নির্ভর করে, কিছু শহরে চলে শুধু গরুর ব্যবসা। এখানে চলছে সব–গরু, ভেড়া, মাইনিং···আর রেলরোড তো এসেই পড়েছে।'

'শুনলাম অ্যানিমাস সিটি পর্যন্ত আসবে।'

'ঠিকই শুনেছ। সেজন্যই জমে উঠবে প্যারট সিটি! এত সুবিধা কোন্ শহরে আছে, ক'টায় পাবে? এমন সম্ভাবনাময় শহর এড়িয়ে রেল কোম্পানি অন্য দিকে যাবে? এক বছরের মধ্যে এখান পর্যন্ত চলে আসবে রেলরোড। কথাটা মনে রেখো!'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল জন, ঘোড়ার দিকে এগোল।

রাস্তার ওপাশে একটা বাকবোর্ড থেমেছে। সুবেশী এক যুবক নামল আসন থেকে, তারপর নামল এক তরুণী। স্টোর থেকে বাকবোর্ডের দূরত্ব ত্রিশ ফুট, কিন্তু এতদূর থেকেও জন স্পষ্ট বুঝতে পারল দারুণ সুন্দরী মেয়েটা। পুবের মেয়ে বোধহয়। সঙ্গের লোকটিকে ব্যবসায়ী বা অফিসার ধাঁচের লোক মনে হচ্ছে।

বাকবোর্ড থেকে নেমে এদিক-ওদিক দৃষ্টি চালাল তরুণী। ওর উপর দৃষ্টি ঘুরে গেল মেয়েটার, এক মুহূর্তের জন্য থমকে থাকল। তারপর রেস্তোরাঁ লেখা সাইনবোর্ডটা দেখল।

পরমুহূর্তে ওর উপর ফিরে এল মেয়েটির দৃষ্টি। হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে নড করল জন, সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল তরুণী, কিছুটা লালচে হয়ে গেছে মুখ।

হিচিং রেইলে বাঁধা বাকস্কিনের স্যাডলে চাপল ও। রাস্তা ধরে পুব দিকে এগোল। বাকবোর্ড পেরোনোর সময় দালানের সাইনবোর্ড দেখল–হোটেল। *পশ্চিমের অখ্যাত এক খনি শহরে কেন এসেছে পুবের সুন্দরী এই ললনা?* একটু আগে হোটেলে ঢুকেছে মেয়েটা।

তাতে তোমার কী? নিজেকে ভর্ৎসনা করল জন। দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এল শহর থেকে। যে-দিক দিয়ে ঢুকেছিল প্যারট সিটিতে, তার উল্টোদিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, অর্ধবৃত্তাকারে শহরটাকে চক্কর মেরে র‍্যাঞ্চের পথ ধরবে। এটুকু সতর্কতা আছে বলেই বিপদসঙ্কুল রুক্ষ পশ্চিমে এখনও টিকে আছে ও।

ব্যাক-ট্রেইলের উপর নজর রেখে এগোচ্ছে। সচেতন যে কেউ পিছু নিতে পারে। মাইল তিনেক আসবার পর নিশ্চিন্ত হলো কেউ পিছু নেয়নি।

অবশ্য পিছু নেওয়ার কারণও নেই, কারণ ওকে কোথায় পাওয়া যাবে জানে শত্রুপক্ষ। আচমকা যাতে অ্যাম্বুশ করতে না পারে, সেজন্য ভিন্ন কিন্তু প্রায় অস্পষ্ট বুনো ট্রেইল ধরে ফিরছে বাথানে।

জনের আশঙ্কা হলো হয়তো সঠিক পথে যাচ্ছে না। তবে লা-প্লাটাকে হাতের ডানে রেখেছে ও, এটাই পথ নির্দেশক হিসাবে কাজ করছে। জানে একটু বেশি পথ হলেও একসময় র‍্যাঞ্চ হাউসের পুবের পাহাড়ে বা চেরী ক্রীকের কাছে পৌঁছে যাবে।

ঝোপঝাড়, বন, পাহাড়ী পথ ধরে একসময় পাহাড়ের উপর চলে এল ও। সবুজ উপত্যকায় কটনউডের ছায়ায় দাঁড়িয়ে অ্যাডোবি দালানটা। উঁচুতে র‍্যাঞ্চ হাউসের পাশে ঝোপে ঘেরা টিলা এবং চেরী ক্রীকের লাগোয়া বোল্ডারসারি দেখতে পাচ্ছে। পাইন আর উইলোর ঘন সারির পাশে হঠাৎ তিন রাইডারকে উদয় হতে দেখে চমকে উঠল জন। এখনও বেশ দূরে আছে ওরা, র‍্যাঞ্চ থেকে মাইল খানেক তো হবেই। ফিল্ড গ্লাস বের করে খুঁটিয়ে দেখল লোকগুলোকে—একজন পরিচিত। গলার কাছে সাদা ছোপঅলা কালো একটা ঘোড়ায় চড়েছে সে, এটায় চড়ে সেদিন কার্ক ফস্টারের সঙ্গে বাথানে এসেছিল; এবং সে-ই পপলারে ফাঁসির দড়ি পরিয়েছিল ওর গলায়।

ঢাল ধরে উপত্যকার দিকে তাকাল জন। রীজের ঢাল বরাবর ঘোড়া ছুটিয়েছে লোকগুলো, স্যাডলের সঙ্গে মিশে আছে সবাই, পশ্চিমে অর্থাৎ র‍্যাঞ্চের দিকে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ লাগবে না পৌঁছতে, বড়জোর বিশ মিনিট। রীজ থেকে উপত্যকায় নামবার কয়েকটা পথ রয়েছে, তারই একটা ধরল লোকগুলো, গাছপালার পিছনে থাকায় ওর দৃষ্টিসীমার আড়ালে পড়ে গেল।

জল্লাদবাহিনীর আগেই বাথানে পৌঁছতে হবে।

র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে ঘোড়া ছোটাল জন, গাছপালার আড়াল নেওয়ার ব্যাপারে পুরোমাত্রায় সচেতন। লোকগুলোর মনে কী আছে জানা নেই ওর, তবে ওরা যখন পৌঁছবে, ওখানে থাকবার ইচ্ছে ওর।

রাইফেল হাতে অপেক্ষায় থাকবে…

আট

গাছপালার সবুজ আর পাহাড়ের বাদামি পটভূমির কারণে বাকস্কিনকে সহজে চোখে পড়বে না, এবং জনের পরনের পোশাকও জমকাল রঙের নয়। পন্ডেরোসার আড়ালে থেকে, ট্রেইল ছেড়ে পশ্চিমে এগোল ও, তারপর নিচু ড্রতে নেমে এল। ঠিক বাড়ির পিছনে শেষ হয়েছে ড্রটা।

দুর্ভাগ্যের কথা, বাড়ির পিছনের ঢালে কচি ঘাস খেতে ব্যস্ত একটা হরিণকে অজান্তে চমকে দিয়েছে জন। মুহূর্তে ছুট লাগাল ওটা, পড়িমরি করে

কয়েক পা এগিয়েও থমকে দাঁড়াল, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। দু'পেয়ে প্রাণীটা পিছু নিয়ে আসছে না অর্থাৎ শিকারের মূডে নেই দেখে, নিশ্চিন্তে পেটপূজায় মনোযোগী হলো ওটা।

চিমনি দিয়ে ধীর গতিতে ধোঁয়া উঠছে, দেখতে পেল জন। স্যাডল ছেড়ে বাকস্কিনকে একটা উইলোর গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধল। তারপর দ্রুত, কিন্তু সতর্ক পায়ে রান্নাঘরের পার্শ্ব-দরজায় চলে এল। হাতের উইনচেস্টার দিয়ে করাঘাত করল দরজার কবাটে।

জোসি দরজা খুলল। পলকের দৃষ্টিতে ওর মুখে উত্তেজনা আঁচ করতে পারল মেয়েটা, চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল।

'অতিথি আসছে,' সংক্ষেপে এই বলল জন, তবে জোসি ঠিকই বুঝে নিল।

'গোয়েন্দা লোকটা?'

'সম্ভবত কার্ক ফস্টার। সঙ্গে আরও দু'জন আছে। রীজ ধরে আসছে। ব্যাটার মতলব নিশ্চই ভাল নয়। তোমরা কেউ বেরিয়ো না, আমিই সামাল দেব।'

জানালার কাছাকাছি একটা চেয়ার টেনে বসল ও, এখান থেকে দিব্যি র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনের দিক স্পষ্ট দেখতে পাবে। ক্রীকের পিছনে ছোট্ট রীজ আছে, তবে এ-নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা করছে না, কারণ যথেষ্ট আড়াল নেই ওখানে। রীজ থেকে বাড়ির উপর নজর রাখা সহজ, এবং রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে জায়গাটা। জনের দৃষ্টি এড়িয়ে ওখানে পৌঁছতে পারবে ফস্টাররা। কিন্তু রীজের কিনারা ঘুরে উপত্যকা ধরে এলে ঠিক কোণঠাসা হয়ে পড়বে ওর রাইফেলের মুখে।

হঠাৎ মনে পড়ল, এইমাত্র যে-পথ ধরে এসেছে, কাছাকাছি একটা জায়গা আছে যেখান থেকে ছোট্ট রীজটা কাভার করতে পারবে। চট করে উঠে দাঁড়াল জন। 'সাবধানে থেকো। যাই ঘটুক,' জোসিকে বলল ও। 'বাড়ি থেকে বেরিয়ো না কেউ। দেখি কী করে ওরা।'

রাইফেল হাতে বাকস্কিনের কাছে চলে এল ও। স্যাডলে চেপে ড্র বরাবর ফিরতি পথে পাহাড়ের দিকে এগোল। কিছু ওক আর সিডারের আড়ালে এসে, ড্র ছেড়ে গাছের ফাঁকফোকরে ঢুকে পড়ল। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে ঝোপের সঙ্গে বাঁধল জন, তারপর ঢাল ধরে নামতে শুরু করল, উদ্দিষ্ট এবং পছন্দনীয় জায়গায় চলে এল মিনিট খানেকের মধ্যে।

রৌদ্রোজ্জ্বল, উষ্ণ দিন। পরিষ্কার আকাশ। ছিটেফোঁটা শুভ্র মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সিডার সারির আড়ালে, এখানে থাকতে ভালই লাগছে। পাহাড়ী বাতাসে পাইনের সুবাস। মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পাইনের শুকনো কাঁটা, কোন্ (Cone) আর সুচ; উপত্যকার ঘেসো প্রান্তরে ঢেউ খেলছে বাতাস।

তৃণভূমির কিনারে হঠাৎ বেরিয়ে এল ওরা, বনের লাগোয়া সরু অস্পষ্ট পথ ধরে এগোল। এখন আর তাদের দেখতে পাচ্ছে না জন। লোকগুলোর

মনে কী আছে, জানা নেই ওর; যদি না অবলা দু'জন নারীকে ভয় দেখাতে এসে থাকে।

উপত্যকার এ-প্রান্তে কয়েকটা বড়সড় টিবি। কাছাকাছি এসে স্যাডল ছাড়ল ওরা, তারপর ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল। অপেক্ষাকৃত নিচু জমি ধরে এগোচ্ছে, উদ্দেশ্য রীজটা। খর্বাকৃতির কিছু ঝোপ আর গুটিকয়েক গাছ থাকায় মোটামুটি আড়াল পাওয়া যাবে। বাথানে আসবার প্রথম দিনই জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখেছে জন, জানে ঝোপ বা ঘাস থাকলেও আসলে পাথুরে জমি ওটা।

নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল একটা ম্যাগপাই, হঠাৎ জনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হলো। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ওটা, বুঝবার চেষ্টা করছে ওর উপস্থিতির প্রতিবাদে চেঁচামেচি শুরু করবে কি না। শেষে, ঘাসের ফাঁকফোকরে থাকা কয়েকটা খাবার তুলে নিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়াল দিল ওটা।

মাটিতে রাইফেল নামিয়ে রাখল জন। সূর্যের আলো থেকে দূরে রেখেছে, যাতে ব্যারেলে লেগে আলো প্রতিফলিত না হয়।

পছন্দসই জায়গা খুঁজে পেয়েছে প্রতিপক্ষ। ওকের প্রকাণ্ড গুঁড়ির সঙ্গে ঠেস দিয়ে নিজের রাইফেল রেখেছে কার্ক ফস্টার, বাঁট ঠেকিয়েছে কাঁধের সঙ্গে। লোকটা কী করবে, অনুমান করতে পেরেছে জন, চট করে রাইফেল তুলে নিল। স্থির দৃষ্টি রাখল ফস্টারের উপর। শহুরে মাস্তান গুলি করবার আগেই ট্রিগার টেনে দিল।

নিতান্ত বাধ্য না হলে কাউকে হত্যা করতে চায় না জন। রাইফেলে নিজের দক্ষতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ও। গুলিটা ওকের গুঁড়িতে বিঁধল, গাছের বাকল এসে পড়ল ফস্টারের চোখে-মুখে। লোকটা কতটা বেপরোয়া সেটাও বুঝবার ইচ্ছে, সেক্ষেত্রে লাইন-অভ-ফায়ারে নিজেকে নিয়ে আসবে সে। কিন্তু তার ধারে-কাছেও গেল না ফস্টার। চোখে-মুখে বাকলের গুঁড়ো পড়তে রাইফেল ছেড়ে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। রাইফেলটা এমনভাবে হাতছাড়া করেছে যেন প্রখর রোদে তেতে উঠেছে ওটা।

কয়েক পা এগোল জন, নতুন অবস্থান থেকে অন্য একজনের পা-র কাছাকাছি একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল। এই লোকই ওর গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়েছিল। লোকটার প্রতিক্রিয়া হলো দারুণ—ঝট করে উঠে দাঁড়াল, খিঁচে দৌড় দিল, পরের বুলেটটা কানের পাশ দিয়ে চলে যেতে গতি বাড়িয়ে দিল আরও।

মিনিট খানেকের মধ্যে অন্য দু'জনও অনুসরণ করল তাকে। ঝটপট স্যাডলে চড়ে তুমুল বেগে ফিরতি পথে ঘোড়া ছোটাল ওরা।

দু'জন অবলা নারীকে ভয় দেখাতে এসেছিল ওরা, নিজেরা ভয় পেতে আসেনি। ভাবতে পারেনি পাল্টা একচোট নেবে কেউ।

বেল্ট থেকে কার্তুজ নিয়ে রাইফেল রিলোড করল জন। কাজের জিনিস

তৈরি রাখাই উচিত। সামান্য অবহেলার কারণে মৃত্যুও হতে পারে। কিছুক্ষণ একই জায়গায় বসে থাকল ও, স্রেফ বিশ্রাম নিচ্ছে।

প্যারট সিটিতে দেখা মেয়েটিকে মনে পড়ল হঠাৎ। দ্বিতীয়বার ওর দিকে তাকাল কেন মেয়েটি? ওর চেনা নয় তরুণী, অথচ এমনভাবে ওকে দেখছিল যেন আগে থেকে পরিচিত। কারণটা কী? কারও কাছ থেকে ওর কথা আগেই শুনেছে, এবং দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল?

র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে এল জন। দরজায় জোসির সঙ্গে দেখা হলো।

'গুলির শব্দ পেলাম মনে হয়?'

'বাড়ির দিকে গুলি করবার ধান্ধা ছিল ওদের। তো, উল্টো গুলি করে ভাগিয়ে দিয়েছি ব্যাটাদের।'

সূর্য হেলে পড়ছে পশ্চিমে। বাকস্কিনের স্যাডল খসিয়ে ওটাকে করালে ছেড়ে দিল জন। হাত-মুখ ধোওয়ার ফাঁকে পরিস্থিতি নিয়ে ভাবল, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। মনটা খুঁতখুঁত করছে, অথচ কারণটা ধরতে পারছে না।

জোসির ডাকে সাপার সারতে বাড়িতে ঢুকল ও। টেবিলে বসল। শহর থেকে আনা সুঁই-সুতো আর পিন তুলে দিল জোসির হাতে। ধন্যবাদ জানাল মেয়েটি।

'ছোট শহর,' ব্যাখ্যা করল জন। 'তেমন কিছুই নেই। খনি শহর বলে বেশিরভাগ জিনিস মাইনারদের জন্য, মুদি দোকানে স্টকের অভাব নেই; কিন্তু মেয়েদের প্রয়োজনীয় জিনিস নেই।'

'প্যারট সিটিতে কখনও যাইনি আমরা,' বলল জোসি। 'তবে অ্যানিমাস সিটিতে গিয়েছি একবার। কিন্তু এত দূরের পথ! তা ছাড়া, বাথান খালি রেখে যাওয়া ঠিক হবে না বলে আর যাইনি আমরা।

'এমন নিঃসঙ্গ নিরানন্দ পরিবেশে থাকতে হবে, কখনও ভাবেনি মিসেস রীভস। মি. উইলসনের মুখে র‍্যাঞ্চের কথা শুনে ওর ধারণা হয়েছিল দক্ষিণের প্ল্যান্টেশনের মতই দারুণ সুন্দর বাড়ি থাকবে এখানে, সামনে থাকবে বড়বড় সুদৃশ্য থাম; আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থা থাকবে। ঘুরে বেড়ানোর জন্য থাকবে চৌকস ক্যারিজ। কিন্তু বাস্তবে একেবারে নির্জন একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম, কয়েক মাইলের মধ্যে কোন প্রতিবেশী নেই। ঘুরতে চাইলে প্যারট সিটি বা অ্যানিমাস সিটিতে যেতে হবে–কষ্টকর যাত্রায় ক্লান্তিই পাওয়া হবে শুধু। আসলে, সত্যিকারে একটা র‍্যাঞ্চ কেমন, এমন কোন ধারণাই ছিল না মিসেস রীভসের, আমারও ছিল না।'

'তোমাদের জন্য কষ্টকর বটে,' একমত হলো জন। 'তবে···এখানে সবকিছু গড়ে নিতে হয়। কোন কিছুই সহজে হয় না। বহু বাথানের চেয়ে এখানকার অবস্থা ভাল। দালানটা মজবুত, তোলাও হয়েছে সঠিক জায়গায়। দক্ষ হাতে তৈরি। গ্র্যানারি বা বার্নও টেকসই। সবকিছুতে নিরলস পরিশ্রম আর নিষ্ঠার নমুনা রয়েছে।

'সত্যিই সুন্দর এবং সমৃদ্ধ বাথান এটা, ম্যা'ম,' বলে গেল জন। 'তবে এখান থেকে রোজগার করতে হলে মালিক বা তার প্রতিনিধিকে গরু সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। মিসেস রীভস যে হতাশ হয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে সবকিছুর পরও, দারুণ একটা বাথান হতে পারে এটা।'

'সেজন্য শ্রম দিতে হবে। কষ্টকর জীবনে অভ্যস্ত হতে হবে। চেষ্টা করলে হয়তো সম্ভব হত, কিন্তু বাইরের কাজগুলো কে করবে? এ-পর্যন্ত কাউকে তো পেলাম না আমরা।

'তা ছাড়া, মিলার আর ওর দলবল ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওকে।'

খাবার ভরা একটা থালা সামনে রাখল জোসি। যথেষ্ট খিদে পেয়েছে, তাই সময় নষ্ট করল না জন। 'র‍্যাঞ্চটা কেমন, মি. উইলসন কখনও বলেনি?' খাওয়ার ফাঁকে জানতে চাইল ও।

'মি. উইলসনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। হ্যাঁ, বলেছে সে, তবে পশ্চিমের র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না মিসেস রীভসের। ট্রেনে আসবার সময় স্বপ্নে বিভোর ছিল ও, বলছিল এখানে দারুণ কাটবে আমাদের দিন। আয়েশ, ভৃত্য, সুদৃশ্য ক্যারিজ, ঝলমলে পার্টি···এসবই ভেবেছে।'

'পশ্চিমের জীবন কঠিন। কিন্তু আশপাশে অনেক ভালমানুষ আছে—সৎ, পরিশ্রমী সবাই। যে যাই করুক, শ্রম দিতে আপত্তি করে না, কারণ এটাই নিজের ভাগ্য ফেরানোর একমাত্র পথ, অন্তত এখানে।'

'মিসেস রীভস বোধহয় র‍্যাঞ্চ বেচে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে।'

খাওয়ার মাঝখানে বিষম খেল জন। কেশে উঠল ও, বারকয়েক ঢোক গিলল। পানি পান করল এক গ্লাস। এদিকে গরম কফির মগ এগিয়ে দিয়েছে জোসি।

কথাটা মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখল জন। 'ন্যায্য দাম পাওয়া যাবে না। র‍্যাঞ্চটা বেশ ভাল। গরু বা ভেড়া চরানোর জন্য যথেষ্ট ও উপযুক্ত জমি রয়েছে। কয়েক মাইল পশ্চিমে এক লোক বার্লি আর যবের চাষ করছে। তবে চাষ করতে হলে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। কি জানো, ম্যা'ম, র‍্যাঞ্চের যা অবস্থা, বিক্রি করলে ওই টাকায় পুবে ফিরে যাওয়ার খরচাও হবে না তোমাদের।'

'বাজে বকছ! কথাটা একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার!' মিসেস রীভসের তীক্ষ্ণ, অসন্তোষ মাখা কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল জন। বরাবরের মতই দামী কাপড়ের সুন্দর একটা ড্রেসিং গাউন মহিলার পরনে। 'র‍্যাঞ্চটা ভাল। আমার তো মনে হয় কেউ না কেউ ন্যায্য দামে কিনতে চাইবে।'

'জমির মূল্য নির্ভর করে পানির যোগানের উপর, ম্যা'ম। ঝর্না ছাড়াও চেরী ক্রীক বয়ে গেছে এখানে। আমার অনুমান, প্রতি একরের জন্য হয়তো দশ ডলার করে পাবে।'

'এত কম!'

'দেশটা অনেক বড়। খোলা জমির অভাব নেই, কোথাও থিতু হয়ে গেলেই হলো। গরু বা ভেড়াও কারও কেনা লাগবে না। যাদের টাকা আছে, শহরে জমি কিনছে, কোন্ দুঃখে খোলা রুক্ষ প্রান্তর কিনবে? তারচেয়ে শহরের জমি কিনে দালান-কোঠা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তোলাই কি লাভজনক নয়? রেলরোড আসায় শহুরে জমির দাম বাড়ছে কেবল। শুনলাম রেল কোম্পানি এদিকে নিজস্ব শহর গড়ে তুলবে, অ্যানিমাস সিটি হয়ে পড়বে পরিত্যক্ত গুরুত্বহীন শহর। তবে শোনা কথা এটা, বিশ্বাস করে বোসো না আবার।'

'কারও কাছে এই বাথানের কথা শোনোনি? আমাকে নিয়ে আলাপ করে না ওরা?'

'না, ম্যা'ম, এমন কিছু শুনিনি। নিজেদের ধান্ধায় ব্যস্ত সবাই। এখানে যেহেতু নতুন তোমরা, অন্যদের কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক। তবে, পিঙ্কারটনের ওই লোকটা বিস্তর খোঁজখবর নিচ্ছে।'

কঠিন হয়ে গেল মিসেস রীভসের মুখ, মুহূর্তের জন্য মনে হলো রেগে গেছে। এই প্রথম মহিলার মুখে শান্ত, বিনম্র অভিব্যক্তির ব্যতিক্রম দেখতে পেল জন।

'দরকারী কিছু জিনিস নিয়ে এসেছ তুমি,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল মিসেস রীভস। 'ধন্যবাদ। বহু জিনিসের অভাব এখানে।' হঠাৎ চোখ তুলে সরাসরি জনের দিকে তাকাল মহিলা। 'গরুর কথা বলছিলে। আচ্ছা, বেচবার মত গরুর সংখ্যা কেমন হবে র‍্যাঞ্চে?'

'এখানকার বেশিরভাগ গরু কমবয়েসী, ম্যা'ম। র‍্যাঞ্চটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এখনও। পুরো রেঞ্জ ঘুরে দেখবার সুযোগ হয়নি, তারপরও বলতে পারি, দারুণ সম্ভাবনাময় একটা র‍্যাঞ্চের মালিক তুমি। চার-পাঁচ বছর পর...'

'চার-পাঁচ বছর?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল মহিলার কণ্ঠ। 'অসম্ভব! এতদিন থাকতে পারব না এখানে! এ-কয়েক মাস থাকতে জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে!' মাথা নাড়ছে মিসেস রীভস। 'মি. ক্যালকিন, তোমার সাহায্য ছাড়া উপায় নেই আমাদের। করবে? র‍্যাঞ্চিং সম্পর্কে কোন ধারণা নেই আমাদের, আমরা যখন এখানে এসেছিলাম...ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি এই অবস্থা দেখতে পাব। র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে পুবে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় দেখছি না এখন।

'নিজেই তো দেখলে, কাজের লোক পাওয়া কত কঠিন। র‍্যাঞ্চ সামলানো আমাদের কম্ম নয়। তা ছাড়া, এমন নিঃসঙ্গ জীবনে অভ্যস্ত নই আমি। ঝলমলে আলো, নাচ-গান, লোকজনের ভিড় দেখতে ভাল লাগে আমার; ওভাবেই সারা জীবন কাটিয়েছি। এখানে আসবার আগে ভেবেছিলাম কয়েকটা দিন নিশ্চিন্ত অবসরে কেটে যাবে, রুচি বদল হবে। উপভোগ করব সময়টা। এখানে থাকতে হলে, হয়তো সত্যিই সুন্দর জায়গা, সমৃদ্ধও হবে একসময়, তবে সেজন্য অনেক খাটতে হবে—বুক-পিঠ এক করে ফেলতে

হবে।'

'কথাটা সত্যি। জায়গাটা ভাল, সম্ভাবনাময়, কিন্তু খাটতে হবে। পশ্চিমে কোন কিছুই সহজে হয় না বা আসে না। ভাগ্য যার যার কাজের উপর নির্ভর করে। সোনা আছে এখানে, তবে সেটা এমনিতে পাওয়া যায় না, অর্জন করে নিতে হয়। কেউ দয়া করে তোমার হাতে তুলে দেবে না, ম্যা'ম।'

'আচ্ছা, কাছাকাছি সোনা পাওয়া গেছে না? এখানে কি থাকতে পারে?'

'মনে হয় না, ম্যা'ম। লা প্লাটার আশপাশে প্রচুর সোনা আছে, রুপাও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সোনা বা রুপা তোলাও কঠিন কাজ, যথেষ্ট খাটতে হয়। তোমার এখানে···পাহাড়ের এক জায়গায় কয়লার স্তর দেখেছি, তবে পরিমাণে খুব বেশি নয়। পিউচের লোকজনের কাছে শুনেছি আশপাশে বহু জায়গায় কয়লা রয়েছে। কিন্তু কেউ কয়লা কিনতে ইচ্ছুক নয়। রেলরোড এলে···তখন হয়তো কয়লার গুরুত্ব এবং চাহিদা বেড়ে যাবে।

'টাকা রোজগার করতে হলে গরু থেকে করতে হবে, ম্যা'ম, কিংবা ভেড়া থেকে।'

'উঁহুঁ, ওসবে পোষাবে না আমার। তুমি বরং একজন ক্রেতার খোঁজ করো। র‍্যাঞ্চ বেচে পুবে চলে যাব আমরা।'

'সময় লাগবে, ম্যা'ম। র‍্যাঞ্চটা গুছিয়ে নিলে হয়তো ভাল দাম পাওয়া যাবে। যা দিনকাল এখন, নগদ টাকা নেই লোকজনের কাছে, সহজে কিনতে চাইবে না কেউ। তা ছাড়া, আশপাশে যথেষ্ট খোলা জমি পড়ে রয়েছে।'

হতাশ দেখাল মিসেস রীভসকে। উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে চলে গেল, ওখান থেকে আকাশের ফ্যাকাসে পটভূমির বিপরীতে কালচে রীজ আর জ্বলজ্বলে গুটিকয়েক তারা ছাড়া অন্য কিছু দেখা যাওয়ার কথা নয়।

'র‍্যাঞ্চটা সত্যিই সুন্দর, ম্যা'ম। পুব দিকে রয়েছে অ্যাসপেনের ঝাড়। শরতের সময় সোনালি রঙ ধরবে ওগুলোর পাতায়, রক্তলাল হয়ে উঠবে ওকের বন। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেই দেখো, একবার ওই সৌন্দর্য দেখতে পেলে চলে যেতে ইচ্ছে হবে না তোমার।'

ঝট করে ফিরে তাকাল মিসেস রীভস, বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখল জনকে। 'আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, ইয়াংম্যান, একটা দিনও বেশি থাকতে চাই না! দয়া করে একজন ক্রেতা যুগিয়ে দাও।' অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকাল মহিলা। 'তুমি নিজেই তো কিনতে পারো। কিছু টাকা জমিয়েছ, বলেছ তুমি।'

মুখ লাল হয়ে গেল কি না জানে না জন, তবে মুখে গরম রক্তপ্রবাহ স্পষ্ট টের পেল। মহিলা বলে কী! 'ম্যা'ম, আমার কাছে যা আছে, তা দিয়ে বড়জোর এক বস্তা সীমের বীচি কেনা যাবে। এটা-সেটা করে দিন কেটে যায় আমার, কখনও এমন কোন সঞ্চয় করতে পারিনি। এই র‍্যাঞ্চ বা গরুর স্টক কিনবার প্রশ্নই আসে না।'

'বেশি দাম দিতে হবে না। তাড়া আছে যেহেতু, জানি কিছুটা কমেই

বিক্রি করতে হবে।'

'আমি আসলে ভবঘুরে মানুষ। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছি, এবং এখান থেকে চলে যাব যখন, সম্ভবত নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যও থাকবে না।'

'আত্মীয়-স্বজন নেই? তোমার অভাব বোধ করবার মত নেই কেউ?'

'আছে। তবে এভাবেই কাটছে আমার। থিতু হওয়ার আগে দেশটা ঘুরে-ফিরে দেখতে চাই।'

জন আচমকা সচেতন হলো ওর উপর স্থির হয়ে আছে জোসির দৃষ্টি, মেয়েটির চাহনিতে অসন্তোষ–অন্তত তাই মনে হলো ওর; অন্তত বিরক্ত যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণটা অজানা। হয়তো ভাবছে নিজের দুরবস্থার জন্য অনুতাপ হচ্ছে ওর, তবে আদপে এমন কোন তিক্ততা নেই জনের। এটাই হচ্ছে ওর দৃষ্টিভঙ্গি, কথা বলবার ধারা, কিংবা জীবনযাত্রার ধরনও। অন্যরা যাই মনে করুক, নিজের উপর সন্তুষ্ট জন।

খাওয়া শেষ করে গ্র্যানারিতে চলে এল ও। মিসেস রীভসকে দোতলায় উঠে যেতে দেখতে পেল, রান্নাঘরে এঁটো বাসনকোসন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জোসি।

নিজের উপর কিছুটা বিরক্ত জন। গ্র্যানারি থেকে বেরিয়ে করালে চলে এল ও, রেইলের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। নীল রোয়ানটা এগিয়ে এসে মুখ ঘষল ওর পেটের সঙ্গে। অসন্তোষ বা ক্ষোভের কারণটা খুঁজে পাচ্ছে না জন, তবে সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, এত সম্ভাবনাময় একটা বাথান বিক্রি করে দিতে মিসেস রীভসের সিদ্ধান্ত।

সমস্ত পশ্চিমে জমি আছে বটে, কিন্তু সব জমি র‍্যাঞ্চিঙের জন্য উপযুক্ত নয়। সত্যিকার উর্বরা জমি পাওয়া কঠিন বৈকি। এমন সুন্দর জায়গার স্বপ্নই তো দেখে সবাই! মিসেস রীভসের জন্য এটাই হওয়া উচিত ছিল নিজস্ব ঘর, শান্তির আশ্রয়। বাকি জীবন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারে এখানে। কয়েক বছর গেলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে বাথানটা।

যত যাই হোক, এটা ওর ব্যাপার নয়। মহিলা নিজের র‍্যাঞ্চ নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে, তাতে ওর কী? ক্ষুব্ধ মনে সিগারেট রোল করল জন, ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে শীতল আদুরে স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। এরা যখন র‍্যাঞ্চটা বেচেই দেবে, আনমনে ভাবল, র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম গুছিয়ে নিতে ওর মরিয়া হওয়ার কিছু নেই। আস্তে-ধীরে করলেও চলবে।

দরজা খুলে বাইরের ড্রেনে গামলার পানি ঢেলে দিল জোসি। ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। বরাবরের মতই বিষণ্ন মেয়েটি, এমনকী উপস্থিতিও বিষণ্ন মনে হচ্ছে এখন। নিঃশব্দে কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, জন অপেক্ষা করল কিছু বলবে মেয়েটি, কিন্তু কেউই নীরবতা ভাঙল না ওরা।

বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি আর পাহাড়ের আনাচে-কানাচে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না গড়াগড়ি খাচ্ছে। দূরে লা-প্লাটার চূড়াগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে। পেঁজা তুলোর মত শুভ্র

মেঘের দল ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে।

'কী সুন্দর!' অস্ফুট স্বরে বলল জোসি।

'হ্যাঁ, দারুণ সুন্দর! কৃচিৎ এমন দৃশ্য চোখে পড়ে। ভাবতেই পারছি না র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে চলে যাবে তোমরা। অথচ মনের মত ঘর পেয়েছ...'

'মি. ক্যালকিন,' নির্লিপ্ত স্বরে বাধা দিল মেয়েটি। 'এ পর্যন্ত আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছ তুমি। সেজন্য কৃতজ্ঞ আমরা। হয়তো এ-কারণে একটা পরামর্শ দিচ্ছি তোমাকে, পাল্টা কোন প্রশ্ন কোরো না। যত দ্রুত সম্ভব চলে যাও এখান থেকে, একটুও সময় নষ্ট কোরো না। আমি চাই না অহেতুক মারা পড় তুমি! তোমার জায়গায় থাকলে এখুনি বাথান ছেড়ে চলে যেতাম আমি, কার কী হলো একটুও চিন্তা করতাম না।'

কথাগুলো বলে এক মুহূর্তও দাঁড়াল না মেয়েটা, দ্রুত পায়ে চলে গেল বাড়ির ভিতরে। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল জন—প্রথমে মেয়েটির দিকে, তারপর বন্ধ দরজার দিকে। বলে কী মেয়েটা? এ-কথা বলল কেন? বিস্ময় আর ঘোর কাটিয়ে কথাগুলো ফের নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল। জোসি কি নির্দিষ্ট কিছু বোঝাতে চেয়েছে? বিপদের পূর্বাভাস দিতে চায়নি তো?

এখান থেকে ওকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে মেয়েটা! অথচ বিপদের খাঁড়া ঝুলছে এদের মাথায়। পশ্চিমে অনভিজ্ঞ দু'জন নারীকে ফেলে চলে যাবে? কার্ক ফস্টারের মত বেপরোয়া নিষ্ঠুর ধান্ধাবাজের দয়ার উপর ছেড়ে যাবে এদের? উঁহুঁ, এই কাজটা করতে পারবে না।

বিক্ষিপ্ত মনে বার্নে ফিরে এল ও। শরীরে ক্লান্তি, তাই ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার ফুরসত নিজেকে দিল না। কিন্তু শুয়ে পড়তে জোসির কথাগুলো মনে পড়ল আবার। কার্ক ফস্টার বা ওর দলবলকে নিয়ে শঙ্কিত জোসি, ভাবছে লোকগুলো ওর ক্ষতি করতে পারে? সেজন্যই ওকে সতর্ক করে দিয়েছে?

হতে পারে।

ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। ঘোড়াকে দানাপানি দেওয়ার সময় পরিকল্পনা করল আগামী দু'দিন পুরো রেঞ্জে ঘুরে-ফিরে গরুর সংখ্যা আন্দাজ করবার চেষ্টা করবে। তবে সম্ভাব্য সংখ্যাটা আগে জানা দরকার। সেজন্য জর্জ উইলসনের টালি-বুকটা বের করতে হবে। ওটা পেলে কাজ করতে সুবিধা হবে।

যে-কোন র‍্যাঞ্চে টালি-বুক হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ হিসাবের বই। র‍্যাঞ্চের খুঁটিনাটি সবই থাকে ওতে।

রোজকার মত নাস্তার টেবিলে জোসির দেখা পেল ও। কিন্তু অতিরিক্ত গম্ভীর দেখা যাচ্ছে মেয়েটিকে। যন্ত্রের মত কাজ করছে।

'গরুর হিসাব রাখবার জন্য সব র‍্যাঞ্চেই টালি-বুক থাকে। ছোট নোট বইয়ের মত, চামড়ায় মোড়াও হতে পারে। এমন কিছু কি দেখেছ?'

'স্টোররুমের ড্রয়ারে কাগজপত্র দেখেছি, লিভিংরুমের শেষদিকে ওটা।

কী কী আছে জানি না, পুরানো চিঠিপত্র বা ওরকম কিছু বোধহয়। যদ্দূর মনে পড়ে বাদামি রঙের একটা নোট-বুক দেখেছি।'

কফির মগ হাতে স্টোররুমে ঢুকল জন। ভাপসা গন্ধ, বহুদিন দরজা-জানালা খোলা হয়নি। ধূলি জমেছে টেবিলের উপর। চারটে ড্রয়ার রয়েছে ডেস্কে, সবক'টাই কাগজপত্রে ভরা। টালিবুকও রয়েছে, তবে সব কাগজপত্র তুলে নিয়ে কোটের পকেটে ভরল ও।

যা খুঁজছিল, তা ছাড়াও বাড়তি একটা জিনিস পেয়েছে–দুই পাতার কাগজ। একটা উইল। এই বাথানের সাবেক মালিক জর্জ উইলসনের শেষ ইচ্ছের দলিল।

নয়

লিভিংরুমের দরজা দিয়ে তাকাল জন, ডাইনিংরুম ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে গেল রান্নাঘরে। উনুনে জোসিকে ব্যস্ত দেখতে পেল। নিশ্চিন্ত হয়ে টালি-বুক হাতে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

'পেয়েছ?' পদশব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল মেয়েটা, একইসঙ্গে প্রশ্নও করেছে।

'হ্যাঁ।'

'কফি খাবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলে বসে পড়ল জন, টালি-বুক খুলে দেখতে শুরু করল।

টালি-বুক আসলে র‍্যাঞ্চের সামগ্রিক হিসাবের চিত্র। একেক র‍্যাঞ্চার একেক ভাবে হিসাব রাখে–কেউ বিস্তারিত, কেউ সংক্ষেপে। সাংকেতিক চিহ্নও ব্যবহার করে কেউ কেউ। রেঞ্জের অবস্থা, গরুর স্টক, প্রকৃতির বিভিন্নতা কিংবা খুঁটিনাটি অন্যান্য তথ্যও লিখে রাখে। টালি-বুক ঘেঁটে দুটো পাহাড়ী ঝর্না আর ওঅটর হোলের অবস্থান জেনে নিল জন।

'সত্যিই কাজে আসবে এটা?' জানতে চাইল জোসি।

'নিশ্চই। স্টকের সংখ্যা জানি এখন, জানি ঠিক কতটা জমি–তাই একটু হিসাব করলে র‍্যাঞ্চের সম্ভাব্য মূল্য বলে দেওয়া সম্ভব।' থেমে খানিক ভাবল জন, মনটা তেতো হয়ে উঠল। 'র‍্যাঞ্চ বেচে দেওয়া ঠিক হবে না, ম্যা'ম। আগে বলেছি অনুমান করে, আর এখন বলছি তথ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। সার্কেল-ডব্লুর মোট চারণভূমির পরিমাণ বেশি না হলেও আশপাশে গরু চরানোর মত অনেক জায়গা আছে। উন্নত জাতের ব্রীডিং স্টক রয়েছে রেঞ্জে, কয়েক বছরে তাগড়া গরুর পালে পরিণত হবে এরা। কিছুদিন ধৈর্য ধরা দরকার। ব্যস, তা হলেই শত মাইলের মধ্যে সেরা বাথান হয়ে উঠবে এটা।'

'আমি জানতাম না অন্যের জন্যও স্বপ্ন দেখে মানুষ,' নিরাবেগ স্বরে বলল জোসি, চাহনি নির্লিপ্ত। 'তোমাকে দেখে জানলাম।'

'মানে?'

'একটা কথা তোমার মনে রাখা উচিত, মিস্টার ক্যালকিন, আমরা মেয়েমানুষ। পুবের মেয়ে। গরু ব্যবসার কিছুই বুঝি না। সময়ে হয়তো শিখে নিতে পারতাম, কিন্তু তেমন কোন ইচ্ছে নেই মিসেস রীভসের। এমন নির্জন জায়গায় এসে পড়বে, এখানে আসবার আগে চিন্তাই করেনি ও। বুঝতেই পারছ, এই নিরানন্দ পরিবেশে এসে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে ওর। ওর মত আয়েশী আরামপ্রিয় মানুষের জন্য এটা এক ধরনের নির্বাসন। অথচ তুমি ওর হয়ে এখানে স্বপ্নের খামার বানাতে চাইছ! খামারটা কে তৈরি করবে, শুনি? এ-পর্যন্ত কোন ক্রু পেয়েছি আমরা? অথচ ফস্টারের দলবল আমাদের তাড়াতে চাইছে। এ-অবস্থায় র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে চলে যাওয়াই কি ভাল নয়?'

নীল-সাদা রেশমি একটা ড্রেস জোসির পরনে, চমৎকার মানিয়েছে। নির্লিপ্ত মুখটা বাদ দিলে বেশ স্বতঃস্ফূর্ত এবং উজ্জ্বল ওর উপস্থিতি। বড়সড় মায়াবী চোখ, সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাহনিতে যে-কাউকে মাপতে অভ্যস্ত। কিন্তু নির্লিপ্ত মুখে কখনোই হাসি দেখা যায় না। মাঝে মধ্যে মেয়েটিকে চেনা চেনা মনে হয় জনের, যদিও আগে কখনও দেখেনি ওকে। কথা বলবার ঢং, চলাফেরার ভঙ্গি বা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পরিচিত···

টালি-বুক দেখে গরুর সংখ্যা অনুমান করল জন। অন্তত ছয়-সাতশো গরু রয়েছে, বিভিন্ন বয়সী। ইদানীং বিক্রি করা হয়নি। রেঞ্জে বারকয়েক ঢুঁ মেরে বড়জোর চল্লিশটা গরু চোখে পড়েছে ওর, সবক'টাই বিক্রি করবার মত। জর্জ উইলসন গরু বিক্রি করে থাকলে নিশ্চই ওই চল্লিশটা গরু থাকত না এখন।

উঠতি বয়সী কিছু হৃষ্টপুষ্ট গরু রয়েছে, বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিক্রি করা যাবে ওগুলো। শিগ্‌গিরই রেলরোড আসছে, তখন বিক্রি করলে নগদ মুনাফা হবে। জনের ধারণা, এই সম্ভাবনার কথা অজানা ছিল না উইলসনের, তাই গরু বিক্রি না করে রেলরোড তৈরি হওয়ার অপেক্ষায় ছিল সে।

'র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে পুবে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মিসেস রীভস,' জোসির কণ্ঠে সংবিৎ ফিরে পেল জন।

হোক না ফূর্তিবাজ শহুরে মেয়ে কিংবা র‍্যাঞ্চটা যত নির্জনই হোক; এমন সম্ভাবনাময় একটা বাথান ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা নিতান্ত বোকামি। সামান্য শ্রম দিলে সোনা ফলবে এখানে। জর্জ উইলসনের মত ঘাঘু ব্যবসায়ী পয়সা ঢেলেছিল যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলেই।

'বেশ, মিসেস রীভস এখানে থাকতে চাইছে না,' কিছুটা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল জন, মেজাজ সামলে রেখেছে। 'কিন্তু তুমিও কি এখানে থাকতে চাও না? এত সুন্দর জায়গা!'

'এখানকার মাটির একটা কণাও আমার নয়, মিস্টার ক্যালকিন। মিসেস রীভসের হাউসকীপার, কুক, বাটলার বা একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বলতে পারো আমাকে।'

'আচ্ছা, র‍্যাঞ্চটা তো তোমাকেও দিয়ে যেতে পারে ও–অন্তত পরিচালনা করবার জন্য?' হঠাৎ জানতে চাইল জন। 'বেশিদিন থাকতে পারব না আমি, তবে মোটামুটি গুছিয়ে নেওয়া পর্যন্ত সাহায্য করব, তারপর নিজের কাজে ফিরে যাব।'

'মাইনিং শুরু করবে?'

'না, ম্যা'ম। মাঝে মধ্যে মাইনিং করেছি বটে, কিন্তু কোনবারই তেমন সুবিধা করতে পারিনি।'

টালি-বুকটা কোটের পকেটে ভরে হ্যাট তুলে নিল জন, নাস্তার জন্য মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে, তারপর সরাসরি গ্র্যানারিতে চলে এল। ড্রয়ারে পাওয়া উইলের কথা ভুলতে পারছে না, কেবলই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। পুরানো কাগজপত্রের সঙ্গে ঢুকিয়ে রাখা, ভাল করে না খুঁজলে চোখেই পড়ত না কারও। জন খুঁজে পেয়েছে স্রেফ সৌভাগ্যবশত।

বাঙ্কে বসে উইলটা বের করল ও, চোখ বুলাল লেখায়। প্রথম কয়েক লাইন পড়তেই শিউরে উঠল, শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল মেরুদণ্ডে, যেন ওর কবরে পা রেখেছে কেউ!

আমি, জর্জ লী উইলসন, সুস্থ মস্তিষ্কে ও সজ্ঞানে আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এই উইল মারফত আমার প্রাণপ্রিয় ভাতিজী, ক্রিস্টিনা লী উইলসনকে দিয়ে গেলাম। ওর বাবা এবং আমার ভাই, জেফরি লী উইলসনের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে উত্তরাধিকার সূত্রে আগেই এই বাথান বা সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা রয়েছে ওর, আর এখন আমার অংশের উত্তরাধিকার পাওয়ায় ক্রিস্টিনা এই বাথানের বৈধ এবং একমাত্র মালিক বলে পরিগণিত হবে।

নীচে জর্জ উইলসনের স্বাক্ষর। সাক্ষী হিসাবে তিনজন লোকের নাম ও দস্তখত রয়েছে: জ্যাকব রীমস, উইলিয়াম বার্কার এবং টিমথি ফেরেল।

দীর্ঘক্ষণ উইলের দিকে তাকিয়ে থাকল জন। বিমূঢ়, বিহ্বল; খটকা লাগছে মনে। একটা ঘাপলা আছে কোথাও! এই উইল যদি নির্ভেজাল হয়ে থাকে, তা হলে মিসেস রীভসের উইলটা নিশ্চই জাল? "প্রাণপ্রিয় ভাতিজী" ক্রিস্টিনা লী উইলসন কে? এই বাথানের একমাত্র মালিক হিসাবে এখানে ওই মেয়েরই তো থাকবার কথা!

ফের উইলের দিকে মনোযোগ দিল ও। মাত্র এক বছর আগে অ্যানিমাস

সিটিতে লেখা হয়েছে। মিসেস রীভসের উইলের তারিখ কত? মস্ত বড় ভজকট আছে এসবে। না থেকে পারে না। জর্জ উইলসন যদি সত্যি সত্যি মিসেস রীভসকে র‍্যাঞ্চটা দান করে গিয়ে থাকে, তা হলে "প্রাণপ্রিয় ভাতিজী"র অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের কাছ থেকে পাওয়া অর্ধেকের মালিকানার প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে।

আইনের ঘোরপ্যাঁচ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি জন, জিনিসটা বোঝেও কম। এ-ব্যাপারে ওর মা বা ভাই, জেফের জ্ঞান পর্যাপ্ত। অন্যদের মতই, কোর্টে শুনানি শুনে যা জেনেছে, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় নেহাত অপ্রতুল।

সব কাগজপত্র ওই একই ড্রয়ারে কীভাবে এল? মিসেস রীভস বা জোসি কি এ-পর্যন্ত একবারও তল্লাশি চালায়নি, শুধু র‍্যাঞ্চের দখল নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল? প্রয়োজন বোধ করেনি? না কি জানেই না এরকম কিছু রেখে গেছে জর্জ উইলসন?

জোসি জানত কাগজপত্র কোথায় আছে, জনকে সে-ই জানিয়েছে। দৃশ্যত, র‍্যাঞ্চের নোংরা, ধূলিমলিন ড্রয়ার হাতড়ে দেখবার গরজ অনুভব করেনি দু'জনের কেউ। সম্ভবত এরকম কোন উইল আছে, জানতই না ওরা।

চিঠিপত্রগুলো তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল ও। বেশিরভাগ চিঠি ক্রিস্টিনার, যাকে আদর করে ক্রিস বলে ডাকত জর্জ উইলসন। চিঠি পড়ে জনের ধারণা হলো চাচা হলেও জর্জের কাছ থেকে বাবার স্নেহ-ভালবাসাই পেয়েছে মেয়েটি, এবং ওর লেখাপড়া বা অন্যান্য খরচ সে-ই যুগিয়েছে। এত ভালবাসত ভাতিজীকে, তাকে বঞ্চিত করবার কথা নয়। যদিও ঠিক তাই করেছে সে। মিসেস রীভসের সঙ্গে সম্পর্কটা এতই গভীর ছিল যে অজান্তে ভাতিজীকে ভুলে গিয়েছিল উইলসন? ভুলে গেল অর্ধেক মালিকানা আগে থেকে রয়েছে ক্রিস্টিনার?

উঁহুঁ, মিলছে না ব্যাপারটা। জর্জ উইলসনের মত দায়িত্ববান মানুষ এমন হঠকারি কাজ করতে পারে না। একজন মহিলার সঙ্গে যতই জড়াক, সজ্ঞানে অন্যের সম্পত্তি দান করতে পারে না সে, সেই অধিকার তার নেই। নিজের অর্ধেক দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভাইয়ের সম্পত্তি, যে-অংশের উত্তরাধিকার আগেই নিশ্চিত হয়ে গেছে, কোনভাবেই কাউকে দান করতে পারে না সে।

উত্তেজনার পাশাপাশি উদ্বেগও বোধ করছে জন। হাতের উইলের দিকে তাকিয়ে থাকল, চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। কাগজপত্রের বেশিরভাগ ব্যবসায়িক চিঠিপত্র, খোলা জায়গায় ওগুলো সাজিয়ে রাখল ও, কেউ ধরলে বা ঘাঁটলে অনায়াসে টের পাবে। দেখে মনে হবে না গুরুত্বপূর্ণ কিছু। অন্য চিঠি আর উইলটা জং ধরা একটা টিনের ক্যানে ভরে দেয়ালের আঙটার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। জায়গাটায় অন্ধকার থাকে বেশিরভাগ সময়।

টালি-বুক নিয়ে বেরিয়ে এল জন, ঘোড়ায় চড়ে রেঞ্জে ঘুরে-ফিরে গরুর সংখ্যা নির্ণয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে,

ততক্ষণে একশো চল্লিশটা লঙহর্ন এবং পঁয়ষট্টিটা সাদা-মুখো গরু গুনেছে, সবগুলোই বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

সন্ধ্যার পরপরই র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে এল ও। করালে ঘোড়া রেখে হাত-মুখ ধুয়ে যখন পোর্চে পা রাখল, ভিতরে ঢুকতে গিয়ে আড়ষ্টতা আবিষ্কার করল নিজের মধ্যে। ঢুকবে কি না বুঝতে পারছে না। শেষে, ইচ্ছের বিরুদ্ধেই পা বাড়াল। দরজায় নক্ করে ঢুকে পড়ল।

সাপার তৈরি হয়ে গেছে আগেই। স্টোভ থেকে ফিরে তাকাল জোসি। 'দেরি করেছ,' বলল মেয়েটি।

'গরু গুনতে রেঞ্জে বেরিয়েছিলাম। স্টকের অবস্থা বেশ ভাল। তৃণভূমিও চমৎকার। বেশিরভাগ গরু মোটাতাজা।'

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল মিসেস রীভস। চমৎকার লাগছে মহিলাকে। ধূসর চুল পরিপাটি, যেন এইমাত্র হেয়ারড্রেসারের কাছ থেকে এসেছে। যদিও সবসময়ই এমন পরিপাটি দেখায় ওকে। 'জোসির কাছে শুনলাম টালি-বুকটা খুঁজে পেয়েছ তুমি, ওটার কথাই বলছিলে?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। ওটা পেয়ে যথেষ্ট উপকার হলো। গরুর সংখ্যা বা রেঞ্জের কোন্ জায়গায় ক'টা আছে, সঠিক বলা সম্ভব হবে এখন। কয়েকদিনের মধ্যে জানিয়ে দিতে পারব গরুর মোট সংখ্যা।'

'বিক্রির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না?' অধীর স্বরে জানতে চাইল মহিলা। 'ড্রাইভের প্রয়োজন নাও পড়তে পারে, হয়তো আশপাশের কোন র‍্যাঞ্চার কিনতে চাইবে।'

'হয়তো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, নগদ টাকা নেই কারও কাছে। আমার ধারণা, কয়েকশো গরু নগদে কিনবার মত টাকা খুব কম লোকেরই রয়েছে।'

'তুমি নিজেও তো খদ্দের হতে পারো!'

'না, ম্যা'ম, গরু ব্যবসা করবার ইচ্ছে নেই আমার। পিউচেয় মাইনিং করে কিছু টাকা জমিয়েছি বটে, কিন্তু পঞ্চাশটা গরুও কিনতে পারব না ওই টাকায়। জানোই তো, ছন্নছাড়া স্বভাবের লোক আমি, কোথাও বেশিদিন থাকতে পারি না। দেশটার বহু জায়গা ঘুরে দেখবার ইচ্ছে রয়েছে আমার। ভাবছি দু'একদিনের মধ্যে পপলারে গিয়ে আমার ঘোড়া আর জিনিসপত্র নিয়ে আসব, তারপর ট্রেইলে উঠে পড়ব।'

থেমে, মহিলাকে দেখল জন। 'তবে, যাওয়ার আগে গরুর সঠিক সংখ্যা তোমাকে জানিয়ে যাব। ভেবেছিলাম র‍্যাঞ্চের টুকিটাকি কাজ সেরে ফেলব, কিন্তু র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছ, অযথা খেটে কী লাভ!'

খাওয়ার ফাঁকে এটা-সেটা নিয়ে আলাপ করল ওরা। 'তোমার সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. ক্যালকিন,' শেষে বলল মিসেস রীভস। 'খুব কষ্ট করলে এ-ক'দিন। এমন নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সাহায্য করত না কেউ। তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমরা। কবে যাচ্ছ, আগে থেকে জানিয়ো, নিজ হাতে

রান্না করে তোমাকে সাপার খাওয়াব আমি।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম।'

রাতটা দারুণ। আকাশে হাজারো তারার মেলা। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে, পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা পাইনের গন্ধ মাখা সুবাসিত বাতাস। ট্রেইলে বেরিয়ে পড়বার আদর্শ সময়! এমন রাতে নির্জন প্রান্তরে, তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের বেডরোলে শুয়ে থাকবার আনন্দ কি এখানে মিলবে? কক্ষনো না! অ্যাসপেনের ঝাড়ে কাঁপন তুলবে বাতাস···

হয়তো মানুষ হিসাবে খুব একটা সামাজিক নয় ও। জনারণ্যে থাকতে ভাল লাগে না। খোলামেলা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সীমাহীন দিগন্তই ওর ঠিকানা, যেখানে ছুটে বেড়ায় কয়োটের দল, আকাশে উড়ে বেড়ায় শিকারী ঈগল···

বার্নে ঢুকে দরজার পাশে রাখা লণ্ঠন তুলে নিল জন, চিমনি সরিয়ে দেয়াশলাই বের করল। জ্বলন্ত কাঠি সলতের সঙ্গে ছোঁয়াল। মৃদু আলোয় ভরে গেল ঘরটা। ভিতরে পা রাখল ও। দেয়ালের আঙটার সঙ্গে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রেখে গা থেকে জ্যাকেট খুলে ফেলল। আরেক আঙটায় জ্যাকেট ঝুলিয়ে রাখবার সময় টেবিলের দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি, কাগজপত্র আর চিঠিগুলোর উপর চোখ পড়ল। মুহূর্ত কয়েক একেবারে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে। কেউ নাড়াচাড়া করেছে এগুলো! প্রায় আগের মত গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি সফল হয়নি। পার্থক্যটা ঠিকই ধরতে পেরেছে জন। যেহেতু ও নিজে রেখেছে, তাই জানে কোন্ জিনিসটা কোথায় রেখেছিল।

সতর্ক মানুষ বলেই ফারাকটা ধরা পড়েছে ওর চোখে, অন্য কেউ হলে হয়তো পাত্তা দিত না তেমন। চিঠিগুলো যে-ই দেখে থাকুক, ও যেভাবে রেখেছে, ঠিক সেভাবে রাখবার চেষ্টা করেছে।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, খুঁটিয়ে দেখছে সবকিছু। সৈনিক জীবন ছেড়ে এলেও অভ্যাসটা ধরে রেখেছিল জো টাম্বলার, জনও তার ব্যতিক্রম করেনি। উপরের ব্ল্যাঙ্কেট এমন টানটানভাবে বিছানো ছিল যে একটা কয়েন ছুঁড়ে মারলে লাফিয়ে উঠত ওটা। চাদর তুলেছিল কেউ, তারপর টানটান করে বিছিয়েছে; কিন্তু যতটা টানটান রাখে জন, মোটেও সেরকম নেই এখন।

বালিশ আর বিছানাপত্র সরিয়ে কেউ তল্লাশি চালিয়েছে, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আগের মত রাখতে, যাতে ওর চোখ এড়িয়ে যায়।

বাড়তি পিস্তলটা বিছানায় রাখে জন, একইভাবে পড়ে আছে ওটা। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ও। মানুষ মাত্রই অভ্যাসের দাস। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যারা পিস্তল ব্যবহার করে, পিস্তলের স্পর্শ বা ওজন সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এতটাই যে অন্ধকারে মুঠিতে চেপে ধরা মাত্র বুঝতে পারে ওটা নিজের কি না, কিংবা কোন অসঙ্গতি আছে কি না।

পিস্তলটা তুলে নেওয়া মাত্র খটকা লাগল, বুঝে গেল একটা গোলমাল আছে কোথাও–পিস্তলে। সাধারণত কোল্ট ব্যবহার করে ও, তবে এই পিস্তলটা ইদানীং ব্যবহার করছে। সিলিন্ডার খুলে একনজর চালাল, অভ্যাসবশত বন্ধ করতে যাবে, তখনই কিছু একটা ধরা পড়ল চোখে। তীক্ষ্ণ হয়ে গেল দৃষ্টি।

পিস্তল যেহেতু কাজের জিনিস, ওটা যেমন হাতের নাগালে রাখতে হয়, তেমনি লোডেডও রাখা উচিত। সবসময় তাই করে ও। কেউ কেউ হ্যামারের নীচে একটা চেম্বার খালি রাখে, তবে জন এ-কাজ করে না। একটাই বা কম রাখবে কেন? পরপর ছয়টা গুলি করবার দরকার হয়ে পড়তে পারে। লোড করবার সুযোগ কি সবসময় পাওয়া যায়? একটা গুলিই জীবন-মরণের মাঝখানে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এই পিস্তলটাও লোডেড, কিন্তু তারপরও খটকা লাগছে; এবং অসঙ্গতিটা ধরতেও বেশি সময় লাগল না। যে-জিনিসটা ওর চোখে পড়েছিল, তা হচ্ছে সিলিন্ডারে ভরা শূন্য খোল। গুলি করবার পর সবসময়ই শূন্য খোসা ফেলে দিয়ে লোড করতে অভ্যস্ত ও। সারা জীবনে কখনও পিস্তলে শূন্য খোসা রাখেনি, তেমনি আন-লোডেডও রাখেনি।

কার্তুজগুলো সিলিন্ডার থেকে বের করল জন, থমথমে হয়ে গেছে মুখ। তিক্ত মনে তীব্র খিস্তি করল। এর মানে একটাই: ওর মৃত্যু কামনা করেছে কেউ। কেউ পিস্তল থেকে তিনটা আসল কার্তুজ বের করে বদলে শূন্য খোসা ঢুকিয়ে রেখেছে। প্রয়োজনে যদি গুলি করত, তা হলে শূন্য খোসায় আঘাত করত ট্রিগার, কোন কাজে আসত না। নিজের অজান্তে খুন হয়ে যেত জন।

শীতল একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ওর মেরুদণ্ডে। কে? কার হাতে বা কোথায় মৃত্যু হত, সেটা বড় ব্যাপার নয়; আসল কথা হচ্ছে কেউ গ্র্যানারিতে এসেছিল, বিছানা আর চিঠিপত্র নেড়েচেড়ে দেখবার পর ওর পিস্তলে কারসাজি ফলিয়েছে, চেয়েছে গোলাগুলির সময় খুন হয়ে যাক ও। লোকটা যে-ই হোক, গ্র্যানারি বা বাঙ্কের ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তার।

কেন ওর মৃত্যু চাইছে সে?

যথেষ্ট হয়েছে। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। একটা ঘোড়া দরকার ওর। এ-ক'দিনের জন্য ওকে পারিশ্রমিক দিতে ইচ্ছুক ছিল মিসেস রীভস। নগদ টাকা নিতে চায়নি জন, তবে অন্যভাবেও পাওনা নেওয়া যেতে পারে। নীল রোয়ানটাই ওর সমস্যার সমাধান হতে পারে।

খুনে ঘোড়া?

উঁহুঁ, জনের কাছে ওটাকে মোটেই খুনে ঘোড়া মনে হচ্ছে না। অন্যদের যা অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি, যে-কেউ ওটাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। তারচেয়ে ও-ই নিয়ে যেতে পারে। দারুণ চৌকস ঘোড়া। হয়তো গুজবই সত্যি হবে–মৃত্যুর দুয়ারে ওকে নিয়ে যাবে রোয়ান, কিন্তু তাতে একটুও

আপত্তি নেই জনের–ঘোড়াটায় চড়বার আনন্দ তো পাওয়া যাবে!

মনস্থির করে ফেলল জন। এখান থেকে চলে যাবে। দেরি করবার বা থাকবার কোন কারণ নেই। দু'জন অবলা নারীকে সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু এখানে যেহেতু থাকতে চাইছে না এরা, ওর আন্তরিকতা বা দায়িত্বের গুরুত্ব কীসের?

চিঠিপত্র তুলে নিয়ে একটা বাণ্ডিল তৈরি করল ও, তারপর বাতি নিভিয়ে ফেলল, কী করছে যাতে কেউ দেখতে না পায়। বাঙ্কে উঠে দেয়ালের আঙটায় ঝোলানো টিনের ক্যানটা নামাল, ঠিকই আছে উইলটা।

পিঙ্কারটন গোয়েন্দার কথা মনে পড়ল। আসলে সে কী খুঁজছে বা কে তাকে পাঠিয়েছে, স্পষ্ট করে বলেনি। প্যারট সিটিতে গিয়ে তার খোঁজ করবে, সিদ্ধান্ত নিল জন। তা ছাড়া, শহর থেকে প্রয়োজনীয় রসদও সংগ্রহ করতে পারবে।

সত্যি সত্যি এবার ট্রেইলে নামবে ও, সীমাহীন দিগন্তের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাবে।

নীল রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপাল ও। অন্য ঘোড়া বাদ দিয়ে এটাকে বেছে নিয়েছে, তাতে যেন সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে খুনে ঘোড়াকে। ওটার পিঠে হাত বুলাল জন, কানের কাছে চুল এলোমেলো করে দিল, চুলগুলো পরে ঠিকও করে দিল। ঘোড়াকে আদর করছে অন্যমনস্ক অবস্থায়, সারাক্ষণই ভাবছে কোন্ পথে র‍্যাঞ্চ বা বন ত্যাগ করবে। তবে উইলটা নিয়ে দুশ্চিন্তাই বেশি।

জর্জ উইলসনের দেওয়া উইল নিয়ে বাথানের উত্তরাধিকার বনে গেছে মিসেস রীভস। র‍্যাঞ্চের দখল নেওয়ার আগে শেরিফ আর স্থানীয় জজকে কাগজপত্র দেখিয়ে নিজের দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু আরেকটা উইল আবিষ্কার করেছে জন। আবেগের বশে প্রাণপ্রিয় ভাতিজীকে এভাবে বঞ্চিত করবে উইলসন, মোটেও যৌক্তিক মনে হচ্ছে না। ব্যাপারটা কেমন যেন বেখাপ্পা।

কিন্তু কী আসে-যায় ওর? এটা ওর ব্যাপার নয়, নিজস্ব ঝামেলার কমতি নেই; মাথায় দুশ্চিন্তার খোরাক না যোগানোই শ্রেয়। ফস্টারের দলবল বা পোর্টারদের সঙ্গে লেনদেন বাকি রয়ে গেছে, যে-কোন দিন ভরপেট হুইস্কি খেয়ে এখানে হাজির হতে পারে তারা, ওর চাঁদির চামড়া ছিলে শহরে ফিরে যাবে ফুর্তি করতে।

তা ছাড়া, পপলারে ফেলে আসা ঘোড়া আর মালপত্র আনতে গেলে ওদের সামনে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিপদ বা ঝামেলার যত সম্ভাবনাই থাকুক, পপলারে যাবে ও, ঘোড়া বা মালপত্রও নিয়ে আসবে। সেজন্য যদি পিছনে কয়েকটা লাশ ফেলে আসতে হয়, একটুও আপত্তি নেই জনের।

রোয়ানের স্যাডলে চাপবে, এ-সময় দরজায় এসে দাঁড়াল জোসি। 'আজই চলে যাচ্ছ?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'না, ম্যা'ম। ভাবছি একটু ঘুরে-ফিরে আসব,' সামান্য দ্বিধা করল ও। 'একটা কথা, তুমি আর মিসেস রীভস আমাকে পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলে না? তোমরা যেহেতু এই ঘোড়াটাকে রাখতে চাও না, পারিশ্রমিক হিসাবে এটাই দিয়ে দিতে পারো আমাকে। বিক্রির একটা রসিদ লিখে দিলেই শোধ-বোধ হয়ে যাবে আমাদের।'

'বলব ওকে,' পোর্চ ছেড়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটি, নিচু স্বরে বলল: 'যদি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকো, দেরি কোরো না। এখনকার কথা বলছি না, র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা মীন করছি। যত দ্রুত সম্ভব চলে যাও।'

স্যাডলের পেটি টাইট করবার ভান করল জন, অন্যমনস্ক স্বরে জানতে চাইল: 'বিশেষ কোন কারণ আছে?'

'স্রেফ চলে যাও। কোন প্রশ্ন কোরো না।' ঘুরে দাঁড়িয়েও ফিরে তাকাল জোসি। 'তুমি খুব ভালমানুষ। আমি চাই না অন্যের ঝামেলায় বেহুদা নিজেকে জড়িয়ে ফেলো। চলে যাও···প্লীজ, চলে যাও, মি. ক্যালকিন!'

তো, স্যাডলে চাপল জন। জোসির কথায় যে গ্রাহ্য করছে না, প্রকাশ করতে মৃদু হাত নেড়ে বিদায় জানাল। 'মিসেস রীভসকে বোলো প্যারট সিটিতে যাচ্ছি আমি, দেখব কোন খদ্দের পাই কি না।'

র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে আধ-মাইল এগোনোর পর, চেরী ক্রীকের ধারে একটা ক্যাম্প চোখে পড়ল ওর। দূর থেকে এক লোক আর দুটো ঘোড়া দেখতে পেল। সুট পরনে লোকটার, গোড়ালির কাছে প্যান্ট বুটে গোঁজা, মাথায় সরু ব্রিমের হ্যাট। একটু এগোতেই চিনতে পারল: পিঙ্কারটন গোয়েন্দা। সরাসরি ক্যাম্পের দিকে এগোল জন, ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে।

'অন্যের জমিতে ক্যাম্প করেছ তুমি,' সম্ভাষণের বদলে অভিযোগ করল জন। 'আগুনের দিকে খেয়াল রেখো। জমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

'এখনও যাওনি তুমি?' স্পষ্ট বিস্ময় প্রকাশ পেল গোয়েন্দার কণ্ঠে। 'থেকে যাবে? মিস্টার, তোমার জায়গায় হলে কিন্তু আরেকটু ভেবে দেখতাম আমি। পোর্টারের ভাইরা ঘোঁট পাকাচ্ছে। যে-কোন দিন তোমাকে শিকার করতে চলে আসবে ওরা।'

'ঝামেলা পাকানোর লোক নই আমি, তবে কেউ ঝামেলা করতে এলে ছেড়েও দেই না। আমি বা আমার ঘোড়া, কেউই ছোটাছুটি পছন্দ করি না।'

'খুনে ঘোড়ায় চড়েছ দেখছি।'

'অন্য কারও জন্য খুনে ঘোড়া হতে পারে, আমার জন্য নয়।' স্যাডল ছেড়ে আগুনের দিকে এগোল জন, গোয়েন্দার উল্টোদিকে বসল। 'ব্লন্ড মেয়েটার খোঁজ পেয়েছ?'

'পেলে কি আর আসতাম এখানে?'

'খুঁজছ কেন?'

'খুনের দায়ে।'

একেবারে বেকুব বনে গেল জন। বলবার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। বলে কী ব্যাটা!

কিন্তু গোয়েন্দার কথা শেষ হয়নি। 'এটাই একমাত্র খুন নয়, কয়েকটা খুন করেছে মেয়েটা এবং ওকে ধরতে না পারলে আরও করবে।'

'বয়স কত মেয়েটার?'

'ত্রিশ-বত্রিশ হবে। নিশ্চিত ধারণা নেই আমাদের, কারণ অপরাধের সব চিহ্ন নিপুণ দক্ষতায় মুছে ফেলে মেয়েটা। সামান্য যে ক্লু পেয়েছি, তা দিয়েই খুঁজছি ওকে। আমার অনুমান পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে মেয়েটার বয়স।'

নিজেকে হালকা বোধ করল জন। 'র‍্যাঞ্চের মহিলাদের কারও সঙ্গে মেলে না,' স্বস্তির সুরে বলল ও। 'কমবয়েসী একটা মেয়ে আছে, বড়জোর বিশ হবে ওর বয়স। আর মিসেস রীভস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, ষাটও হতে পারে। একসময় অভিনেত্রী ছিল ও।'

'মিসেস রীভস? জীবনেও শুনিনি! ওর নামের প্রথম অংশ জানো?'

'নাহ্। জানা হবেও না কখনও। ক'দিনের জন্য ওদের হয়ে কাজ করছি, বড়জোর তিন-চারবার দেখেছি মহিলাকে, একসঙ্গে খেয়েছি। ব্যস,।'

আগুন উস্কে দিল সে। 'আমার নাম উইল ম্যাকরেন। যুদ্ধের পর থেকে এজেন্সিতে আছি।'

'আমি জন ক্যালকিন। ভবঘুরে।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে ওকে খুঁটিয়ে দেখল পিঙ্কারটন গোয়েন্দা। 'মনে হয় না কোন ওয়ান্টেড পোস্টারে তোমার নাম বা চেহারা দেখেছি।'

'নাম বা চেহারা থাকলে তো! পৃথিবীর সবচেয়ে আন-ওয়ান্টেড মানুষদের একজন আমি।' সামান্য থামল জন, তারপর পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে গেল। 'খুনের দায়ে মেয়েটাকে খুঁজছ বলছিলে না? ঘটনাটা কী?'

'হ্যাঁ। এক লোককে বলেছিল, নিজ হাতে রেঁধে সাপার খাওয়াবে। তাই করেছিল মেয়েটা। পরদিন সকালে দেখা গেল মরে গেছে লোকটা।'

দশ

ক্যাম্পটা ক্রীকের লাগোয়া নিচু জমিতে। উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়েছে উইল ম্যাকরেন। কাছাকাছি একটা ড্র, ঢালের আকারে পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে মিশেছে। উঁচু পর্বতশৃঙ্গের ছায়া পড়েছে এখানে।

'দারুণ জায়গা,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল গোয়েন্দা। 'চলে যেতে সত্যি খারাপ লাগবে।'

'চলে যাচ্ছ না কি?'

'যেতে তো হবেই। ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে।' সরাসরি জনের চোখে চোখ রাখল সে। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ব্র্যান্ডের প্রতি বিশ্বস্ত, প্রয়োজনে জান দিতেও আপত্তি নেই। কি জানো, আমার পেশাটাও এমন। কাজ শেষ না করা পর্যন্ত একটুও স্বস্তি পাই না। অন্য কেউ খুন হয়ে যাওয়ার আগেই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'তার মানে···একই কায়দায় খুন করতে অভ্যস্ত মেয়েটা?'

'অকাট্য প্রমাণ দিতে পারব না, তা ছাড়া এ-মুহূর্তে আরও কয়েকটা কেসের তদন্ত করছি আমরা; তবে মেয়েটার কাজের ধারায় মনে হচ্ছে কয়েকবার এই কৌশল খাটিয়েছে। মোটামুটি নিখুঁত কাজ বলা যায়। সামান্য ভুল করেছে অবশ্য, মামুলি সূত্র থেকে জোরাল প্রমাণ সংগ্রহ করেছি আমরা।' ফের জনের উপর স্থির হলো গোয়েন্দার দৃষ্টি, বলে চলল: 'সহকর্মীকে খুন করেছিল মেয়েটা। দক্ষ জালিয়াত ছিল লোকটা, যে-কারও লেখা নকল করে ফেলত। ভাগাভাগি বা কমবয়েসী এক মেয়েকে নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছিল ওদের, অন্তত তাই শুনেছি আমরা। লোকটাকে খুন করেই উধাও হয়ে যায় মেয়েটা, পিছনে কোন চিহ্ন ফেলে আসেনি।'

কফি শেষ করল ম্যাকরেন, পাত্রের অবশিষ্ট কফি ঢেলে আগুন নিভিয়ে ফেলল। চাপা হিসহিস শব্দ শুনল মনোযোগ দিয়ে, তারপর বালি ছিটিয়ে দিল। কয়েকটা পাথর জড়ো করে আগুন জ্বালিয়েছিল সে, তাই ঘাসের ছোঁয়া পায়নি আগুন।

'এ-জায়গার কথা বহুদিন মনে থাকবে,' স্বগতোক্তি করল জন। 'আর যাই হোক, মনের উপর তো জোর খাটানো যায় না।'

ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাচ্ছে ম্যাকরেন। ফিরে তাকাল সে, চোখে প্রশ্ন। 'সঙ্গে টাকা আছে তো?'

'সামান্য।'

'তোমার জায়গায় হলে সতর্ক হয়ে খাবার মুখে দিতাম আমি।'

ব্যাপারটা তেমন গ্রাহ্য করল না জন, রোয়ানের মুখ ঘুরিয়ে নিজের পথে যাত্রা করল। পেশার খাতিরেই অতিরিক্ত সতর্ক ও সন্দেহপ্রবণ মানুষ হয় গোয়েন্দারা। বেশিরভাগ সময়ে মন্দ লোক নিয়ে কাজ করতে হয় বলে যে-কারও ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। অসৎ লোকের পিছনে ছুটে ছুটে একসময় সবাইকে অসৎ ভাবতে শিখে ফেলে। দুনিয়ায় অসৎ মানুষের অভাব নেই বটে, কিন্তু সৎ নিরীহ ভালমানুষও রয়েছে।

ক্ষীণ ট্রেইল পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। ক্রীকে নেমে আসা হরিণেরা তৈরি করেছে বোধহয়। ট্রেইল ধরে রোয়ানকে আগে বাড়াল জন, ওকের গুল্ম এড়িয়ে এগিয়ে চলল। কিছু কিছু গাছ মাঝারি আকৃতি লাভ করেছে, তবে বেশিরভাগই স্বাভাবিকের চেয়ে খাটো। বুনো জীবজন্তুর জন্য উপকারী।

প্রচুর হরিণের ট্র্যাক চোখে পড়ল ওর, একটা সিংহের ছাপও দেখতে পেয়েছে, হরিণের পিছু ধাওয়া করেছিল। আচমকা প্রশস্ত হয়ে গেল ট্রেইল, অ্যাসপেন সারির ফাঁকে প্রায় লেইনের মত বিস্তৃত হয়েছে। ক্ষীণ বাতাসে নড়ছে অ্যাসপেনের পাতা; ব্যস, এছাড়া নীরব, নিস্তব্ধ চারদিক। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল জন, কান পেতে শুনবার প্রয়াস পেল।

হঠাৎ অ্যাসপেন বন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটা হরিণ শাবক, হালকা শব্দ তুলছে ওটার কোমল খুর; আচমকা সামনে জন আর রোয়ানকে দেখে জমে গেল মূর্তির মত, বিস্ময় ভরা বড়বড় মায়াবী চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত; শেষে ওদেরকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হেঁটে চলে গেল হরিণ-ছানা।

ধীর গতিতে এগোল জন। প্রায় হাঁটছে নীল রোয়ান। পুবে, র‍্যাঞ্চ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। গাছের সারি হালকা হয়ে এসেছে, গাছপালার ফাঁকে ট্রেইল বরাবর অ্যানিমাস সিটি এবং পিছনে দিগন্তের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া পর্বতশ্রেণীর ফ্যাকাসে শরীর চোখে পড়ছে। নির্জন আঁকাবাঁকা ট্রেইল। ভুরু কোঁচকাল জন, উঁহুঁ, উইল ম্যাকরেন যদি সত্যি এই ট্রেইল ধরে অ্যানিমাস সিটিতে গিয়ে থাকে, অন্যদের দৃষ্টি ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। ট্রেইলটা এমন যে, কারও না কারও চোখে পড়বে এবং অনেকদূর থেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিয়ে শহরে পৌছানোও সম্ভব নয়। তা হলে কোথায় গেছে লোকটা?

অস্বস্তি বোধ করছে ও। আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে বনে ঢুকে পড়ল। আড়াল পাবে, এমন এক জায়গায় থেমে কান পাতল।

মুহূর্ত খানেক, তারপরই ক্ষীণ নড়াচড়া শুনতে পেল। এক রাইডার এগিয়ে আসছে। উঁহুঁ, একাধিক লোক। গাছপালার ফাঁকে আবছা একটা ছায়া চোখে পড়ল। রোয়ানের ঘাড়ে হাত রাখল ও, মৃদু স্বরে ফিসফিস করল: 'শান্ত থাক্, বাছা!'

চুপিসারে, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে ওরা। একটু পর জায়গাটা দেখতে পাবে, যেখানে হঠাৎ ট্রেইল ছেড়ে বনে ঢুকে পড়েছে জন।

চারপাশে দৃষ্টি চালাল ও, গাছপালার ফাঁকে সরু একটা ফোকর দেখতে পেল–অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারবে ঘোড়াটা। ট্রেইলের দিকে ফিরতে দেখতে পেল জায়গা মত পৌছে গেছে দলটা, ঘোড়া থামিয়ে কান পেতেছে শব্দ শুনবার আশায়। রাইফেল হাতে তুলে নিল একজন। সরাসরি ওর দিকে তাকাল।

হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল জন। 'কিছু খুঁজছ তোমরা?' নিচু স্বরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল, জানে সুনসান নীরবতার কারণে স্পষ্ট শুনতে পাবে লোকগুলো।

সবচেয়ে কাছের লোকটা এমন আচমকা লাফিয়ে উঠল যেন ক্যাকটাসের খোঁচা খেয়েছে, ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল, হাতে পিস্তল চলে এসেছে। জনকে

দেখতে পেল সে, একই সময়ে গুলি করেছে জন। প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে আছে সে, ওকে দেখামাত্র এক পা পিছিয়ে গেছে বলে এ-যাত্রা বেঁচে গেল; পিস্তল ধরা হাতের কব্জি ছুঁয়ে চলে গেল বুলেট, যাওয়ার পথে বুকের ছাতি থেকে এক ছটাক মাংস তুলে নিল, তারপর বাহুর উপরের অংশে বিঁধল।

সুযোগটা লুফে নিল নীল রোয়ান। জনের হাঁটুর আলতো খোঁচায় বিদ্যুৎ খেলে গেল ওটার শরীরে। অ্যাসপেনের ফাঁকে সরু চেরা গলে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়, এরপর এক ছুটে চলে এল পাহাড়ের কোলে—লাফিয়ে ঝোপ পেরোল, মাথা নিচু করে গাছের শাখা এড়াল; নিমেষে পিছনে ফেলে দিয়েছে শত্রুপক্ষকে।

'ধরো ওকে!' পিছনে চেঁচাল কেউ।

'পারলে তুমিই ধরো!' রাগান্বিত উত্তর এল। 'ওই ব্যাটা আরেকটু হলে আমাকে সাবাড় করে ফেলেছিল!'

ওকের মোটাসোটা একটা গুল্ম পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ঝটিতি স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল জন, স্যাডল ছেড়ে শূন্যে ভাসিয়ে দিল শরীর। লম্বা ঘাসের বুকে পড়ল ও, গড়িয়ে চলে গেল কয়েক হাত। গাছের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে গেল রোয়ানটা, একই গতিতে ছুটতে থাকল।

আড়াল নেওয়ার মত উপযুক্ত একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে জন। কয়েকটা গরু ঘাস আর গাছের কচি পাতা খেয়েছে, তারপর বোধহয় বিশ্রাম নিয়েছে; নুয়ে পড়েছে ঘাস। নিশ্চিন্তে পজিশন নিতে পারবে এখানে। পিছু ধাওয়া করে রাইডার যখন ঢালের নীচে অ্যাসপেনের কাছাকাছি পৌঁছল, ততক্ষণে অবস্থান নিয়ে ফেলেছে ও, রাইফেল নিয়ে এসেছে সামনে। ফেলে আসা ট্রেইল আর পথটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

ভাল কোন ঘোড়াকে খুন করতে অনীহা রয়েছে ওর, তাই একটু উপরে নিশানা করল—লোকটার কাঁধে। অতি উৎসাহী রাইডারকে কয়েক গজ এগোতে দিল, তারপর ট্রিগার টানল। স্যাডলে ঝাঁকি খেল লোকটা, বিকট চিৎকার করে স্যাডল-চ্যুত হলো, মাটিতে পড়ে কয়েকটা গড়ান খেল, শেষে পড়িমরি করে ছুট লাগাল।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল বসে থাকল জন, অপেক্ষায় আছে। কান দুটো সজাগ। নেহাত ঠেকায় না পড়লে কাউকে খুন করতে অনিচ্ছুক ও, তা ছাড়া ইদানীং শুভবুদ্ধির উদয় হচ্ছে মানুষের মধ্যে—আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে একটু একটু করে। আশির দশক এটা, মানুষ এখন আর কোন খুনই সহজভাবে গ্রহণ করে না। এলাকায় নতুন হয়ে আইনের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছে নেই ওর। গলায় ফাঁসের ক্ষতটা সবে সেরে গেছে, তবে মাঝে মধ্যে ঠিকই ব্যথা অনুভব করে।

*

অবশেষে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জন, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল

ঘোড়ার খোঁজে। বিপদের আর কোন ভয় নেই, নিশ্চিন্ত হওয়ার পর স্যাডলে চাপল, তারপর র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল। ট্রেইল সম্পর্কে পরোয়া করছে না, নাক বরাবর ছুটছে বাথানের দিকে। চলবার পথে দু'বার হরিণের দলকে হতচকিত করে দিল।

পরিস্থিতি খারাপ। সতর্ক না হলে চলছে না। ঘোড়ার গতি কমিয়ে প্রায় হাঁটিয়ে এগোল ও, যতটা সম্ভব কাভার ব্যবহার করছে। মাঝে মধ্যে পিছনের ট্রেইল আর চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাচ্ছে। যে-কোন জায়গায় শত্রু ওঁৎ পেতে থাকতে পারে। তবে শুধু রীজের ওই অংশটা নিয়ে যত দুশ্চিন্তা ওর। কেউ যদি ওখানে অবস্থান নিয়ে থাকে, খোলা জায়গায় পেয়ে যাবে ওকে; তাই দূর থেকে বারবার রীজে নজর চালাচ্ছে, বুঝতে চাইছে কেউ ওখানে অবস্থান নিয়েছে কি না।

তবে নিরাপদে বাথানে পৌঁছল ও।

বিশাল বার্নের ঠিক পিছনে পৌঁছল জন, রোয়ানের পিঠ থেকে স্যাডল-ব্রিডল খুলে বাকস্কিনের পিঠে স্থানান্তর করল। রোয়ানকে ছেড়ে দিল করালে। রাইফেল হাতে গ্র্যানারির দিকে এগোল, বাড়ির দিকে চোখ চালাল একবার। কাউকে দেখতে পেল না।

রাইফেলের নল দিয়ে ঠেলে গ্র্যানারির দরজা খুলল জন। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে রাজি নয়, ওর অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে ঢুকে বসে নেই তা কে বলতে পারে?

তবে, নেই কেউ।

ভিতরে ঢুকে প্রথমে সন্দিহান দৃষ্টি চালাল। যা যেমন ছিল, তাই আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল ও। এমন কিছু নয়, তবে নিজস্ব বলে কথা। কাজ শেষে বিছানায় বসল, ঠাণ্ডা মাথায় কয়েকটা ব্যাপার ভাবা দরকার।

উইলটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না। জর্জ উইলসনের দেওয়া উইল নিয়ে আইনের শরণাপন্ন হয়েছিল মিসেস রীভস, বৈধতা নিয়েই বাথানের দখল নিয়েছে। সন্দেহ নেই, মহিলার উইলটা পরে লেখা হয়েছে, যদিও দুটোই খুব কাছাকাছি সময়ে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ব্যাপারটা এখনও ধাঁধার মত লাগছে ওর কাছে। এত প্রিয় ভাতিজীকে সবকিছু যে দিয়ে যেতে পারে, কয়েকদিন পরই কেন বঞ্চিত করবে একজন হৃদয়বান, বিবেচক মানুষ? কী কারণে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছিল উইলসন? ওই মেয়েটা—ভাতিজীই বা কোথায় আছে এখন? উইলসন কি ভাতিজীকে মিসেস রীভসের কথা বলেছিল কখনও?

লইয়ার নয় ও, তাই আইন সম্পর্কে ওর জ্ঞান একেবারে সীমিত; তবে অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে ওর হাতের উইলটার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং অচিরে কোর্টে দাখিল করা উচিত। কিন্তু কেন কষ্ট করবে, কার জন্য?

উইলসন নিজেই আরেকটা উইল লিখেছে, মিসেস রীভসকে র‍্যাঞ্চটা দিয়ে গেছে যখন, ওর কী করবার আছে? থাকবেই বা কেন? অন্যের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে না আসলে?

নাক গলালেও কি লাভ হবে? এক কার্ক ফস্টার ছাড়া আর কাউকে মিসেস রীভসের উইলের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন মনে হয়নি। লোকটার প্রতি সামান্য সহানুভূতিও নেই জনের। মিসেস রীভসের দাবি অযৌক্তিক মনে করে থাকলে আইনের কাছে যাওয়া উচিত ফস্টারের। সময় বদলে গেছে। পুরানো রীতি-নীতি বদলে যাচ্ছে। গায়ের জোরে কিছুই হয় না এখন।

অচেনা একটা মেয়ের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি নয় জন। তা ছাড়া, ওর সন্দেহ অমূলক হতে পারে। এমনও হতে পারে, মিসেস রীভসের দাবিই ঠিক—উইলটা নির্ভেজাল। সেক্ষেত্রে পণ্ডশ্রম তো হবেই, উপরন্তু অন্যের ব্যাপারে অযথা নাক গলানোর খেসারতও দিতে হবে। তা ছাড়া, ফস্টার বা পোর্টাররা তো রয়েছেই। যে-কোন সময়ে ওর উপর চড়াও হতে পারে এরা।

কিন্তু বিবেককে অস্বীকার করে কীভাবে?

আগে তো নিশ্চিত হতে হবে, নিজের মনেই প্রশ্নের উত্তরটা দিল জন। মিসেস রীভসকে বিব্রত করতে চায় না ও, কিংবা নিজেও বিব্রত বা অপদস্থ হতে অনিচ্ছুক।

মহিলার র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মনে পড়তে হতাশা বোধ করল ও। জায়গাটা ছোট হলেও চমৎকার, আশপাশে বিস্তর মুক্ত জমিও পড়ে আছে—গরু চরানোর জন্য আদর্শ। বেশিরভাগ সময় মাত্র একজন কাউহ্যান্ড হলে দিব্যি কাজ চালিয়ে নিতে পারবে মিসেস রীভস, পরিচালনার জন্য খরচা হবে কম। অথচ মহিলা চেষ্টা করতেও অনিচ্ছুক!

আজ যারা ওকে আক্রমণ করেছিল, অন্তত একজন কার্ক ফস্টারের লোক। খুন করবার ইচ্ছে ছিল না বলেই প্রথমজনের হাতে গুলি করেছে জন, চেয়েছে রণেভঙ্গ দিক লোকটা। তবে দ্বিতীয়জনের ব্যাপারে ততটা নিশ্চিত নয় ও।

একটা লাভ হয়েছে এতে: পরেরবার এমন কিছু করবার আগে শতবার চিন্তা করবে ওরা। তবে আদৌ কোন সুযোগ নাও পেতে পারে। তার আগেই পগার পার হয়ে যাবে জন।

এলাকায় অপরিচিত ও। কারও কাছে সাহায্য মিলবে না, এদিকে যাদের সঙ্গে ওর ঝামেলা হয়েছে, এদের অনেক বন্ধুবান্ধব রয়েছে। মিসেস রীভস চলে যাচ্ছে। সুতরাং ও-ই বা বসে থাকবে কেন? ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করছে ওকে: যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়া উচিত!

কার্ক ফস্টারের দলবল বা পোর্টাররা ওর চামড়া ছিলতে পারলে খুশি হবে, অথচ এদের কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই ওর। নির্জন প্রান্তর, বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি বা সুউচ্চ পর্বতসারির নিঃসঙ্গ কিন্তু আনন্দপূর্ণ এবং উপভোগ্য সময় কাটাতে চাইছে—নাম না জানা ক্রীকে মাছ ধরবে, প্রয়োজনে কিছু প্রসপেক্টিং

করবে, শিকার ধরবে; উঁচু পর্বতমালায় থাকবার সময় পাশে কাউকে দরকার নেই ওর, মেঘের দলের সাহচর্য পেলেই হলো···দিব্যি কেটে যাবে সময়; এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা–উপভোগ করবে অফুরন্ত অবসর। জীবন তো একটাই, প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা উচিত। সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বুকে সৌন্দর্য তৈরি করেছেন মানুষের জন্য, স্বচক্ষে দেখে উপভোগ করবার জন্য। কোথায় কী আছে, কোন্‌টার সৌন্দর্য কী রকম, ঘুরে-ফিরে দেখতে না পারলে জন্মের সার্থকতা কোথায়?

ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল জন। প্রথমে নীল রোয়ানের রসিদ নিতে হবে। মিসেস রীভস এমনিতে দিতে না চাইলে, ঘোড়াটা কিনে নেবে ও। তারপর প্যারট সিটিতে গিয়ে রসদপত্র কিনবে। একটা দিন বিশ্রাম নেওয়ার পর পপলারে যাবে নিজের ঘোড়া আর মালপত্র আনতে। ওখানে যেতে অন্তত তিন-চারদিন লাগবে। স্রেফ ঝামেলা এড়াতে শুধু রাতের বেলায় রাইড করবে, এবং পপলারেও ঢুকবে রাতের অন্ধকারে।

আলো দেখা যাচ্ছে র‍্যাঞ্চ হাউসের জানালায়। নিজের মধ্যে অনিচ্ছা আবিষ্কার করে বিস্ময় বোধ করল জন। কিন্তু যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, নীল রোয়ানটা চাই ওর, নইলে কুখ্যাতির কারণে যে-কোন দিন খুন হয়ে যেতে পারে ঘোড়াটা। পশ্চিমে খুনে ঘোড়াকে গুলি করেই হত্যা করা হয়।

চুল আঁচড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে গ্র্যানারি থেকে বেরিয়ে এল জন। সরু রাস্তা ধরে রান্নাঘরের পাশের দরজায় চলে এল। কবাটে হালকা করাঘাত করল, তারপর ভিতরে পা রাখল।

স্টোভে কাজ করছে জোসি। 'বসো,' বলল ও। 'খাবার আনছি।'

'মিসেস রীভস কোথায়? নীল রোয়ানটার ব্যাপারে আলাপ ছিল। যদ্দূর জানি কেউই ওটাকে চায় না আর ও বলেছে চাইলে ঘোড়াটা নিতে পারি আমি।'

'শিগ্‌গিরই এসে পড়বে,' স্টোভ থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল মেয়েটি। 'ঝামেলায় আছে ও। নানান দুশ্চিন্তায় অস্থির।'

'ও যদি র‍্যাঞ্চ বিক্রি করেই দেয়, আমি চাই না নতুন মালিকের দখলে চলে যাক রোয়ানটা। একমাত্র আমিই ওটার বদনামের ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। কার্ক ফস্টার তো মুখিয়ে ছিল ওটাকে খুন করবার জন্য।'

'কিন্তু বদনামটা অস্বীকার করবে কীভাবে? যাক্‌গে, আমিও চাই না খুন হোক ওটা। এত সুন্দর ঘোড়া!'

'পিঙ্কারটনের লোকটা এখনও ধারে-কাছে আছে। আধ-মাইল দূরে ক্রীকের কাছে ক্যাম্প করেছিল।'

কিছু বলল না জোসি, নীরবে খাবার পরিবেশন করল টেবিলে। নিজের জন্য থালা এনে জনের উল্টোদিকে বসল। ভিতরের দরজার দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল একবার, তারপর নিচু স্বরে বলল: 'তুমি বোধহয় চলে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। রোয়ানের বিক্রির রসিদ নিতে এসেছি।' ওর চলে যাওয়ার

ব্যাপারে এত উৎসুক কেন মেয়েটা? কেন চলে যেতে পরামর্শ দিয়েছে ওকে? দৃষ্টি তুলে জোসির দিকে তাকাল জন, চোখে চোখ রাখল। খুব কম মেয়েই এত সুন্দর হয়; অস্বাভাবিক রকম নিস্পৃহ মুখ–ধীর-স্থির শান্ত প্রতিমূর্তি যেন মেয়েটার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে! শুধু চঞ্চল চোখজোড়ায় ভাবের প্রকাশ দেখা যায়, এবং এই মুহূর্তে–শঙ্কা ও অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে।

'পিস্কারটন গোয়েন্দার নাম কী, শুনেছ?'

'ও নিজেই বলেছে। উইল ম্যাকরেন।'

নামটা শুনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না জোসির মধ্যে। 'কেন ঘুরঘুর করছে লোকটা? যাকে খুঁজছে, আশপাশে আছে, নিশ্চিত ধরে নিয়েছে না কি?'

শ্রাগ করল ও। 'হয়তো এলাকাটা পছন্দ হয়েছে ওর। জুৎসই জায়গায় ক্যাম্প করেছিল, তবে একটু সতর্ক থাকা উচিত ওর। কাছাকাছি পাহাড়ে ভালুকের ট্র্যাক দেখেছি। বিস্তর।'

মিসেস রীভস যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পেল না জন। মহিলার কণ্ঠ শুনতে পাওয়ার আগে অবশ্য পারফিউমের ঘ্রাণ আঘাত করল নাকে। এত নিঃশব্দে কোন মেয়ে বা মহিলাকে চলাচল করতে দেখেনি ও। তবে একটা কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, পারফিউমের গন্ধটা সত্যি দারুণ।

'গরু গুনবার কাজ শেষ?' জানতে চাইল মিসেস রীভস, টেবিলের গোড়ার চেয়ারে বসল।

'প্রায় শেষ। আনুমানিক সাতশো গরু আছে র‍্যাঞ্চে। মি. উইলসনের টালি-বুক অনুসারে অবশ্য এরচেয়ে কিছু বেশি থাকবার কথা। সম্ভবত স্প্রিং গাল্‌শ বা আশপাশে সরে গেছে কিছু। গরু এক জায়গায় থাকে না কখনও, এমনকী পর্যাপ্ত ঘাস থাকলেও স্রেফ অভ্যাসের কারণে সরে যায়। তা ছাড়া, বহুদিন তদারক করবার মত হ্যান্ড ছিল না এখানে।'

'খদ্দের খুঁজে পেলে?'

'সুযোগ হয়নি। ফস্টারের দুই লোকের সঙ্গে একটু ঠোকাঠুকি হলো আজ। গোলাগুলির শব্দ শুনেছ বোধহয়।'

'শুনেছি,' ওর দিকে তাকাল মহিলা। 'দু'জন ছিল ওরা। তুমি দেখছি বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছ, সামান্য আঁচড়ও লাগেনি গায়ে।'

'লুকিয়ে হামলা করতে এসে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল ওরা,' দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল জন, 'রোয়ানের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিলে?'

'খুনে ঘোড়াটা?' ফের ওর দিকে তাকাল মিসেস রীভস। 'আমার তো মনে হয় ওটা তোমারই প্রাপ্য।' এবার জোসির দিকে ফিরল মহিলা। 'জোসি, একটা কাগজ দেবে? কলম-কালিও এনো।'

কাগজে খচখচ করে কলম চালাল মহিলা। 'কাজ শেষ! রোয়ানটা এখন তোমার, পরিশ্রম করেই ওটার মালিকানা পেয়েছ।' চোখ তুলে জনের দিকে তাকাল সে। 'চলে যাচ্ছ তুমি?'

'পপলারে ঘোড়া আর মালপত্র রেখে এসেছি, ওগুলো নিয়ে আসা দরকার। যাওয়ার আগে অবশ্য দু'একদিন থাকব এখানে।' মুখে বললেও ফের এখানে আসবার ব্যাপারে নিশ্চিত নয় জন, কিন্তু মহিলাকে সবকিছু না জানানোই মনস্থ করেছে, হয়তো সেটাই মঙ্গলজনক। তবে, ফিরে আসতেও পারে, কারণ র‍্যাঞ্চে টুকিটাকি কয়েকটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। কোথাও কোন কাজ অসমাপ্ত রাখা ওর ধাতের বাইরে। 'ভাবছি আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ব, তা হলে আমার অনুপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবে না কার্ক ফস্টার বা ওর দলবল।'

'আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছ জেনে সত্যি খুশি হলাম। কি জানো, মি. ফস্টারকে নিয়ে ভাবছি না আমি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি সরাসরি কথা বলব ওর সঙ্গে, এতে হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পারবে সে।'

প্রসঙ্গ বদলে নাটক আর থিয়েটার সম্পর্কে গল্প শুরু করল মিসেস রীভস। কয়লার তেলের লণ্ঠনের ম্লান আলো, তাজা কফির সুঘ্রাণ এবং ঘরোয়া আবহের সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তুর দুস্তর ব্যবধানই আকর্ষণটা তৈরি করেছে। মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনল জন।

'ঝামেলাও হত কখনও কখনও,' বলল মিসেস রীভস। 'একটা ঘটনা মনে পড়ছে। মিসিসিপির পাড়ে ছোট্ট এক শহরে শো চলছে। হঠাৎ শো পণ্ড করে দিতে চাইল কয়েকজন লোক। আমাদের এক অভিনেতা ঠেকাল ওদের। কিছু গোলাগুলি হয়েছিল অবশ্য।'

'একা এতজনকে ঠেকিয়েছে সে? নিশ্চই পিস্তলে চালু ছিল লোকটার হাত।'

'ওর নাম নোয়েল ওসমান। পিস্তলে দারুণ ছিল। শুনেছি কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার আগে রিভারবোটের এক জুয়াড়ীকে ডুয়েলে খুন করেছে সে।' ক্ষণিকের জন্য থামল মহিলা। 'অভিনেতা না হলেও ঠেকার কাজ চালিয়ে নিত, তবে ভালই করত ও, এবং আমার ধারণা লেগে থাকলে বড় অভিনেতা হতে পারত।'

'কী হয়েছিল ওর?' দ্রুত জানতে চাইল জন। কৌতূহলী হওয়ার জন্য ওসমান নামটাই যথেষ্ট।

'পশ্চিমে কিছু ঘটেছিল বোধহয়, হঠাৎ কোম্পানি ছেড়ে চলে যায় সে। আমার ধারণা, ওর কোন আত্মীয় বোধহয় বিপদে পড়েছিল। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা এটা।'

জীবনে বহু কিছু দেখলেও নাটক সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেনি জন। বাড়ির কাছাকাছি টুম্বস্টোন আর ডেডউডে প্রায়ই শো হত। একবার অবশ্য ডেনভারে শো দেখেছে। ওই একবারই। আর কখনও থিয়েটার-মুখো হয়নি। কথাটা জানাল মহিলাকে।

'ডেনভারে?' উচ্ছল, চড়া স্বরে বলল মিসেস রীভস। 'ওখানে শো

করবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।'

'ওখানেই তো মারা গিয়েছিল মি. উইলসন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডেনভারে। দলের সঙ্গে পুবে ছিলাম আমি তখন।'

রসিদটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাল জন। 'যাই, একটু বিশ্রাম নিতে হবে।'

'সত্যি র‍্যাঞ্চ কিনবার ইচ্ছে নেই তোমার, মি. ক্যালকিন?'

'না, ম্যা'ম। অত টাকা নেই আমার কাছে। র‍্যাঞ্চ কিনতে হলে সোনার খোঁজে লা প্লাটা পর্বত তোলপাড় করে ফেলতে হবে বোধহয়।'

'পেনি এন্ড পেনি, মেকস মেনি–কথাটা শুনেছ নিশ্চই? কথাটা নিজেকেও বলি আমি। যাক্‌গে, সাপারের কথা ভুলে যাওনি তো?' উঠে দাঁড়াল মিসেস রীভস, রোবের ভাঁজ ঠিকঠাক করে নিল। 'এত সাহায্য করেছ আমাদের। বিনিময়ে আমি তোমার জন্য কিছুই করব না, তা কী করে হয়! নিজ হাতে রেঁধে খাওয়াব তোমাকে। এমন চমৎকার রান্না যে স্বাদটা অনেকদিন ভুলতে পারবে না!'

'বেশ তো।'

বেরিয়ে এল জন। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালানোর সময় টের পেল ঘেমে গেছে কপাল। কারণটা কী? কেন এমন ঘামল? কামরার পরিবেশ উষ্ণ ও আরামদায়ক ছিল বটে, কিন্তু মোটেও ঘেমে যাওয়ার মত নয়।

পশ্চিমে প্যারট সিটি ওর গন্তব্য। পপলার থেকে ঘোড়া আর মালপত্র নিয়ে ফিরবার পথে আসবে এখানে, মিসেস রীভসের সযত্নে তৈরি সাপার খাওয়ার কথা। হয়তো সত্যি সত্যি থামবে এখানে, কিন্তু চমৎকার সাপার খাওয়ার ব্যাপারে মন সায় দিচ্ছে না ওর, কেবলই মনে হচ্ছে সাপারের স্বাদ বা চমৎকারিত্ব উপভোগ করবার সুযোগ হবে না কখনও।

কারণটা কী? নিছক সন্দেহ, দৈব অনুভূতি, না কি আরও বেশি কিছু?

এগারো

সস্তা দরের কারণে চাইলে র‍্যাঞ্চটা কিনতে পারে জন; কিন্তু ইচ্ছে নেই ওর। অজস্র মুক্ত জমি পড়ে আছে সারা পশ্চিমে, চাইলে যে-কেউ থিতু হতে পারে পছন্দসই জায়গায়। কেউ কেউ হোমস্টীড তৈরি করে; সঙ্গে যদি ওঅটরহোল থাকে, তা হলে তো কথাই নেই–পুরো রেঞ্জের কর্তৃত্ব হাতে চলে আসবে। পানি ছাড়া ঘাস বা জমির এক ফোঁটা দাম নেই।

পকেটে এ-মুহূর্তে বেশ কিছু টাকা আছে ওর। সাধারণত এত টাকা থাকে না সঙ্গে। বারোশো ছেচল্লিশ ডলার। পিউচের খনি অঞ্চলে ভাগ্য যাচাই করে এই অর্জন করেছে। অবশ্য এ-ছাড়াও হাত খরচার আটাশ ডলার রয়েছে। র‍্যাঞ্চ বা জমি কিনবার ইচ্ছে নেই, বরং পাহাড়ে চলে যেতে ইচ্ছুক

ও, ছোট্ট একটা ক্যাম্প তৈরি করে নিজের কর্তব্য স্থির করবে।

দৈবাৎ পাওয়া উইলটা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। যে-লোক অন্যের হয়ে খাটে বা অন্যের ভালমন্দ নিয়ে ভেবে বেড়ায়, জন তেমনই একজন, বেশিরভাগ সময় বেতন ছাড়া পকেটে তেমন টাকা থাকে না। ওর জন্য বারোশো ডলার অনেক টাকা। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নয় ও। যখুনি সুযোগ হয়েছে, বাড়িতে মা-র কাছে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে। জন জানে, মা টাকাটা তো খরচ করছেনই না, বরং ওর জন্য জমাচ্ছেন। হয়তো কোন একদিন কাজে লাগবে।

গরীব ঘরে জন্ম হয়নি বটে, কিন্তু টাকার গুরুত্ব বোঝে ও। শখের পিছনে টাকা খরচ করতে আপত্তি নেই, তবে অপচয় করতেও অনীহা বোধ করে। জুয়ার টেবিল ছাড়া এত টাকা একসঙ্গে ও-ও দেখেনি কখনও। সেজন্যই টাকাটা দিয়ে কী করবে, ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

ভবিষ্যতে এত টাকাও যে রোজগার করবে, ও নিজেও বিশ্বাস করে না। তবে মানুষ মাত্রই স্বপ্ন দেখে, আশাবাদী হয় নিজের অজান্তে। মদে আসক্তি নেই ওর। মাঝে মধ্যে খায় বটে, কিন্তু জীবনে কখনও মাতাল হয়নি, হওয়ার ইচ্ছেও নেই। মদের কারণে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি বা ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলে মানুষ, প্রয়োজনের সময় সক্রিয় হতে পারে না; সেজন্যই ওর ধারণা মাথাটা ঠাণ্ডা থাকলে যে-কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও উতরে যেতে পারবে; কিন্তু মাতালদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়···স্বাভাবিক চৈতন্য বা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এরা, যদিও মাতাল মাত্রই নিজের বিচারবুদ্ধিকে সঠিক মনে করে।

হ্যারি পোর্টারের কথাই ধরা যাক। যথেষ্ট ক্ষিপ্রতা ছিল তার, হয়তো মগজও ছিল; কিন্তু মদটাই যত নষ্টের গোড়া। মাতলামির কারণে বিচক্ষণতা হারিয়ে ফেলে সে। কবরে শুয়ে আফসোস করছে এখন। নেশাগ্রস্ত না হলে হয়তো আরও সতর্ক থাকত সে, জীবনে যাকে দেখেনি ঝোঁকের বশে তার বিরুদ্ধে পিস্তল তুলত না। এমন নয় যে সুস্থির থাকলে তার পরিণতি উল্টো হত, কিন্তু গোড়াতেই গলদ ছিল ওর–নিজেকে তুখোড় পিস্তলবাজ মনে করত, সেটা জাহির করতে গিয়েই যত বিপত্তি। পিগমিদের দলে নিজেকে দৈত্য মনে হতেই পারে।

জুয়া সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান আছে ওর। তবে খেলতে অনীহা বোধ করে। নিজের কষ্টার্জিত টাকায় কোন তাসের জাদুকরের পকেট ভারী করতে বা রুলেতের চাকার ঘূর্ণনে উধাও হয়ে যেতে দিতে আপত্তি আছে বলেই খেলে না। মদ খেয়েও পকেটের টাকা বিসর্জন দিতে অনিচ্ছুক। তারচেয়ে জমিয়ে রাখাই শ্রেয়, কোন একদিন থিতু হতে ইচ্ছে হবে ওর–যদিও এই মুহূর্তে অ্যাসপেন ঝাড় পেরিয়ে পাহাড়ী নির্জনতায় হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে–তখন হয়তো টাকার প্রয়োজন হবে।

র‍্যাঞ্চের খুঁটিনাটি কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে নীল রোয়ানটা যথেষ্ট।

কাজগুলো অবশ্য এমনিতে করে দিত, যেহেতু দু'জন অবলা নারী ছাড়া আর কেউ নেই এবং এরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে ভাল লাগে না ওর। কোথাও যদি একটা বস্তা পড়ে থাকে, যথাস্থানে ওটা নিয়ে যায় জন, এটাই ওর স্বভাব, কারও নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে না। এই র‍্যাঞ্চের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রথমদিন এখানে পা রেখেই ভাঙা গেট, করালের ভঙ্গুর রেইল, কাঁটাতারের ছেঁড়া বেড়া, ভাঙা কাঠের পোস্ট বা পলি জমে প্রায় ভরে যাওয়া ওঅটর হোল···সবই ঠিকঠাক করেছে। নিজের রুচি আর স্বভাবের তাগিদে করেছে, কেউ বলেনি বা প্রত্যাশাও করেনি।

কঠিন বেপরোয়া মানুষ হিসাবে ওকে জানে লোকজন। আসলে ব্যাপারটা তা নয়, কোণঠাসা হতে অপছন্দ ওর, তাই ওরকম পরিস্থিতি দেখলে···স্রেফ প্রয়োজনের খাতিরে পাল্টা চড়াও হয়। হ্যারি পোর্টারের ঘটনাটাও সেরকম, সামান্য গাফিলতি বা অসতর্ক হলে পোর্টারের বদলে ও-ই কবরে থাকত এখন।

বুলেট কাউকে বাছবিচার করে না, সে যতই শক্তিধর হোক। খরখরে গলা পরিষ্কার করতে মামুলি একটা ড্রিঙ্ক, একবেলা আহার আর বিশ্রামই ছিল ওর চাওয়া। কিন্তু হ্যারি পোর্টারের হঠকারিতার কারণে আদপে তা হয়নি। কাউকে খুন করবার মধ্যে গর্বের কিছু নেই, এমনকী লোকটা যদি সশস্ত্র হয় এবং যেচে আক্রমণ করতে আসেও। যখন যা করা উচিত, সেটা করাই হচ্ছে আসল কথা।

গ্র্যানারিতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জীর্ণ লণ্ঠনটা ধরাল জন, চারপাশে দৃষ্টি চালাল, নিশ্চিন্ত হয়ে বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে কাপড় ছাড়ল। কোনরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। বিছানায় যাওয়ার আগে দরজার খিল আটকাল ভালমত, বাইরে থেকে খুলতে পারবে না কেউ।

বিছানায় শুয়ে দু'হাতের তালুয় মাথা রেখে পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে শুরু করল। উইলটা কোন জজের হাতে তুলে দিতে হবে, লোকটার উপর দায়িত্ব দিয়ে যেতে হবে–যা ভাল মনে হবে, তাই করবে সে; তারপরই ছুটি ওর, নিজের পথে চলে যেতে পারবে।

রাতের বেলায় মাথাটা তেমন চলে না ওর, ঘুমানোর আগে তো নয়ই; স্থির কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল জন। সুতরাং, সকালে যখন ঘুম ভাঙল, নিজেকে একই সমস্যার মুখোমুখি আবিষ্কার করল। তবে এ-নিয়ে খুব একটা ভাবল না। বাকস্কিনের স্যাডলে চেপে প্যারট সিটির ট্রেইল ধরল। সরাসরি ট্রেইল ধরে এগোল না, একটু ঘুরপথে ঘোড়া ছোটাল। চায় না কেউ ওর গন্তব্য সম্পর্কে অনুমান করে ফেলুক।

মাঝ-সকালে প্যারট সিটিতে পৌঁছল ও। তপ্ত রোদে ঝলসাচ্ছে ছোট্ট খনি শহরটা। হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে রেস্তোরাঁয় ঢুকল জন। আগের চেয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে জায়গাটা। টেবিলে লাল-সাদা চেকের টেবিলক্লথ

বিছানো, এমনকী জানালায় পর্দা ঝুলছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে রেস্তোরাঁ চালাচ্ছে, দু'জনকে বড়সড় একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখতে পেল ও। আসবাবপত্র অবশ্য একই আছে এখনও–দীর্ঘ দুটো টেবিলের দু'পাশে বেঞ্চ সাজানো।

দরজার উপর চোখ রাখতে পারবে, এমন জায়গায় বসে নাস্তার ফরমাশ দিল জন। পরিবেশিত খাবারের পরিমাণ দেখে অবাকই হলো, বুঝতে পারল ওকে রাউন্ড-আপ ফেরত একদল ক্রুর খাবার পরিবেশন করা হয়েছে, তবে এ-নিয়ে মোটেও ভাবল না; সোৎসাহে খাবার গিলতে শুরু করল। *ব্যাটা দিয়েছে যখন, আমিও দেখিয়ে দেব কতটা খেতে পারি!*

অর্ধেকটা সাবাড় করেছে, এ-সময় দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এক তরুণী। ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল জনের কলজে, একটা স্পন্দন মিস্ করল হৃৎপিণ্ড। আরে, ওই মেয়েটা! রেস্তোরাঁয় সম্ভবত আর কোন খদ্দের নেই বলেই, সরাসরি ওর সামনে এসে দাঁড়াল অপরূপা।

'বাকস্কিনটা তুমিই রাইড করছ?'

উঠে দাঁড়াল জন। 'না, ম্যা'ম। নাস্তা করছি। তুমিও বসে পড়ো না!'

'বাকস্কিনটায় চড়ে তুমিই এসেছ শহরে?'

'শহরে আসবার দুটো উপায় ছিল–হয় ওভাবে নয়তো পায়ে হেঁটে। কি জানো, হাতের কাছে ঘোড়া থাকতে কোনদিন দশ গজও পায়ে হেঁটে যাইনি আমি।'

প্যারট সিটিতে এসে আগেরবারও মেয়েটাকে দেখেছে জন। তবে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ এবারই হলো। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী। দুধে আলতা রঙ, উজ্জ্বল বড়বড় সবুজ চোখ। গড়পড়তার চেয়ে লম্বা। একবার দেখলে, চোখ সরানো দায় হবে যে-কোন পুরুষের পক্ষে।

'বসবে না, ম্যা'ম?' জানতে চাইল জন, দাঁড়িয়ে আছে এখনও। 'খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে বসতে পারছি না আমি।'

বসল মেয়েটি। জনও বসেছে। রেস্তোরাঁর মালিকের স্ত্রী কফির পাত্র হাতে এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'নাস্তা দেব, মিস্?'

'না, ধন্যবাদ। এইমাত্র খেয়ে এসেছি।'

সরাসরি জনের চোখে চোখ রাখল মেয়েটি, অপূর্ব সবুজ চোখে নির্লিপ্ত চাহনি, মৃদু স্বরে বলল: 'ওই ঘোড়াটা আমার।'

'চমৎকার ঘোড়া।'

'শুধু এই বলবার আছে তোমার?'

'সত্যি কথা হচ্ছে, ওটায় চেপে র‍্যাঞ্চ থেকে সরাসরি শহরে চলে এসেছি। ভেবেছি নাস্তা সেরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। কয়েকদিন আগে এখানেই দেখেছি তোমাকে। কথা বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সাহস করতে পারিনি। মেয়েদের সঙ্গে আসলে ঠিক

জমাতে পারি না আমি। তবে ঘোড়া বা গরু বশ মানাতে বলো, কোদাল কিংবা গাঁইতি চালিয়ে গর্ত বা ড্রিল চালিয়ে ইস্পাত ফুটো করতে বলো–অনায়াসে করে দেব, পিস্তলেও মোটামুটি চলে আমার হাত; তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে নেহাত আনাড়ি, বিশেষ করে ওরা যদি তোমার মত সুন্দরী হয়।'

'ভালই তো করছ!'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। তোমার পরিচয় অনুমান করতে পারছি। তুমি ক্রিস্টিনা লী উইলসন।'

ঠাণ্ডা হয়ে গেল মেয়েটির চাহনি। 'কীভাবে জানলে?'

'একটা মিউল আছে আমার যেটা অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে। ওটার কাছেই জানলাম তোমার পরিচয়। আরও জেনেছি আমি যে-র‍্যাঞ্চে কাজ করি, ওটার অর্ধেক মালিকানা তোমার।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সবুজনয়না, চাহনিতে বিস্ময়ের পাশাপাশি কিছুটা কৌতুকও ফুটে উঠেছে। 'তোমার সবজান্তা মিউলটাকে তো দেখতে হয়! আর কী বলেছে ওটা?'

'বলেছে দেখে-শুনে পা ফেলা উচিত তোমার। কারণ অনেকেই ওই র‍্যাঞ্চের মালিকানা দাবি করছে, যাদের একজন কার্ক ফস্টার।'

'লোকটা আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তবে কখনও দেখা হয়নি আমাদের।'

'না হওয়াই ভাল। তোমার জায়গায় হলে ওকে পাত্তা দিতাম না আমি।'

'র‍্যাঞ্চের ওই মহিলার হয়ে কাজ করো তুমি?'

'দু'জন মহিলা আছে র‍্যাঞ্চে। না, কাজ করছি না, তবে কিছুদিনের জন্য টুকিটাকি কাজ করে দিচ্ছি। উইল ম্যাকরেনকে চেনো তুমি, ম্যাম?'

'না। নামটা শুনেছি বলেও মনে পড়ছে না।'

'শক্তপোক্ত গড়নের, শহুরে পোশাক–বাদামি সুটই পরে বেশি, মোটা গোঁফ···এমন কাউকে দেখোনি?'

'শহরে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি ওকে।'

'পিঙ্কারটনের গোয়েন্দা ও।'

'তো?'

'এক যুবতীকে খুঁজছে সে।'

'অ! তোমার ধারণা আমি সেই যুবতী?'

'না, ম্যা'ম।' বিব্রত বোধ করল জন। 'যাকে খুঁজছে সে, তার বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে। তুমি তো কুড়িও পেরোওনি।'

'উনিশ চলছে আমার, এবং তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কাউকে খুনও করিনি।'

রেস্তোরাঁর মহিলা এসে জনের কাপ ভরে দিল। চোখ তুলে তার দিকে

তাকাল ক্রিস্টিনা, বলল: 'আমাকেও আরেক কাপ দাও।'

কফিতে চুমুক দিল মেয়েটি।

'ম্যা'ম, তুমি যেহেতু র‍্যাঞ্চের অর্ধেকের মালিক, তাই একটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে রফা হওয়া দরকার মনে করছি। নীল রঙের রোয়ানটা...'

'খুনে ঘোড়াটার কথা বলছ তো?'

অজান্তে ভুরু কোঁচকাল জন। 'ম্যা'ম, অন্যরা হয়তো খুনে ঘোড়া বলে ওটাকে, কিন্তু ওটাকে পছন্দ করি আমি। র‍্যাঞ্চের টুকিটাকি কাজের বিনিময়ে রোয়ানটার বিক্রির রসিদ আমাকে দিয়েছে মিসেস রীভস। তুমি যেহেতু র‍্যাঞ্চের অর্ধেকের মালিক, তোমার অনুমতিও দরকার। ঘোড়াটাকে পছন্দ করে না কেউ। এখানে থাকলে যে-কেউ গুলি করে মারবে ওটাকে। কার্ক ফস্টার আরেকটু হলে মেরেই ফেলত, সময়মত বাধা দিয়েছি আমি। ঘোড়াটা দারুণ, ম্যা'ম, আমার সঙ্গে মতের মিলও হয়ে গেছে, হয়তো ওটা আমার মত নিঃসঙ্গ বলেই।'

'অপয়া বলে বদনাম আছে ওটার,' জনকে নিরীখ করছে ক্রিস্টিনা লী উইলসন, গলায় ফাঁসির দড়ির শুকনো ক্ষতটা দৃষ্টি এড়াল না ওর। 'ওটার পিঠে চড়তে ভয় হয় না তোমার?'

'না, ম্যা'ম। ওটাই তো তোমার কাছে নিয়ে এল আমাকে।'

সরাসরি, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল ক্রিস্টিনা, জনের কথাটা বাতিলযোগ্য বলেই ধরে নিল। 'র‍্যাঞ্চের মহিলারা দেখতে কেমন?'

কী বলা উচিত? কার চেহারা কেমন, এটা বলবে অন্য একটা মেয়েকে? নিজের মনে সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে ভাবল ও, শেষে বলল: 'মিসেস রীভস পেশায় অভিনেত্রী ছিল। অন্য মেয়েটা, জোসিও অভিনয় করেছে কিছুদিন। দু'জনের আচরণ বা চলাফেরা লেডিদের মতই। র‍্যাঞ্চ হাউস ছাড়া কাউকে অন্য কোথাও ওদের দেখিনি আমি, আর মিসেস রীভস...'

'ওর ফিগার কেমন?'

পুরোপুরি অপ্রতিভ হয়ে পড়ল জন। কেমন অদ্ভুত প্রশ্ন! আর লোক পেল না! এক মহিলার ফিগার নিয়ে কথা বলবে, তাও আরেক মহিলার সঙ্গে? মহা ফাঁপরে পড়ে গেছে, তিক্ত মনে উপলব্ধি করল জন, এমন কঠিন প্রশ্ন বোধহয় আর কেউ করেনি ওকে।

ওর বিব্রত অবস্থা দৃষ্টি এড়াল না ক্রিস্টিনার।

'ঠিক বলতে পারব না,' শেষে উত্তর দিল ও। 'সবসময়ই রোব পরনে থাকে ওর। কিমানো বা ওরকম পোশাক। আমার ধারণা,' সত্যি এই প্রথম এমন কিছু ভাবছে জন। 'মিসেস রীভসের ফিগার সম্ভবত সুন্দর।'

'ধূসর রঙের চুল বলেছ না?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। সবসময় পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো থাকে। নিজেকে ফিটফাট রাখতে পছন্দ করে বোধহয়। সুন্দরী বলতেই হবে।'

'সবসময় চুল আঁচড়ানো থাকে?'

'হ্যাঁ। দেখলে মনে হয় যেন এইমাত্র ব্যান্ডবক্স থেকে বেরিয়ে এসেছে। এটা অবশ্য কথার কথা।'

'আর জোসি?'

'ওর মত সুন্দরী মেয়ে বিরল। নির্লিপ্ত থাকে সবসময়। বলতে গেলে হাসেই না। যা প্রাণচাঞ্চল্য, শুধু চোখে। নিজে না বলে অন্যদের কথাবার্তাই শোনে বেশি। ভয়-ডর বলতে কিছু নেই ওর মধ্যে। কার্ক ফস্টারের এক দোস্ত বাড়িতে আগুন লাগানোর জন্য ছুটে আসছিল যখন, নির্দ্বিধায় গুলি করে তাকে মেরে ফেলেছে জোসি।'

'ঠিকই করেছে। বাড়িটা সত্যি সুন্দর, ওটা পুড়ে গেলে কষ্ট পেতাম আমি।'

'এক মুহূর্তও নষ্ট করেনি জোসি। লোকটাকে সতর্ক করে দেওয়ার ঝামেলায় যায়নি, কিংবা দ্বিধাও করেনি। লোকটার উদ্দেশ্য ধরতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করেছে নিখুঁত নিশানায়।'

'ঘটনার পর কী বলল মিসেস রীভস?'

'কিচ্ছু না।'

নীরব হয়ে গেল দু'জনেই। দরজা-পথে বাইরে দৃষ্টি চালাল জন। লা প্লাটা ক্যানিয়নের ট্রেইল ছাড়িয়ে, দিগন্তের সঙ্গে মিশে থাকা ব্যান্ডি পর্বতশ্রেণীর আবছা অবয়ব চোখে পড়ছে। আকাশ ঝকঝকে নীল, পেঁজা তুলোর মত শুভ্র মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

'র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিসেস রীভস,' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল জন।

স্মিত হাসল ক্রিস্টিনা। 'সেক্ষেত্রে নিজের বিপদ ডেকে আনবে ও। র‍্যাঞ্চটা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই আমার, ওটার দখল আমি নেবই!' জনের দিকে ফিরল ও। 'অর্ধেক নয়, পুরোটাই চাই। জর্জ চাচাও চাইতেন আমি যেন এখানে এসে থাকি। কয়েকবার আমাকে বলেছেন ইচ্ছে করলেই এখানে চলে আসতে পারব, উইলের কথাও জানিয়েছেন।'

'তাই?'

'চাচার লেখা কয়েকটা চিঠি আছে আমার কাছে।'

পকেটে রাখা উইলটার কথা মনে পড়ল জনের। সেখানেও একই কথা লেখা রয়েছে: নিজের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভাতিজী ক্রিস্টিনাকে দান করে গেছে জর্জ উইলসন।

উইল নিয়ে কী করবে, সমস্যার সমাধান হলেও পরিস্থিতি একটুও পছন্দ হচ্ছে না ওর। মেয়েদের লড়াই এটা, এতে না জড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজেদের দাবিতে সোচ্চার দুই নারীর ঠিক মাঝামাঝি ওর অবস্থান, এ-অবস্থায় নিজের করণীয় সম্পর্কে ধাঁধায় পড়ে গেল জন। অবচেতন মনে

এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরে পড়বার তাগাদা অনুভব করছে। যদি তাই করে, সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে যেখানে আছে, ঠিক সেখানেই থাকবে ক্রিস্টিনা লী উইলসন। আপসে র‍্যাঞ্চের দখল পাবে মেয়েটা? মনে হয় না।

জনের ভাবনা হোঁচট খেল মাঝপথে। চলে যাওয়ার পরিকল্পনা শিকেয় তুলে রাখতে হবে? পরিস্থিতিতে বিপদের সুস্পষ্ট আভাস, অথচ বিপদ বা ঝামেলা ওর নয়। স্রেফ অন্যের ঝামেলায় নিজেকে জড়ানো হবে। সুন্দর এক জোড়া চোখের মায়ায় কেন গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নেবে? জোসির কী হবে? কিংবা মিসেস রীভসের–নিজ হাতে রেঁধে ওকে সাপার খাওয়াতে চেয়েছে মহিলা?

চলে যাওয়ার ইচ্ছেটা মনে উঁকি দিলেও টেবিল ছেড়ে উঠবার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ পাচ্ছে না জন। এমন নয় যে মেয়েটির সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে পড়েছে। জীবনে বহু সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে মিশবার সৌভাগ্য হয়েছে ওর, তবে সবার সঙ্গে যে খুব মানিয়ে নিতে পারে, তা নয়। বেশিরভাগ মেয়ের উপস্থিতিতে আড়ষ্ট বোধ করে ও, তবে ক্রিস্টিনার সঙ্গে কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে না। প্রায় শুরু থেকে মেয়েটির উপস্থিতি উপভোগ করছে। সচরাচর যা করে না, হালকা চালে তামাশাও করেছে।

মুখ ফুটে ওর সাহায্য চায়নি ক্রিস্টিনা কিংবা জানেও না নিকট ভবিষ্যতে কতটা বিপদে পড়তে পারে; অথচ জন নিশ্চিত জানে মেয়েটার ভাগ্যে কী বিপদ রয়েছে। চাইলেও কি অগ্রাহ্য করতে পারবে? কিন্তু র‍্যাঞ্চের ওই দুই মহিলাও বিপদে রয়েছে, সেক্ষেত্রে ঠিক কোথায় ওর অবস্থান? একটা উইল রয়েছে ওর পকেটে, জানে না আদৌ কতখানি গুরুত্ব ওটার। জর্জ উইলসন যদি পরবর্তীতে আরও একটা উইল লিখিয়ে থাকে, ফুটো পয়সারও দাম নেই এটার।

'ম্যা'ম, তোমার জায়গায় থাকলে সাবধানে থাকতাম আমি। কী করবে সে তুমি জানো, কিন্তু যাই করো, আমার মন বলছে বিপদ এড়াতে পারবে না। প্রতিপক্ষ বড় নীচ। মেয়ে বলে দয়া বা খাতির করবে না তোমাকে। কার্ক ফস্টারের কথাই ধরো…'

'ওর সম্পর্কে জানি আমি,' জনকে থামিয়ে দিল ক্রিস্টিনা। 'আমার এক বন্ধু সাহায্য করবে কথা দিয়েছে। এ-ধরনের পরিস্থিতি বা লোকজন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও, জানে কী করতে হবে। যে-কোন দিন এখানে পৌঁছে যাবে ও।'

'পুরানো কোন বন্ধু?'

'না। আসলে, আসবার পথে পরিচয় হলো ওর সঙ্গে। কোথায় আসছি, শুনে আগ্রহী হয়ে ওঠে ও, বলল এখানে না কি সম্পত্তি আছে ওর, পরিচিত লোকজনও আছে; অনায়াসে সাহায্য করতে পারবে আমাকে। ওর মতে মিসেস রীভসের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করা উচিত, অযথা কোর্টে না যাওয়াই ভাল। বলল প্রয়োজনে আমাকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাবে ও।'

টানটান হয়ে গেল জনের শরীর। ঈর্ষা বোধ করছে? ঈর্ষা বোধ করবার

কী অধিকার আছে ওর? যাই হোক, মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে। চলবার পথে অনেকের সঙ্গে দেখা হতে পারে···কিন্তু সতর্ক থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'আশপাশে থাকব আমি,' শেষে বলল ও। 'দরকার মনে করলে ডেকো। আচ্ছা, তোমার ওই বন্ধু লইয়ার না কি?'

'জমিজমা সংক্রান্ত কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ইংল্যান্ডে এ-ধরনের কাজ করেছে ও।'

'ইংল্যান্ডের আইন কিন্তু আমাদের চেয়ে ভিন্ন, অনেক তফাৎ।' ঈর্ষার কারণে সন্দেহ করছে ও—আত্মসমালোচনা করল জন।

'বিশিষ্ট মানুষ। ওর নাম নেড গিলমোর। নিজ থেকে বলল সব ধরনের সাহায্য করবে আমাকে। অবশ্য এমনিতেও এখানে আসত ও।'

হয়তো। আশপাশে থাকবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জন, এবং চোখ-কান খোলা রাখবে। যদিও, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করল, এমনটা ঘটতেই পারে। ক্রিস্টিনা দারুণ সুন্দরী, আর নেড গিলমোর যেহেতু এখানে এমনিতেও আসত, সুতরাং মেয়েটিকে সাহায্য করতে চাওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। গিলমোরের জায়গায় ও থাকলেও তাই করত। সত্যি কথা হচ্ছে, ইতোমধ্যে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছে ও।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ক্রিস্টিনা। 'এবার যেতে হয়, মি···'

'ক্যালকিন, জন ক্যালকিন।'

'তোমার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ, মি. ক্যালকিন। তবে মনে হয় না সাহায্য দরকার হবে।'

'ওই নীল রোয়ানের ব্যাপারে···'

'এ-নিয়ে পরে কথা বলব আমরা, হ্যাঁ?'

কথাটা বলে বিদায় নিল ক্রিস্টিনা।

বিল মেটাল জন। দোকানি মহিলা যখন এঁটো থালাবাসন গুছাচ্ছে, মৃদু স্বরে জানতে চাইল: 'ইংরেজ লোকটা আগেও এখানে এসেছে না কি?'

'মি. গিলমোর? হ্যাঁ, কয়েকবারই এসেছে! দারুণ সুপুরুষ এবং নিপাট ভদ্রলোক। এমন মার্জিত ওর আচরণ!'

কিছুটা ত্যক্ত মনে রাস্তায় বেরিয়ে এল জন। ঘোড়ার কাছে চলে এল, স্যাডলের পেটি টাইট করবার ফাঁকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে মঞ্চের বাইরে ওর অবস্থান। ওকে আর প্রয়োজন নেই মিসেস রীভসের, ক্রিস্টিনাও বলে গেল সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

নীল রোয়ানের ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গেলে ট্রেইলে পাড়ি জমাতে বাধা নেই। র‍্যাঞ্চের মালিকানার নিষ্পত্তি ওরাই করুক। চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে উইল ম্যাকরেনকে চোখে পড়েনি। গেল কোথায় লোকটা?

স্যাডলে চেপে শহর থেকে বেরিয়ে এল ও।

সবে যখন এক সারি গাছের আড়ালে পৌঁছেছে, ঝকঝকে সুদৃশ্য একটা রিগ দেখতে পেল, ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে। সাদা সুট পরা এক লোক চালাচ্ছে। সাদা হ্যাট তার মাথায়। দেখবার মত হ্যাট বটে! দক্ষ হাতে চালাচ্ছে রিগটা।

এ-লোকই তা হলে নেড গিলমোর! কেউ না বললেও দিব্যি অনুমান করতে সক্ষম হলো জন। চোস্ত বৃটিশ পোশাক আর চালচলন, সারা তল্লাট খুঁজেও দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাবে না।

দারুণ সুদর্শন। নিখুঁতভাবে ছাঁটা ব্রুড গোঁফ। দীর্ঘ চুল, বেশিরভাগ ইংরেজ যেমন পছন্দ করে। ঠিক পাশে সীটের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা শটগানটা নজর এড়াল না ওর।

নেড গিলমোর।

নামটা কখনও ভুলবে না জন। ভুলবার কথাও নয়।

বারো

ক্রীকের পাড়ে পাইন সারির কাছে এসে ঘোড়া থামাল জন ক্যালকিন, দূর থেকে র‍্যাঞ্চের দিকে দৃষ্টি চালাল। দারুণ দৃশ্য। এমন সৌন্দর্য খুব কমই দেখা যায়। রীজের ঠিক পাদদেশে র‍্যাঞ্চ হাউসের অবস্থান, সামনে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দুই মাইল দূরে পাথুরে মালভূমির কাছে শেষ হয়েছে, জায়গাটা ম্যাগি'স রক নামে পরিচিত। তৃণভূমি বাদ দিলে, সারা রেঞ্জে গেম্বেল ওক ও পন্ডেরোসা পাইনের ছড়াছড়ি, আর রীজের কিনারে অ্যাসপেনের ঝাড় তৃণভূমির শুরু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

ম্যাগি'স রকের শেষপ্রান্তে উঁচু একটা রীজ, মাঝখানে ঘন অ্যাসপেনের ঝাড়। জায়গাটায় আগেও গেছে জন। দারুণ সুন্দর জায়গা, আসল মালিক যে-ই হোক, তাকে রীতিমত হিংসা হচ্ছে ওর। ছন্নছাড়া মানুষও এখানে থিতু হওয়ার চিন্তা করবে।

গাছপালার আড়ালে থেকে পুরো লে-আউটে সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও, প্রতিটি গাছের গুচ্ছ, সম্ভাব্য কাভার খুঁটিয়ে দেখল। সময়টা খারাপ, যে-কোন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে শত্রু, মোক্ষম সময়ে একটা গুলি করতে পারলেই হলো–কেল্লা ফতে হয়ে যাবে জন ক্যালকিনের। সতর্ক না থেকে উপায় নেই। পাহাড়ী ঢালে গড়ানো ছায়া, উড়ন্ত পাখি বা পানি পান করতে ব্যস্ত হরিণের চলাফেরায় অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করলে আগাম বিপদের আভাস পাওয়া সম্ভব, এমনকী শত্রুর সম্ভাব্য অবস্থানও অনুমান করা যেতে পারে।

শেষে, নিশ্চিন্ত মনে ঢাল ধরে বাড়ির পিছনের ড্রতে নেমে এল জন। কারণ না জানলেও মন খুঁতখুঁত করছে। কোথাও একটা ঘাপলা আছে, কিন্তু

ধরতে পারছে না। ড্র ছেড়ে বাঁক নিয়ে রীজ বরাবর এগোল ও, তারপর বাড়ির পিছনে চলে এল; তবে রীজের আড়ালে রয়েছে, বাড়ি থেকে চোখে পড়বে না ওকে। আরও কয়েক গজ এগিয়ে বাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেল, শেষে পশ্চিম দিক থেকে আড়াআড়িভাবে গ্র্যানারির পথ ধরল।

দুপুর পেরিয়ে গেছে। বাকস্কিন থেকে রোয়ানে স্যাডল স্থানান্তর করল ও, শেষে র‍্যাঞ্চ হাউসে চলে এল। দরজায় করাঘাত করল, কিন্তু কোন উত্তর এল না। বিহ্বল বোধ করছে জন, আবারও নক্ করল। মনে হলো ভিতরে ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেয়েছে। না কি পুরোটাই ওর কল্পনা?

তৃতীয়বারও উত্তর না পেয়ে দরজার নব ধরে মোচড় দিল, কবাট ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। রান্নাঘরে নেই কেউ। লিভিংরুমেও কাউকে দেখা গেল না। টেবিলের উপর এক তাড়া কাগজ পড়ে আছে, পাশেই পেন্সিল। কেউ বোধহয় লিখেছিল কিছু–কারণ সবচেয়ে উপরের পৃষ্ঠায় পেন্সিলের অস্পষ্ট দাগ পড়ে রয়েছে। পাতলা কাগজের উপরের পাতায় লিখলে নীচের পৃষ্ঠায় যেমন দাগ পড়ে।

কী মনে করে উপরের কাগজটা ছিঁড়ে ভাঁজ করে পকেটে ভরে ফেলল জন, তারপর নীচের কাগজে লিখল: ঘোড়া আর মালপত্র আনতে পপলারে যাচ্ছি। সই করল: ক্যালকিন।

পিছনে ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল মিসেস রীভসকে। সেই রোবটাই পরনে, ধূসর চুল বরাবরের মত পরিপাটি। তফাৎ শুধু এক জায়গায়–চাহনিতে। হিমশীতল ঠাণ্ডা চাহনি।

'এখানে কী করছ তুমি?'

'ঘোড়া বদল করতে ফিরে এসেছি, ম্যা'ম। ভাবলাম পপলারে যাওয়ার আগে তোমাদের জানাব, কাউকে না পেয়ে নোটও লিখেছি। নইলে হয়তো ভাববে তোমাদের ফেলে পালিয়ে গেছি।'

'আচ্ছা। দুঃখিত, পায়ের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

হয়তো সত্যি ভয় পেয়েছে···কিন্তু মিসেস রীভসের মুখে ভয়ের সামান্য নমুনাও নেই। অদ্ভুত হলেও মহিলার উপস্থিতি একটু অন্যরকম লাগছে আজ, কথাবার্তাও ভিন্নতর।

'প্যারট সিটিতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। জানোই তো, শহরটা একেবারে ছোট। গুটিকয়েক লোক থাকে, যাদের বেশিরভাগই মাইনিং নিয়ে ব্যস্ত। একটা রেস্তোরাঁ, কয়েকটা সাপ্লাই স্টোর আর সেলুন রয়েছে কেবল।

'লোকজনের মুখে শুনলাম ডুরাঙ্গো পর্যন্ত চলে এসেছে রেলরোড। জায়গাটা অ্যানিমাস সিটির কাছাকাছি। পুবে যাওয়ার সময় ডুরাঙ্গো থেকে স্টীম-কারে চড়তে পারবে তোমরা। তবে কিছুদিন পর হয়তো অ্যানিমাস

সিটির এ-পাশ থেকে ট্রেনে উঠতে পারবে। রেল লাইন দেখেছি, কিন্তু স্টেশন কোথায় জানি না, যদি আদৌ কোন স্টেশন তৈরি হয়ে থাকে।'

এখনও বেডরুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মিসেস রীভস। মহিলাকে যখন পেয়েই গেছে, নোটের আর প্রয়োজন নেই বলে ওটা তুলে নিল জন। বলল: 'চার-পাঁচদিন লাগবে ফিরে আসতে। কমও লাগতে পারে। ফিরবার পথে এখানে আসব, তোমার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে...'

'ধন্যবাদ। কিছু লাগবে না। যাওয়ার আগে বলবে কিন্তু। তোমাকে সাপার খাওয়ানোর কথা। অনেক উপকার করলে আমাদের।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম।' কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল জন, টের পেল ঘেমে সারা হয়ে গেছে। ব্যাপার কী? খটখটে শুকনো হয়ে গেছে গলা। রোয়ানের দিকে এগোনোর সময় বিড়বিড় করল: 'তুই আর আমি, বুঝেছিস? এখান থেকে বেরিয়ে যাব এবার।'

জোসিকে বিদায় জানাতে পারলে স্বস্তি পেত। গেল কোথায় মেয়েটা? আশা করেছিল ওকেই দেখতে পাবে, অথচ পাত্তাও নেই মেয়েটির।

এ-ধরনের যাত্রার জন্য সকালই আদর্শ সময়, কিন্তু এখানে থাকতে নিতান্ত অনিচ্ছা থেকে আগে-ভাগে রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন। তা ছাড়া, ট্রেইলে চলবার সময় চিন্তাভাবনা করবার নিরবিচ্ছিন্ন সুযোগ পাবে। জীবনে বেশিরভাগ সিরিয়াস বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্যাডলে বসেই। রাইডিঙের সময় নিজস্ব ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে, বিরক্ত করবে না কেউ, কিংবা অন্য কোন বিষয়েও মনোযোগ দিতে হবে না।

'পপলারে যাব আমরা,' রোয়ানের উদ্দেশে বলল ও। 'আশা করছি বিপদে পড়ব না। ঘোড়া আর মালপত্র নিয়ে সটকে পড়ব। বুঝলি?'

সে-রাতে র‍্যাঞ্চ থেকে দশ মাইল পশ্চিমে ঝর্নার লাগোয়া গাছপালার আড়ালে ক্যাম্প করল ও। উত্তর-পুবে র‍্যাম্পার্ট হিল্‌স, পশ্চিমে দিগন্তজোড়া স্লিপিং উতে পাহাড়, দূর থেকে দেখে মনে হয় দৈত্যাকার কোন ইন্ডিয়ান বুকে দু'হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আরও পশ্চিমে মেসা ভার্দের অবস্থান, ওখানকার ক্যানিয়নে রয়েছে পাথরের তৈরি প্রাচীন এক শহরের ধ্বংসাবশেষ।

ভোর হওয়ার আগেই ফের যাত্রা করল জন। ক্রমশ পশ্চিমে এগোচ্ছে।

ট্রেইলে তাজা ট্র্যাক চোখে পড়ল ওর। আগের রাতের। চারজন রাইডার ধীর কদমে পশ্চিমে চলে গেছে। রাতে ও ক্যাম্প করবার পর এ-জায়গা পেরিয়েছে লোকগুলো, সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় সামনে এবং কাছাকাছি কোথাও ক্যাম্প করেছে। ট্রেইল থেকে সরে এল জন, অপেক্ষাকৃত নিচু জমি ধরে এগোল।

মাড ক্রীকের কাছাকাছি আচমকা উত্তরে মোড় নিল চারজনের ট্র্যাক। হঠাৎ সেদিকে যাওয়ার কারণটা অনুমান করল জন, সম্ভবত কাউবয় হোটেলে

চলে গেছে এরা, ওর মতই সেই পাহাড়ী গুহায় রাত কাটিয়েছে। কত লোক যে এ-পর্যন্ত ওখানে রাত কাটিয়েছে, কে জানে!

কারা এরা? নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত আগন্তুক হতে পারে, কিন্তু কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ জন। কার্ক ফস্টার বা পোর্টারের দলবলও হতে পারে।

তিনদিন বাদে, সন্ধ্যার পর পপলারে ঢুকল জন। আগেই পৌঁছেছে ও, তবে সাপারের সময় হওয়ার অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ, কারণ এ-সময়ে বেশিরভাগ লোক সাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। বাড়িঘরের পিছনের রাস্তা হয়ে আস্তাবলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

নীল রোয়ানটাকে শহরের যে-কেউ চিনবে, এবং দেখতে পেলে সারা শহরে চাউর করে দেবে খবরটা। স্টেবলের পিছনের করালে ওটাকে বেঁধে দৃঢ় পায়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। সামনে-পিছনে দু'দিকেই ঘরের পুরো প্রস্থ জুড়ে খোলা দরজা, তাই শহরের মূল রাস্তার বড়সড় অংশ চোখে পড়ছে।

সামনের দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছে হসল্যার। জনকে দেখেছে সে, তবে আচরণে মনে হলো না গ্রাহ্য করছে। বয়স্ক লোক, গোঁফ বা চুলও ধূসর হয়ে গেছে। পোড়খাওয়া মানুষ।

'আমার ঘোড়া দুটো রেখেছ তো?'

অভিজ্ঞ চোখে ওকে মাপল সে। 'আলবৎ! ঘোড়ার অযত্ন করি না আমি। জানতাম ফিরে আসবে।'

'গুদামে কিছু মালপত্র রেখে গিয়েছিলাম।'

'ওখানেই আছে। ছুঁইনি আমি, কাউকে বলিওনি।'

গুদামে এসে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল জন। তারপর নিজের ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল, প্যাকহর্সের পিঠে চাপাল মালপত্র। দুই ঘোড়াকে লীড করে করালে এনে রোয়ানের পাশাপাশি বাঁধল। দুটো স্যাডলঅলা ঘোড়া, একজোড়া রাইফেল আর বিস্তর অ্যামুনিশন সঙ্গে আছে এখন। এক দঙ্গল ইন্ডিয়ানের সঙ্গে লড়তে পারবে। তা ছাড়া, প্যাকহর্সে রয়েছে শাবল, কোদাল এবং মাইনিঙের অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

'সাবধানে থেকো। ঝামেলাবাজ কিছু লোক রয়েছে শহরে, যে-কারও উপর চড়াও হওয়ার তালে আছে ওরা।'

'পোর্টারের দলবল না কি?'

'পোর্টারের দু'জন লোক একটু আগে শহরে ঢুকেছে,' ঘন ভুরুর নীচে নীল চোখজোড়ায় তীক্ষ্ণ চাহনি, ওকে মাপছে হসল্যার। 'তিনজন আগে থেকে ছিল। অচেনা আরও দু'জনকে ওদের সঙ্গে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। তোমার আসবার খবর সম্ভবত আগে থেকে জানে ওরা।'

'তোমার পাওনা কত হয়েছে?'

'বিশ ডলার। অন্য যে-কোন ঘোড়ার চেয়ে বেশি যত্ন করেছি ওগুলোর। জানতাম বিপদের সময় ওগুলোকে দরকার হবে তোমার।'

'ধন্যবাদ। আজ রাতেই দরকার হবে।'

'এখুনি চলে যাবে?'

'না,' ক্ষণিকের জন্য থামল জন, তারপর যোগ করল: 'সেলুনে ফরমাশ দেওয়া ড্রিঙ্কটা খাইনি আমি। ওটা বাকি থাকবে কেন?'

'লোকগুলো ওখানেই আছে।'

'জানি। ট্রেইলে ধাওয়া খাওয়ার চেয়ে বরং এখানেই মিটমাট হয়ে যাক।'

'বেশ, হয়তো ফিউনেরালে যাচ্ছ! পোর্টারকে দু'চোখে দেখতে পারতাম না। ব্যাটাকে খুন করে আমাদের উপকারই করেছ। যাক্‌গে, একটা পরামর্শ। দলে বব হল্টার নামে এক লোক আছে। চল্লিশের মত বয়স, পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চির মত লম্বা। পুবের লোক হলেও সম্ভবত পালিয়ে এসেছে এখানে। চালু মাল। যেমন হারামী, তেমনি ধূর্ত। হালকাভাবে নিয়ো না ওকে।'

'সেলুনের পাশে বা পিছনে দরজা আছে?'

'দু'দিকেই আছে। তুমি বরং পাশের দরজা দিয়ে ঢোকো। তা হলে ঠিক বারের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাবে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ধন্যবাদ। ফিরে না এলে আমার মালপত্র, সবই তোমার।'

'তুমি ফিরে এলেই খুশি হব। ওই দলের কাউকে পছন্দ হয় না আমার। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে পুরানো শার্পসটা নিয়ে ব্যাটাদের উচিত শিক্ষা দেই, কিন্তু বয়সের কারণে ইচ্ছেটা চেপে রাখতে হয়। বুড়িয়ে গেছি, কুলিয়ে উঠতে পারব না ওদের সঙ্গে। তবে তোমার সঙ্গী হতে আপত্তি নেই আমার। কী বলো?'

'না, ধন্যবাদ। একাই কাজটা করব আমি।'

সিক্সশূটারের ফিতা সরিয়ে রাস্তায় নেমে এল জন, তারপর আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়ে সেলুনের পার্শ্ব-দরজা দিয়ে ভিতরে পা রাখল।

বারে আট-দশজন লোক ভিড় করেছে। একটা টেবিলে খেলা চলছে, বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। বারের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে জন, ওর উপস্থিতি টের পায়নি কেউ, নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল। তবে বারটেন্ডার দেখতে পেয়েছে ওকে, চিনেছেও, ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে থেকে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল লোকটার মুখ। দ্রুত পায়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল সে, মুখ হাঁ করল কিছু বলতে, কিন্তু বাধা দিল জন।

'ড্রিঙ্কটা শেষ করতে এসেছি,' বলল ও। 'গ্লাসটা বারের উপর রাখো।'

'তোমাকে খুন করবে ওরা!' কর্কশ শোনাল বারকীপের কণ্ঠ। 'খোদার দোহাই, ম্যান, চলে···!'

সবক'টা মুখ ঘুরে গেল ওর দিকে। এরই মধ্যে বব হল্টারকে শনাক্ত করে ফেলেছে জন। লিঞ্চিং পার্টিতে দেখেছিল লোকটাকে, তাগড়া লোক।

সঙ্গে পোর্টারদের দুই ভাই–হব আর জ্যাকও রয়েছে–লোকমুখে এদের বর্ণনা শুনে চিনতে পেরেছে।

'হাউন্ডি,' বলল জন। 'বোধহয় আগেও আমাদের দেখা হয়েছিল?'

কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না কেউ। একেবারে বেকুব বনে গেছে সবাই। ওকে খুন করবার ইচ্ছে তাদের, কয়েক দফা চেষ্টাও চালিয়েছে, কিন্তু ঠিক ওদের নাকের ডগায় চলে এসেছে এখন জন; অ্যামুশে কাউকে খুন করা আর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ওই একই লোকের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। দু'একজন তো স্বচক্ষে খুন হতে দেখেছে হ্যারি পোর্টারকে, সে-ই ছিল ওদের ত্রাস।

'মাথা বিগড়ে গেছে ওর,' বাঁকা সুরে বলল হব পোর্টার।

'ঘোড়া আর মালপত্র নিয়ে যেতে শহরে এসেছি আমি। এসে দেখলাম ট্রেইলে আমার পিছু নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছ সবাই। কষ্ট করে ছোটাছুটি করবার বা ধৈর্য ধরে অ্যামুশ পাতবার কী দরকার, তার চেয়ে ঝামেলা এখানেই চুকিয়ে দেওয়া ভাল। সময় ও শ্রম, দুটোই বাঁচবে আমাদের।'

নড়ল না কেউ। জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল একজন, মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল অন্য একজন, আর টেবিলের এক পাশে বসা বব হল্টার নির্বিকার মুখে বসে আছে, ভুলেও জনের দিকে তাকাচ্ছে না, মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় আছে।

ড্রিঙ্ক পরিবেশন করল বারটেন্ডার। দুটো পেনি বারের উপর রাখল জন। 'লাগবে না,' দ্রুত বলল লোকটা। 'জলদি গলায় ঢালো ড্রিঙ্কটা। আর···দয়া করে এখানে গোলাগুলি কোরো না! এইমাত্র মেঝে পরিষ্কার করেছি আমি!'

কিন্তু একমত হতে পারছে না জন। পোর্টারদের দলবলের কার্যকলাপ নিতান্ত অপছন্দ ওর, কয়েকজন ড্রাই-গাল্‌শারের খোঁজে সারাক্ষণ পিছনের ট্রেইলে নজর রাখবার ইচ্ছে নেই। সম্ভবও নয় সেটা। সুতরাং, এখানে মুখোমুখি হয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

এবার জনের দিকে ফিরল বব হল্টার। চাহনিতে কৌতুক মিশ্রিত কাঠিন্য ঝরে পড়ছে। বিপজ্জনক মানুষ সে। তবে অন্যদের কথা আলাদা, এরা প্রায় প্রত্যেকেই হামবড়া স্বভাবের, নির্ভেজাল সুবিধাবাদী। স্বভাবে যাই হোক, হল্টার শোডাউন শুরু করলে নির্ঘাত সঙ্গ দেবে তাকে। মোট কথা, শত্রুর সংখ্যার হেরফের হবে না।

গ্লাস তুলে চুমুক দিল জন, তারপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। সব ক'জনের উপর তীক্ষ্ণ মনোযোগ রেখেছে, তবে সরাসরি কারও দিকে তাকাচ্ছে না; কারণ সেক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে চলে যাবে ব্যাপারটা। যার দিকে তাকাবে, সে-ই মনে করবে তাকে চ্যালেঞ্জ করছে জন। এ-মুহূর্তে যতটা সম্ভব গোলাগুলি এড়িয়ে যেতে ইচ্ছুক ও।

একই সময়ে, যে-কোন পরিস্থিতির জন্য ও যে প্রস্তুত সেটা জানিয়ে দিতেও কসুর করছে না। ভাঁওতা নয়, বরং এদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়ে দলটা হালকা করে দেওয়ার ইচ্ছে ওর। একজন কমলেও স্বস্তি বোধ করবে। কেউ কিছু বলছে না দেখে ধীরে ধীরে ড্রিঙ্কটা শেষ করল জন, দুই পেনি বারের উপরই পড়ে থাকল। মুফতে কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর।

'হ্যারি পোর্টার খুন হওয়ার সময়,' বলল ও। 'তোমাদের কেউ কেউ এখানেই ছিল। একটা ড্রিঙ্ক, এক বেলা খাবার ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার ছিল না আমার। খেয়েই চলে যেতাম নিজের পথে। কিন্তু হ্যারির কারণে সম্ভব হয়নি। ও আমাকে নিজের কারিশমা দেখাতে চেয়েছিল। দেখাতে চেয়েছিল ও আসলে কতটা নীচ। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, তা হলে বলতে পারি, পিস্তলে ওর দক্ষতা গড়পড়তার চেয়েও শ্লথ। মোটামুটি ফাস্ট বলা যাবে ওকে। বিখ্যাত বন্দুকবাজ হওয়া দূরে থাক, ল্যাংফোর্ড পীল, বিল টিল্‌ঘম্যান, ডেভ মাস্টারস বা লুক শর্টের মত সাধারণ বন্দুকবাজদের কাতারেও পড়বে না সে।'

'তুমি কে, মিস্টার?'

যে-লোকটা প্রশ্ন করেছে, হল্টারের কাছাকাছি একই টেবিলে বসে আছে। একটু বয়স্ক, প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, জীর্ণ একটা সুট আর ডার্বি হ্যাট তার মাথায়।

'নামে কী আসে-যায়? কেউ আমাকে বলে ছন্নছাড়া, কেউ বলে ভবঘুরে। কারণ ওই কাজটাই করি আমি। ঘুরে বেড়াই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।' বারের উপর রাখা কনুই তুলে সিধে হলো জন। 'আমার মালপত্র নিতে ফিরে এসেছি। তোমাদের কারও সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে আসিনি, কিংবা আগেরবার, হ্যারি পোর্টারের সঙ্গেও লাগতে আসিনি। ভুল লোকের বিরুদ্ধে পিস্তল তুলে ফেলেছিল ও, এই যা।'

'খুব ভালমানুষ ছিল সে!' রাগে কেঁপে উঠল জ্যাক পোর্টারের কণ্ঠ।

'ডজ সিটিতে বা ডেডউডে ওর মত ভালমানুষ মেঝে ঝাঁট দেয়,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জন। 'তো, যার যার ট্রেইলে চলে যাব আমরা। মজা শেষ। কেউ যদি আমার পিছু নাও, তাকে খসিয়ে ফেলব আমি। চিরতরে।'

দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে এক লোক, এই প্রথম তাকে দেখতে পেয়েছে জন। আগে কখনও দেখেনি লোকটাকে, কিন্তু ঠিকই পরিচয় অনুমান করতে পারল। ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করল ও।

দরজাটা ওর কাছ থেকে তিন কদম দূরে। এদিকে সিধে হওয়ার সময় এক পা পাশে সরে গেছে জন, দূরত্ব কমে গেছে। আরও এক পা পিছিয়ে এল, তারপর পাশ ফিরে দোরগোড়ায় পা রাখল, বাইরে কেউ ওঁৎ পেতে থাকতে পারে, বিস্মৃত হয়নি।

কেউ নেই অবশ্য।

শূন্য রাস্তা। কোথাও কোন কোলাহল নেই। রাস্তার দু'ধারে বড়জোড় নয়-দশটা দালান, এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা বাড়ি আর শ্যাক রয়েছে। ক্যানভাসের কয়েকটা তাঁবুর ভিতরে আলো দেখা যাচ্ছে। কোথাও কিছু নড়ছে না, চারপাশ নীরব, শান্ত। মিনিট খানেক কান খাড়া রেখে অপেক্ষা করল ও, কেউ যদি পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে যায় বা বেরিয়ে আসে, ক্ষীণতম শব্দ হলেও শুনতে পাবে।

বেরোল না কেউ।

নিশ্চিন্ত মনে লিভারি স্টেবলের দিকে এগোল জন।

দরজায় হসল্যারকে পেল ও। 'গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম না।'

'কী কারণে জানি না, ইচ্ছেটা বাদ দিয়েছে ওরা। কি জানি, হয়তো আপাতত চেপে গেছে। যাক্‌গে, ড্রিঙ্কটা শেষ করে এসেছি। এবার ট্রেইলে উঠব, পপলারকে পিছনে ফেলে চলে যাব। ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি খুশি হয়েছি।'

'আবার কখনও এদিকে এলে, দেখা কোরো। একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করব।' একটু থামল লোকটা। 'পরিচিত কাউকে দেখেছ?'

রাস্তার কাছাকাছি মাত্র চারটা দালান আলোকিত, জানালায় নড়াচড়ার আভাস নেই। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে, সঙ্গে পাহাড় থেকে নিয়ে আসা পাইনের সুঘ্রাণ। দারুণ সুন্দর জায়গা, সময়টা উপভোগ করছে জন; গুটিকয়েক আগাছার জন্য এই আনন্দ মাটি করবার কোন মানে হয় না। তবে সবকিছুরই শেষ আছে। যত টাফ হোক, কিংবা যতই ঝামেলা করুক, এদের পরিণতি বুট হিলে কবরের সংখ্যা বাড়াবে কেবল। তারপর কেউই মনে রাখবে না ওদের।

'হ্যাঁ,' বলল জন। 'একজনকে আগে কখনও দেখিনি এখানে।'

'জানতাম ওকে দেখতে পাবে। কয়েকদিন আগে এসেছে লোকটা, ঘুরঘুর করছে।'

'ওদের সঙ্গে?'

'সম্ভবত আগে থেকে পরিচিত ওরা, কিংবা এখানে আসবার পর পরিচয় হয়েছে। উঁহুঁ, একসঙ্গে কাজ করছে না বোধহয়, কারণ ওই লোককে ভাড়া করবার মত টাকা নেই ওদের কাছে, থাকলেও করবে না।' থামল বুড়ো হসল্যার। 'ঘাঘু পিস্তলবাজ। বিস্তর টাকা আছে এমন কেউ ভাড়া করেছে ওকে, এমনও হতে পারে স্রেফ ঋণ পরিশোধ করতে এসেছে লোকটা।' মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল সে। 'সম্ভবত এটাই ঘটেছে।'

রোয়ানকে বিশ্রাম দিতে অ্যাপালুসায় চড়ল জন, অন্য দুই ঘোড়াকে লীড করে বাড়িঘরের পিছনের রাস্তা ধরে এগোল। কয়েকটা জীর্ণ চেহারার বার্ন আর শেড, পিকেট ফেন্সঅলা একটা সুদৃশ্য বাড়ি পাশ কাটিয়ে গেল। বাড়ির

জানালা-পথে আলো ছিটকে পড়েছে বাইরে, বালিময় শুকনো একটা ওঅশ পেরোনোর পর ট্রেইলের কাছাকাছি চলে এল।

শহর থেকে মাইল খানেক আসবার পর ট্রেইলে উঠে এল জন, ঘোড়া থামিয়ে কান পাতল। অ্যাসপেন পাতার মর্মরধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ঠাণ্ডা বাতাস। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে নিরানন্দ চাহনিতে পিছনে ফেলে আসা শহরের দিকে তাকাল, এই শহরে ওর অভিজ্ঞতা তিক্তই বলা চলে–নির্লিপ্ত অভ্যর্থনা, অর্থহীন বিদ্বেষ বা স্নায়ুক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, মনে মনে কিছুটা হলেও করুণা বোধ করছে। ভাল, নিরীহ মানুষও আছে এখানে, এদের কারও সঙ্গে পরিচয় নেই ওর, কিন্তু এরা শান্তি চায়, স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করে; যার যার নিজস্ব রীতি আর প্রচেষ্টায় কাজ করে যাচ্ছে সে-জন্য। এরা আশা করে শান্তিপূর্ণ শহর হিসাবে গড়ে উঠবে পপলার।

বাড়ির জানালায় আলো দেখতে ভাল লাগছে ওর। একসময় পশ্চিম ছিল বিরান শূন্য প্রান্তর। শত মাইল পাড়ি দিলেও এমন আলো চোখে পড়ত না। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন এসেছে, বসতি গড়েছে। কিন্তু প্রত্যেকের কাছে, বাড়ি হচ্ছে ট্রেইলের চূড়ান্ত গন্তব্য।

র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে মনস্থ করেছে জন। বিদায় জানাবে দুই মহিলাকে, হয়তো মিসেস রীভসের তৈরি সাপারও উপভোগ করবে, তারপর ট্রেইলে উঠবে। নিজের সমস্যা নিজেই সামলাবে মিসেস রীভস। ওকে নিয়ে কাউকে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হতে হবে না। এখানে থাকলেই আরও জড়িয়ে পড়বে, সুতরাং যত জলদি বিদায় জানাবে, ততই স্বস্তি বোধ করবে।

চিন্তাটা পছন্দ হলো না ওর। সত্যি কি চলে যেতে পারবে? শেষটা যেমন হবে ভাবে, বরাবর সেরকম হয় না। এখানেও কি তাই হবে?

আসলে র‍্যাঞ্চের মালিক কে? সত্যিই কি দ্বিতীয় একটা উইল তৈরি করেছিল জর্জ উইলসন, যে-কারণে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে তার প্রাণপ্রিয় ভাতিজী? কোন ব্যাখ্যাই মেয়েটিকে দেয়নি সে, জানানোর প্রয়োজনও বোধ করেনি! ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, অযৌক্তিক তো বটেই। আর স্কট হিগিন্সকেই বা ভাড়া করেছে কে? কাকে খুন করতে?

স্কট হিগিন্স চড়া দরের বন্দুকবাজ। সবার সামর্থ্য নেই তাকে ভাড়া করবার। কার আছে এত টাকা? ভাড়াটে খুনী হিসাবে সারা পশ্চিমে কুখ্যাতি পেয়েছে লোকটা, যদিও কেউ তাকে কোন একটা খুন করতে দেখেনি, কিংবা গ্রেফতারও হয়নি কখনও। হাজার খানেক ডলার পেলেও মানুষ খুন করতে দ্বিধা করে না লোকটা। কিন্তু এক হাজারও কম টাকা নয়।

হঠাৎ সম্ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়: ওকে খুন করতে স্কট হিগিন্সকে ভাড়া করা হয়নি তো?

তেরো

দেয়ালের লাগোয়া চেয়ারে ঠায় একই ভঙ্গিতে বসে ছিল সে, টুঁ শব্দ করেনি, একটা আঙুলও নাড়েনি; স্রেফ দেখে গেছে জনকে। স্কট হিগিন্সের ধাতই এমন। অসীম ধৈর্য নিয়ে শিকারকে পর্যবেক্ষণ করে–চলাফেরার ভঙ্গি, কথাবার্তার ধরন, অভ্যাস···খুঁটিনাটি সবকিছু জেনে নেবে; তারপর মোক্ষম সময়ে, নিজের সুবিধা ও ইচ্ছেমত আঘাত হানবে–শিকারকে সামান্য সুযোগও দেবে না। প্রস্তুতি ছাড়া এক পাও ফেলবার বান্দা নয় সে। হয়তো এ-কারণেই তার সাফল্য এত বেশি, ধরাও পড়েনি কখনও।

হিগিন্স সম্পর্কে জন যতটা জানে, সম্ভবত ওর সম্পর্কে এরচেয়ে বেশিই জানে লোকটা। ভবঘুরে বা ছন্নছাড়া পরিচয় নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না, বরং ওর সম্পর্কে খোঁজখবর করবে–যদি আগে থেকে জানা না থাকে, জেনে নেবে প্রতিটি তথ্য।

কিন্তু কে ভাড়া করেছে তাকে? কেন ওর মৃতদেহ দেখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে বা তারা?

জনের লাশ দেখতে পেলে খুশি হবে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম না হলেও কেউই টাকার কুমির নয়। যে-কাজ নিজে করতে পারবে না, টাকা খরচ করে সেটা করবার চিন্তাও করবে না এদের কেউ।

তার মানে···এদের কারও যথেষ্ট টাকা রয়েছে, কিংবা তার প্রতি ঋণী স্কট হিগিন্স।

ট্রেইল থেকে সরে এসে গাছপালার আড়ালে নিচু একটা জায়গায় ক্যাম্প করল ও। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। স্যাডল ত্যাগ করে ঘোড়াকে পিকেট করল, তারপর ব্যাগ থেকে শুকনো মাংস বের করে চিবাল কিছুক্ষণ। কফি খেতে ইচ্ছে করছে খুব, কিন্তু আগুন জ্বালালে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। এমনও হতে পারে, ওর পিছু নিয়েছে স্কট হিগিন্স, সেক্ষেত্রে ক্যাম্পের আগুন দেখে ওর অবস্থান জেনে ফেলবে লোকটা।

গাছের ছায়ায় বিছানা করল ও, ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে। পাহারার কাজে ঘোড়াগুলোই ভরসা।

দিনের আলো ফুটবার ঘণ্টা খানেক আগেই ট্রেইলে উঠে এল ও, পুবে এগোল।

পোর্টারদের দলবল যে হাল ছেড়ে দেবে না, এটা একরকম নিশ্চিতই। পপলার থেকে বহাল তবিয়তে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা এতটুকু কমেনি। বরং ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছে জন, অবচেতন মনে টের পাচ্ছে ঝামেলা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তৈরি থাকাই উচিত।

স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে চেম্বারে কার্তুজ পরখ করল, দরকার ছিল না অবশ্য, কারণ বরাবরই রাইফেল পুরোপুরি লোডেড রাখে ও।

রাইফেল হাতে রেখেই ছুটতে থাকল জন।

ওর সঙ্গে যে তিনটা ঘোড়া আছে, শত্রুপক্ষ বোধহয় জানে না। তবে স্কট হিগিন্সের কথা আলাদা। সব খোঁজখবর নিয়ে তবে বেরোবে লোকটা। তার স্বভাবই এমন–কোন ঝুঁকি নেবে না। আচমকা ট্রেইল ছেড়ে বনে ঢুকে পড়ল জন, ঘোড়া থামিয়ে মিনিট কয়েক অপেক্ষা করল–চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। গাছের আড়াল ধরে চলাচল করা সহজ কাজ নয়, সবচেয়ে বড় কথা শত্রুপক্ষ হয়তো এলাকাটা ওর চেয়ে বেশিই চেনে।

আনমনে চোয়াল ঘষল ও। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। র‍্যাঞ্চে পৌঁছে, শেভ না করে মেয়েদের সামনে যাওয়া যাবে না। আশপাশে বা পিছনের ট্রেইলে কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। অযথাই উদ্বেগ বোধ করছে? হাতের তালু শার্টে মুছল ও, চোখ কুঁচকে তাকাল রৌদ্রদগ্ধ জমিনের দিকে।

গাছের আড়াল থেকে নিচু জমি ধরে এগোল ও, গাছে ছাওয়া একটা রীজের পাদদেশ ধরে মোড় নিল। আচমকা ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, কান দুটো সজাগ। সত্যি কি ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে, না কি ওর কল্পনা?

ফের চারদিকে সন্দিহান দৃষ্টি চালাল জন। কোথাও ধুলো নেই, তবে চারপাশে ঘেসো জমি থাকায় কেউ রাইড করলে ধুলো উঠবার কথাও নয়। সামনে ঢেউ খেলানো বিস্তৃত উপত্যকা, বুকের হাড়ের মত গজিয়ে উঠেছে অনুচ্চ রীজ আর জলাভূমির ন্যায় নিচু জায়গা, যেখানে ঘন হয়ে জন্মেছে গুল্ম জাতীয় গাছ। দুটো ছোটখাট ঝর্না রয়েছে একপাশে। খোলা এলাকা ধরে এগোতে রীতিমত আশঙ্কা বোধ করছে জন, তাই গাছের আড়ালে ফিরে গেল আবার, বিস্তৃত ঢালু জমি ধরে ক্রমশ উঁচু প্রান্তরের দিকে এগিয়ে চলল।

*

আচমকা দিক বদলে ডানে মোড় নিল জন, নিচু জমিতে গাছের আড়ালে চলে এল। ঘন সিডার জন্মেছে এখানে। গাছের ফোকর গলে এগোল ও, খোলা জমি খুঁজছে যাতে সহজে এগোতে পারে ঘোড়াগুলো।

পাহাড়ী ঢালে বুনো ফুল ফুটেছে, অপূর্ব লাগছে দেখতে, যেন নানা রঙের বাহারী গালিচা। ছায়াভরা বনে ঢুকে পড়ল ও আবার, মাঝে মধ্যে থেমে কান পাতছে। তিনটা ঘোড়া নিয়ে এগোনো কঠিন হয়ে পড়েছে; ট্র্যাক-পড়বেই। কিন্তু বিকল্প ট্রেইলের হদিশ জানা নেই ওর, না জেনে এগোলে হয়তো বদ্ধ কোন জায়গায় আটকা পড়বে। সুতরাং এ-ট্রেইল ধরেই এগোতে হবে।

ঘুরপথে কাঁটাগাছের কিছু ঝোপ পাশ কাটাল, দূরে বনের ফাঁকে খোলা জায়গা চোখে পড়ছে; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের জমি নিরীখ করল ও। চার

রাইডারকে দেখতে পেল, কার্ক ফস্টারের ঘোড়ায় চড়েছে একজন। সম্ভবত সে-ই।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ওরা, পাহাড়ে দৃষ্টি চালাল। তবে ওদের দৃষ্টি জন যেখানে আছে, তার কিছুটা উপরে। আঙুল তুলে কী যেন দেখাল একজন, পরমুহূর্তে সেদিকে ঘোড়া ছোটাল সবাই।

নির্দ্বিধায় পাহাড়ী ঢাল বরাবর ছুটল জন, সরাসরি ফস্টারদের দিকে। বনের কিনারে পৌঁছে দেখতে পেল দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে দলটা; সুতরাং নিজের পথে, দক্ষিণে এগোল ও।

দুপুর নাগাদ ক্যানিয়নের লাগোয়া আকাশচুম্বী মেসার পাদদেশে পৌঁছল জন। পাহাড়ের বুকে হারিয়ে গেছে অসংখ্য ট্রেইল, যে-কোন একটা ধরে এগিয়ে যাওয়ার ঝোঁক দমন করল ও। যেন-তেন ট্রেইল ধরে এগোলে শেষে হয়তো আটকা পড়ে যাবে, এদিকে পিছু নিয়ে আসছে শত্রুপক্ষ; অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ ঠেকানোর উপায় থাকবে না তখন। ক্ষীণ, একেবারে কম ব্যবহৃত একটা ট্রেইল ধরে এগোল।

ধীর গতিতে এগোচ্ছে ও। সমস্যার কথা হচ্ছে, বহুদূর থেকে চোখে পড়বে ওকে। তবে আশার কথা, জন যেখানে যাচ্ছে, সেখানে যাবে বলে আশা করছে না প্রতিপক্ষ।

পাহাড়ী খাঁজ বা কিনারে বাঁক নিয়েছে ট্রেইল, ক্রমশ খাড়া ঢালের দিকে এগিয়ে চলেছে। এলাকাটা যেহেতু ঠিকমত চেনে না, ওর অনুমান মেসা ভার্দের উত্তরের চূড়ার দিকে যাচ্ছে, তবে নিশ্চিত নয় ও, আরও পশ্চিমের কোন মেসাও হতে পারে এটা।

রীজের চূড়ায় এসে অ্যাসপেনের আড়ালে থামল, পিছনের ট্রেইল জরিপ করল। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই, নেহাত দুর্ভাগা না হলে ঠিকই ফাঁকি দিতে পেরেছে শত্রুপক্ষকে, পুবের পাহাড়ী এলাকায় ওকে খোঁজাখুঁজি করছে তারা—কারণ ওদিকেই যাওয়ার কথা ওর। এখান থেকে মাইলকে মাইল বিস্তীর্ণ জমি চোখে পড়ছে।

বহু দূরে, উত্তর-পশ্চিমে, আবাজো পর্বতমালা; তারও পিছনে লা সাল্‌স। খুব বেশিদিন হয়নি ওখানে ছিল জন। ধোঁয়াহীন স্বচ্ছ বাতাস, ঝকঝকে নীল আকাশ, গুটিকয়েক মেঘ হয়তো ভেসে বেড়ায় আকাশে। দক্ষিণে, নিউ মেক্সিকো সীমান্তে দিগন্তের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া শিপরক পর্বতমালার কয়েকটা চূড়া চোখে পড়ছে। সদ্য ফেলে আসা পথে ফিরে এল ওর দৃষ্টি, খুঁটিয়ে দেখল—কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না।

নিশ্চিন্ত মনে এগোল ও। সিডার সারি পেরিয়ে ভগ্নপ্রায় একটা দালান দেখতে পেল, পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু বোল্ডার। ক্যাম্পের জন্য জায়গাটা সুন্দর। ক্যানিয়নের তলা থেকে যথেষ্ট উঁচুতে উঠে এসেছে, নিরাপদ দূরত্ব বলা চলে, তা ছাড়া সিডার সারির কারণে দূর থেকে চোখে

পড়বে না ক্যাম্পের আগুন।

ঘোড়া থামাল জন, ক্যাম্প নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কাছাকাছি কিছু ঘাস রয়েছে, ঘোড়াগুলোকে পিকেট করল ও। বিশ হাত দূরে পাহাড়ী ফোয়ারা বইছে, এ-ছাড়াও রয়েছে বৃষ্টির পানি আটকানোর ব্যবস্থা। বাড়ি বা এসব বহু আগে তৈরি করেছে ইন্ডিয়ানরা। বিপদে পড়লে হয়তো এখানে রাতও কাটায় কেউ কেউ। যথেষ্ট পানি রয়েছে গর্তে, জন বা ঘোড়াগুলোর চাহিদা মেটানোর পরও থেকে যাবে কিছুটা।

আগুন জ্বালানোর সময় ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেয়ে ফোয়ারার দিকে তাকাল ও, একটা কয়োটকে দেখতে পেল। মানুষ দেখতে অভ্যস্ত নয় বলে মোটেই ভীত নয় ওটা, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে তেষ্টা মেটাতে শুরু করল। দু'বার চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে, পানি খাওয়ার সময়ও চোখের কোণ দিয়ে দেখতে থাকল; শেষে, মাথা তুলে সরাসরি তাকিয়ে থাকল, একটা থাবা তুলে রেখেছে। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে চলে গেল, জনকে বিপজ্জনক নয় বলে ধরে নিয়েছে।

থলে থেকে বেকন বের করে ভাজল জন, রুটি তৈরি করল। অস্তমান সূর্যের আগুনরঙা আলোয় সোনালি ছোপ পেয়েছে পশ্চিমের লা প্লাস পর্বতমালা। শিগ্‌গিরই অন্ধকার নামবে চরাচরে। শত্রুপক্ষের কথা ভাবছে জন, ওর ট্রেইল খুঁজে পেলেও অন্ধকারে নিশ্চিত না হয়ে পিছু নেওয়ার সাহস করবে না লোকগুলো। অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে।

আগুনের পাশে বসে পড়ল ও, সাগ্রহে গরম কফির কাপ তুলে নিল। র‍্যাঞ্চের দুই মহিলার কথা মনে পড়ল।

কোথাও যেতে অনিচ্ছুক মিসেস রীভস। প্যারট সিটি বা অ্যানিমাস সিটিতে যে খুব সুযোগ-সুবিধা আছে, তা নয়; কিন্তু মেয়ে মাত্রই কেনাকাটা করতে পছন্দ করে, সুযোগ পেলে ঘুরে বেড়ায়। কখনও র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরোয়নি মহিলা। অভিনেত্রী হিসাবে সারা জীবন ঘুরে-ফিরে কাটানোর পর অনাগ্রহ বোধ করতে পারে।

মহিলা সত্যিই সুন্দরী। পরিপাটি ধূসর চুলগুলো সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে; এবং ঈর্ষণীয় ব্যাপার, বয়সের ছাপ পড়েনি তার মুখে।

জোসি সত্যিকার সুন্দরী। সতেজ নিটোল একটা গোলাপের মত। কিন্তু কখনও হাসে না মেয়েটা। নির্বিকার, নির্লিপ্ত মুখ। শুধু চোখেই ওর ভাষার প্রকাশ।

আসলে কে ও? র‍্যাঞ্চ হাউসে আগুন লাগাতে আসা লোকটাকে গুলি করে উচিত কাজই করেছে জোসি, একটুও দোষ নেই ওর। বরং পরিস্থিতির খাতিরে যা প্রয়োজন ছিল, নির্দ্বিধায় তাই করেছে; যতই গোলাগুলিতে বেড়ে উঠুক, নেহাত কর্তব্য পালনের চেয়েও বেশি কিছু প্রকাশ পায় ঘটনাটায়।

জনের পকেটের উইল মোতাবেক র‍্যাঞ্চের মালিক ক্রিস্টিনা উইলসন।

র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়ার পর, এ-ব্যাপারে একটা কিছু করতে হবে।

র‍্যাঞ্চেই ফিরে যাচ্ছে ও।

ক্লিফের কিনারে চলে এল জন, চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল, কান খাড়া।

ক্যাম্পের আগুন প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছে, তবে কফিটা গরম রয়েছে এখনও। আরও এক কাপ গলাধঃকরণ করে বেডরোলে শুয়ে পড়ল, তারপর বাচ্চাদের মত গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

রাতে দু'বার ঘুম ভেঙে গেল ওর, কান পেতে রাতের শব্দ শুনল, একবার ক্লিফের কিনারে এসে দাঁড়াল। আকাশে হাজারো তারার মেলা বসেছে, আকাশচুম্বী ক্লিফে থাকায় নিজেকে তারই একটা মনে হলো ওর।

ভোরের আলো আকাশে উঁকি দেওয়ার আগেই ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল জন, সাপ্লাই পরীক্ষা করল। যথেষ্ট থাকলে এখানেই কাটিয়ে দিত কয়েকটা দিন, ফস্টারের লোকজন ওকে খোঁজাখুঁজি করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেত শহরে, তখন নিশ্চিন্তে র‍্যাঞ্চে চলে যেতে পারত ও। কিন্তু যা আছে, বড়জোর হয়তো দু'দিন চলবে। এ-অবস্থায় র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, বিদায় নিয়ে প্যারট সিটিতে গিয়ে ক্রিস্টিনা লী উইলসনের সঙ্গে দেখা করবে, উইলটা মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে নিজের পথ ধরবে।

ক্লিফের পাশ দিয়ে ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে উত্তরে এগোল জন। দারুণ সঙ্কীর্ণ, ঢালু পথ। ইন্ডিয়ানরা পায়ে হেঁটে চলাচল করত একসময়। নামতে গিয়ে বারবার কাঁটা দিল শরীরে, কিন্তু টানা এগিয়ে চলল ও। সিডার সারির ফাঁক গলে গিরিখাতের পাশে চলে এল, তারপর মেসার পুব রিমে পৌঁছল। সামনে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি, দূরে ম্যানকস ভ্যালি আর ম্যাগি'স রক এবং র‍্যাঞ্চের পুরো লে-আউট চোখে পড়ল—বাঁধানো ছবির মত ছোট্ট, কিন্তু স্পষ্ট।

মেসার কিনারা হয়ে সঙ্কীর্ণ পথ নেমে গেছে। নির্দ্বিধায় এগোল জন, মোটামুটি নিশ্চিন্ত যে ঠিক পথে এগোচ্ছে। নীচে নেমে পুব দিকে এগোল, সারাক্ষণ ট্রেইলের উপর চোখ রেখেছে, কিন্তু কাউকে চোখে পড়েনি।

বুনো এলাকা এটা। আশপাশে প্রচুর গরু চোখে পড়ছে, বেশিরভাগ ব্র্যান্ড ওর অপরিচিত, তবে সার্কেল-ডব্লুর কয়েকটা গরুও দেখেছে। মূল ট্রেইল কিছুটা উত্তরে, চিহ্ন পড়বার ভয়ে এড়িয়ে চলছে ও, তাই মেনাফি পর্বতমালার কিনারা ঘুরে ট্রেইলহীন পথ ধরে এগোল, তারপর থমসন পার্কে পৌঁছে গেল।

রেঞ্জে গরু আছে যখন, কাউবয়ও থাকাই স্বাভাবিক, তবে এ-পর্যন্ত কাউকে চোখে পড়েনি বলে স্বস্তি বোধ করছে; আশা করল কেউ দেখবার আগেই গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবে। আড়াআড়ি থমসন পার্ক ধরে এগোল ও, চেরী ক্রীক পাড়ি দিয়ে ডেডম্যান ক্যানিয়নের দিকে ছুটল। এ-মুহূর্তে সার্কেল-ডব্লু রেঞ্জে ঢুকে পড়েছে, নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়ার একটা ট্রেইল ধরে ম্যাগি'স রকের কাছাকাছি রীজের দিকে এগোল।

ডেডম্যান ক্যানিয়ন একেবারে ছোট গিরিখাত। দু'পাশে আকাশচুম্বী সিডার আর অ্যাসপেনের সারি। ক্যানিয়ন পিছনে ফেলে স্প্রিং গাল্‌শ ধরে এগোল ও। জায়গাটা বিপজ্জনক বলে চোখ-কান খোলা রেখে এগোচ্ছে, হাতে রাইফেল ওর, প্রস্তুত যে-কোন জরুরি মুহূর্তের জন্য। এ-পর্যন্ত আসতে মাথাটাকে যথেষ্ট খাটিয়েছে, তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই ভাগ্যের সহায়তাও পেয়েছে।

স্কট হিগিন্সের চিন্তা মাথা থেকে সরাতে পারছে না, মন খুঁতখুঁত করছে। কাকে খুন করতে এসেছে লোকটা? যদি ওকেই টার্গেট হিসাবে স্থির করে থাকে, এ-মুহূর্তে কোথায় আছে ভাড়াটে খুনীটা? ফস্টার বা পোর্টারের দলের অন্য লোকগুলো স্রেফ ঝামেলাবাজ এবং সুযোগসন্ধানী, এদের সামলাতে সমস্যা হবে না, কিন্তু স্কট হিগিন্স···বিষধর গোক্ষুরের চেয়েও বিষাক্ত, হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

স্প্রিং গাল্‌শের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছল ও, ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। দারুণ ক্লান্ত বোধ করছে, ঘোড়াগুলোর অবস্থা প্রায় করুণ যদিও একবার ঘোড়া বদল করেছে জন। কিছুক্ষণের মধ্যে রূপালি চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রকৃতি। চারপাশে প্রায় সবকিছু স্পষ্ট চোখে পড়ছে, তাই ম্যাগি'স রকের ঠিক নীচে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল, ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল-ব্রিডল খসিয়ে পিকেট করল। যথেষ্ট এবং তাজা ঘাস রয়েছে এখানে। ওর নিজেরও বিশ্রাম দরকার। তবে আজ রাতে কফি মিলবে না।

চারপাশে কেউ নেই নিশ্চিন্ত হওয়ার পর কাল র‍্যাঞ্চে যাবে। মেয়েদের বিদায় জানিয়ে প্যারট সিটিতে গিয়ে ক্রিস্টিনার সঙ্গে দেখা করবে।

এমন নয় যে ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছে মেয়েটা। ক্ষণিকের পরিচয়, হয়তো ওর কথা ভুলে গেছে ক্রিস্টিনা। ব্যক্তিগত আগ্রহের চেয়ে দায়িত্বই বড় জনের কাছে। উইলটা তুলে দিতে হবে ক্রিস্টিনার হাতে। উইল না থাকলে মালিকানার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না মেয়েটি।

অন্তত অর্ধেক র‍্যাঞ্চের মালিক ও···

চিন্তাটা নতুন করে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল জনকে। আচ্ছা, মিসেস রীভসকে র‍্যাঞ্চের মালিকানা দেওয়ার সময় জর্জ উইলসন কি কিছুই বলেনি, জানায়নি যে অর্ধেকের মালিকানা পাবে সে? ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগছে ওর কাছে। এমন গোপনীয়তার কী কারণ থাকতে পারে?

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে, অন্তত এখন এত ঘোলাটে বিষয় নিয়ে ভাবলে কাজের কাজ কিছু হবে না, হাল ছেড়ে দেওয়ার সময় ভাবল জন। শরীর ক্লান্ত, চিন্তা-ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তবে ভেবেচিন্তে খুব কম সমস্যার সমাধান করেছে ও। অতীতেও তাই হয়েছে। ঘোড়া বা গরুর ক্ষেত্রে ঠিকই চলে মাথাটা, মাইনিঙের সময়–জ্যাক বা ড্রিল হাতে পেলেও দিব্যি কাজের কাজী হয়ে যায়। একটা ডাবল-জ্যাক চালাতে যথেষ্ট শক্তি দরকার হয়, বাহু

শক্তিশালী না হলে চলে না, সেটা আছে ওর; কিন্তু গায়ের জোরে তো বুদ্ধি বের হয় না···

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আকাশ পরিষ্কার, দেখে মনে হলো না বৃষ্টি হবে, কিন্তু পাহাড়ী এলাকায় যে-কোন সময় বৃষ্টি হতে পারে। ঘোড়ার পিকেট পিন তুলে একটা গাছের নীচে ক্যাম্প স্থানান্তর করল জন, বৃষ্টি হলে গাছের পাতার কারণে কিছুটা হলেও কম ভিজবে।

অভিজ্ঞতা থেকে জানে এত উঁচুতে র‍্যাটলারের ভয় নেই। সাত হাজার ফুট উচ্চতায় জীবনে কোন সাপ চোখে পড়েনি ওর, ছয় বা সাড়ে ছয় হাজার ফুটে দু'একটা দেখেছে। এখানে, গাছপালার বৈচিত্র্য আর আকার দেখে আন্দাজ করেছে অন্তত সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে ও।

ঘণ্টা কয়েক আগে বৃষ্টি হয়েছে বোধহয়, চারদিকে তার নমুনা। তবে দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে–বজ্রপাত আর মেঘের দূরাগত গুড়গুড় শব্দ শুনতে পাচ্ছে। লা প্লাটা পর্বতশ্রেণীর উপর নীল বিদ্যুৎও চোখে পড়ছে। গত কয়েক ঘণ্টায় ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে পাড়ি দিয়েছে ও, ট্রেইলের আশপাশে নিচু জায়গায় বৃষ্টিতে জমে ওঠা পানি চোখে পড়েছে। ক্যাম্পে আসবার আগে কয়েক জায়গায় থেমে ঘোড়াগুলোকে ইচ্ছেমত পানি খাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

বিশালকায় এক বোল্ডারের উপরের পৃষ্ঠে কিছু পানি জমে আছে, ক্যাম্প থেকে কয়েক গজ দূরে ওটা। চাইলে ওখান থেকে অনায়াসে পান করতে পারবে ও।

গাছপালার ছায়া বড় হচ্ছে। ছায়াময় পরিবেশ। গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা কিংবা নিঃসঙ্গ গাছ, বিশাল পাথুরে বোল্ডার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ভৌতিক মনে হতে পারে হঠাৎ হঠাৎ, তবে অঞ্চলটাই এমন–রাতের অন্ধকারে অনেক কিছুর বাহ্যিক চেহারা পাল্টে যায়, যা নয় দূর থেকে দেখে তাই মনে হয়; তবে এ-নিয়ে ভাবছে না জন, পাহাড়ী অঞ্চলের গা ছমছম করা পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত ও।

আড়মোড়া ভেঙে, রাইফেল হাতে বিশাল বোল্ডারের কাছে চলে গেল জন। চোখের পাতা ভারী ভারী লাগছে, অজান্তে বুজে আসছে; সারা শরীরে দারুণ ক্লান্তি, কিন্তু তারপরও···

পানি পান করবার জন্য ঝুঁকল ও। অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মাথার পিছনে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল, পরমুহূর্তে রাইফেলের তীব্র গর্জন কানে এল। ঘাসের উপর পড়ল ও, গড়িয়ে সরে গেল কয়েক গজ, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল না, উঠতে উদ্যত হতে পরের গুলিটা ছুটে এল, বিদঘুটে শব্দে বিদ্ধ হলো গাছের গুঁড়িতে।

সটান শুয়ে পড়ল জন, গড়ান খেল কয়েকবার।

বিস্ময় আর আশঙ্কা সামলে নেওয়ার আগেই একটা কণ্ঠ শুনতে পেল। খোশগল্প করছে যেন লোকটা, হালকা চালে, সুরটা একেবারে নির্লিপ্ত:

'কায়দা করে ফেলেছি তোমাকে, মি. ক্যালকিন! এতক্ষণে মরে গিয়ে না থাকলে সকালে আবার দেখা হবে। ওস্তাদের একটা শিক্ষা এখনও মেনে চলি আমি, হয়তো সেজন্যই বেঁচে আছি–গুলি খেয়ে মরতে বসেছে এমন লোকের ধারে-কাছে যেতে নেই।

'কেমন বুঝলে আমার নিশানা? দারুণ, তাই না? দুটো গুলিই জায়গামত লেগেছে। প্রথমটার ধাক্কায় পড়ে গেছ, আর দ্বিতীয় গুলিতে কায়দা করেছি তোমাকে। তোমার শরীরে গুলি বিদ্ধ হওয়ার শব্দ স্পষ্ট শুনেছি।

'তোমাকে খুঁজে পেতে বেশ ফ্যাসাদেই পড়েছিলাম। স্বীকার করছি, সেয়ানা লোক তুমি। জানতাম যেনতেন কারও ট্রেইল ধরিনি, আগ-পাছ না দেখে যে র‍্যাঞ্চে ফিরবে না, অনুমান করেছি। তাই আগেভাগে জায়গামত এসে অপেক্ষায় থাকলাম।

'কোথায় ছিলাম, জানো? ওই রীজে। ম্যাগি'স রকের পাশেরটায়। ওখানে বসে ভাবছিলাম তোমাকে যদি বুঝে থাকি, ঠিকই টার্গেট হয়ে আমার সামনে চলে আসবে। তাই তো হলো! জানতাম ক্লান্ত থাকবে, ঘোড়াগুলোর অবস্থাও সুবিধার থাকবে না। সত্যি তাই হলো। এখানে ক্যাম্প করলে।

'ভালই চাল দিয়েছ শহরে। ওরা সবাই খুঁজে মরছে তোমাকে, বুঝতে পারছে না কোন্ পথে আসবে র‍্যাঞ্চে। জানতাম তিনটে ঘোড়া আছে তোমার সঙ্গে, তাই ট্র্যাক খুঁজে পেতে সমস্যা হয়নি। কিছুদূর রাইড করলাম তোমার পিছন পিছন, তারপর কোন্ পথে যাবে বুঝতে পেরে আগেই এখানে এসে পড়লাম। একবার অবশ্য তোমার ট্রেইল পেয়েছে ওরা, কিন্তু তিনটে ঘোড়া দেখে অন্য লোক মনে করে এগোয়নি।

'র‍্যাঞ্চে বা অন্য কোথাও যেতে পারছ না তুমি। পড়ে থেকে ধুঁকে ধুঁকে মরবে। সকালে আসব, স্রেফ নিশ্চিত হওয়ার জন্য। কথা দিচ্ছি, তোমার ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেব, তা হলে ঘাস শেষ হয়ে গেলে না খেয়ে মরবে না ওরা।

'শুভরাত্রি, মি. ক্যালকিন, এবং বিদায়! নরকে দেখা হবে আবার, অপেক্ষায় থেকো।'

হেঁটে চলে গেল লোকটা। পদশব্দ সরে গেল কিছুদূর, ঘোড়ার হালকা খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে জন। কিন্তু কোন্ দিকে যাচ্ছে, মনোযোগ রাখতে পারল না, কারণ নিজেকে স্থির এবং একইসঙ্গে সচেতন রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, ভয় পাচ্ছে নড়াচড়া করলে বা গুঙিয়ে উঠলে হয়তো ফিরে আসবে লোকটা। বাজি রেখে বলতে পারবে, ধারে-কাছে আছে সে, চাইছে ও কোন সাড়া দিক, তা হলে এখুনি ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে পারবে, সকালে আবার আসতে হবে না।

লোকটা জানে যে অন্ধকারে কোথাও পড়ে আছে জন, এও জানে হয়তো জ্ঞান হারায়নি, স্রেফ পড়ে আছে নিথর হয়ে; ধারে-কাছে, কোন পাথরের

পিছনে বোধহয় অবস্থান নিয়েছে সে, অপেক্ষায় আছে ভুল করবে জন। খুনী চলে গেছে ভেবে নড়াচড়া করবে। আহত তো অবশ্যই, জ্ঞান হারানোর দশা ওর, কিন্তু টুঁ শব্দ করছে না মুখে, অতটুকু সচেতনতা বা বিচক্ষণতা এখনও হারায়নি।

ধীরে ধীরে ক্রল করল জন। এখান থেকে সরে পড়তে হবে, নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। বাঁচতে হবে ওকে, মুখোমুখি হতে হবে···

সবকিছু আচমকা ঘোলাটে হয়ে গেল। থকথকে কাদায় ক্রল করছে জন, উপলব্ধি করছে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা দরকার। গড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ও, মাথা চেপে ধরল কাদার সঙ্গে।

চোখ বুজে পড়ে থাকল। যে-করে হোক এখান থেকে সরে পড়তে হবে; নইলে নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে। সকাল হলেই চলে আসবে লোকটা, ততক্ষণ যদি বেঁচেও থাকে, দূর থেকে একটা গুলি খরচ করলে ঝামেলা চুকে যাবে; কিংবা গুলি খরচ না করলেও চলবে, একটা পাথর তুলে নিয়ে, মাথার উপর নামিয়ে আনলেই হলো! ব্যস, খেল খতম হয়ে যাবে ওর।

এখানে থাকা যাবে না, যেভাবেই হোক সরে যেতে হবে···নিরাপদ কোথাও আশ্রয় নিতে হবে···

চোদ্দ

বৃষ্টির ঝাপটায় জ্ঞান ফিরে পেল জন ক্যালকিন, চোখ মেলতে ঘুটঘুটে অন্ধকার চোখে পড়ল। বৃষ্টির ফোঁটা হুলের মত সুঁই ফোটাচ্ছে চোখে-মুখে। অজান্তে চোখ বুজে ফেলল ও, অনুভব করল মাথার গভীরে দপদপে ব্যথা হচ্ছে। নড়তে চেষ্টা করতে সারা শরীরে তীব্র ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল, বাধ্য হয়ে একই জায়গায় পড়ে থাকল ও, নড়তে ভয় পাচ্ছে। না নড়ুক, চিন্তা করতে তো অসুবিধা নেই! সুতরাং ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার উপায় বাতলানোর প্রয়াস চালাল জন।

অ্যাম্বুশকারী নিশ্চিতভাবেই স্কট হিগিন্স। স্রেফ সৌভাগ্যের কারণে এখনও বেঁচে আছে জন, পানি পান করতে ঝুঁকে পড়েছিল বলে বেঁচে গেছে। ঘটনাটা স্মরণ করে, আর শরীরের জখমের অবস্থান থেকে অনুমান করল প্রথমে ডান পাছার মাংসে আঁচড় কেটেছে গুলিটা, তারপর ডান কাঁধে সামান্য ফোঁড় তুলে খুলিতে আঘাত করেছে।

যেহেতু বেঁচে আছে, গুলিটা বোধহয় স্রেফ আঁচড় কেটেছে খুলিতে। মনের উপর জোর খাটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল। নির্জন এই জায়গায় ধুঁকে ধুঁকে মরবার ইচ্ছে নেই ওর, কিংবা এটাও চায় না যে সকালে এসে অসমাপ্ত কাজটা সম্পন্ন করুক হিগিন্স। কিন্তু বাঁচতে হলে এখান থেকে সরে যেতে

হবে, যত কষ্টই হোক হিগিন্স চলে আসবার আগে নিরাপদ কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা, দু'একটা তারা চোখে পড়ছে, তাই সময় অনুমান করা সম্ভব হলো না ওর পক্ষে। বৃষ্টি থেমে গেছে বটে, তবে আবারও হতে পারে। আকাশে দাপাদাপি করছে মেঘের দল, তবে মেসা ভার্দের ওদিকে আকাশ তুলনামূলক পরিষ্কার।

এখান থেকে সরে যেতে হবে, কিন্তু তার আগে পরিকল্পনা করতে হবে। মালপত্র রয়েছে। ওগুলো দরকার। আচ্ছা, হিগিন্স যদি চলে গিয়ে না থাকে? গাছের নীচে আশ্রয় নিলে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না, অনায়াসে নজরও রাখতে পারবে ওর ঘোড়াগুলোর উপর। সত্যি যদি ওঁৎ পেতে থাকে কোথাও? হয়তো চাইছে ঘোড়ার কাছে যাক জন। আহত বা পুরো সুস্থ হোক, এটা এমন এক দেশ যেখানে ঘোড়া ছাড়া চলবার কথা কল্পনাই করে না মানুষ।

সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কাছাকাছি ঘাপটি মেরে থাকতে পারে স্কট হিগিন্স, চাইছে বেরিয়ে আসুক জন, ঘোড়ার কাছে যাক···

মনোবল সঞ্চয় করল ও, তারপর গড়ান খেল। মুহূর্তে সারা শরীরে তীব্র ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল, যেন ধারাল তলোয়ারের কোপ চালিয়েছে কেউ, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস আটকে গেল ওর; কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করবার প্রয়াস পেল। সেকেন্ড কয়েক স্থিরভাবে পড়ে থাকল, ব্যথাটা কমে আসতে বুকের নীচে দু'হাত এনে ক্রল করে এগিয়ে নিল শরীর। যন্ত্রণা এবার কম বোধ হলো। হাত বাড়াল রাইফেল ধরতে, বৃষ্টিতে ভেজা ব্যারেল হাতে ঠেকল। অন্য হাতে এক মুঠি ঘাস চেপে ধরে ধীরে ধীরে সামনে এগোল ও, একটু একটু করে, তীব্র ব্যথা অগ্রাহ্য করছে।

উঁচু জায়গা···উঁচু কোন স্থানে সরে যেতে হবে। রীজের চূড়া এখান থেকে মোটামুটি দু'শো গজ, ঢালে বুনো লতা আর ঝোপের ছড়াছড়ি। র‍্যাঞ্চ হাউস বড়জোর মাইল খানেক দূরত্বে। ওখানে যেতে পারলে সব ধরনের সাহায্য মিলবে, কিন্তু যাবে কীভাবে? এভাবে ক্রল করে যেতে থাকলে অবুঝ শিশুও ওকে অনুসরণ করতে পারবে। তা ছাড়া, সময়েরও ব্যাপার, গন্তব্যে পৌঁছবার আগেই স্কট হিগিন্স বা অন্য কোন শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

আরও একটা সমস্যা আছে। রীজে পাহাড়ী সিংহের আনাগোনা রয়েছে। সিংহের পদচিহ্ন এবং লাদি চোখে পড়েছে ওর। ভালুকও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ওর জন্য। আর দিনের বেলায় বাজার্ড তো থাকবেই।

ধীরে ধীরে, ব্যথা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছে জন। অন্ধকারে সয়ে এসেছে চোখ, মাঝে মধ্যে আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে। গাছপালার ফাঁকে খোলা জায়গা রয়েছে, রাইফেল ছেঁচড়ে এগিয়ে চলল ও। মাথা ভারী ঠেকছে, লাগাতার দপদপে ব্যথা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে থামল জন। ভেজা ঘাসের উপর

নেতিয়ে পড়ল ওর মাথা, অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে থাকল। কতক্ষণ পরে জানে না, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল কিংবা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সজাগ হলো। ঝোপঝাড়ের ফাঁক গলে ধীর গতিতে ক্রল করতে শুরু করল। নিচু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট একটা গাছ দেখতে পেয়ে সেটার নীচে থামল। হাঁটু গেড়ে বসল, দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট বিশ্রাম নেওয়ার পর কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে হোলস্টারে পিস্তল পরখ করল। এখনও জায়গামত আছে ওটা, হ্যামারের লূপের কারণে খসে পড়েনি।

শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওর। যা হয় হোক, আর পারছে না। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। না হয় জ্ঞানই হারাবে, কিন্তু বিশ্রাম ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছে না।

ঘুমিয়ে পড়লে নির্ঘাত মারা পড়বে! সময় ফুরিয়ে এসেছে। আর কতক্ষণ পাবে? আকাশে মেঘের ঘনঘটা, একটা তারাও নেই। সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে জন। আবারও বৃষ্টি হবে বোধহয়।

দ্রুত সরে যেতে হবে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করবার উপায় নেই। এক গাছের আশ্রয় থেকে অন্য গাছের নীচে, এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপ হয়ে, ধীরে ধীরে রীজের দিকে সরে যাচ্ছে ও—ইঞ্চি ইঞ্চি করে। বেশ কয়েকবারই পড়ে গেল, এবং প্রতিবার উঠবার কাজটা আগের চেয়ে কঠিন মনে হলো।

রীজের চূড়ায় পৌঁছবার আগেই পুব আকাশে ফ্যাকাসে আভা ফুটল। সূর্য উঠবে একটু পর। অচিরেই একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। আত্মগোপন করা ছাড়া উপায় নেই। সন্দেহ নেই ম্যাগি'স রকের ধারে-কাছে লুকানোর মত বহু গুহা বা গর্ত রয়েছে, কিন্তু খুঁজবার সময় নেই ওর, সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছে; কিংবা গর্তের দখল নিতে গিয়ে পাহাড়ী কোন সিংহের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার খায়েশও নেই ওর।

সমতল একটা পাথরের উপর বসল ও, পকেট থেকে রুমাল বের করে সযত্নে রাইফেলে লেগে থাকা কাদা পরিষ্কার করল। অ্যাকশন পরখ করে সন্তুষ্ট হলো।

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কাছাকাছি কোথাও লুকাতে হবে। দূরে সরে যাওয়ার সামর্থ্য বা সময়, কোনটাই নেই। র‍্যাঞ্চের একেবারে কাছে চলে এসেছে, গাছগাছড়ার ফাঁকে চোখে পড়ছে র‍্যাঞ্চ হাউস আর তৃণভূমির অংশ। স্বাভাবিক অবস্থায় এই কয়েকশো গজ দূরত্ব এমন কিছু নয়, কিন্তু এখন শারীরিক শক্তি নেই, সেই স্পৃহাও নেই। খানিকটা বিশ্রাম না নিলেই নয়।

নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবে, এমন জায়গা নেই কোথাও। খোলামেলা রীজ। দক্ষিণে পাহাড়ী ঢাল খাড়াভাবে নেমে গেছে, কোথাও কোথাও ঢালের গভীরতা ত্রিশ-চল্লিশ ফুট; মাঝে মধ্যে লতানো গুল্ম আর গাছ রয়েছে—এমন একটা পথে উঠে এসেছে ও। ও-পাশ আরও খাড়া—দুরারোহ, দুর্গম—রয়েছে

দৈত্যাকার পন্ডেরোসার ঘন সারি। রীজের চূড়া বরাবর অস্পষ্ট ট্রেইল চোখে পড়ল…

চূড়ায় উঠে এল জন। সার বাঁধা কিছু পাথর দেখতে পেল সামনে, ছোট ছোট পাথর বর্গাকারে মাটিতে গাঁথা রয়েছে। পাথুরে জায়গাটা পেরিয়ে গেল ও, সামনে বর্গাকৃতির একটা গর্ত দেখতে পেল–পাঁচ ফুট গভীর, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে দুই ফুট করে।

জিনিসটা কী জানে জন। ইন্ডিয়ানদের তৈরি ঈগলের ফাঁদ। পালকের প্রয়োজনে এভাবেই ঈগল ধরে রেডস্কিনরা। গর্তে দাঁড়িয়ে থাকে, গর্তটা ঢাকা থাকে গাছের ডাল বা লতাপাতায়। একেবারে উপরে জ্যান্ত একটা খরগোশকে বেঁধে রাখা হয়। ছাড়া পাওয়ার জন্য নড়তে থাকে ওটা, ফলে দূর থেকে দৃষ্টি কেড়ে নেয় ঈগলের। খরগোশকে শিকার করতে ঈগল ছোঁ মারতে এলে গাছপালার নীচ থেকে ওটার পা চেপে ধরে ইন্ডিয়ান।

দ্রুত কাজে নেমে পড়ল জন। ঈগলের ফাঁদ দেখে উৎসাহ বোধ করছে। পাইনের ডালপালা যোগাড় করে গর্তের মুখে ফেলল। গাছ থেকে আরও কয়েকটা ডাল কেটে, আড়াআড়িভাবে জুড়ে দিয়ে চাটাই তৈরি করে ফেলল। খুব বড় হলো না বটে, তবে গর্তের মুখ ঢেকে যাবে। ছোট ছোট ডাল আর লতাপাতা রাখল চাটাইয়ের উপর। তারপর সেটা এনে রাখল গর্তের পাশে। প্রয়োজনে এখানে আশ্রয় নিতে পারবে।

আপাতত অবশ্য ওরকম কোন ইচ্ছে নেই। ক্ষীণ ট্রেইল ধরে এগিয়ে গেল ও, রীজের কিনারা পর্যন্ত ফল্‌স ট্রেইল তৈরি করল, কেউ এলে যাতে ধাঁধায় পড়ে যায়। ফিরে আসবার পথে ইতস্তত ছড়ানো পদচিহ্নগুলো মুছে দিল সযত্নে। তারপর গর্তের কাছে চলে এল। তপ্ত হল্কা ছড়াচ্ছে সূর্য, ঘামে জবজব করছে সারা শরীর। এত ক্লান্তি বোধ করছে, জনের মনে হলো শরীরে এক ফোঁটা শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

রীজের কিনারা থেকে উঁকি দিল ও। প্রায় দু'শো গজ দূরের জায়গাটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে–গুলি খাওয়ার পর যেখানে প্রথম পড়ে ছিল–স্প্রিং গাল্‌শের ঠিক শুরুতে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে স্যাডল পরানো একটা বে ঘোড়া বাঁধা!

হিগিন্স এসে গেছে তা হলে!

ঘোড়ার আরোহীকে খুঁজে বের করতে মিনিট কয়েক লাগল, গোড়ালির উপর ভর দিয়ে মাটিতে বসেছে সে, ঝুঁকে ট্র্যাক পরীক্ষা করছে। বৃষ্টির জমা পানিতে যেখানে পড়ে গিয়েছিল জন, জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখছে। দারুণ ধূর্ত লোক, সতর্কও–জনের পরিণতি আর কতটা দূরে সরে যেতে সক্ষম হয়েছে, অনুমান করবার চেষ্টা করছে এখন।

জনের ঘোড়া এবং আউটফিট রয়ে গেছে কাছাকাছি, দেখে মনে হবে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ও, পাল্টা লড়াই করবার সামর্থ্য নেই। তবে ভাঁওতাটা বেশিক্ষণ টিকবে না, জানে জন, চিহ্ন দেখে ঠিকই বুঝে ফেলবে লোকটা।

মাটিতে ক্রলিংয়ের চিহ্ন রয়েছে, সেগুলোই দেখছে সে এখন, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। থমকে দাঁড়িয়ে রীজের দিকে দৃষ্টি চালাল স্কট হিগিন্স।

একটা গুলি করবে না কি? ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে ওঠবার আগেই নিজেকে সামলে নিল জন। টার্গেট আর রাইফেলের উচ্চতার হেরফেরে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে ওর অবস্থান প্রকাশ পেয়ে যাবে, ওকে পেয়ে যাবে লোকটা। পারিপার্শ্বিকের সুবিধা সে-ই পাবে।

একমাত্র উপায় গর্তটা।

সন্তর্পণে পা চালিয়ে গর্তে নেমে পড়ল ও। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করছে। চাটাইটা টেনে তুলে দিল মাথার উপর। মাটির দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আশা করছে গাছের ডাল আর লতাপাতা ঘেরা গর্তটা হিগিন্সের চোখ এড়িয়ে যাবে, খুঁটিয়ে দেখবে না। যদি পরখ করতে আসে, রাইফেল তো আছেই।

ক্লান্ত, ঝিম ধরা পেশি শিথিল হয়ে আসছে। রাইফেল হাতে অপেক্ষায় আছে জন। চোখ বুজে থাকল কিছুক্ষণ, ঘুমানোর ইচ্ছে নেই, স্রেফ বিশ্রাম নিচ্ছে; কারণ ঘুমিয়ে পড়লে হয় নাক ডাকবে, নয়তো গভীর নিঃশ্বাস ফেলবে। যা ক্লান্তি, ওর নিঃশ্বাসের শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যাবে।

ধীর লয়ে বয়ে চলেছে সময়। ক্লান্তিকর অপেক্ষার যেন শেষ নেই। পিঠ আড়ষ্ট হয়ে গেছে, টের পাচ্ছে জন, মাথার ভিতর দপদপে ভোঁতা ব্যথা শুরু হয়েছে আবার; মনে হচ্ছে দানবীয় হাতে খুলিতে খামচাচ্ছে কেউ। প্রয়োজনে ঘাড় ফেরাতে হচ্ছে, কিন্তু জন কাজটা করছে ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে, আশঙ্কায় আছে তাড়াহুড়ো করলে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

আরও কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। কোথাও কোন সাড়া নেই। বাতাস স্থির হয়ে আছে। মাঝ আকাশে গনগনে সূর্য।

আচমকা সামনে খুবই ক্ষীণ পদশব্দ শুনতে পেল—বুটের সঙ্গে মাটির সামান্য সংঘর্ষের আওয়াজ! সম্ভবত ঝোপ টপকে এগিয়ে আসছে হিগিন্স। ফল্‌স ট্রেইল বোকা বানিয়েছে তাকে।

আরও এক পা আগে বাড়ল লোকটা। তার নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ও, নড়তেও ভয় পাচ্ছে। হাতে রাইফেল তৈরি, চাটাইয়ের সরু ফাঁক বরাবর বাগিয়ে ধরেছে রাইফেল, ট্রিগারে স্থির হয়ে আছে আঙুল।

গর্তের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে ওঠবার কথা নয় হিগিন্সের। দেখলেও গর্তে খুঁজবে না ওকে। কেউই করবে না। কারণ এ-ধরনের গর্ত কেবল উঁচু রীজ বা পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যায়, যেখানে ঈগলের আনাগোনা রয়েছে। এমনও হতে পারে ইন্ডিয়ানদের এই কৌশলও জানা নেই হিগিন্সের। খুব বেশি লোক জানে না এটা। আর যাই হোক, স্কট হিগিন্স আশা করবে না ঈগলের ফাঁদে ঢুকে অপেক্ষায় থাকবে জন।

খাদ, পাথর বা গাছের আশপাশে খোঁজাখুঁজি করবে সে। যদি গর্তের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে ওঠে, দূর থেকে কয়েকটা গুলি করলেই হলো। নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নেই। অসহায়ভাবে মরতে হবে ওকে। গর্তটা ওর তুলনায় ছোট, নড়াচড়া করা কঠিন। বিপদে পড়লে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চারদিক বড় নিশ্চুপ। বুটের সঙ্গে মাটির সংঘর্ষের হালকা আওয়াজ হলো আবারও–দূরে সরে যাচ্ছে। চোখ বুজল জন, তবে কান দুটো সজাগ, সামান্যতম শব্দ শুনতে উদ্গ্রীব। ভাগ্যিস, লোকটার সঙ্গে কোন কুকুর নেই! বুটের শব্দ হলো আবার, থমকে দাঁড়াল সে। ধাঁধায় পড়ে গেছে।

হিগিন্স জানে গুলি খেয়েছে ওর শিকার। গুরুতর আহত হয়েছে। দক্ষ মার্কসম্যান মাত্রই নিজের লক্ষ্যভেদ সম্পর্কে নিশ্চিত এবং আত্মবিশ্বাসী হয়। পানি খাওয়ার জন্য ওই মুহূর্তে ঝুঁকে না পড়লে ঠিকই শেষ হয়ে যেত জন ক্যালকিন।

ক্রল করে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে জন, সব চিহ্ন দেখেছে স্কট হিগিন্স। পরে, হেঁটে এগিয়েছে, কিন্তু বারবারই পড়ে গেছে। প্রতিটি জায়গা স্পট করেছে সে। *পালানোর জায়গা কোথায়?* ভাবছে হিগিন্স, *উঁহুঁ, ধারে-কাছে কোথাও আছে সে।*

ভিতরে ভিতরে উদ্বেগ এবং অস্বস্তি বোধ করছে বন্দুকবাজ। যে-লোক হাঁটতে সক্ষম, সে গুলিও করতে পারবে। সঙ্গে রাইফেল নেই তো? ঘোড়ার স্ক্যাবার্ডে একটা রাইফেল চোখে পড়েছে, কিন্তু সেটা বাড়তি রাইফেলও হতে পারে। তবে সাধারণত কেউই দুটো রাইফেল বহন করে না।

হিগিন্সের জানা নেই নীল রোয়ানের স্ক্যাবার্ডে বাড়তি একটা রাইফেলও পেয়েছে জন।

রঙজ্বলা জিন্সের সঙ্গে কাঠি ঘষে দেয়াশলাই জ্বালাল সে। কাঠি জ্বলে ওঠবার শব্দ শুনতে পেল জন। সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল হিগিন্স। কাঠি নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। গর্তের মুখে থাকা চাটাইয়ের উপর গিয়ে পড়ল ওটা।

অস্থির বোধ করছে হিগিন্স। ছোট ছোট পায়ে অবস্থান বদল করছে বারবার।

পায়ে খিল ধরে গেছে, টের পেল জন, রীতিমত ব্যথা শুরু হয়েছে। কয়েক পা এগোল হিগিন্স, শব্দ শুনে বুঝতে পারল ও, তারপর ফিরে এল আবার।

ভয়ঙ্কর চিন্তাটা খেলে গেল জনের মাথায়–হিগিন্স জেনে গেছে ওর অবস্থান! ইচ্ছে করে কাছে আসছে না। তারিয়ে তারিয়ে ওর অসহায় অবস্থা উপভোগ করছে। কিছুক্ষণ খেলিয়ে নেওয়ার পর অসমাপ্ত কাজ সারবে। গর্তের মুখে বা চাটাইয়ে যদি আগুন লাগিয়ে দেয়? শুকনো ডালপালায় মুহূর্তে আগুন ধরে যাবে। কী করবে ও তখন? ইশ্‌শ্, পা দুটো যদি ঝাড়া দিতে পারত!

ইচ্ছে করেই হিগিন্সের ঘোড়ার কথা ভাবতে শুরু করল জন। লোকটার কথা ভাবলে হয়তো ওর চিন্তার সূত্র ধরে ফেলবে সে। ব্যাপারটা বিশ্বাস করে না জন, তবে শুনেছে অনেকেই অন্যের চিন্তা অনুধাবন করতে সক্ষম। হিগিন্সকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ঘোড়ার কথা ভাবল···কেউ চুরি করছে ঘোড়াটা···হিগিন্সকে হাঁটতে বাধ্য করবে···কেউ···

সরে যাচ্ছে হিগিন্স। তবে একেবারে দূরে সরে গেল না। নিচু স্বরে খিস্তি করল সে, ঢালু ট্রেইল ধরে নেমে গেল পদশব্দ। এক, দুই, তিন করে ধীরে ধীরে গুনতে শুরু করল জন···একশোয় পৌঁছল। কোথাও কোন শব্দ নেই। ফের একশো পর্যন্ত গুনল ও। এবার আরও ধীরে ধীরে। কতটা সময় কাটছে, বুঝতে তো হবে।

গর্তে কতক্ষণ আছে ও? এক ঘণ্টা? দুই ঘণ্টা? সঙ্গে ঘড়ি নেই। নিশ্চিত না হয়ে গর্ত থেকে বেরোতেও পারছে না। হয়তো কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে আছে খুনীটা, আশায় আছে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসবে ও।

শরীরে দারুণ ক্লান্তি। ঘুমে ভারী হয়ে আসছে চোখের পাতা। গর্ত থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে পড়তে পারলে দারুণ নিশ্চিন্ত বোধ করত। কোনরকমে যদি র‍্যাঞ্চে চলে যেতে পারত!

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেও জানে না ও। চোখ মেলেই বুঝতে পারল ইতোমধ্যে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। গর্ত থেকে বেরোতে হবে, নিজেকে তাড়া দিল, অভিশপ্ত এই জায়গা থেকে চলে যেতে হবে। জখমের শুশ্রূষা করা দরকার, দরকার খাবার, পানি, বিশ্রাম। নড়তে গিয়েও থমকে গেল জন।

নড়াচড়া! খুব কাছে কোথাও। একেবারে ক্ষীণ শব্দ। কাছাকাছি ঝোপ থেকে আসছে। সন্তর্পণে ঝোপ কাটছে কেউ। তারপরই নিচু স্বরে কথা বলল সে, যেন খোশগল্প করছে।

স্কট হিগিন্স। স্বগতোক্তি করছে।

'ভাগ্যিস, বাউই ছুরিটা ছিল সঙ্গে। দারুণ কাজের জিনিস।' আবারও ঝোপ কাটবার শব্দ হলো, গর্তের মুখে এসে পড়ল ছোট ছোট ডালপালা। চাটাইয়ের ফোকরটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। ধড়াস করে উঠল জনের কলজে। ঠিক চাঁদির উপর আছড়ে পড়েছে শুকনো ঝোপ আর লতাপাতা!

'আগুন,' বলছে সে। 'আগুন না হলে চলছে না। আগুন মানেই আলো। অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে সবকিছু।'

আগুন! ব্যাটা আগুন জ্বালাচ্ছে! শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল অনুভূতি নেমে গেল। হারামজাদা তা হলে জেনে গেছে ওর অবস্থান! জানে কোথায় লুকিয়েছে জন। লাফ দেওয়ার জন্য তৈরি হলো ও, টান-টান হয়ে গেল শরীরের সমস্ত পেশি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। ধীরে ধীরে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল। চাটাইয়ের কারণে জ্বলন্ত আগুন খসে পড়বার

সম্ভাবনা কম, শুধু ছাই পড়বে। তারপরও···

চিন্তাটা সেই মুহূর্তে ঢুকল মাথায়। ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। লতাপাতায় আগুন জ্বালাতে হবে। যদি এক গোছা ঝোপে আগুন লাগিয়ে দূর থেকে গর্তের উপর ছুঁড়ে ফেলে, তা হলে কোন সম্ভাবনাই থাকবে না ওর। কিন্তু কাছাকাছি এসে সরাসরি দেয়াশলাইয়ের কাঠির মাধ্যমে যদি আগুন জ্বালায়···

বেশিরভাগ লোক তাই করে।

কান খাড়া করে হিগিন্সের পদশব্দ শুনবার আশায় থাকল জন। এগিয়ে আসছে! নুড়িপাথরের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষের শব্দটা মনে হলো একেবারে নাকের কাছে হয়েছে। গর্তের উপর ঝুঁকে পড়ল সে, নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ফশ্ করে দেয়াশলাই জ্বালাল বন্দুকবাজ, গর্তের ভিতর থেকে আলোর আভাস দেখতে পেল জন। হিগিন্স ঝুঁকে পড়তে ছায়া পড়ল গর্তের উপর।

তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হলো ও। গায়ের জোরে রাইফেলের মাজল চালাল, মাজলের সঙ্গে হিগিন্সের শরীরের সংঘর্ষ হওয়ামাত্র ট্রিগার টেনে দিল।

ছোট্ট গর্তে গুলির শব্দের তীক্ষ্ণতা হলো কানের পর্দা ফাটানোর মত। লাফ দিল ও, গর্ত থেকে বেরোবে, আগুন থেকে দূরে সরে যাবে। পড়বি তো পড় একেবারে স্কট হিগিন্সের উপর গিয়ে পড়ল! উঠে দাঁড়াচ্ছিল বন্দুকবাজ, জনকে চড়াও হতে দেখে দু'হাত বাড়াল সামনে, ঠেলে সরিয়ে দিল। পরমুহূর্তে হাত বাড়াল বাউই ছুরির উদ্দেশে। ঝটিতি হাত চালাল জন, খপ করে চেপে ধরল হিগিন্সের কব্জি।

আগুনের আঁচ গায়ে লাগতে মরিয়া হয়ে উঠল জন। সপাটে ঘুসি হাঁকাল হিগিন্সের চিবুকে। আচমকা নড়াচড়ার কারণে তীব্র ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল বাহুতে, অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করল ও। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। বাউই ছুরির দখল পেয়ে গেছে হিগিন্স। এক পা আগে বাড়ল জন, একইসঙ্গে রাইফেলের মাজল চালাল লোকটার চিবুক বরাবর। আঘাতের চোটে পিছু হটল সে, মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেছে, চোখে খুনের নেশা।

পিছিয়ে গেল হিগিন্স। একইসঙ্গে ভারসাম্য হারিয়েছে জন, হুড়মুড় করে পড়ে গেল। খাবলা মেরে জ্বলন্ত লতাপাতা তুলে নিয়ে ঠেসে ধরল হিগিন্সের মুখে। মরিয়া চেষ্টায় ওর হাত সরিয়ে দিল সে, ঝটিতি উঠে দাঁড়াল।

'জাহান্নামে যা, ব্যাটা! তোকে খুন না করে···' পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল স্কট হিগিন্স।

লাথি ঝাড়ল জন। হাঁটুর নীচে লাগল লাথিটা। মুখ থুবড়ে জ্বলন্ত আগুনের উপর পড়ল হিগিন্স।

গড়িয়ে সরে গেল জন, তারপর উঠে বসল হাঁটুর উপর। পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে। দেখল নিজেকে সামলে নিয়ে পিস্তল বের করছে হিগিন্স,

তাকে সময় দিল না জন, দ্রুত তিনটা গুলি করল।

ফের খিস্তি করল বন্দুকবাজ, এবার ধীরে ধীরে।

আগুন থেকে পা সরিয়ে নিল জন, বাম কনুইয়ে ভর রেখে ফিরল হিগিন্সের দিকে, ডান হাতে পিস্তল তাক করে রেখেছে।

'জাহান্নামে যা তুই!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, এবং পরমুহূর্তে মারা গেল স্কট হিগিন্স।

পনেরো

মুহূর্ত খানেক ঝিম মেরে পড়ে থাকল জন, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। পা বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের উত্তাপ স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। ফের যাতে না পড়ে যায়, সেজন্য পা ছড়িয়ে দাঁড়াল ও, পিস্তল থেকে শূন্য তিনটে খোল বের করে তাজা কার্তুজ ভরল। শেষে হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠিয়ে খাপের বাঁধন এঁটে দিল।

স্কট হিগিন্সের লাগানো আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, গর্ত ছাড়াও আশপাশের কয়েকটা ঝোপে জ্বলছে এখন। একটা একটা করে ঝোপের আগুন নেভাল ও, চারপাশে তাকিয়ে দেখল বাদ পড়েছে কি না।

মাটিতে পড়ে থাকা রাইফেলটা তুলে নিল ও। মাথা হালকা বোধ হচ্ছে, ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছে না, মনোযোগ দিতে পারছে না কাজে। দৃষ্টিশক্তিও যেন ফিকে হয়ে এসেছে–যখনই কিছু একটা দেখছে, অনেকক্ষণ দেখবার পর বুঝতে পারছে জিনিসটা কী।

চারপাশে যেন তাণ্ডব বয়ে গেছে।

আনমনে পরিস্থিতি চিন্তা করছে জন। গুরুতর আহত হয়েছে ও। শুশ্রূষা দরকার, দরকার নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্রাম। ঘোড়ার কাছে ফিরে যেতে অমানুষিক দুর্ভোগ পোহাতে হবে, কিন্তু র‍্যাঞ্চে ফিরতে হলে এছাড়া কোন উপায় নেই। রীজের কিনারা ধরে এগোনো উচিত হবে, হয়তো বুনো ট্রেইল ধরে সংক্ষিপ্ত পথে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে। ওখানে পৌঁছতে পারলে, অন্তত শুশ্রূষার অভাব হবে না–জোসি আর মিসেস রীভস রয়েছে।

ক্ষীণ সন্দেহ বোধ করছে–গোলাগুলির শব্দ কেউ শুনে ফেলেনি তো? নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, কারণ রীজের চূড়া থেকে গুলির শব্দ কতদূর ছড়িয়ে যেতে পারে কিংবা শ্রুতিসীমার মধ্যে কেউ আছে কি না জানা নেই ওর। সরাসরি ক্লিফ থেকে নেমে যাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। একে খুব খাড়া, তায় এমন ধকল এই মুহূর্তে সইবে না ওর।

রীজের চূড়া থেকে চারপাশের জমি নিরীখ করেছিল ও, মনে পড়ল সামনে আরও খোলা প্রান্তর রয়েছে। ঝোপ বা গাছপালা আছে বটে, তবে

তেমন কোন চড়াই-উৎরাই নেই। শরীরে যত ক্লান্তিই থাকুক, যেতে হবে ওকে। কোনরকমে একবার র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পারলেই হলো!

রাইফেল হাতে রীজের কিনারা ধরে পুবে এগোল ও, গাছপালার ফাঁকে র‍্যাঞ্চটা চোখে পড়ছে মাঝে মধ্যে। শরীর চলতে চাইছে না, কিন্তু মনের উপর জোর খাটিয়ে চলছে জন; নাক বরাবর সামনে এগোনোর চেষ্টা করছে, পর্যুদস্ত শরীর নিয়েও হাঁটছে ঘোরে আক্রান্ত মানুষের মত। মাথায় একটাই চিন্তা: যে-করে হোক, র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে হবে। একবার, ক্ষীণ ট্রেইলের পাশে চ্যাপ্টা একটা পাথর দেখে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামল।

জখম থেকে রক্ত ঝরছে না এখন, কিন্তু শার্টটা লেপ্টে রয়েছে দেহের সঙ্গে, রক্তে সয়লাব চুলগুলো শুকিয়ে জট পাকিয়ে গেছে। তবে হ্যাটটা মাথায় রয়ে গেছে এখনও।

র‍্যাঞ্চ হাউস, বিশাল বার্ন, করাল আর গ্র্যানারি চোখে পড়ছে এখন। করালে বড়সড় একটা রিগ এবং চারটে ঘোড়া রয়েছে। এতদূর থেকে স্পষ্ট ঠাহর করা সম্ভব হলো না, তবে বাগির পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত রোদ ঠিকই চোখে পড়ছে। তারমানে জিনিসটা ঝকঝকে নতুন। প্যারট সিটিতে যেটা দেখেছিল, সেটা না কি?

পন্ডেরোসার সারির ফাঁকে বাঁক নিয়ে নীচের প্রান্তরে নেমে গেছে ট্রেইল। দ্রুত পায়ে এগোল ও, তবে অচিরেই থামতে বাধ্য হলো। শরীর আর চলছে না। পড়ে থাকা গাছের একটা গুঁড়ি দেখে সমস্ত মনোবল হারিয়ে বসল। ধপ করে বসে পড়ল ও, জ্ঞান হারানোর দশা! শারীরিক দুর্ভোগ, জখম, রক্তক্ষরণ এবং লড়াইয়ের মানসিক ধকল–সব মিলিয়ে গত কয়েক ঘণ্টায় সীমাহীন কষ্ট সয়েছে। বাচ্চা একটা খরগোশের মত অসহায় ও দুর্বল বোধ করছে।

আকাশ-ছোঁয়া পাইন প্রশান্তির ছায়া বিলাচ্ছে জায়গাটায়। শরীর ছেড়ে দিয়ে পাইনের গুঁড়িতে হেলান দিল জন। অজান্তে বুজে এল চোখ, এবং ঘুমিয়েও পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না, হয়তো কয়েক মিনিট, কিংবা এক ঘণ্টা। ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, নড়তে গিয়ে সারা শরীরে চাপ-চাপ ব্যথা আর আড়ষ্টতা আবিষ্কার করল। মুহূর্ত কয়েক ওভাবেই বসে থাকল; দৃষ্টি চলে গেছে র‍্যাঞ্চের পিছনে আকাশের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া লাল প্লাটা পর্বতশ্রেণীর অস্পষ্ট কাঠামোয়। প্যারট সিটিতে কোন বাড়ির চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া চোখে পড়ল, এই এতদূর থেকেও; আরও পুবে, কোন মাইনে আগুন জ্বালিয়েছে কেউ, পেঁচানো দড়ির মত ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে।

বসে থাকল জন। নড়তে সাহস পাচ্ছে না। সীমাহীন দুর্বলতা বোধ করছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে পথচলার তাড়না অনুভব করছে। নীচে, রীজের পাদদেশে ছোট্ট গর্তে আছড়ে পড়ছে প্রাকৃতিক ক্ষুদে জলপ্রপাত। ঠিক পাশে তৃণভূমিতে চরছে গরুর দল। আচমকা তিন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল।

পুব থেকে, গাছের আড়াল আর নিচু জমির সুবিধা নিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা। ঝাড়া মিনিট কয়েক কেটে গেল, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জন, লোকগুলোর উপস্থিতির তাৎপর্য ধরা দেয়নি ওর মস্তিষ্কে; যেন সুশোভিত পর্বতশ্রেণীরই অংশ এরা—ফুলেল পাহাড়ী ঢাল, পাইনের ঝাড় কিংবা ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো ঝোপের মত। তারপর···ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আর বিপদের সম্ভাবনা উঁকি দিল মাথায়।

ঘোড়া তিনটার একটা ওর পরিচিত, সওয়ারীও—কার্ক ফস্টার!

মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল মাথা, জট পাকানো চিন্তার সূত্রগুলো একীভূত হলো। তিনজনের উপর নজর রেখে উঠে দাঁড়াল জন। গাছের আড়াল ধরে এগোচ্ছে ফস্টাররা, র‍্যাঞ্চ থেকে ওদের দেখতে পাবে না কেউ। আরও খানিক এগিয়ে থামল ওরা, স্টিরাপের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল একজন, র‍্যাঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে। জনের কাছ থেকে আনুমানিক আধ-মাইল দূরে আছে ওরা, কিন্তু নিচুতে বলে প্রত্যেককে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। তিনজনে মিলে কোন ব্যাপারে পরামর্শ করছে, ঠোঁটের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে জন।

পূর্ব-পরিকল্পনা যাই থাকুক, সম্ভবত বাগির উপস্থিতি সম্পর্কে ভাবেনি ওরা। ভাববার কথাও নয়।

পাহাড়ী বাঁক থেকে ছিটকে যাওয়া উপত্যকা র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে ক্রমশ বিস্তীর্ণ তৃণভূমির রূপ পেয়েছে। যে-ট্রেইল ধরে এসেছে জন, তেমন একটা উপত্যকায় এসে শেষ হয়েছে। ফস্টাররা নাক বরাবর এগিয়ে গেলে, একটু পর এরকম আরেক উপত্যকায় পৌঁছে যাবে। মাঝখানে শুধু পাহাড়ী একটা ভাঁজ।

আর যাই হোক, এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বার আশা করেনি জন। যথেষ্ট ধকল সয়েছে। একে আহত, তারউপর রক্তক্ষরণে দুর্বল বোধ করছে, ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত, পর্যুদস্ত; বিশ্রাম বা জখমের শুশ্রূষা ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার নেই এখন।

স্কট হিগিন্সকে কে ওর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে, জানা নেই, অথচ শতভাগ শান্তিপ্রিয় লোক হয়েও যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়েছে ওকে। এখন যদি ফস্টারদের মুখোমুখি হয়, নির্ঘাত উপত্যকায় আজই কবর হয়ে যাবে ওর। রুখে দাঁড়ানোর মত দৈহিক শক্তি বা মনোবল, কোনটাই নেই ওর। আপাতত।

এখানে, পাহাড়েই না হয় কাটিয়ে দিল আরও কয়েক ঘণ্টা। জখম সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করছে না জন। জনবহুল সমতল বা নিচু এলাকার চেয়ে বরং পাহাড়েই জখম শুকায় তাড়াতাড়ি। নির্মল দূষণমুক্ত বাতাস এর কারণ। চিন্তাটা মনে আসতে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা বোধ করল।

ফস্টাররা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বাগিটাই ওদের দুশ্চিন্তার কারণ। সম্ভবত ধরে নিয়েছিল মেয়েরা ছাড়া র‍্যাঞ্চে থাকবে না কেউ। গত কয়েকদিনে নিশ্চই চারপাশে স্কাউটিং করেছে, হয়তো জেনেও থাকবে যে পপলারে গেছে জন;

কিংবা স্কট হিগিন্স ওর পিছনে লেগেছে, সেটাও শুনে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে, ফাঁকা মাঠ পাবে–নিশ্চিত জেনেই এসেছে ওরা।

সুদৃশ্য ওই বাগিটা ওদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কী করবে ওরা? সম্ভবত নিরাপদ কোন জায়গা থেকে নজর রাখবে, অপেক্ষায় থাকবে। সেক্ষেত্রে, ও কী করবে? অপেক্ষা করবে, না কি এগিয়ে যাবে? চুপিসারে, লোকগুলোর চোখের আড়ালে থেকে যদি র‍্যাঞ্চ হাউস পর্যন্ত চলে যেতে পারে···

মাটির সঙ্গে রাইফেল ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়াল জন। ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করল। আড়ষ্ট শরীর চলতে চাইছে না, প্রতিবাদ করছে ক্লান্ত পেশি। ধীর গতিতে এগোচ্ছে, তবে তাতেই সন্তুষ্ট ও। চলতে যে পারছে, এই বেশি! ভারী মেঘ জমেছে আকাশে, বৃষ্টি হবে বোধহয়। সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে জন, গাছের আড়াল ব্যবহার করবার ব্যাপারে সচেতন, কোনভাবেই শত্রুপক্ষের চোখে ধরা পড়তে চায় না।

রক্তে ভেজা শার্ট শুকিয়ে কাগজের মত সেঁটে আছে পিঠের সঙ্গে, কিন্তু ওটাকে ছাড়ানোর চেষ্টায় গেল না জন, পাছে যদি রক্তক্ষরণ শুরু হয়। যত দুর্জয় মানসিকতা নিয়ে এগোনো শুরু করুক, ত্রিশ-চল্লিশ পা-র বেশি সম্ভব হলো না, থামতে বাধ্য হলো। শরীরে বিশ্রাম নেওয়ার, শুয়ে পড়বার আকুতি, কিন্তু গ্রাহ্য করল না; একে বসবার মত জায়গা নেই, তা ছাড়া, জন জানে একবার বসে পড়লে আর উঠতে পারবে না। তাই ট্রেইলের উঁচু কিনারার সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে।

গাছপালার ফাঁকে বাগিটা চোখে পড়ছে। এটা চালিয়ে প্যারট সিটিতে ঢুকছিল সুদর্শন এক লোক। সম্ভবত ক্রিস্টিনার সেই ইংরেজ বন্ধু। এখানে কী করছে সে? দর কষাকষি বা আলোচনা করতে নিয়ে এসেছে ক্রিস্টিনাকে?

ফস্টাররা এখন দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। জনের ট্রেইল বাঁক নিয়ে সরে এসেছে ওদেরটা থেকে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, সিধে হয়ে দাঁড়াল জন; এক পা এক পা করে টলমল পায়ে এগোল। দু'একবার মূর্ছা যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে, দৃশ্যমান সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। অবচেতন মনে সন্দেহ: র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। অন্তত এবার।

এ-অবস্থায় ফস্টারদের হাতে পড়লে রেহাই নেই। লড়াই করবে কি, রাইফেল তুলবার মত শক্তিও নেই দেহে। খোদা না করুক, ওরা এই ট্রেইলে ঢুকে পড়লে সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হবে!

ট্রেইলটা পরিসর। চলাফেরার সুবিধার জন্য গাছপালা কাটা হয়েছে। বহু আগে বোধহয় কেটেছিল কেউ। অন্তত একজন ঘোড়সওয়ার বা পথিক হেঁটে যেতে পারবে। একপাশে পাহাড়ী ঢাল, অন্যদিকে পন্ডেরোসার ঘন সারি। মাঝে মধ্যে হালকা হয়ে এসেছে গাছের সারি, তারই ফাঁকে দূর থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসটা দেখা যাচ্ছে। এ-পর্যন্ত বাইরে কোন নড়াচড়া চোখে পড়েনি।

হাঁটুতে দুর্বল বোধ করছে জন, ঘোর লাগা মানুষের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। এগিয়ে চলল ও, সামনে পড়ে থাকা একটা গাছ দেখতে পেয়েছে। নিজেকে লোভ দেখাল: ওখানে পৌঁছতে পারলে পুরস্কার হিসাবে বিশ্রাম পাবে। দু'বার অজান্তে থেমে গেল, ফের পা বাড়াতে শরীরের সমস্ত মনোবল আর শক্তি জড়ো করতে হলো। শেষে, যখন গুঁড়ির কাছে পৌঁছল, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। ঝাপসা লাগছে সবকিছু, ফাঁকা মনে হচ্ছে মাথার ভিতরটা। তাপদগ্ধ মুখ ও ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এক ফোঁটা পানি যদি থাকত সঙ্গে! কিন্তু নেই। র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পারলে সবই পাবে–পানি, খাবার, বিশ্রাম এবং নিরাপত্তা!

মরা গাছের গুঁড়ির উপর বসে থাকল জন। ঝুলে পড়েছে প্রশস্ত কাঁধ, মাথা নুয়ে পড়েছে; স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছে পুরোপুরি। অজান্তে বুজে ফেলেছে চোখের পাতা। ওভাবেই পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ। মেঘে ঢাকা লা প্লাটা থেকে ধেয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিল শরীরে, প্রতিক্রিয়ায় সামান্য কাঁধ নাড়ল জন–অসচেতনভাবে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। হারানো দিনের মিষ্টি একটা সুর আলোড়ন তুলল ওর অন্তস্তলে, বিস্মৃত স্মৃতি উদ্ধারে অপ্রকৃতিস্থের মত সামান্য স্মিত হাসল জন।

এর সবই পানিশূন্যতার প্রভাব।

ফের যখন উঠতে গেল, ধড়াস করে পড়ে গেল ও–প্রথমে হাঁটু গেড়ে, তারপর ট্রেইলে মুখ থুবড়ে পড়ল। শুকনো পাতার স্তূপে মুখ গুঁজে পড়ে থাকল।

অনেকক্ষণ পর, হিমশীতল বাতাস প্রাণের সঞ্চার করল দেহে। ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল জনের শরীর। চোখ মেলে তাকাল। কিছুক্ষণ একইভাবে পড়ে থাকল, কেবলই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে···শ্রান্তি যেন ঘুচবার নয়! গড়িয়ে উবু হলো ও, বুকের নীচে দু'হাতের ভর রেখে কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল। এগোতেই হবে। এই ট্রেইল ত্যাগ করা উচিত। র‍্যাঞ্চে না পৌঁছলে···

রাইফেলকে ক্রাচের মত ব্যবহার করে উঠে দাঁড়াল, স্খলিত পায়ে এগোল ট্রেইল ধরে। আহত হওয়ার পর থেকে কত সময় পেরিয়ে গেছে জানা নেই ওর, এও জানে না এই ট্রেইল ধরে কতক্ষণ চলছে।

ফস্টাররা গেল কোথায়? কোথাও ঘাপটি মেরে আছে, অতিথিরা চলে গেলে র‍্যাঞ্চে হামলা চালাবে?

পিঠ আড়ষ্ট, নিস্তেজ মনে হচ্ছে। সতর্কতার সঙ্গে হাঁটছে জন, ভয় পাচ্ছে একটু এদিক-ওদিক হলে হয়তো রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যাবে। একশো কদম এগিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার মত একটা জায়গায় থামল, বসল। মনোযোগ দিয়ে চারপাশের শব্দ শুনবার প্রয়াস পেল। খুব বেশি দূরে নেই ফস্টাররা, বড়জোর দু'শো গজ হবে। কম হওয়াও বিচিত্র নয়। ট্রেইলে নজর চালাল ও, সামনে বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। বুনো ঝোপ আর লতাপাতা জন্মেছে, তবে

এগোতে সমস্যা হবে না। মাটিতে হরিণের খুরের ছাপ।

মিনিট কয়েক পর মনের উপর জোর খাটিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। এগোল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘন ঝোপ আর ওকের গুল্মের গভীরে ঢুকে পড়ল। দৃষ্টিসীমা বড়জোর কয়েক ফুট। র‍্যাঞ্চ হাউস বা অন্য কাঠামোগুলো চোখে পড়ছে না।

উপত্যকার শুরুতে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ও। ডানে নিচু পাহাড়ের শরীর ঢেকে রেখেছে ঘন ঝোপ। জনের ধারণা, পাহাড়ের ওপাশে কোথাও অবস্থান নিয়েছে কার্ক ফস্টার–জায়গাটা হয়তো বড়জোর একশো গজ দূরে, কিংবা ট্রেইল ধরে সামনের উপত্যকায় নেমে আসবে। কিনারা ধরে এগোল ও, ঝোপ আর গুল্মের সারিকে ব্যবহার করছে আড়াল হিসাবে।

দু'বার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। প্রতিবারই উঠতে গিয়ে অমানুষিক ধকল পোহাতে হলো। ঝিম-ধরা মাথা পরিষ্কার হতে নিজেকে স্রেফ ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত মনে হলো, উপলব্ধি হলো বুলেটের আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে, শারীরিক ও মানসিক ধকল গেছে, এই যা। একটা বুলেটই তিনটে ক্ষত তৈরি করেছে শরীরে, সেজন্যই এত রক্তক্ষরণ।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাত নামবে। তার আগেই যদি র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যেতে পারত! অন্তত কার্ক ফস্টারের মুখোমুখি তো হতে হবে না।

ফের যখন র‍্যাঞ্চের দালানকোঠা চোখে পড়ল, একটা ব্লাফের চূড়ায় পৌঁছেছে জন, নিচু গাছপালার পিছনে ওর অবস্থান।

নীরব, শান্ত সবকিছু। ওর বাকস্কিনটা রয়েছে করালে, বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে। ঝকঝকে বাগিটা এখনও আছে, করালের রেলিংয়ের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে মিউলগুলো।

কী হচ্ছে র‍্যাঞ্চে? অস্বস্তির সঙ্গে পুরো লে-আউটের উপর নজর চালাল জন। বাগিটা এসেছে অনেকক্ষণ হলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কেন? ওটায় করে যদি ক্রিস্টিনা লী উইলসনের ইংরেজ বন্ধু এসে থাকে, তা হলে মিসেস রীভস এবং জোসির সঙ্গে বিস্তর সময় কাটাচ্ছে সে। আচ্ছা, আগে থেকে কি ওদের চেনে লোকটা? না কি অন্য কেউ এসেছে?

একেবারে নিশ্চুপ হয়ে আছে র‍্যাঞ্চ হাউস। ভূতুড়ে বাড়ির মত দেখা যাচ্ছে। ফস্টাররা যে বাড়ির উপর নজর রাখছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা। নিজের অবস্থান বা মারাত্মক আহত অবস্থা তাদের জানতে দিতে চায় না জন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুরোপুরি অন্ধকার নামবে। হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল জন, অপেক্ষার ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়া হয়ে যাবে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, টেরই পেল না। জেগে উঠে দেখতে পেল অন্ধকার নেমে এসেছে। বাগিটা নেই। সন্তর্পণে উঠে বসল ও, পিঠে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভূত হলেও ভ্রূক্ষেপ করল না। শীতে সারা শরীর আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে সচেতনতা ফিরে এল। গুরুতর আহত হয়েছে ও। বিপদ তো কাটেইনি, বরং সামনে আরও ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছে। শত্রুপক্ষ ওঁৎ পেতে আছে ধারে-কাছে।

বাড়িতে আলো জ্বলছে। জানালার পর্দায় একটা ছায়া পড়ল, ঘরে হাঁটছে কেউ। রাইফেলকে ছড়ি হিসাবে ব্যবহার করে উঠে দাঁড়াল জন। সামান্যতম শব্দও কানে এল না, নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে ব্লাফ থেকে নামতে শুরু করল। আগে পশ্চিম বা পুবে সরে যেতে হবে। পুবে গেলে ফস্টারদের মুখোমুখি হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে বলে পশ্চিমে এগোল ও—অতি সন্তর্পণে, একবারে এক পা করে, সামান্য শব্দও যাতে না হয়। ঢাল হয়ে নেমে এল, তারপর ব্লাফের গায়ের সঙ্গে প্রায় লেগে থাকল, চাইছে ছায়া না পড়ুক। ধীরে ধীরে ক্রীকের উপর ছোট্ট সেতুর দিকে এগোল।

গ্র্যানারি অন্ধকার। উইলো সারির পাশে কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, শেষে ধীর পায়ে এগোল গ্র্যানারির দিকে। ভাল করে শুনবার আশায় ফের থামল। মাথায় লাগাতার ভোঁতা, দপদপে ব্যথার জন্য ঠিকমত মনোযোগ দিতে পারছে না। একটা বিছানাই ওর কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু মনে হচ্ছে এখন। তবে প্রত্যাশা শুধু বিশ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আরও কয়েকটা জিনিসও দরকার—জখমের শুশ্রূষা, ঠাণ্ডা পানি, অন্যের যত্ন ও সহায়তা···হয়তো সবই পাবে এখানে।

ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এসেছিল—কেউ নড়াচড়া করেছে বোধহয়, কিন্তু তীক্ষ্ণ মনোযোগে শুনতে চেষ্টা করেও আর শুনতে পেল না। রাস্তা পেরিয়ে গ্র্যানারির দরজার সামনে পৌঁছে গেল ও, হুড়কো নামিয়ে কবাট ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। পিছনে দরজা আটকে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কান খাড়া করে শব্দ শুনবার চেষ্টা করল। কিছুই কানে এল না।

ধীর পায়ে বিছানার দিকে এগোল জন। যে-অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, সেভাবেই আছে। কার্ক ফস্টারের কথা মাথায় রেখে বাতি জ্বালল না, দরজার কাছে ফিরে এসে হুড়কোর দড়িটা ভিতরে টেনে নিল। বাইরে থেকে কেউ দরজা খুলতে পারবে না এখন।

অন্ধকারে সয়ে এল চোখ। র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার সময় জানত কিছুদিন বাইরে থাকবে, তাই ওঅশবেসিনটা ভিতরে নিয়ে এসেছিল। বেসিনের পাশে এক বালতি পানি রয়েছে। প্রথমে আয়েশ ভরে পান করল ও, তারপর মুখ ধু'লো। পুরানো তোয়ালের এক টুকরো ভিজিয়ে চুলের শুকনো রক্ত মুছল।

এটুকুতেই হাঁপিয়ে উঠল জন। খাবার বা পরিপূর্ণ শুশ্রূষার চেয়ে বিশ্রামই জরুরি মনে হচ্ছে। হাত-পা চলছে না, ক্লান্তিতে বুজে আসছে চোখের পাতা। বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল ও, ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পিস্তল শিয়রের পাশে রেখেছে, হাতের নাগালে রয়েছে রাইফেলটা। ঘুমিয়ে পড়বার আগে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়া ম্লান আলোয় ঘড়িতে সময় দেখেছে। রাত ন'টার

একটু বেশি।

মৃদু করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙল। মুহূর্তের জন্য মনে হলো হয়তো স্বপ্ন দেখছে, তারপর কারও ফিসফিসানি কানে এল। সন্তর্পণে মেঝেয় পা নামাল ও, উঠে দাঁড়াল। ফের করাঘাত হলো দরজায়।

'কে?' জানতে চাইল ও। হাতে পিস্তল চলে এসেছে, দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি! জোসি! দরজা খোলো, মি. ক্যালকিন!' এত নিচু স্বর, কোনরকমে অর্থোদ্ধার করতে সক্ষম হলো জন।

পিস্তল হাতে রেখেই দরজা খুলল ও। ভূতুড়ে ছায়ার মত চট করে ঢুকে পড়ল জোসি। 'তোমাকে আসতে দেখেছি। ওফ্, অপেক্ষা করতে করতে অধীর হয়ে পড়েছিলাম! তোমার ঘোড়া কোথায়?'

'পাহাড়ে। এক লোক খুন করতে চেয়েছিল আমাকে।'

'জানি আমি! মি. ক্যালকিন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাও এখান থেকে! কোন প্রশ্ন কোরো না, শুধু চলে যাও!'

'আহত হয়েছি, ম্যা'ম। বিশ্রাম দরকার আমার। পালানো দূরে থাক, এ-অবস্থায় দু'মাইল দূরেও যেতে পারব না। তা ছাড়া, কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কার্ক ফস্টার। সম্ভবত র‍্যাঞ্চে হামলার ধান্ধায় আছে ওরা। হয়তো ভোরের আগেই আক্রমণ করবে। তৈরি থাকতে হবে তোমাদের।'

'প্লীজ! চলে যাও তুমি! নইলে খুন হয়ে যাবে।'

'মিসেস রীভসের সঙ্গে দেখা করা উচিত। ওকে সতর্ক করে দিতে হবে।'

'প্লীজ, মি. ক্যালকিন, ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সময় নষ্ট কোরো না! চলে যাও তুমি! ওর সঙ্গে দেখা করতে যেয়ো না! ভুলে যাও ওর কথা!'

'সেটা কি ঠিক হবে? অভদ্রতা হয়ে যায় না? নিজ হাতে আমাকে সাপার খাওয়াতে চেয়েছে ও। আমারও ইচ্ছে ওর হাতের রান্নার স্বাদ নেব, তাতে যদি খুশি হয় ও, আমার অসুবিধা কী!'

'ভুলে যাও ওসব, মাথায়ও এনো না চিন্তাটা! অবশ্য জীবনের শেষ খাবার যদি খেতে এত ইচ্ছে থাকে, তা হলে অন্য কথা। তোমার উপস্থিতি ওরা টের পাওয়ার আগেই চলে যাও। ঈশ্বরের দোহাই, পালাও!'

'ওরা?'

'প্রশ্ন কোরো না! বাঁচতে চাইলে চলে যাও। আমিও চলে যাব। তোমাকে সতর্ক করতে এসেছি জানতে পারলে আমাকে খুন করবে ওরা!'

'তোমাকে খুন করবে? কে?'

অসহায় বোধ করছে জোসি, কোনরকমে কান্না আটকে রেখেছে। সজল দুই চোখে অনুনয় ফুটে উঠল। 'প্লীজ! আমার কথা শোনো! চলে যাও! সময় থাকতে পালাও! চলে যেতে পারলে হয়তো বেঁচে যেতে পারো, কিন্তু এখানে

থাকলে কোন সম্ভাবনাই নেই তোমার। প্লীজ, যত দ্রুত সম্ভব চলে যাও!'

'জোসি?' র‍্যাঞ্চ হাউসের পোর্চ থেকে ভেসে এল ডাকটা–মিসেস রীভসের কণ্ঠ।

'হায় খোদা!' প্রায় প্রার্থনার মত শোনাল জোসির কণ্ঠ। 'দয়া করে চলে যাও! কসম লাগে তোমার! ওদের সন্দেহ ড্রয়ারে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাগজ খুঁজে পেয়েছ তুমি। শোনো! ওরা যদি কিছু খেতে দেয়, কিচ্ছু স্পর্শ কোরো না!'

কথাগুলো বলেই চলে গেল জোসি। মুহূর্ত কয়েক পর ওর কণ্ঠ শুনতে পেল জন: 'ভিতরে গরম লাগছিল খুব! ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।'

র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ ভেসে এল।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জন। বিছানার কাছে এসে চাদরটা টেনে-টুনে নিভাঁজ করবার চেষ্টা করল। মুহূর্ত কয়েক রাইফেল হাতে অপেক্ষা করল, বিছানাটা লোভ জাগাচ্ছে, ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়ে আবার। গোল্লায় যাক সব! প্রচুর রক্ত হারিয়েছে, অমানুষিক ধকল গেছে, অসহায় এবং দুর্বল বোধ করছে, প্রায় নিস্তেজ হয়ে আছে সমস্ত অনুভূতি···

সন্তর্পণে বাইরে এল ও, দরজার পাশে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, দালানের গাঢ় কাঠামোর বিপরীতে আছে বলে দূর থেকে ওকে ঠাহর করতে পারবে না কেউ। কার্ক ফস্টার বা তার কোন লোকের চোখে পড়লে বিপদ, স্রেফ ট্রিগার টেনে দিলেই হবে–কিছু করবার থাকবে না ওর।

জোসি কী বলতে চেয়েছিল ওকে? ড্রয়ার হাতড়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাগজ খুঁজে পেয়েছে ও–কথাটার মানে কী? কীভাবে জানল ওরা? আচমকা বরফশীতল হয়ে গেল জনের অন্তস্তল, মনে পড়েছে! ড্রয়ারের কাগজগুলো বহুদিন ধরে পড়ে ছিল, কাগজের উপরে ছিল উইলটা। জন যখন ওটা তুলে নেয়, নীচের কাগজে বাদামি দাগ দেখেছিল–উইলের পরিসীমা বরাবর। দেখলেও তেমন গুরুত্ব দেয়নি। সন্দেহ নেই, কোন রাসায়নিক পদার্থের কারণে দাগটা পড়েছে; বইয়ের ভিতর বহুদিন কাগজ রেখে দিলে কাগজ সংলগ্ন বইয়ের পাতায় দাগ পড়ে যেমন।

পরে খুঁজতে গিয়ে টালিবুকটা দেখতে পায়নি ওরা, কিন্তু টালিবুকের নীচের কাগজে বাদামি দাগ দেখেছে–তারমানে কিছু একটা ছিল ওখানে। এ-থেকে সন্দিহান হয়ে উঠেছে ওরা।

আড়ষ্ট শরীর, তারপরও করাল-বারের মাঝখান দিয়ে শরীর গলিয়ে দিল জন, ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে বাকস্কিনের কাছে পৌঁছে গেল। মুহূর্ত খানেক দ্বিধা করল ঘোড়াটা, তবে পরিচিত হাতের স্পর্শ পেয়ে আশ্বস্ত হলো, স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। বাকস্কিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল জন, নিচু স্বরে কথা বলছে ওটার সঙ্গে, শেষে মুঠিতে ওটার কেশর ধরে এগোল পুরানো বার্নের দিকে।

বার্নের ভিতরে কালিগোলা অন্ধকার। তীক্ষ্ণ মনোযোগে শুনল ও, কিন্তু কোন শব্দই হলো না। পরিচিত স্টলের দিকে নিয়ে চলল ঘোড়াটাকে, জানে

ওখানে লাগাম আর কিছু হ্যাকামোর রয়েছে। হ্যাকামোরের খোঁজে হাতড়াল ও, পেয়ে বাকস্কিনের গলা দিয়ে নামিয়ে আনল। বাকস্কিনের চামড়ার তৈরি বাড়তি রশি তুলে নিল হাতে।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে বার্নের দরজার কাছে এসে থামল জন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল বাইরে, কান দুটো সজাগ। মনটা খুঁতখুঁত করছে। কোথায় লুকিয়েছে কার্ক ফস্টার?

বাম হাতে লাগাম রেখে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল পরাল ও। কোত্থেকে বিপদ এসে উপস্থিত হলো, টেরই পেল না। আচমকা পিছনে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল, তারপর উল্লসিত একটা কণ্ঠ শুনতে পেল: 'কার্ক? জলদি এদিকে এসো! ব্যাটাকে পাকড়াও করেছি!'

ষোলো

জনের দু'হাতই উপরে–একটা হাত বাকস্কিনের কেশরে, অন্য হাত ঘোড়ার পিঠে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আঘাতটার উদ্দেশ্য ওকে খুন করা।

মুহূর্তে সক্রিয় হলো জন। ঝট করে নেমে এল ডান হাত, পিছনে চালাল আন্দাজের উপর–কনুই আঘাত করল কার্ক ফস্টারের সঙ্গীর কপালে। পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। লোকটা বিস্ময় বা আঘাতের ধাক্কা সামলে নেওয়ার আগেই স্যাডলে চেপে বসল জন, ঝুঁকে স্টলের প্রান্তে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেল তুলে নিয়ে স্পার দাবাল। লাফিয়ে আগে বাড়ল বাকস্কিন, তারপর তুমুল গতিতে বেরিয়ে এল বার্ন থেকে।

সামনে করাল-গেট। কিন্তু ঢুকবার সময় খোলা রেখে এসেছে ওরা। একই গতিতে গেট পেরোল জন, তীক্ষ্ণ মোড় নিল বামে, শত্রুপক্ষ আর নিজের মাঝখানে বার্নের দেয়ালটাকে ফেলে দিল। তুফান বেগে ছুটছে বাকস্কিন। মুহূর্ত কয়েক পরই ছোট্ট সেতু পেরিয়ে উপত্যকায় ঢুকে পড়ল।

বার্নের দরজা থেকে গুলি করল কেউ। পাল্টা গুলি না করলেও চলে, কিন্তু খানিকটা সময় আদায় করা দরকার ভেবে স্যাডলে ঘুরে বসল জন, গতি কমিয়ে নিয়েছে বাকস্কিনের। রাইফেল থেকে দ্রুত তিনটা গুলি পাঠিয়ে দিল গানফ্ল্যাশ বরাবর। পরমুহূর্তে ফের স্পার দাবাল। হাওয়ার বেগে ছুটল ঘোড়াটা। নিচু পাহাড়ের বাঁক ঘুরে সরু ট্রেইল ধরে ওকের গুল্মের সারির ওপাশে হারিয়ে গেল।

উপযুক্ত কাভার পেতে, ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল ও। সারা শরীরে অনুভূত যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করছে। আচমকা ছোটাছুটিতে শুকাতে শুরু করা ক্ষতের মুখ খুলে গেছে বোধহয়, ফের রক্তক্ষরণ হচ্ছে এখন।

পিছন ফিরে তাকাল ও। চাপ-চাপ অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল

না। বাড়ির আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্দেহ নেই বাইরে চোখ রেখেছে মেয়েরা, অপেক্ষায় আছে, ভাবছে বাইরে আসলে কী ঘটছে।

অবসন্ন দেহে কোনরকমে স্যাডলে টিকে আছে জন, আচমকা ধকলে পুরোপুরি পর্যুদস্ত এবং অবসাদগ্রস্ত, ওকের সারির ফাঁকফোকর গলে ম্যাগি'স রকের দিকে এগোল। কীভাবে ঘোড়ার পিঠে টিকে আছে, নিজেও জানে না। কেউ যখন সারা জীবন রাইড করে অভ্যস্ত, শুনতে অদ্ভুত হলেও সত্যি যে স্যাডলে বসেই ঘুমাতে পারে কিংবা অর্ধ-সচেতন অবস্থায়ও স্যাডলে টিকে থাকতে পারে, অথচ সহজাত প্রবৃত্তি বা অবচেতন মনের তাগিদে এগিয়ে যায় সঠিক পথে।

রাইফেলটাকে এ-মুহূর্তে যন্ত্রণা মনে হচ্ছে, বড্ড ভারী ঠেকছে ওজন। সঙ্গে আনা কয়েক প্রস্থ র-হাইডের দড়ি একত্র করে একটা স্লিং তৈরি করল ও, তারপর রাইফেলের ব্যারেল আর কুঁদোর সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল কাঁধে।

মেঘ কেটে গেছে, আকাশের দখল ফিরে পেয়ে হেসে উঠেছে হাজারো তারা। রাতভর বাইরে কাটানো লোকের জন্য অন্ধকারে পথ ঠাহর করা বেশ সহজ। ভোর নাগাদ ম্যাগি'স রকের বিস্তৃত পাদদেশ ঘুরে স্প্রিং গাল্‌শে পৌঁছে গেল জন। এখানেই আউটফিট রেখে গিয়েছিল।

ঠিকঠাক আছে সবকিছু। স্যাডল স্থানান্তর করে বাড়তি ঘোড়াটাকে লীড করে ম্যাগি'স রকের নীচে ছোট্ট রীজের পিছনের উপত্যকার দিকে এগোল ও। র‍্যাঞ্চ বা আশপাশে উঁচু কোন জায়গা থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এখানে একটা উপত্যকা আছে। এ-মুহূর্তে এমন নির্জন জায়গাই দরকার ওর।

ক্যাম্প করতে শেষ শক্তিটুকু খরচ করল জন। ঘোড়াকে পিকেট করে ঘাসের উপর বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল, গায়ের উপর টেনে নিল স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট।

ভোরের দিকে দু'এক পশলা বৃষ্টি হলো। টের পেলেও ক্লান্তির কারণেই গুরুত্ব দিল না জন। খাড়া দুপুরে ঘুম ভাঙল ওর, ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে ঘাস। মুহূর্ত কয়েক স্থিরভাবে শুয়ে থাকল, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে আকাশে। নিতান্ত আলসেমি নিয়ে চক্কর কাটছে কয়েকটা শকুন। শেষে, উঠে বসে নিত্যকার অভ্যাস মত চারপাশ খুঁটিয়ে দেখে নিল।

নাক বরাবর পশ্চিমে ম্যাগি'স রক। উঁচু পাথুরে চাঙড়ের পিছনে ছোট্ট এই উপত্যকা, ক্ষীণ বুনো ট্রেইল ধরে আসতে হয় এখানে। উপত্যকার উত্তর দিকে নিচু রীজ আর গ্র্যানিটের সমষ্টি, একেবারে চূড়ার দিকে অবশ্য বেশ কিছু পাইন ও সিডারের ঘন সারি; সরু একটা ট্রেইল আরও উঁচু রীজের বুকে চলে গেছে, ওখানেই স্কট হিগিন্সের সঙ্গে চূড়ান্ত মোকাবিলা হয়েছিল ওর।

বিশাল এক পন্ডেরোসার নীচে ওর ক্যাম্প। চারপাশে অসংখ্য পাইনের কোন্ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। পাইনের কাঁটা এবং ঘাস সরিয়ে নিচু কয়েকটা

শাখা ভাঙল ও, তারপর পরিষ্কার জায়গায় আগুন জ্বালাল। খটখটে শুকনো শাখাগুলো। পড়ে থাকা কিছু ডালও সংগ্রহ করেছে। গাছের নীচে বলে ধোঁয়া সরাসরি উপর দিকে উঠে যাচ্ছে, বাতাসে মিশে যাওয়ার আগেই ভাগ হয়ে যাচ্ছে গাছের বাধার কারণে, ফলে সরু ধারায় ধোঁয়া যাও-বা উঠছে, দূর থেকে চোখে পড়বে না বললেই চলে।

প্যাক খুলে কফিপট, ফ্রাইংপ্যান, কফি আর বেকন বের করল। সময় নিয়ে কফি তৈরি করল, এক ডজন বেকনের স্লাইস ভাজল।

গাছপালার মাঝখানে খোলা জায়গায় ওর ক্যাম্প। মোটামুটি নিরাপদ। খুব কাছে না এলে ওর উপস্থিতি টের পাবে না কেউ। সবক'টা বেকন পেটে চালান করে কফির মগ হাতে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল ও, পরিস্থিতি বিচার করবার প্রয়াস পেল।

একটা চাওয়াই ছিল ওর—নির্ঝঞ্ঝাটে এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিল। কারও সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। নির্জন পাহাড়ী অঞ্চলে, যেখানে নিজেকে ফিরে পায়, সেখানে চলে যেতে চেয়েছিল। চলবার পথে পপলারে গিয়েই যত বিপত্তি, আচমকা আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। প্রথমে হ্যারি পোর্টার খুন করতে চাইল ওকে, তারপর ফাঁসির কেচ্ছা, "খুনে" রোয়ান ওকে নিয়ে এল র‍্যাঞ্চে—সমস্ত ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দুতে! এরপর যে-সব ঘটনা ঘটেছে, অনেকগুলোর তাৎপর্য এখনও ধাঁধা হয়ে আছে ওর মনে।

যথেষ্ট দুর্ভোগ সয়েছে। এবার সরে যাওয়ার পালা। ঘোড়া বা মালপত্র পেয়ে গেছে এখন। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেই হলো। পিছন ফিরে তাকাবে না আর।

ওকে তাড়াতে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল জোসি? মিসেস রীভসকেও ওর কথা জানতে দিতে চায়নি। কেন? কার্ক ফস্টারদের আগমন বা হামলার আশঙ্কার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল জনকে বিদায় করবার ইচ্ছে। বড় অদ্ভুত মেয়েটার আচরণ! কিন্তু যত অদ্ভুত বা অস্বাভাবিকই হোক, একটা ব্যাখ্যা আছে নিশ্চই। ড্রয়ার খুলে কাগজ খুঁজে পাওয়ার কথা জেনে গেছে মিসেস রীভস—এ-কথায় কী বোঝাতে চেয়েছে জোসি? অথচ মেয়েটা নিজেই ওই ড্রয়ারে টালিবুক খুঁজতে বলেছিল ওকে।

রহস্যময়! একটা কিন্তু আছে এসবের মধ্যে। কিন্তুটার উত্তর অনুমান করতে পারছে জন।

বিশ্রাম নেওয়ার পর, জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল পরাল ও, ভাবছে প্যারট সিটির উদ্দেশে যাত্রা করবে। একেবারে চলে যাওয়ার আগে কয়েকটা কাজ সারতে হবে। রসদ কেনা ছাড়াও ক্রিস্টিনা লী উইলসনকে উইল বুঝিয়ে দিতে হবে। তারপরই মুক্তি। এরপর যাই ঘটুক, কিছু যাবে-আসবে না ওর। কিন্তু চাইলেও কি এড়াতে পারবে? ক্রিস্টিনার সঙ্গে দেখা করবারই বা কী দরকার?

তেষ্টা বোধ করছে ও।

ভাগ্য ভাল, ক্যান্টিনটা অর্ধেক ভরা। পানিটা কয়েকদিন আগের, স্বাদ সন্তোষজনক না হলেও পান করল; জীবনে এরচেয়ে খারাপ পানিও পান করেছে। রক্তক্ষরণ আর জ্বরের কারণে পানির চাহিদা বেড়ে গেছে।

ঘোড়ার পিকেট-পিন খুলে দিল জন, নতুন জায়গায় চরবার সুযোগ পেল পশুগুলো। ফিরে এসে পন্ডেরোসার ছায়ায় বসে পড়ল ও, আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছে।

তৃণভূমিতে চরতে দেখা গরুগুলোর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। রাউন্ড-আপ করা উচিত। শীতের প্রতিকূল পরিবেশে গাভীর চেয়ে বলদের টিকে থাকবার সম্ভাবনা বেশি। কিছু গাভী চালান করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রেলরোড কাছাকাছি চলে আসায় কষ্টকর ড্রাইভের ঝামেলা পোহাতে হবে না, অল্প আয়াসে ডেনভার বা ক্যান্সাস সিটিতে পৌঁছে যাবে গরুর পাল।

রেঞ্জের কিছু গরু পুরোপুরি বুনো হয়ে গেছে। বুনো গরুই ড্রাইভের জন্য উপযুক্ত, কারণ বিরূপ পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এরা, অল্প ঘাসে চরেও দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে; এবং সবচেয়ে খারাপ সময়েও মানুষ বা মাসট্যাঙের মতই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে।

পুরো দুপুর ঝিমুনির মধ্যে কেটে গেল। হাজারো চিন্তায় অস্থির থাকল মন, আধো-ঘুম আধো-জাগরণে স্বপ্ন দেখল কয়েকবার। সূর্যাস্তের ঠিক আগে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল জন, ধীরে সুস্থে ক্যাম্প গুছিয়ে স্যাডল চাপাল সবগুলো ঘোড়ায়। স্যাডলে চেপে যখন ট্রেইলে যাত্রা করল, ততক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেছে। একই পথে ফিরে যাওয়ার অনিচ্ছা থেকে স্প্রিং গাল্‌শের দিকে এগোল ও, ক্রীকের ঘেসো তলা বরাবর পুবে এগোল। গাল্‌শের একেবারে শেষে একটা ওঅটরহোল পেয়ে ঘোড়াকে পানি পান করবার সুযোগ দিল।

রীজের দিকে চলে গেছে বুনো ঘোড়ার ট্রেইল। নির্দ্বিধায় অনুসরণ করল জন। পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে, হাতে সবগুলো ঘোড়ার লাগাম। মাঝে মধ্যে থামছে পশুগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য। অ্যাসপেনের সুদৃশ্য ঝাড় পেরিয়ে যখন রীজের চূড়ায় পৌঁছল, ততক্ষণে গোধূলির শেষ আলোটুকুও ম্লান হয়ে গেছে। জনের মনে পড়ল, কয়েকদিন আগেও অ্যাসপেনের বনটা পেরিয়ে গিয়েছিল।

উপরে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস। স্যাডলে বসে থেকে পিছনে, র‍্যাঞ্চের দিকে তাকাল। র‍্যাঞ্চ হাউসের চিমনি দিয়ে সরু নীল ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। ব্যস, প্রাণের স্পন্দন বলতে গেলে এই। বাকস্কিনটাকে ছেড়ে দিল ও।

বাড়ি ফিরে যাবে ওটা। পরিচিত পরিবেশ বা বাড়ির প্রতি যেমন আকর্ষণ থাকে, তেমনি অন্য ঘোড়ার সংস্পর্শও ছেড়ে যেতে চায় না ঘোড়া। তবে বাকস্কিনটা যদি ওর পিছু নিয়ে প্যারট সিটিতে গিয়ে উপস্থিত হয়, ঘটনাটাকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না। বাকস্কিনের গলা থেকে লাগাম খুলে নিয়েছে ও,

কেউ বলতে পারবে না যে ঘোড়াটাকে চুরি করেছিল। তবে খাবারের লোভে ওটার র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

উল্টোদিকের ঢাল ধরে নামতে শুরু করল জন। শীত আসন্ন। অ্যাসপেনের পাতার রঙ বদলাতে শুরু করেছে, শিগ্‌গিরই সোনালি রঙ পাবে—এই ট্রেইলে চলবার সময় তখন মনে হবে রাজকীয় কোন ক্যাথেড্রালের আইল বরাবর এগোচ্ছে! চারদিকে স্বর্ণালী রঙের অপূর্ব সমাহার! পাতার মর্মরধ্বনি যেন হাজারো মানুষের ফিসফিসানি!

মূল ট্রেইলে উঠে আসবার আগে দু'ধারে সতর্ক দৃষ্টি চালাল জন। শূন্য। দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ। কোন নড়াচড়া নেই। ট্রেনের দূরাগত হুইসেলের শব্দ কানে এল।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও, আড়াআড়িভাবে ট্রেইল পেরিয়ে ওপাশের বনে ঢুকে পড়ল। প্রায় আধ-ঘণ্টা পর, ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্যারট সিটিতে প্রবেশ করল।

রাস্তার দু'ধারে প্রায় ডজনখানেক আলোকিত বাড়ি। করালে চলে এল ও, একইসঙ্গে যেটা লিভারি স্টেবল হিসাবেও সেবা দিচ্ছে। স্যাডল-ব্রিডল খুলে মুক্তি দিল ঘোড়াগুলোকে। পোর্চে বসে থাকা হসল্যার পরামর্শ দিল কোণের একটা শেডে জিনিসপত্র রাখবার জন্য। 'নিরাপদ জায়গা,' জীর্ণ হ্যাট পরা বুড়ো বলল। 'এখানে কারও জিনিস চুরি করে না কেউ।'

জনের কাছ থেকে আধ-ডলারের একটা মুদ্রা পেতে মুখের বাঁধন আলগা হয়ে গেল লোকটার। 'আগেও বোধহয় দেখেছি তোমাকে,' আলাপী সুরে বলল সে। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে! মিস্ উইলসনের সঙ্গে দেখেছি।'

'চমৎকার মেয়ে,' নিরাবেগ স্বরে মন্তব্য করল জন।

'হ্যাঁ,' পাইপ ধরাল সে, দেয়াশলাইয়ের কাঠি নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়, তারপর থোক্ করে থুথু ফেলল। 'তবে বাজে লোকজনের সঙ্গে উঠবস করছে মেয়েটা। ইংরেজ লোকটাকে দেখেছ? ব্লন্ড গোফ, শহুরে লোক বোধহয়।'

'দেখেছি। চেনো ওকে?'

'পরিচয় জানি না, তবে ওর ধাত সম্পর্কে জানি। জুয়াড়ী। মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। ভুলেও হালকাভাবে দেখো না ওকে। দারুণ ধূর্ত এবং বিপজ্জনক লোক।' চোখের কোণ দিয়ে জনকে দেখল সে। 'জামার আস্তিনে অস্ত্র লুকিয়ে রাখে। ডেরিঞ্জার জাতীয় ছোট পিস্তল। হাত তুললেই আলগোছে বেরিয়ে আসে অস্ত্রটা, হাতের তালুয় এসে জমা হয়। কারও বুঝবার বা দেখবার সাধ্য নেই। দেখবে কীভাবে? সবাই তো কোমর বা উরুর হোলস্টারে নজর রাখে। আমার শেডে ঘোড়া রাখতে এসেছিল ও, একবার অনুশীলন করেছিল তখন। বোধহয় ভেবেছিল কেউ দেখছে না ওকে।'

'ধন্যবাদ। তোমার উপকার মনে থাকবে।'

'মিস্ উইলসন সত্যি ভাল মেয়ে। ভদ্র, বনেদী ঘরের মেয়ে। কীভাবে

যেন ওকে পটিয়ে ফেলেছে লোকটা। সাহায্য না কচু, আসলে ধান্ধায় আছে ব্যাটা!'

'আমারও খটকা লেগেছিল,' চিন্তিত সুরে বলল জন। 'দোস্ত, গোপন একটা খবর বলছি তোমাকে। চেরী ক্রীকের ধারে ওই র‍্যাঞ্চটার অর্ধেকের মালিকানা মিস্ উইলসনের। তবে আমার ধারণা, পুরো র‍্যাঞ্চটাই ওর।'

'দুটো মেয়ে আছে, ওই র‍্যাঞ্চের কথাই বলছ তো?'

'হ্যাঁ। ওখানে কিছুদিন কাজ করেছি। অগোছাল হয়ে আছে বাথানটা।'

'জানি। শেষদিকে র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা ছেড়ে দিয়েছিল উইলসন। শুনেছি কোন্ এক মহিলার খপ্পরে পড়েছিল।'

'মিসেস রীভস।'

'ওই মহিলাই? আমি তো ভেবেছি কমবয়েসী মেয়েটার জন্য,' থামল সে, তারপর হঠাৎ বলল: 'ওই মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছি।'

'কোথায়?'

শ্রাগ করল বুড়ো। 'মনে পড়ছে না।' পাইপে টান দিতে টের পেল নিভে গেছে ওটা, বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল সে। 'কিছুদিন ডেনভারের জেলার ছিলাম।' পাইপ ধরিয়ে জনের দিকে তাকাল সে। 'এমনও হতে পারে, আদপে দেখিনি ওকে, কিন্তু ওয়ান্টেড পোস্টারে চেহারা দেখেছি। তোমার কথাই ধরো, প্রথম যখন শহরে ঢুকতে দেখলাম, আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম জীবনে বহুবার ব্যাজ পরেছ তুমি।'

'ক্রিস্টিনা লী উইলসন কি শহরে আছে?'

'এখনও আছে বটে, তবে সকালে আর পাবে না ওকে। ইংরেজ লোকটা সকালে চেরী ক্রীকের ওই বাথানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছিল ওকে, নিজ কানে শুনেছি। বলল কাল সকালে নিজেই মিস্ উইলসনকে নিয়ে যাবে। কীভাবে যেতে হবে, লোকজনের কাছ থেকে জেনে নেবে সে।'

'ঝকঝকে নতুন বাগিটাই চালায় সে?'

'হ্যাঁ।'

'আজই তো সেখানে গিয়েছিল সে। প্রায় সারাদিন ওখানে ছিল।'

রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ঢুকল জন। তিন শয্যার একটা কামরায় ঢুকে জিনিসপত্র বিছানার উপর নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল আবার। ধূলিমলিন লেন হয়ে এগোল রেস্তোরাঁর দিকে। মনে মনে আশা করছে ওখানে দেখতে পাবে ক্রিস্টিনা লী উইলসনকে।

বাস্তবেও তাই হলো। এবং একাই আছে ক্রিস্টিনা।

'আরে, তুমি! আমি তো ভেবেছি চলে গেছ।'

'ফিরে এলাম।'

চিন্তিত হয়ে উঠল ক্রিস্টিনার চাহনি, খুঁটিয়ে দেখছে জনকে। 'অসুস্থ ছিলে না কি? ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'ঝামেলায় ছিলাম,' কাপ নামিয়ে রাখল জন। 'তোমার জায়গায় থাকলে সৎ ও দক্ষ একজন উকিলের খোঁজ করতাম আমি। অ্যানিমাস সিটি বা ওই নতুন শহরটায় গিয়ে অভিজ্ঞ কোন উকিল খুঁজতাম। আমার তো মনে হয়, শিগ্‌গিরই একজনকে দরকার হবে তোমার।'

'পরামর্শ দেওয়ার জন্য এক বন্ধু আছে আমার।'

'গিলমোর? অনেকদিন ধরে চেনো ওকে?'

'না, তবে···'

'আজ সারাদিন সে কোথায় ছিল, বলেছে তোমাকে?'

'বলেনি বটে, কিন্তু বলবে কেন? তা ছাড়া, আজ ওর সঙ্গে দেখাই হয়নি আমার।'

'আমিও দেখিনি ওকে। তবে ওর বাগিটা প্রায় সারাদিন উইলসন র‍্যাঞ্চে ছিল।'

'অসম্ভব! আজ তো ব্যবসার কাজে ওর ম্যানকোস যাওয়ার কথা। তাই তো বলেছে আমাকে।'

'প্রায় সারাদিনই বাগিটা ওখানে ছিল।'

স্মিত হাসল ক্রিস্টিনা। 'তুমি নিশ্চই ভুল করছ, মি. ক্যালকিন। অনেক বাগিই দেখতে একরকম।' কাপের কিনারার উপর দিয়ে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে জনকে দেখছে মেয়েটি। 'বাগিটা যখন দেখেছ, নিশ্চই তুমি নিজেও ছিলে ওখানে?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। আহত হয়ে পড়ে ছিলাম। গুলি লেগেছিল। ওই মুহূর্তে বেঁচে থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম।'

'গুলি লেগেছিল?' চমকে উঠল ক্রিস্টিনা।

'হ্যাঁ। এক লোক অনুসরণ করছিল আমাকে। দূর থেকে গুলি করেছিল, কিন্তু ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। তবে একই বুলেটে কাঁধ আর খুলি সহ তিনটা ক্ষত তৈরি হয়েছে।' ঘাড় কাত করে দেখাল জন। 'রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পাইনের রস লাগিয়েছি ক্ষতে। দারুণ কাজ দেখিয়েছে জিনিসটা।'

'ডাক্তার দেখাওনি?'

'না, ম্যা'ম। কি জানো, প্রয়োজনের সময় আইন আর ডাক্তারের দেখা পাওয়া মুশকিল।'

'কিন্তু কেন? কেন তোমাকে ওভাবে খুন করতে চাইবে কেউ?'

শ্রাগ করল জন। 'সম্ভবত র‍্যাঞ্চের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে। পোর্টার বা ফস্টারের দলবল রয়েছে বটে, কিন্তু স্কট হিগিন্সের মত মারকুটে বন্দুকবাজ ভাড়া করবার সামর্থ্য নেই ওদের। হিগিন্স হচ্ছে পেশাদার খুনী। প্রচুর টাকা খরচ করে কেউ ভাড়া করেছে ওকে, কিংবা কারও ঋণ শোধ করতে আমার পিছু নিয়েছিল হিগিন্স। যাই হোক, আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সে।'

রাস্তায় ধুঁলো উড়িয়ে ছুটে গেল এক রাইডার, তারপর আগের মতই জনশূন্য, নীরব হয়ে গেল। রান্নাঘরে বাসন-কোসনের টুংটাং শব্দ হচ্ছে,

সম্ভবত আজ রাতের জন্য ওরাই শেষ খদ্দের। পশ্চিমে বেশিরভাগ শহর সন্ধ্যার পরপর ঘুমিয়ে পড়ে, তবে সেলুন আর জুয়ার আড্ডাগুলো ব্যতিক্রম।

'লোকটা নিশ্চই আবারও চেষ্টা চালাবে?'

'উঁহুঁ।'

'তার মানে···লোকটা মারা গেছে?'

'ওর যা পেশা, এই দেশে, ওর মত মানুষ জীবনে একটাই ভুল করে।'

নীরবতা নেমে এল। কথাবার্তা ছাড়াই খেয়ে যাচ্ছে দু'জন। 'যতটা ভেবেছিলাম,' একটু পর মন্তব্য করল ক্রিস্টিনা। 'তারচেয়েও ভয়ঙ্কর এই অঞ্চল।'

'মোটেও না। এমন নির্ঝঞ্ঝাট এলাকা কমই দেখতে পাবে। বেশিরভাগ মানুষ শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী। ঝামেলাবাজরা সবাই বহিরাগত।'

'তুমিও কি বহিরাগত নও?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। র‍্যাঞ্চের ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গেলেই চলে যাব আমি।'

'কিন্তু র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে তোমার মাথাব্যথা কেন?'

মারাত্মক প্রশ্ন। সত্যিই তো, ওর কেন মাথাব্যথা থাকবে? তবে একটা ব্যাপার তো আছেই। তা হচ্ছে পকেটের উইলটা। ওটা হস্তান্তর করলে সব ল্যাঠা চুকে যায়, নিজের পথ ধরতে পারবে জন। কিন্তু মন টানছে না। যতদিন নেড গিলমোরের মত মানুষ ক্রিস্টিনার বন্ধু থাকছে, ততদিন পর্যন্ত উইলটা মেয়েটিকে দেবে না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। আপাতত।

খাওয়া শেষ। তবে জনের কথা শেষ হয়নি।

উঠে দাঁড়াল ক্রিস্টিনা। 'পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, মি. ক্যালকিন,' নির্লিপ্ত মেয়েটির চাহনি। 'সম্ভবত আর দেখা হবে না আমাদের।'

'দরকার হলে এখানেই পাবে আমাকে।'

পলকহীন, ঠাণ্ডা চাহনি ছুঁড়ে দিল মেয়েটি। 'উঁহুঁ, তোমাকে দরকার হবে না আমার।'

'হবে, ওরা যখন জানবে র‍্যাঞ্চের অর্ধেক মালিকানা তোমার।'

'মানে?'

'মিসেস রীভসের কাছেও একটা উইল আছে, ওটায় লেখা র‍্যাঞ্চের মালিকানা ওর একার। তোমার যেন কোন অস্তিত্ব নেই। সাবধান, ম্যা'ম, খুব সাবধান।'

'সবসময়ই সতর্ক থাকি আমি, মি. ক্যালকিন। শুভসন্ধ্যা।'

ঘুরে দাঁড়াল ক্রিস্টিনা, কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জন। 'যদি র‍্যাঞ্চে যাও আর ওরা যদি কিছু খেতে দেয় তোমাকে, সেটা পানীয় হলেও, খেয়ো না। কথাটা মনে রেখো।'

'কী বলতে চাইছ?'

'সঠিক জানি না, তবে এটা জানি যে মি. উইলসন, তোমার চাচা মৃত্যুর

আগে ওদের সঙ্গে সাপার খেয়েছিল।'

বেরিয়ে গেল মেয়েটা, রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়ল।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মিনিট কয়েক অপেক্ষা করল জন, পুরো রাস্তায় সতর্ক দৃষ্টি চালাল। পিছনে, টের পেল টেবিল থেকে এঁটো থালাবাসন সরাচ্ছে কেউ। 'মিস্টার? আজকের মত দোকান বন্ধ করব···'

'জানি। কিছু মনে কোরো না, বাতিটা বন্ধ করবে?'

পুরো রেস্তোরাঁ অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার পরও মিনিট খানেক অপেক্ষা করল ও, তারপর আলগোছে দরজা খুলে পোর্চে পা রাখল। অন্ধকারে মিশে এগোল হোটেলের দিকে।

সতেরো

দোকানের পিছনের এক কামরায় ব্যারেলে গোসল করবার আয়োজন করেছে পর্তুগীজ কামার। লোকটা বিশালদেহী। গোসলের খরচা দুই পেনি, মাইনিং টাউন হিসাবে বেশ সস্তা। হোটেলে গিয়ে প্যাক খুলে তোয়ালে আর পরিচ্ছন্ন কাপড় নিয়ে এসেছে জন, ব্যারেলের কাছে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ধারে-কাছে কেউ নেই, নিশ্চিত হয়ে সময় নিয়ে গোসল সারল। গা মুছে, সিক্সশূটার হাতে রেখেই পরিষ্কার কাপড় পরল।

হোটেলে, যদি হোটেলই বলা হয়, ওর কামরায় আরও দু'জন রয়েছে। ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে তারা। নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল জন। ভোর হওয়ার আগেই ঘুম ভাঙল। প্রথমে ঘাড়ের আধ-শুকনো ক্ষতের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। রূমমেটদের একজন এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে, অন্যজন সবিস্ময়ে, সকৌতূহলে ওর ক্ষতটা দেখছে।

'আমার ব্যাপার নয়,' বলল সে। 'তারপরও কৌতূহল হচ্ছে। মনে হচ্ছে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিকমত শুকাচ্ছে তো?'

'পাহাড়ী অঞ্চলে ঘা খুব দ্রুত শুকায়।'

ভিতরে ভিতরে কৌতূহলে ফেটে পড়ছে লোকটা, জানতে ইচ্ছে করছে সবকিছু, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্ন করতে পারছে না। উত্তর দেওয়ার ইচ্ছেও নেই জনের। শার্টটা গায়ে চাপাতে বেশ কসরত করতে হলো, না চাইলেও শার্ট পরতে ওকে সাহায্য করল লোকটা।

বাইরে আলো ফুটেছে।

ক্রিস্টিনার কামরা পেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজার নীচ দিয়ে একটা নোট ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। ওটায় লেখা:

নাস্তা করতে রেস্তোরাঁয় ঢুকল জন। লোকে লোকারণ্য পুরো কামরা। বেশিরভাগই পুরুষ। ঝটপট খাবার মুখে পুরছে ওরা, কেউ কেউ দুপুরের জন্য খাবার প্যাকেট করছে।

রান্নাঘরের লাগোয়া একটা জায়গা শূন্য দেখে বসে পড়ল ও। মাইনার ছাড়া প্রায় সব লোক সশস্ত্র এবং ওই অবস্থায় খাওয়া সারছে। মাইনারদের গায়ে খোঁড়াখুঁড়ির উপযুক্ত পোশাক। খনি ছাড়াও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রসপেক্ট হোলে কাজ করছে এরা।

সময় নিয়ে নাস্তা সারছে জন, চাইছে ভিড় আলগা হোক। ওর কাপ ভরে দিতে সামনে এসে দাঁড়াল কুক, দাঁড়িয়ে থাকল, অ্যাপ্রনে হাত মুছছে। 'এখানেই থেকে যাবে না কি?'

মুখ তুলল না জন, তবে ভুরু সামান্য উঁচিয়ে আকাল লোকটার দিকে। 'যেতে একটু দেরি হবে।'

'বাতাসে গুজব। ফস্টার না কি দলবল নিয়ে তোমাকে শিকার করতে বেরিয়েছে?'

'কয়েকবারই দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে। অতটা চালাক হলে পাহাড়ে গিয়ে বেওয়ারিস গরু খুঁজত। মানুষের পিছনে ধাওয়া করবার যোগ্যতা নেই ওদের।'

'কে বলল ওরা চালাক?'

'যাক্‌গে, আর দু'একদিন। তারপরই চলে যাব।'

উল্টোদিকে বসে পড়ল লোকটা, নিজের জন্য কাপে কফি ঢালল। 'পিঙ্কারটনের ওই লোকটাকে চেনো তো? সেদিন তোমার কথা জিজ্ঞেস করল আমাকে। ওর ধারণা, তুমি আমার বন্ধু।'

'বন্ধুই তো, কী বলো?'

'ও বলল খামোকা মেয়েদের পিছনে সময় নষ্ট করছ তুমি।'

কফিতে চুমুক দিল জন।

'ওর ধারণা, এমনিতে তোমার ঝামেলার কমতি নেই। স্কট হিগিন্সের কথা তোমাকে জানাতে বলল। এটা অবশ্য ওর আসল নাম নয়। আরও একটা খবর তোমার জানা দরকার, স্কট হিগিন্সের কিন্তু এক ভাই আছে।'

'ধন্যবাদ। আমারও সন্দেহ হচ্ছিল।' এবার মুখ তুলে তাকাল জন। 'ওকে বোলো, হিগিন্সের নাম ওর তালিকায় থাকলে কেটে দিতে পারে।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটা, তারপর মাথা দোলাল। 'বড় কঠিন মানুষ তুমি, মিস্টার, খুব কঠিন।'

নীরব থাকল জন। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। নিজের সম্পর্কে

ভাবে না ও। সেটা অন্যদের কাজ। অন্যরাই করুক। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা আর অন্যের বুলেটের টার্গেট না হওয়া যদি কঠিন লোকের সংজ্ঞা হয়, তা হলে কিছুই বলবার নেই ওর।

'হিগিন্সের ভাই আছে, বলেছিলে না?'

'হ্যাঁ। সবাই বলে, পারিবারিক টানটা বড় বেশি ওর। পরস্পরের জন্য যে-কোন স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত দুই ভাই।'

'তাই হওয়া উচিত,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল জন।

'এখনও নীল রোয়ানটায় চাপছ?'

'ঘোড়া বটে! হাজারে মেলে এমন ঘোড়া। রোয়ান আর আমার মধ্যে বেশ মিল–খারাপ কাজ না করেও বদনাম কামিয়েছি। ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে ছাড়া কিছুই চাওয়ার নেই আমার।'

'নিজস্ব কোন মেয়েমানুষ নেই তোমার?'

'খুব পছন্দ করতাম একটা মেয়েকে,' অন্যমনস্ক সুরে বলল জন। 'এটা অবশ্য যুদ্ধের আগের কথা।' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল ও। 'তবে মোদ্দা কথা হচ্ছে, মেয়েরা আমার প্রতি আগ্রহ বোধ করে না। হয়তো তোমার মত ওরাও চেহারা দেখে বুঝে ফেলে আমি আসলে কঠিন প্রকৃতির মানুষ।'

রান্নাঘরে চলে গেল সে।

অবশিষ্ট খাবারের দিকে মনোযোগ দিল জন। লোকটার রান্না ভাল। কূক হিসাবে র‍্যাঞ্চে কাজ করবার সময় নিশ্চই পেটুক ক্রুদের সামলে রাখতে কষ্ট হত তার, কিংবা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকত ক্রুরা।

পাহাড়ের কথা মনে পড়তে উদাসীন হয়ে গেল ও। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, কেউ অপেক্ষায়ও নেই। শীত যত নৈসর্গিক সৌন্দর্যই বয়ে আনুক, কিছু সমস্যাও তৈরি করে। সারা বছর পাহাড়ে কাটানো যায় না, তুষারপাত শুরু হওয়ার আগেই লোকালয়ে চলে আসতে হয়। নইলে যে-শুভ্র তুষার বা বরফাকীর্ণ পাহাড়ের সৌন্দর্যের টানে ঘর-ছাড়া হয় মানুষ, সেই তুষারই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ওর জীবনটাও যেন তুষার-চাপা পড়ে যাচ্ছে। একই ছাদের নীচে অপরিচিত লোকের সঙ্গে শুয়ে থাকা বড্ড ক্লান্তিকর ও অর্থহীন মনে হচ্ছে। সামান্য একটা কটই যেন ওর বাড়ি–সবকিছু।

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল ক্রিস্টিনা উইলসনকে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখে। সঙ্গে নেড গিলমোর রয়েছে। জনের কাছ থেকে বেশ দূরে বসল ওরা, তবে পলকের জন্য কঠিন, সাবধানী চাহনিতে ওকে দেখে নিয়েছে ইংরেজ। সঙ্গে সঙ্গে জনের মনে পড়ল জামার আস্তিনে ছোট্ট একটা ডেরিঞ্জার রাখে সে।

ইচ্ছে করে ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে ক্রিস্টিনা। তবে কামরাটা ছোট বলে দু'জনের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে জন।

'আজই সব ফয়সালা হয়ে যাবে,' বলছে গিলমোর, ভেস্টের পকেট

থেকে সোনার ঘড়ি বের করে সময় দেখল। 'না হওয়ার তো কারণ দেখছি না। সত্যি কথা হচ্ছে, জরুরি কাজে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাব আমি, সেজন্যই চাই আজকে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাক।'

'বেশ।'

'আমি নিশ্চিত মিসেস রীভস বুদ্ধিমতী এবং সুবিবেচক। যুক্তিতর্কে ওকে টলানো কঠিন হবে না। সত্যিই যদি তুমি র‍্যাঞ্চের অর্ধেকের মালিক হয়ে থাকো, নিশ্চই তোমার দাবি মেনে নেবে সে। আমার তো মনে হয় এখানে থাকবার ইচ্ছে মোটেও নেই ওদের। মি. উইলসনের কাছ থেকে শুনে যা নয়, তারচেয়ে বেশিই প্রত্যাশা করেছিল ও। এখানে আসবার পর ভুল ভেঙেছে। ওর সঙ্গে কোন একটা সমঝোতায় আসতে পারবে কিংবা ওর অংশ তোমার কাছে বিক্রি করে দিতে রাজি করাতে পারবে।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কুক। জনের কাপ ভরে দিল সে। বড়সড় এক টুকরো পাইও নিয়ে এসেছে ওর জন্য।

'তুমি বরং মালপত্র নিয়েই চলে যেতে পারো। যা শুনেছি, র‍্যাঞ্চ হাউসটা বিশাল। যথেষ্ট জায়গা আছে। পয়সা খরচ করে এখানে থাকবার দরকার কী? তা ছাড়া, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের জন্য এখানে থাকা কঠিন বৈকি।'

'আমার তো সমস্যা হচ্ছে না,' বলল ক্রিস্টিনা, তবে গলায় জোর নেই। 'কামরাটা পরিচ্ছন্ন।'

'ধরে নিচ্ছি,' নিচু হয়ে গেল গিলমোরের কণ্ঠ, মুহূর্তের জন্য থেমে থেই ধরল: 'তোমার দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার মত কাগজ আছে? ওরা নিশ্চই দেখতে চাইবে।'

'অবশ্যই,' সামান্য দ্বিধা করল ক্রিস্টিনা, নিজের অজান্তে জনের দিকে ফিরছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল।

ঠিকই বলেছে ক্রিস্টিনা, এটা ওর ব্যাপার নয়। নিজেকে এসবে জড়িয়ে স্রেফ গর্দান হারানোর ঝুঁকি নিচ্ছে। শান্তিপ্রিয় মানুষ ও, নির্জন প্রান্তর বা সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীতে অখণ্ড অবসর কাটানোর ইচ্ছে ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য না থাকলেও সব ধরনের ঝামেলা জুটেছে ওর ভাগ্যে। যাই হোক, ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না ওর।

অভিজ্ঞ কোন উকিলের সাহায্য নেওয়া উচিত ক্রিস্টিনার। মাথায় হলুদ পদার্থের পরিমাণ কম না কি মেয়েটার? অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, এমনকী ওকেও করা উচিত হবে না।

ক্রিস্টিনাকে কেন র‍্যাঞ্চে নিয়ে যেতে চাইছে গিলমোর? ওখানে থেকে করবেটা কী? কোন সাহায্যই পাবে না ক্রিস্টিনা। সম্ভবত মিসেস রীভস বা জোসির সঙ্গে একটা সম্পর্ক বা বোঝাপড়া আছে গিলমোরের, সেটা কী জানা নেই জনের। তিনজনই এলাকায় নতুন, যদিও গিলমোরের আচরণে মনে হয় আগেও এখানে এসেছে।

ক্রিস্টিনা যথেষ্ট সুন্দরী। পুরুষ মাত্রই সুন্দরের পূজারী। চাইলে সাহায্য করবার মত লোকের অভাব হবে না ওর; এবং এদের বেশিরভাগই হবে ভালমানুষ–সৎ পরামর্শ দেবে, বিপদের সময় পাশে থেকে সাহায্যও করবে।

চকিত দৃষ্টিতে ওকে দেখল নেড গিলমোর, জন উপলব্ধি করল ওর উপস্থিতি ত্যক্ত করছে লোকটাকে। বলা উচিত, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কফির কাপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে জন, তবে কোন কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। দেখে মনে হবে ওদের ব্যাপারে উদাসীন।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল গিলমোর। 'আধ-ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ো, কেমন? ততক্ষণে বাগি নিয়ে চলে আসব আমি। তোমার মালপত্রও নিয়ো সঙ্গে।'

'বেশ।'

ক্রিস্টিনার কণ্ঠে সামান্য অনীহা, না কি ভুল শুনেছে? সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে? যেতে না চাইলে ঝটপট একটা অজুহাত খাড়া করলেই হয়! অন্তত দ্বিতীয়বার চিন্তা করা উচিত।

দাঁড়িয়ে আছে গিলমোর, যেন আশা করছে উঠে পড়বে ক্রিস্টিনা। কিন্তু উঠল না মেয়েটা। মুখ তুলে বলল: 'আরেক কাপ কফি খাব, মি. গিলমোর।'

'নেড বলে ডেকো আমাকে, বন্ধুরা তাই বলে,' সামান্য দ্বিধা করল সে, দৃশ্যত চাইছে এখানে না থাকুক ক্রিস্টিনা, তবে জোর খাটানোও ভাল দেখায় না বলে চেপে গেল সে। 'বেশ। বাগি নিয়ে আসছি আমি।'

গিলমোর বেরিয়ে যাওয়ার পর পুরোপুরি নীরব হয়ে গেল রেস্তোরাঁ। জন ও ক্রিস্টিনা ছাড়া আর কোন খদ্দের নেই। কেউই কথা বলছে না ওরা, নীরবে যার যার কফি গিলছে। যথেষ্ট পান করেছে জন, তবে এখানে থাকবার অজুহাত হিসাবে শেষ কাপ গিলতে হচ্ছে। বেশ কয়েকবার ওর দিকে তাকাল ক্রিস্টিনা, হঠাৎ প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণার সুরে বলল: 'র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি আমি।'

'শুনেছি।'

'এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবার কোন মানে হয় না। যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার সুরাহা হবে, আমাদের সবার জন্যই মঙ্গল।'

'গিলমোর তোমার মালপত্র আনতে বলল কেন? ব্যবসায়িক সাক্ষাতে কী দরকার হবে ওগুলোর?'

'সে জানে বেশিদিন এখানে থাকবার সামর্থ্য নেই আমার, সেজন্যই ভেবেছে র‍্যাঞ্চে থাকা উচিত।'

'অচেনা দু'জন মানুষের সঙ্গে; যাদের কখনও দেখোনি? ওরা যখন জানতে পারবে র‍্যাঞ্চের মালিক আসলে তুমি, তখন কি খুশি হবে? ম্যা'ম, একটা কথা ঠিকই বলেছ, এটা আমার ব্যাপার নয়। তুমি অপছন্দ করবার পরও নাক গলাচ্ছি। একবারও কি মনে হয়নি কেন তোমাকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে ওরা? মালিকানার সুরাহা তো এখানেই হতে পারে, কয়েকজন সাক্ষীর

সামনে–নির্জন কোন র‍্যাঞ্চে নয়?'

'ভুল করছ তুমি, মি. ক্যালকিন। র‍্যাঞ্চে যাওয়ার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেনি ওরা। মি. গিলমোরের পরামর্শে যেতে রাজি হয়েছি আমি।'

'কাল সারাটা দিন ওই র‍্যাঞ্চে কাটিয়েছে সে। আর এখন…'

'নিশ্চিত জানো তুমি? তুমি নিজে ছিলে ওখানে? নিজের চোখে দেখেছ ওকে? যাক্‌গে, মি. গিলমোর বা আমার ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে! ওর বদনাম করবার কোন অধিকার নেই তোমার। আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করছে সে।'

কয়েকজন খদ্দের ঢুকল রেস্তোরাঁয়। আলাপ বা তর্কের ওখানেই ইতি ঘটল। মিনিট খানেক পর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে গেল ক্রিস্টিনা। কিছুই বলল না জনকে, কিংবা ফিরেও তাকাল না।

বিরক্তিতে খিস্তি আওড়াল জন, নিজের উদ্দেশে। ঝট করে ওর দিকে ফিরে তাকাল কাছাকাছি বসা দুই মাইনার। উঠে দাঁড়িয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ও, রাস্তা পেরিয়ে করালে ঢুকল। রোয়ানে স্যাডল চাপিয়ে বাইরে এনে রেইলের সঙ্গে বাঁধল। ঘাড় ফেরাতে দেখল রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে নেড গিলমোর।

দ্রুত মত স্যাডল বসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জন, বিড়বিড় করছে ঘোড়ার উদ্দেশে, ভাবখানা যেন দেখতে পায়নি গিলমোরকে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল করালে ঢুকছে সে, একটু পর চারটা মিউলের লাগাম হাতে বেরিয়ে এল, হার্নেসের সঙ্গে জুড়ে বাগির হুকের সঙ্গে সংযোগ করল। শেষে বাগিতে চড়ে বসল সে, গলি ধরে এগোল হোটেলের দিকে, একবারের জন্যও তাকাল না জনের দিকে।

স্যাডলে চেপে বসল জন, ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল জেনারেল স্টোর পর্যন্ত। স্টোরে ঢুকে এক স্যাক আরবাকল'স কফি আর কিছু কার্তুজ সংগ্রহ করল।

মুখ তুলে তাকাল সেল্‌সম্যান, মাথার পিছনে ওর ক্ষতটা দেখতে পেয়েছে। 'চোট পেয়েছ মনে হয়?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল সে।

'সামান্য ছড়ে গেছে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জন, জানালা-পথে বাগির উপর চোখ রেখেছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে গিলমোর, হাতের বড়সড় ব্যাগ তুলে দিল পাটাতনে। মিনিট দুয়েক পর হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ক্রিস্টিনা। রাস্তার দু'দিকে দৃষ্টি চালাল, যেন পরিচিত কাউকে খুঁজছে।

মাথা থেকে হ্যাট খুলে হাতে নিল গিলমোর, এগোল ক্রিস্টিনার দিকে। সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, সহাস্যে বাড়ানো হাতটা গ্রহণ করল মেয়েটি, বাগিতে চড়ে বসল।

জিনিসপত্রের দাম মেটাল জন। কেরানি ওকে খুচরো টাকা ফেরত দিচ্ছে, এ-নিয়ে তেমন ভ্রূক্ষেপ করল না।

'মেয়েটা দারুণ সুন্দরী,' মন্তব্য করল কেরানি।

'হ্যাঁ, তবে বদ সঙ্গী জুটিয়েছে।'

'এই দোকানের মালিক, আমার চাচাও তোমার সঙ্গে একমত। ডেনভারে গিলমোরকে চিনত ও।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। জুয়ার আড্ডায় এক লোককে খুন করেছিল ও। লারামি স্ট্রিটের সবাই চেনে ওকে। এখানে প্রথম দেখেই গিলমোরকে চিনতে পেরেছে চাচা। বড় ধূর্ত আর নীচ লোক। পিস্তলে দারুণ চালু।'

'ধন্যবাদ। কথাগুলো মনে রাখব।'

'কয়েকদিন আগে উইল ম্যাকরেন নামে এক লোক এসেছিল। বলল তোমাকে না কি খুঁজে হয়রান, কিন্তু পায়নি, তোমাকে সতর্ক করতে চেয়েছিল সে। তোমাকে একটা কথা বলতে বলল: মানুষের বয়স অনুমান করতে এখনও শেখোনি তুমি।'

'ও নিশ্চই এ-কাজে পাকা? যাক্‌গে, ধন্যবাদ।' দরজার দিকে এগিয়েও মাঝপথে থেমে গেল জন, ফিরে তাকাল কেরানির দিকে। 'ও যদি আসে, বোলো র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।'

'সপ্তাহ খানেক দেখিনি ওকে। হয়তো তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে।'

'উঁহুঁ, মানুষের বয়স অনুমান করতে যদি সত্যিই দক্ষ হয়ে থাকে, তা হলে চলে যাওয়ার কথা নয় ওর। কথাটা জানিয়ো ওকে।'

স্টোর থেকে বেরিয়ে জন দেখতে পেল শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে বাগিটা। দূর থেকে দু'জনের কাঠামো চোখে পড়ছে—গিলমোরের প্রশস্ত কাঁধের পাশে ক্রিস্টিনার ছোট্ট অবয়ব বড় ভঙ্গুর, অসহায় এবং ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। স্যাডল-ব্যাগে প্যাকেটগুলো ঢোকাল জন, তারপর স্যাডলে চেপে বসল।

মনটা খুঁতখুঁত করছে। অবচেতন মনে অস্বস্তি আর বিপদের আশঙ্কা। ঘটনাগুলো একটুও পছন্দ হচ্ছে না।

সত্যি কথা বলতে কি, ভয় পাচ্ছে ও। ক্রিস্টিনার জন্য দুশ্চিন্তা বোধ করছে। নিজের অজান্তে মারাত্মক বিপদে পা রাখছে মেয়েটা, সম্ভবত উদ্ধার পাওয়ার কোন পথই জানা নেই ওর। সংঘাত আর বিদ্বেষের সত্যিকার রূপ সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষই অজ্ঞাত, প্রত্যাশাও করে না কেউ। পত্রিকা বা বই পড়ে হয়তো কারও প্রতিহিংসা সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তার সঙ্গে বাস্তবের যেমন আকাশ-পাতাল ফারাক, তেমনি সেটা তাদের স্পর্শও করে না। তাদের ধারণাও হয় না যে টাকার কারণে কেউ কেউ জঘন্যতম হিংস্র বা নীচ হতে পারে, এবং কখনও কখনও টাকার পরিমাণটা হতে পারে নিতান্ত অল্প।

শেষ যে-র‍্যাঞ্চে কাজ করেছিল জন, সেখানে সামান্য একটা র-হাইডের কোয়ার্ট নিয়ে ঝগড়ার পরিণতিতে খুন হয়ে যায় এক কাউবয়, অথচ কোয়ার্টটার দাম দু'ডলারও হবে না। ওগালালায় এক লোককে সামান্য

কারণে খুন হতে দেখেছে ও–পিকদানিতে থুথু ফেলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু নেহাত দুর্ঘটনাক্রমে থুথু পিকদানিতে না পড়ে এক লোকের পালিশ করা বুটে গিয়ে পড়ে; ফলশ্রুতিতে গানফাইট এবং লোকটার মৃত্যু।

ঘটনাটা এমন আচমকা মনে পড়েছে যে নিজের অজান্তে রাশ টেনে ধরল ও, মাঝ-রাস্তায় থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা। মুহূর্তে সবকিছু মনে পড়ে গেল…

এক পাল গরু নিয়ে উঠতি শহরটায় গিয়েছিল জন। ট্রেইল বস্ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিল। পালে ছিল আড়াই হাজার টেক্সাস লংহর্ন, আর লোক ছিল ওরা ষোলোজন।

শহরের ঠিক বাইরে খোলা মাঠে বিক্রির অপেক্ষায় ছিল বিশ হাজার গরু। শত শত পাঞ্চার অপেক্ষা করছিল কখন মজুরির টাকা পাবে, তা হলে ফুর্তি করবার জন্য শহরে ঢুকতে পারবে। কেউ কেউ অবশ্য ততক্ষণে পাওনা বুঝেও পেয়েছে। জনের তখন উনিশ চলছে। দলের অন্যরা খুব বেশি হলে ওর চেয়ে বছর পাঁচ বা ছয় বড়। মৌজ করবার জন্য উসখুস করছিল সবাই, যেহেতু গরুর পাল বিক্রি হলেই পাওনা বুঝে পাবে।

ওগালালার বাতাসে যেন টাকার গন্ধ, শত মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছে হাজারো লোক। সাধারণ ব্যবসায়ী, জুয়াড়ী, মেয়েমানুষ, দালাল, ভবঘুরে, গরু ব্যবসায়ী…নানা ধান্ধায় ব্যস্ত নানা কিসিমের মানুষ। সবার মধ্যে কাজ করছিল টাকা বানাবার নেশা।

জৌলুসহীন কিন্তু দারুণ জমজমাট শহর। তরুণ কাউবয়রা সুদূর টেক্সাস থেকে বহু পথ পাড়ি দিয়ে, স্ট্যাম্পিড, ধূলিঝড়, বৃষ্টি এবং রক্তপিপাসু, হিংস্র ইন্ডিয়ানদের মোকাবিলা করে পৌঁছেছে এখানে। সবার গায়ে ধুলোর আস্তর, কিন্তু মন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। সাফল্য উদ্‌যাপন মানেই ফুর্তি, সেজন্য তৈরি সবাই; টানা রাইডিং থেকে পরিত্রাণ পেয়ে রোমাঞ্চিত, নিকট ভবিষ্যতের উত্তেজনা আর স্ফূর্তির কথা স্মরণ করে শিহরিত কেউ কেউ। জনও তাদের একজন এবং সদ্য যুবা। কিন্তু বস্ হিসাবে পাল আর লোকজনের দায়িত্বে রয়েছে বলে সবার মত বেপরোয়া বা হুজুগে হওয়া সম্ভব হলো না ওর পক্ষে।

নিজের ক্রুদের সতর্ক করে দিয়েছিল ও। কিন্তু কে শোনে কার কথা! অবশ্য ওর কোন ক্রু নয়, ঘটনা ঘটিয়েছিল ওদের পার্শ্ববর্তী র‍্যাঞ্চের এক কাউবয়। মাত্র সতেরো চলছিল ছেলেটার। কখনও কাজে গাফিলতি করেনি। রাইডার হিসাবে দক্ষ। ওটা ছিল তার দ্বিতীয় ড্রাইভ। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা এক তরুণ, অথচ এখন কবরে শুয়ে আছে–সামান্য কারণে, অন্যের বুটে থুথু মেরেছিল বলে!

দুই ক্রুকে নিয়ে সেলুনে ঢুকল জন। বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল তরুণ এবং তার দিকে এগোচ্ছিল ওরা, তখনই ঘটল ঘটনাটা–থুথু ফেলতে গিয়ে পিকদানির বদলে ফিটফাট কাপড় পরা এক লোকের বুটে থুথু ফেলল তরুণ। মিনিট খানেক তর্কাতর্কির পরই খুন হয়ে গেল ছেলেটা।

সহকর্মীদের উসখুস করতে দেখে নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল জন: 'উঁহুঁ, সরে এসো, বয়েজ। আমাদের ফাইট নয় এটা।'

নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিবৃত্ত হলো দুই কাউবয়। নিকট ভবিষ্যৎ অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি জনের, জানত আউটফিটের অন্য ছেলেরা খবর পেয়ে ছুটে আসবে এখানে, তারপর রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

'যে-ছেলেটাকে খুন করেছ,' ফুলবাবুর উদ্দেশে বলল এক লোক। 'শক্তিশালী এক আউটফিটের ক্রু ও। দুটো পাল নিয়ে শহরে এসেছে ওরা। দলে ঊনত্রিশজন টেক্সান কাউহ্যান্ড। খবর পেয়ে ওরা আসবার আগেই কেটে পড়ো, স্ট্রেঞ্জার। আমার তো মনে হয় রেপিড সিটি, ডেডউড বা বিসমার্কে চলে গেলেই ভাল করবে।'

'কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে তাকাল জন, দেখল সেলুনকীপার কথা বলছে। বারের পিছন থেকে শটগান তুলে নিল সে। 'যে-মেয়েগুলোকে সঙ্গে এনেছ, তোমাকে ছাড়াও চলবে ওদের, মিস্টার, কিন্তু তোমার মত ঠাণ্ডা মাথার নীচ খুনীর কারণে আমার ব্যবসার ক্ষতি হতে দেব না...'

ঝট করে তার দিকে ফিরল খুনী। 'এই ঝামেলাটা শেষ হলে তোমাকে খুঁজতে আসব আমি।'

'এসো, যখন ইচ্ছে...' জিভ চালিয়ে ঠোঁটের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে জ্বলন্ত চুরুটটা চালান করে দিল সেলুনকীপ। 'কিন্তু আগে যদি আমিই তোমাকে দেখতে পাই, এখনই বলে দিচ্ছি: এখান থেকে বেরোতে পারবে না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল লোকটা। মিনিট কয়েক পর শহর ছেড়ে চলে গেল সে। সেলুনে থেকেই ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। বারের নীচে শটগানটা রেখে দিল সেলুনকীপ।

পুরো ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে জনের। তবে এই মুহূর্তে ভিন্ন একটা কারণে স্মৃতিটা দগদগে ঘা-র মত তরতাজা হয়ে উঠেছে। শহর ছেড়ে চলে যাওয়া বেশ্যাদের দালাল ওই নিষ্ঠুর লোকটাকে চিনতে পেরেছে।

লোকটার নাম নেড গিলমোর।

আঠারো

সামনে এখন একটাই পথ। ইচ্ছে-অনিচ্ছে বা পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা না করে সার্কেল-ডব্লু র‍্যাঞ্চে যেতে হবে এবং ক্রিস্টিনা লী উইলসনের নির্বিঘ্ন প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথম দেখায় নেড গিলমোরের ধাত আঁচ করে নিয়েছে জন, আর এখন

নিশ্চিত হয়ে গেছে। কিন্তু জোসি বা মিসেস রীভসের সঙ্গে কী সম্পর্ক তার? যোগসূত্রটা কী হতে পারে? না কি স্রেফ কল্পনা করছে ও? সেক্ষেত্রে এসবের সঙ্গে লোকটার কোন সম্পর্ক বা জড়িত থাকবার কথা নয়। জোসি ওকে সতর্ক করতে অধীর হয়ে পড়েছিল কেন? মিসেস রীভস বা ওদের সঙ্গে কেন ওকে কিছু খেতে বা পান করতে বারণ করেছে? র‍্যাঞ্চে আসা অবধি বহুবারই ওদের সঙ্গে খেয়েছে জন, তখন তো সতর্ক করেনি মেয়েটা। তা হলে?

ব্যাপারটা ঘোলাটে এবং দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে ওর কাছে। জোসির আচরণ পরস্পরবিরোধী ও রহস্যজনক।

পশ্চিমে ঘোড়া ছোটাল জন, একই পথ ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক।

ড্র ধরে র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছনে উপস্থিত হলো। ড্রটা আগেও ব্যবহার করেছে, তবে ট্রেইলের এই অংশ কখনও ব্যবহার করেনি।

ড্রতে পৌঁছবার আগে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল, বাগির সঙ্গে একই মুহূর্তে বাড়ির পিছনে পৌঁছতে চাইছে। সিডারের গুঁড়ির সঙ্গে যখন ঘোড়ার লাগাম বাঁধছে, জন দেখল বাড়ির সামনে থেমেছে বাগি। স্যাডল ছেড়ে সন্তর্পণে এগোল ও। সৌভাগ্য, একটা জানালা খোলা রয়েছে! ভিতরের কথা শুনবার জন্য বাড়তি কিছু করতে হবে না ওকে, স্রেফ জানালার কাছাকাছি বসে থাকলেই হবে।

'মিসেস রীভস? ও ক্রিস্টিনা লী উইলসন। এই র‍্যাঞ্চের মালিকানার ব্যাপারে ওর একটা ক্লেইম আছে বোধহয়।'

নেড গিলমোরের কণ্ঠ, যেহেতু বাড়িতে সে-ই একমাত্র পুরুষ।

'বসো, মাই ডিয়ার। এত পথ পাড়ি দিয়েছ, আগে খানিক বিশ্রাম নাও, তারপর না হয় কাজের কথা হবে? তাড়াহুড়োর কিছু তো দেখছি না আমি। জোসি, কফি তৈরি হয়েছে না? নিয়ে এসো।'

অতিথি আপ্যায়নে মহাব্যস্ত হয়ে উঠেছে মিসেস রীভস—বাসনকোসন নামাচ্ছে, খাবার পরিবেশন করছে পাত্রে—শব্দ শুনে অনুমান করল জন।

'সত্যি কথা বলতে কি, র‍্যাঞ্চের মালিকানার ব্যাপারে সংশয়ের কোন কারণ দেখছি না আমি!' বলে চলেছে মিসেস রীভস, একইসঙ্গে হাত চালাচ্ছে। 'কাগজপত্র দেখিয়েছি আমরা, কেউ প্রশ্ন তোলেনি। আমাদের দাবি ন্যায্য বলে রায় দিয়েছেন জজ।'

'দুঃখিত, মিসেস রীভস, আমার তো মনে হয় সব তথ্য তোমার কাগজে ছিল না, তাই জজের সিদ্ধান্ত একতরফা হয়ে গেছে। কারণ, চাচা কোনদিনই পুরো র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্ধেকের মালিক আমি।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মিসেস রীভস, আড়ষ্ট হয়ে গেছে পিঠ। এ-মুহূর্তে জানালা দিয়ে তাকে দেখতে পাচ্ছে জন। স্পষ্টত, দারুণ চমকে গেছে সে। এই তথ্য তো তার জানা ছিল না!

'মি. উইলসন এই র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল না? অসম্ভব!'

'খুব সম্ভব। অর্ধেক মালিকানা বরাবর আমার ছিল, চাচা তো জানতই। পুরো র‍্যাঞ্চ চাচা কাউকে দেবে কেমন করে, অন্যের সম্পত্তি কি উইল করা যায়?'

নীরবতা নেমে এল কামরায়।

'বুঝতে পেরেছ তো, অ্যাগি, ঘটনা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে?' মুখ খুলল নেড গিলমোর। 'আটঘাট বেঁধে নেমেছ বটে, তবে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখোনি বা সামলেও নিতে পারোনি।'

মুখ তুলেছে জন, কামরার সবাইকে দেখতে পাচ্ছে। গিলমোরের মুখে মিসেস রীভসের নামের প্রথম অংশ শুনে ঝট করে ইংরেজের দিকে ফিরল ক্রিস্টিনা, চোখে বিস্ময়।

অ্যাগি? বেশ কয়েকদিন এদের সঙ্গে থাকলেও নামটা শোনেনি জন, অথচ নেড গিলমোরের কণ্ঠস্বরে মনে হচ্ছে পরস্পরের পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ দু'জন। রান্নাঘরের দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে জোসি, বরাবরের মতই নির্বিকার মেয়েটার মুখ, চাপা কৌতূহল নিয়ে দেখছে ঘটনা।

'ঘাবড়াও মাত্, ডিয়ার! আমার তো মনে হয় মিস্ ক্রিস্টিনা লীর সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারব আমি। ওর মত সুন্দরী তরুণীর এত বড় সম্পত্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও দিব্যি চলে যাবে। কিন্তু র‍্যাঞ্চ চালাবে, তাও গরু সহ? উঁহুঁ, সামলাতে পারবে না ও।'

'আমি বরং ঠিক সেটাই ভাবছি,' শান্ত, প্রায় নির্লিপ্ত স্বরে ঘোষণা করল ক্রিস্টিনা। 'সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি এমন একটা র‍্যাঞ্চে থাকব। পশ্চিমের মেয়ে আমি, গরু বা র‍্যাঞ্চ সামলানোর কথা শুনে ভড়কে যাব, ভাবলে কী করে? বরং এখানে কাজ করতে ভালই লাগবে আমার,' শীতল হয়ে গেল মেয়েটির কণ্ঠ, নিশ্চই পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। 'তা ছাড়া, মনে মনে ঠিক করেছি মি. ক্যালকিনকে আমার হয়ে র‍্যাঞ্চটা চালানোর প্রস্তাব দেব।'

'ক্যালকিনকে চেনো তুমি?' ক্রিস্টিনার উদ্দেশে প্রশ্নটা করলেও নেড গিলমোরের উদ্দেশে চকিত চাহনি হানল মিসেস রীভস। 'এ-কথাটা জানাওনি আমাকে, নেড!'

'দু'একবার কথা বলেছে ওরা। ওই পর্যন্তই।'

'উঁহুঁ, অনেক কথা হয়েছে ওর সঙ্গে!' ক্রিস্টিনা এখন মাথা খাটাচ্ছে। 'এখানে আসতে আমাকে নিষেধ করেছিল ও, এখন মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছে।' উঠে দাঁড়াল ও। 'মি. গিলমোর? আমাকে শহরে পৌঁছে দিলে খুশি হব।'

'মিস্ উইলসন, এত উতলা হচ্ছ কেন? তোমাকে ক্রিস্টিনা বলেই ডাকি, হ্যাঁ? মাথা ঠাণ্ডা রেখে বসো তো। এই ঝামেলাটা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলতে পারব আমরা। দুশ্চিন্তার কিছু নেই, অযথা অধীর হয়ে কী হবে! কড়া এক

কাপ কফি খেলে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সবার। লক্ষ্মী মেয়ের মত বসো! জোসি? কেক আছে তো? জলদি নিয়ে এসো। কফির সঙ্গে খেতে নিশ্চই ভাল লাগবে ক্রিস্টিনার।'

ক্রিস্টিনা যদি ভয় পেয়েও থাকে, চোখে-মুখে তার প্রকাশ ঘটল না। এতক্ষণে ওর জানা হয়ে গেছে যে নেড গিলমোর ও অ্যাগি রীভসের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। আরও একটা কথা নিশ্চই বিস্মৃত হয়নি: গিলমোরের তাগাদায় সব মালপত্র নিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে এসেছে ও। সম্ভবত জন ক্যালকিন ছাড়া আর কেউ ওর র‍্যাঞ্চে আসবার কথা জানে না।

'দু'জনের পরিমাণে কেক এনো,' একেবারে নির্লিপ্ত শোনাল ক্রিস্টিনার কণ্ঠ। 'মি. ক্যালকিন এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে।'

'নেড?' স্পষ্ট আতঙ্ক ফুটে উঠল মিসেস রীভসের কণ্ঠে। 'তুমি অভয় দিয়েছিলে ওকে সামলাবে স্কট। কসম খেয়ে বলেছিলে!'

'অযথা দুশ্চিন্তা করছ, অ্যাগি! স্কটের হাত থেকে আজতক নিস্তার পায়নি কেউ।'

হেসে উঠল ক্রিস্টিনা। টেবিলের একেবারে শেষে বসে আছে মেয়েটা, ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জন। 'স্কট, মানে স্কট হিগিন্সের কথা বলছ তো? ভাড়াটে খুনী?'

কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে কামরায়।

হঠাৎ মুখ খুলল জোসি। 'এবার আর রক্ষা হবে না। আমার তো মনে হয় মহা ঝামেলায় পড়ে গেছি। সময় থাকতে থাকতে পালানোই ভাল।'

'চুপ কর্!' তীক্ষ্ণ স্বরে দাবড়ানি দিল মিসেস রীভস। 'সাহস তো কম নয়, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাস! মুখ বন্ধ রাখ!' জ্বলছে মহিলার দুই চোখ, যেন ভস্ম করে ফেলবে সবকিছু। তারপর নেড গিলমোরের দিকে ফিরল। 'তুমি বলেছ ছুঁড়িটা কমবয়েসী আর বুদ্ধিশুদ্ধি কম। ফাঁদে পড়েছ না কি? তোমার মত অভিজ্ঞ লোক এমন ভুল করল কীভাবে?'

ক্রিস্টিনার দিকে ফিরল মহিলা। 'স্কট হিগিন্সের কথা শুনলে কার কাছে?'

একটা কাঁধ সামান্য উঁচাল ক্রিস্টিনা। 'কে না জানে ওর কথা? তোমরা যেমন পুবে রাজনীতিবীদ, অভিনেতা-অভিনেত্রী বা মুষ্টিযোদ্ধাদের নিয়ে গল্প করতে আনন্দ পাও, তেমনি বন্দুকবাজদের সম্পর্কে আলোচনা করতে পছন্দ করে পশ্চিমের মানুষ। আশপাশের সবাই জানে স্কট হিগিন্সের কথা।'

মিসেস রীভস নিষেধ করলেও দমে যায়নি জোসি, ফের সরব হলো ও, কণ্ঠে আশঙ্কা আর ভয়। 'সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে! বাগিতে চড়ে এই মুহূর্তে পালাই, চলো। সোজা রেলরোডে গিয়ে উঠব। দেরি না করে এখুনি রওনা করা উচিত।'

'খবরদার, জোসি! তোকে না এসবের বাইরে থাকতে বলেছি?' তড়পে

উঠল মিসেস রীভস।

'এবার আর পার পাবে না তুমি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল জোসি। 'হয়তো পার পেতে, কিন্তু সে-সময় চলে গেছে। এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত এবং এখুনি!'

'মাথা গরম কোরো না! ঘাবড়ানোর কী আছে? আমি তো বিপদের কোন সম্ভাবনা দেখছি না। মিস্ ক্রিস্টিনা লী উইলসন র‍্যাঞ্চের অর্ধেকের মালিক তো কী হয়েছে? এতে বরং কাজ আরও সহজ হয়ে গেল। নিজের অংশ আমাদের নামে লিখে দেবে ও।' চওড়া হাসি দেখা গেল নেড গিলমোরের মুখে। 'অবশ্য বিনা পয়সায় নয়, বিনিময়ে ন্যায্য দাম পাবে ও।'

'তোমার প্রস্তাবটা নিয়ে পরেও আলোচনা করা যাবে, মি. গিলমোর,' মৃদু স্বরে বলল ক্রিস্টিনা। 'বেশ দেরি হয়ে গেছে। এবার প্যারট সিটিতে ফিরে যাব আমি।'

ক্রিস্টিনার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না কেউ। বাইরে থেকে মেয়েটির মুখ দেখে জন ওর মনের ভাবনা স্পষ্ট আঁচ করতে পারল—ইতিকর্তব্য স্থির করছে ক্রিস্টিনা। ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে যেতে পারে ও, কিন্তু তাতে সংঘাতের ঝুঁকি নিতে হবে।

হোলস্টারে সিক্সশূটারের ফিতা সরিয়ে দিল জন, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ, অন্তত ওর চোখে পড়েনি।

এখনও নিরস্ত হয়নি জোসি, ভয়ার্ত স্বরে বলল: 'দয়া করে আমার কথা শোনো! ওর মুখেই শুনেছ, মি. ক্যালকিন আসবে র‍্যাঞ্চে।'

'দূর!' আরও কিছু বলতে চেয়েছিল মিসেস রীভস, কিন্তু নিবৃত্ত হলো, ক্রিস্টিনার দিকে ফিরল, চাহনিতে উদ্বিগ্ন কৌতূহল। 'কী বলেছে ক্যালকিন, সত্যি সত্যি আসবে এখানে?'

'আসবে, যদি ঠিক চিনে থাকি ওকে,' জবাব দিল ক্রিস্টিনা। 'আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। আসলে এখানে আসাই উচিত হয়নি, আমাকে নিষেধ করেছিল জন।' গিলমোরের দিকে ফিরল ও। 'কিন্তু তোমার কারণেই ওকে ভুল বুঝেছি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম।'

স্মিত হাসল গিলমোর। 'বিশ্বাস করাই মানুষের ধর্ম। বিশ্বাস করা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি অন্য কেউ বিশ্বাসের সুযোগ নিলেও তাতে অস্বাভাবিকতা নেই। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই সুযোগসন্ধানী।' মিসেস রীভসের দিকে ফিরল সে। 'অ্যাগি, ক্যালকিনের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা কোরো না। স্কট ঠিকই কায়দা করে ফেলবে ওকে।'

পরিবেশন করা কফির প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না ক্রিস্টিনা। টেবিলে অন্য খাবারও রয়েছে, থালার পাশে রাখা ছুরি আর কাঁটাচামচের দিকে তাকাল চকিত দৃষ্টিতে। জনের সন্দেহ, ওর মত একই ভাবনা খেলে যাচ্ছে মেয়েটির মনে। 'স্কট হিগিন্সের উপর ভরসা রেখে মহা ভুল করছ

তোমরা। আমার তো মনে হয়, জনকে বুঝবার ক্ষমতা নেই তার।'

'স্কটের বয়েই গেছে ওকে বুঝতে,' হেসে উঠল গিলমোর। 'কাউকে বুঝতে চেষ্টা করে না ও, স্রেফ কাজ সেরে ফেলে।'

'আমার বাবা বলতেন, শত্রুকে কখনও খাটো করে দেখতে নেই এবং লড়াইয়ে জিততে হলে আগে শত্রুকে বুঝে নিতে হয়,' বলল ক্রিস্টিনা। 'তোমাদের মি. হিগিন্স বোধহয় ভুল করেছে।'

পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে, ঝট করে ক্রিস্টিনার দিকে ফিরল নেড গিলমোর। 'হিগিন্স ভুল করেছে মানে? আসলে কী বলতে চাও তুমি?'

'ঠিকই তো বলেছি, কারণ জনকে খুন করবার চেষ্টা করেছে সে।'

বিপদে আছে, তারপরও পরিস্থিতিটা উপভোগ করছে ক্রিস্টিনা। জানে কী ধরনের লোকের মুখোমুখি হয়েছে, এও জানে ওকে বেঁচে থাকতে দেবে না এরা, তাই হাতের প্রতিটি তাস খেলছে–প্রতিপক্ষের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরাতে চাইছে, বানচাল করতে চাইছে পরিকল্পনা, যদি সত্যি ওকে নিয়ে তাদের কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে।

এদের কথাবার্তা শুনে দলটাকে স্রেফ সস্তা, নীচ কিন্তু বেপরোয়া মনে হচ্ছে জনের কাছে। একজন নিরীহ মানুষকে খুন করেছে, একটা দলিল জাল করেছে, তারপর র‍্যাঞ্চের ক্লেইম দাবি করেছে; অথচ সবকিছু করেছে মামুলি তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এখন, ভরাডুবি ঠেকাতে আরও খুন করতে দ্বিধা করবে না।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে গিলমোর। টেবিলে হাতের তালুর ভর রেখে ঝুঁকে এল, তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল: 'চেষ্টা করেছে বলতে কী বোঝাতে চাইছ?'

'খুন করবার চেষ্টা করেছে। কথাটা না বুঝবার কী আছে?'

'কী হয়েছে?'

'সঠিক জানি না, তবে এটা জানি যে স্কট হিগিন্স আর বেঁচে নেই।'

ফের নীরবতা নেমে এল। বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলো নেড গিলমোর, কাঁপা শোনাল তার কণ্ঠ। 'মিথ্যা কথা! ডাহা মিথ্যা বলছ তুমি! স্কটকে খুন করবার মত লোকের জন্ম হয়নি! ও অপরাজেয়! সামনাসামনি পিস্তল যুদ্ধে হয়তো সেরা নয়, কিন্তু কাউকে অ্যাম্বুশে খুন করতে ওর জুড়ি নেই। ওর মত দক্ষ স্নাইপার···উঁহুঁ, প্রশ্নই আসে না। কোথাকার কোন্ ক্যালকিন খুন করবে ওকে? ফুঃ! আমি অন্তত বিশ্বাস করি না।'

কিন্তু মুখে বললেও আসলে যে ভিতরে ভিতরে ভড়কে গেছে সে, কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাচ্ছে–আত্মবিশ্বাসহীন দম্ভ।

স্থির বসে আছে ক্রিস্টিনা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। টেবিলে ছুরির কাছাকাছি চলে গেছে ওর হাত। 'তুমি বরং আমাকে শহরে পৌঁছে দাও,' মৃদু স্বরে বলল ও, উৎকণ্ঠা আর ভয় চেপে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'অবশ্য একটা ঘোড়া দিলেও চলবে। নিজেই শহরে যেতে পারব আমি। একটা কথা

শুনে রাখো, তোমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। এবার কেটে পড়লেই ভাল করবে।'

'পাগলের প্রলাপ!'

'ভাগ্য ফুরিয়ে গেছে তোমাদের,' বলে চলল ক্রিস্টিনা। 'নিয়তির সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে পার পাবে না। শুরু থেকে ভুল করেছ, সেটা ঢাকতে গিয়ে আরও ভুল করছ। কিন্তু আর বাড়াবাড়ি কোরো না, নইলে শেষে ফাঁসিতে ঝুলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

'তোমাদের ভালর জন্যই বলছি, আমাকে চলে যেতে দাও। তোমরাও যত শিগ্‌গির সম্ভব চলে যাও।'

'ঠিকই বলেছে ও,' সমর্থন জানাল জোসি।

'খবরদার!' কর্কশ শোনাল মিসেস রীভসের কণ্ঠ। 'আর একটা শব্দও উচ্চারণ করবি না!'

'স্কটকে হারানোর সামর্থ্য নেই কারও,' নিজেকে যেন সাহস দিচ্ছে নেড গিলমোর। 'মিথ্যা বলছ তুমি, ক্রিস্টিনা।'

ফের চারপাশে নজর চালাল জন, এবার সময় নিয়ে, সতর্কতার সঙ্গে। কেউ নেই। কাছাকাছি এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে কেউ। জন আশা করছে কথাবার্তার মাধ্যমে ব্যাপারটার সুরাহা করতে পারবে ক্রিস্টিনা, তবে জানে আসলে তেমন কিছু ঘটবে না। এ-পর্যন্ত অবশ্য সাধ্যমত করেছে মেয়েটা, দারুণ ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত মনে হয়েছে ওকে। ভয় পেয়েছে বটে, কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায়, বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে। সামান্য কয়েকটা তথ্যকে নিজের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে।

ঠিকই বলেছে ক্রিস্টিনা। মিসেস রীভস বা নেড গিলমোরের কৌশল বা পরিকল্পনা কেঁচে গেছে। বেশিরভাগ খুনীই আসলে স্থূল বুদ্ধির লোক, তাদের সাফল্য বা অর্জন, কিংবা অবস্থান যাই হোক। ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও ভাবে না এরা। খুন কখনোই ধামাচাপা দেওয়া যায় না।

নিঃসঙ্গ একজন মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে অ্যাগি রীভস। তাকে নিয়ে কয়েকবার ডিনারে গিয়েছিল জর্জ উইলসন, সগর্বে নিজের র‍্যাঞ্চের কথা বলেছে। আগপাছ না ভেবে, র‍্যাঞ্চের সঠিক অবস্থা না জেনেই হীন ষড়যন্ত্র করেছে মহিলা। ভেবেছিল অঢেল বিত্তের অধিকারী হবে। তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলে–তাতে জোসি বা গিলমোরের হাত ছিল কি না সেটা সে-ই ভাল বলতে পারবে–নির্জলা লালসা আর লোভের শিকার হয়ে প্রাণ দিল নিরীহ একজন ভালমানুষ। ভুয়া একটা দলিল নিয়ে র‍্যাঞ্চের দখল নিতে পশ্চিমে এল ওরা।

উইলসনের কোন আত্মীয়কে দেখেনি ওরা, সম্ভবত শোনেওনি এমন কেউ আছে। তাকে দেখে নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল বলেই ধরে নিয়েছিল এই জগতে কেউ নেই মানুষটার। উইলসন হয়তো বলেও থাকবে যে তার কোন

সন্তান বা স্ত্রী ছিল না।

এখানে এসে হাড়ে হাড়ে ভুলটা টের পেল ওরা। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বিরাট ফারাক লক্ষ করল। র‍্যাঞ্চটা ভাল ও সম্ভাবনাময়, কিন্তু সেজন্য বেশ খাটতে হবে, এবং এই কাজের ব্যাপারটা ওদের পরিকল্পনায় ছিল না। বাধ্য হয়ে র‍্যাঞ্চ বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় অ্যাগি রীভস। জনের পকেটে যা আছে, কেড়ে নেওয়ার জন্য ওকে খুন করবার পরিকল্পনাও যদি করে থাকে, মোটেও অবাক হবে না ও। মহিলার পক্ষে সবই সম্ভব। তা ছাড়া, বেশিরভাগ অপরাধীই অতিরিক্ত আশাবাদী। নিজেদের বড্ড চালাক ভাবে ওরা, দুনিয়ার তাবৎ লোক যেন বোকার হদ্দ। সামান্য কয়েক ডলারের জন্য ছয়-সাত বছরের জেল খাটবার ঝুঁকি কেন নেয় মানুষ? প্রশ্নটার উত্তর কখনও খুঁজে পায়নি জন।

ক্রিস্টিনাকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ওরা। এখানে খুন করতে পারলে ওর অন্তর্ধানের রহস্য জানতে পারবে না কেউ, যেহেতু কেউই জানে না র‍্যাঞ্চে এসেছে মেয়েটা। শহরেও ওকে আশা করবে না কেউ। মালপত্র নিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে এসেছে, সবাই ধরে নেবে নিজের ধান্ধায় চলে গেছে। এ-নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

প্রথম দিকে হয়তো জনের সাহায্য দরকার মনে করেছিল এরা–নিজেরা যে-সব কাজ করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, সেগুলো সারবার জন্য। টালিবুকটা খুঁজে পেল জন। পরে ড্রয়ার খুলে পুরানো দাগটা চোখে পড়েছে মিসেস রীভসের, আঁচ করেছে কিছু একটা ছিল ওখানে। স্বভাবতই সন্দিহান হয়ে ওঠে মহিলা। তারপরই জনকে খুন করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ততক্ষণে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে জন, এবং তাদের কাছে বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল ওর কাজকারবার। আদপে যদিও খুব কমই জানে ও।

'নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারবে তোমরা,' বলে চলেছে ক্রিস্টিনা। 'কাউন্টির সীমানা পেরিয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। মনে হয় না তোমাদের খোঁজ করবে কেউ।'

ক্রিস্টিনাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু উপায়টা কী, ভেবে পাচ্ছে না জন। পিস্তলে চালু হাত গিলমোরের, উদ্বেগ আর হতাশার কারণে আতঙ্কিত হয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে পারে লোকটা। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে নিরীহ মানুষটিই গুলিবিদ্ধ হতে পারে। যে-ভাবে হোক, বাড়ি থেকে বের করে আনতে হবে ক্রিস্টিনাকে, তারপর এখান থেকে চলে যেতে হবে।

যে-কোন মুহূর্তে একজন হয়তো চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে, মরিয়া চেষ্টায় এসপার-ওসপার করে ফেলতে চাইবে। ক্রিস্টিনাকে সতর্ক করবে, এমন আশা করা বোকামি। যথেষ্ট কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। কেউ যদি মরিয়া হয়ে ওঠে, তাকে ঠেকাবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জন–সে গিলমোর আর মিসেস রীভসই হোক।

পালানোর পথ ওদের বাতলে দিয়েছে ক্রিস্টিনা। কিন্তু পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ, কারণ আদৌ যদি পালানোর সিদ্ধান্ত নেয় ওরা, প্রথমেই ক্রিস্টিনাকে খুন করবে–কোন সাক্ষী থাকবে না, আইনকেও ওদের পিছনে লেলিয়ে দিতে পারবে না কেউ।

একমাত্র জনই প্রশ্ন তুলতে পারে। এটাও ওদের মাথায় আছে নিশ্চই।

তবে ও যেহেতু ছন্নছাড়া ভবঘুরে, কে শুনবে ওর কথা? পাত্তাই দেবে না। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবে ওরা, সেটা যে আপস হবে না–শতভাগ নিশ্চিত জন।

'বেশ,' অবশেষে মুখ খুলল নেড গিলমোর, পরাজিত শোনাল কণ্ঠ। 'ঠিকই বলেছ তুমি, ক্রিস্টিনা। মানছি কোন চান্স নেই আমাদের। তোমাকে শহরে পৌঁছে দিতে আপত্তি নেই আমার। আগে কিন্তু একটা মুখে দাও, কফি খেয়ে যাত্রা করব আমরা।' মুখ তুলে জোসির দিকে তাকাল সে। 'জোসি? দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু খাবার নিয়ে এসো ওর জন্য।'

'ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, জোসি,' উঠে দাঁড়িয়েছে অ্যাগি রীভস। 'উপরে তোমার কামরায় চলে যাও। আমি নিজেই ক্রিস্টিনার জন্য খাবার তৈরি করব।'

ইতস্তত করছে জোসি। কিছু বলতে উদ্যত হয়েও নিরস্ত হলো মিসেস রীভসের তীক্ষ্ণ স্বরে, যা-ই বলতে চেয়েছিল, বলা আর হলো না।

'জোসি? তোমার কামরায় যেতে বলেছি না?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল মেয়েটা।

চেয়ারটা সামান্য পিছনে ঠেলে দিল ক্রিস্টিনা, জানতে চাইল: 'সাহায্য করব তোমাকে?'

'আরে না! লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপচাপ বসে থাকো। ঝটপট কিছু একটা তৈরি করে নিয়ে আসছি। সবাই মিলে খাওয়া যাবে। কফি খেয়েই তো চলে যাবে তুমি।

'তুমি হয়তো ভাববে বিখ্যাত অভিনেত্রী হয়েও রান্নাবান্নার ঝামেলায় যাই কেন। আসলে এটা আমার বহুদিনের অভ্যাস, পছন্দও করি। বাড়িতে কোন অতিথি এলে তো কথাই নেই।

'ঘর কী জিনিস জানা হয়নি আমার। সারাটা জীবন নানা জায়গায় ঘুরে-ফিরে কাটিয়েছি। এমন ছোটাছুটির মধ্যে থাকলে রান্না, সেলাই বা গৃহস্থালি কাজের সুযোগ হয় না, কিন্তু তারপরও ফুরসত পেলে বিদ্যেটা ঝালাই করতে ভাল লাগে আমার।

'তোমাকে ঝামেলায় ফেলবার জন্য সত্যি দুঃখিত,' যোগ করল মিসেস রীভস। 'যতটা মনে হচ্ছে, আসলে ততটা খারাপ নই আমি। অন্যের ক্ষতি করা দূরে থাক, কখনও চাইওনি কেউ বিপদে পড়ুক। বেচারা জর্জ! ও নিশ্চই কোন একটা ভুল করে ফেলেছিল। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে হয়তো তুমিও

বুঝতে পারবে।

'উদার, দরদী মানুষ ছিল জর্জ। অন্যের উপকার করে বেড়াত সবসময়। ও যখন আমার নামে উইলটা লিখে, সম্ভবত অন্য কারও কথা মাথায় আসেনি ওর। বেঁচে থাকলে হয়তো ভুলটা শুধরে নিত।

'নিজেই বলেছ, র‍্যাঞ্চের জীবন পছন্দ করো। এত পছন্দ যখন, র‍্যাঞ্চটা তোমারই থাকুক। জোসিকে নিয়ে অভিনয়ের জগতে ফিরে যাব আমি। তবে যাতায়াত ছাড়াও শুরুর কয়েকটা দিন চলবার জন্য কিছু টাকা দরকার হবে আমাদের, সেজন্যই আমার অংশটা তোমার কাছে বেচে দিতে চাই, সেটা যত কম মূল্যই হোক। বেচারা জর্জের ভুল শোধরানোর এরচেয়ে ভাল উপায় হবে আর? ওর আত্মার প্রতি সম্মান দেখানোও হবে।'

অনর্গল কথা বলতে বলতে কাজ করে যাচ্ছে মিসেস রীভস। হাত নড়ছে দ্রুত, স্বাচ্ছন্দ্যে। মনে হচ্ছে ঘরের কোন্ জিনিসটা কোথায় আছে, সবই জানা আছে তার।

'এই তো, হয়ে গেছে! আর মাত্র এক মিনিট। কফি দিয়ে শুরু করো, ক্রিস্টিনা। নেড, ওকে কফি ঢেলে দিচ্ছ না কেন?'

'কফিটা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে,' কফি ঢালবার সময় বলল নেড গিলমোর।

'ওহ্! ঠাণ্ডা কফির স্বাদও কিন্তু মন্দ নয়। ডেনভারের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় গরম এবং বরফ মেশানো কফি, দুই-ই বিক্রি হয়। প্রায়ই খেতাম আমরা। নাও···চেখেই দেখো না, কেমন লাগে!'

'ঠাণ্ডা কফিই যদি তোমার পছন্দ,' স্মিত হাসল ক্রিস্টিনা। 'তুমিই খাও, ম্যা'ম। আমি অবশ্য স্পর্শ করিনি, নির্দ্বিধায় খেতে পারো।'

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাগি রীভসের দিকে তাকাল নেড গিলমোর, মৃদু স্বরে বলল: 'ও জানে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেয়ে উপরের দিকে তাকাল জন, দোতলার জানালায় চলে গেল দৃষ্টি। জোসিকে দেখতে পেল, ওকেই দেখছে মেয়েটা। চোখে সীমাহীন বিস্ময়।

উনিশ

চার চোখ এক হলো, স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি মারছে জনের হৃৎপিণ্ড, মনে শঙ্কা—এখুনি গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে মেয়েটা, ওর অবস্থানের খবর ফাঁস করে দেবে! দুদ্দাড় করে ছুটে আসবে নেড গিলমোর, হাতে থাকবে খোলা পিস্তল···

হঠাৎ পিছিয়ে গেল মেয়েটি, জানালা থেকে সরে গেল। দীর্ঘ কয়েকটা

সেকেন্ড চলে গেল, অপেক্ষায় থাকল জন, কোন চিৎকার ভেসে এল না দেখে বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল। কিছুই ঘটল না। দৃষ্টি নামিয়ে ডাইনিংরুমের দিকে তাকাল ও।

'ও জানে!' পুনরাবৃত্তি করল নেড গিলমোর।

'আমি শুধু একটা ব্যাপারই জানি, এ-মুহূর্তে প্যারট সিটির হোটেলে ফেরা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছে নেই আমার,' উঠে দাঁড়িয়েছে ক্রিস্টিনা, কিছুটা অধৈর্য শোনাল কণ্ঠ। 'আমার তো মনে হয় অযথা চেষ্টা করছি আমরা। র‍্যাঞ্চের মালিকানার ব্যাপারটা আইন আর লইয়াররাই ফয়সালা করবে। দেখা যাচ্ছে,' যোগ করল ও। 'শেষ বয়সে এসে স্মৃতি বেঈমানি করেছিল চাচার সঙ্গে। এত আদর করত আমাকে! আমার তো ধারণা ছিল ওর মৃত্যুর কারণে র‍্যাঞ্চের বাকি অংশ এমনিতে পেয়ে গেছি আমি।'

'বসো,' প্রায় নির্দেশ দিল মিসেস রীভস। 'আমাদের কথা শেষ হয়নি এখনও।'

কিন্তু বসল না ক্রিস্টিনা। 'আর কী বাকি আছে?' ঠাণ্ডা নির্বিকার কণ্ঠ, তবে জনের ধারণা ভিতরে ভিতরে ভয়ে সিটিয়ে আছে মেয়েটা। সম্ভবত প্রতিপক্ষও সেটা ধরতে পেরেছে।

তবে এটাই স্বাভাবিক। একাকী আছে ও, শহর থেকে অনেক দূরে, এমন দু'জন মানুষের সঙ্গে, যাদের ধাত এতক্ষণে বোঝা হয়ে গেছে ওর—স্রেফ খুনী এরা। "প্রাণপ্রিয় ভাতিজী"কে নিশ্চই ভুলে যায়নি জর্জ উইলসন, সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় মিসেস রীভসের উইলটা জাল।

'র‍্যাঞ্চ বিক্রির রসিদ লিখে দাও,' ক্রূর হাসি ফুটল গিলমোরের মুখে। 'তা হলে দিব্যি চলে যেতে পারবে। তোমার গায়ে একটা টোকাও দেবে না কেউ।'

'জন তোমাদের প্রস্তাব সমর্থন করবে বলে মনে হয় না,' বলল ক্রিস্টিনা, সতর্ক ও, মনে মনে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে—প্রয়োজনে ছুট দেবে। সামান্য সুযোগ পেলেই হলো···

'তোমার জন নেই এখানে। থাকলেও কিছু করতে পারত না। সবকিছু তোমার উপর নির্ভর করছে। এটা পুরোপুরি তোমার আর আমাদের ব্যাপার। যত যাই হোক,' স্মিত হাসল গিলমোর। 'সামান্য জমিই তো। তোমারও এমন কোন বয়স হয়নি। সামান্য জমির জন্য এত অল্প বয়সে বেঘোরে প্রাণ হারাবে কেন?'

পাল্টা হাসল ক্রিস্টিনা। 'হয়তো ঠিকই বলেছ। আমার খালাও বলেছেন এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগবে না। সত্যি বলতে কি, এ-নিয়ে কিছুটা মন কষাকষি হয়েছে আমাদের। উনি আমার সঙ্গে বাজিও ধরেছেন যে দশদিনের মধ্যে ডুরাঙ্গোয় ফিরে যেতে বাধ্য হব আমি, কিন্তু ফিরে না গেলে, উল্টো শর্ত হিসাবে উনিই চলে আসবেন এখানে। সেটা,' অম্লান বদনে মিথ্যা

বলছে ও। 'আজ থেকে নয়দিন আগের কথা। তো, খালা নিশ্চই রওনা দিয়ে ফেলেছেন। প্যারট সিটিতে না গিয়ে সরাসরি র‍্যাঞ্চেও চলে আসতে পারেন।'

'মিথ্যা বলছে ও!' ত্যক্ত স্বরে বলল মিসেস রীভস। 'বানিয়ে বানিয়ে গল্প ঝাড়ছে!'

ইতস্তত করছে নেড গিলমোর। পরিস্থিতি ক্রমে ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, একটুও পছন্দ হচ্ছে না তার। অস্থির দৃষ্টিতে ক্রিস্টিনাকে দেখল সে, আনমনে মাথা নাড়ল, শেষে অ্যাগি রীভসের দিকে ফিরল। 'কিন্তু যদি সত্যি বলে থাকে? সত্যি সত্যি যদি ওর খালা এসে উপস্থিত হয়?'

ধৈর্যের শেষসীমায় পৌঁছে গেছে মিসেস রীভস। কলম আর কালি নিয়ে টেবিলে এসে বসল। 'নেড? হাত চালাও তো, জলদি লিখে ফেলো রসিদটা। বাঁচতে চাইলে ঠিকই সই করবে হারামজাদী।'

সামান্য দ্বিধা করল গিলমোর, একটা চেয়ারে বসে পড়ল। কলম তুলে নিয়ে দ্রুত, খচখচ করে লিখতে শুরু করল। ক্রিস্টিনার উল্টোদিকে বসেছে সে, এদিকে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস্টিনা। আচমকা, ঝুঁকে টেবিলের কিনারা চেপে ধরল ও, তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলা দিল টেবিলে।

দারুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সক্রিয় হয়েছে ও, এতটাই যে এমন কিছু ঘটবে ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি ওরা। কোত্থেকে কী হলো, টেরই পায়নি দু'জনের কেউ। টেবিলের কিনারা গিয়ে আঘাত করল গিলমোরের বুকে, যে-বেঞ্চে বসে ছিল সে, হেলে পড়ল সেটা, হুড়মুড় করে পড়ল মেঝেয়। প্রায় একই মুহূর্তে মিসেস রীভসের উদ্দেশে মগের কফি ছুঁড়ে দিয়েছে ক্রিস্টিনা, মগ সহ; ছুঁড়ে দেওয়া পর্যন্ত দেরি, তারপর এক ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

ক্রিস্টিনা এত দ্রুত সক্রিয় হবে, জনও আঁচ করতে পারেনি। দ্রুত বাড়ির কোণে পৌঁছে গেল ও। 'ক্রিস্টিনা! এদিকে চলে এসো!' চাপা স্বরে ডাকল।

উত্তেজনা আর শঙ্কায় সিদ্ধান্ত নিতে সামান্য দেরি করল মেয়েটি, বুঝতে পারছে না কোন্ পথটা পুরোপুরি নিরাপদ। শেষে জনের দিকে এগিয়ে এল।

'নেড! ধরো ওকে!' বাড়ির ভিতরে ক্রোধে উন্মাদিনীর মত গর্জে উঠল অ্যাগি রীভস।

এদিকে ছুটছে জন, এক হাতে চেপে ধরেছে ক্রিস্টিনার কব্জি। ঘোড়াটা কাছাকাছি রেখেছে বলে নিজেকে ধন্যবাদ জানাল। ঘোড়ার কাছে আসা মাত্র এক টানে ল্যারিয়েটের গেরো খুলে ফেলল, ঠিক তখুনি ওকের ছায়া থেকে ভোজবাজির মত বেরিয়ে এল দু'জন লোক।

সামনের লোকটা কার্ক ফস্টার। উল্লাস তার কণ্ঠে: 'এবার বাগে পেয়েছি তোমাকে, বাছাধন! যদি…'

এমন মুহূর্তে কথার তুবড়ি নয়, পিস্তলের গুলি চালানো উচিত। জীবনে এই জ্ঞানটা হলো না ফস্টারের। হয়তো হবেও না কখনও।

গর্জে উঠল জনের সিক্সশূটার।

ছুটবার মধ্যে ছিল ও, তাই চট করে পিস্তল বের করে গুলি করা সত্যি কঠিন ছিল; কিন্তু সুযোগটা নেয়নি বাগাড়ম্বরে অভ্যস্ত কার্ক ফস্টার। নিজেকে জাহির করতে গিয়ে দুই সেকেন্ড দেরি করেছে, জনের জন্য তাই যথেষ্ট। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে, চোখের নিমেষে ডান হাতে উঠে এল পিস্তলটা, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। ধপাস করে আছড়ে পড়ল ফস্টার।

সমূহ বিপদ টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল অন্যজন, ছুটতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেল পাথুরে মাটির উপর। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখল সে, ঠায় পড়ে থাকল। তাকে গুলি করল না জন।

বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে নেড গিলমোর।

দু'জনকে একই ঘোড়ার পিঠে চড়তে হবে। স্যাডলে চাপবার মত সময় নেই, তাই ক্রিস্টিনার কব্জি চেপে ধরে আকর্ষণ করল জন, চট করে ঝোপের আড়ালে সরে গেল।

খোলা জায়গায় চলে এসেছে গিলমোর, হাতে রাইফেল। পড়ে থাকা লোকটাকে দেখতে পেল সে, ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল: 'কে ওখানে? হয়েছে কী, অ্যাঁ?'

গুঙিয়ে উঠল কেউ। ফস্টার। লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছিল জন।

'ঠিক কী ঘটেছে জানি না,' উত্তর দিল অন্যজন। 'আচমকা ভূতের মত উদয় হলো ও, কার্কের কথা শেষ হওয়ার আগেই গুলি করেছে।'

খিস্তি করল গিলমোর। কয়েক কদম এগিয়ে গেল নীল রোয়ান, কান খাড়া ওটার, মাথা উঁচিয়ে রেখেছে।

'কোথায় গেছে ও?' খেঁকিয়ে উঠল গিলমোর।

'ঝোপের ভিতরে ঢুকেছে,' উঠে দাঁড়াল কার্ক ফস্টারের সঙ্গী। 'ওর সঙ্গে কেউ আছে বোধহয়।'

'ওকে খতম করতে পারলে একশো ডলার দেব তোমাকে। নগদ।'

'উঁহুঁ, স্যার, অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই তোমার। হ্যাঁ, মানুষ খুন করি আমি, যখন মাথায় রক্ত উঠে যায় বা বন্ধুত্বের দায়ে পড়ি, তবে টাকার জন্য খুন করিনি। করবার ইচ্ছেও নেই।' কোমরের বেল্টটা টেনে-টুনে উপরে তুলল সে। 'তা ছাড়া, ওই লোক আমার চেয়ে কয়েক কাঠি সরেস। একশো ডলার কেন, ডলারের একটা খনি দিলেও ওকে ধাওয়া করতে ঝোপের ভিতর ঢুকব না। ওকে খুন করবার যখন এতই খায়েশ, তুমি নিজে যাচ্ছ না কেন? যাক্‌গে, কার্ক বোধহয় মারাত্মক চোট পেয়েছে। সাহায্য দরকার ওর। হয়তো শহর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে ওকে।'

ফের খিস্তি করল গিলমোর, ঘুরে বাড়ির দিকে এগোল।

সন্তর্পণে একটা পা তুলল জন, বুটের ডগা দিয়ে মাটি স্পর্শ করল, শক্ত মাটি বুঝতে পেরে শরীরের ভর চাপাল ওই পায়ের উপর। নিখাদ সতর্কতার

সঙ্গে আরেক পা এগোল ও, অনুসরণ করল ক্রিস্টিনা।

পাহাড়ের কিনারে খোলা জায়গায় আছে ওরা। দূরের পাহাড়ী ঢালে রয়েছে পন্ডেরোসার ঘন বন। খোলা জায়গা পেরিয়ে যেতে হবে, ঝোপঝাড় বা ছোটখাট গাছের আড়াল পেলে ভাল হত, কিন্তু তেমন কিছু নেই সামনে।

রোয়ানটা কোথায় গেল? ল্যারিয়েটের বাঁধন খুলে দেওয়ার পর হেঁটে সরে গেছে ওটা, গিলমোরের দিকে মনোযোগ দিতে হয়েছে বলে খেয়াল রাখেনি। আবছা অন্ধকার। চোখ কুঁচকে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল ও, কোথাও দেখতে পেল না ঘোড়াটাকে।

সন্তর্পণে পা বাড়াল ও, সতর্ক যাতে কোন শব্দ না হয়; চায় না শব্দ শুনে গুলি করুক নেড গিলমোর। হয়তো দু'জনের যে-কারও গায়ে বিঁধতে পারে। গিলমোরের এখন যা মনের অবস্থা, অন্ধকারে এলোপাতাড়ি গুলি করলেও সেটাকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না।

এবার মরিয়া হয়ে উঠবে ওরা। তবে মরিয়া হোক বা না-হোক, সতর্ক যে থাকবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্রিস্টিনার কাছ থেকে স্কট হিগিন্সের ব্যর্থতার খবর জেনে গেছে। নেড গিলমোর চতুর এবং সাবধানী মানুষ, হিগিন্সের ভুল থেকে শিক্ষা নেবে–এখন থেকে দারুণ সতর্ক থাকবে, কোন ঝুঁকিই নেবে না। প্রয়োজনে দ্বিগুণ জনবল নিয়ে আঘাত হানবে।

ফস্টার একটা বোকার হদ্দ! যথেষ্ট শিক্ষা হওয়া উচিত লোকটার; তবে জনের ধারণা আজকের ঘটনার পরও নিরস্ত হবে না সে–নিজে মরবার আগে ওকে খুন করবার চেষ্টা চালাতেই থাকবে। কী কারণে এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা? সে না এলে এতক্ষণে ক্রিস্টিনাকে নিয়ে নেড গিলমোরের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারত জন, প্যারট সিটির অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করে যেত।

ক্লান্ত বোধ করছে ও, মাথাব্যথাও শুরু হয়েছে আবার। ঘাসের উপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে ওরা।

প্রায় পঞ্চাশ গজের মত এগিয়ে, নীরবে হাঁটতে শুরু করল দু'জন। স্টেজের রাস্তায় যদি পৌঁছতে পারে, হয়তো শহরমুখো কোন ওয়্যাগনের দেখা পেয়েও যেতে পারে।

'খুব দুর্বল লাগছে,' কিছুক্ষণ পর বলল জন। 'বসো, একটু জিরিয়ে নিই।' দু'জনেই বসল ওরা। 'কয়েকদিন আগে গুলি খেয়েছিলাম। বিস্তর রক্ত হারিয়েছি।'

'জানি। স্কট হিগিন্স, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমাকে অনুসরণ করে পাহাড়ে চলে গিয়েছিল সে, ধরে নিয়েছিল মওকামত পেয়েছে।'

'কিন্তু উল্টো নিজেই খুন হয়ে গেছে?'

'আহত ছিলাম তখন, ওই অবস্থায় সরে পড়তে চেয়েছি। পিছু নেয় সে,

ওকে খুন করা ছাড়া উপায় ছিল না।'

নীরবে বসে থাকল ওরা। নিজের অজান্তে ঝিমাতে শুরু করল জন। হঠাৎ বাহুতে ক্রিস্টিনার আলতো ছোঁয়া পেয়ে ঝিমুনি কেটে গেল। 'কেউ আসছে!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটি।

চোখ মেলে তাকাল জন। অন্ধকারে দেখতে পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। অগত্যা, কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল। প্রথমে কিছুই শুনতে পেল না, তারপর ক্ষীণ একটা আওয়াজ কানে এল–ক্রমশ জোরাল হচ্ছে–খসখসে শব্দ। পাতার সঙ্গে কোন কিছুর সংঘর্ষের শব্দ। টানা নয়, থেকে থেকে। সম্ভবত ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে কেউ।

উঠে দাঁড়াল জন, পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে।

শব্দটা কাছে চলে এসেছে। এবার পার্থক্য করা গেল: ঘোড়ার হাঁটবার শব্দ। সহসা দারুণ স্বস্তি বোধ করল জন, বুঝতে পেরেছে শব্দের কারণ। 'আয় ব্যাটা,' নিচু স্বরে ডাকল ও। 'এখানে চলে আয়।'

নীল রোয়ানটা!

'ও আমাদের খুঁজে পেল কীভাবে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ক্রিস্টিনা।

'কোন কোন ঘোড়া শিকারী কুকুরের মতই ট্র্যাক ধরে এগোতে জানে। বুনো ঘোড়া হলে তো কথাই নেই, যদিও সাধারণত অন্য ঘোড়াকে অনুসরণ করে এরা।'

রোয়ানের কাছাকাছি চলে এল জন। ওটার ঘাড় ডলতে ডলতে মৃদু স্বরে ক্রিস্টিনার উদ্দেশে বলল: 'এবার নিশ্চিন্তে শহরে যেতে পারব। দারুণ তেজী আর শক্তিশালী ঘোড়া রবিন। অনায়াসে দু'জনকে নিতে পারবে।'

স্যাডলে চেপে বসল জন, হাত বাড়িয়ে দিল ক্রিস্টিনার উদ্দেশে। সামান্য দ্বিধা করল মেয়েটি, তারপর জনের সাহায্য নিয়ে স্যাডলে চড়ল। কিছুক্ষণ আড়ষ্ট থাকল মেয়েটি, কিন্তু একসময় সহজ হয়ে গেল।

প্যারট সিটি ওদের গন্তব্য। শহরটা শুধু কাছে বলে নয়, বরং ওখানেই নিশ্চিত আশ্রয় ও নিরাপত্তা মিলবে; তা ছাড়া, সাহায্যও মিলতে পারে। লোকজন আছে ওখানে, অনেকেই চেনে ক্রিস্টিনাকে। প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়াবে এরা। পশ্চিমের মানুষ অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না বটে, কিন্তু সে যদি ভদ্র ঘরের মেয়ে হয়, তা হলে সবচেয়ে স্বার্থপর লোকটিও নির্দ্বিধায় সাহায্য করে।

ক্রিস্টিনাকে কারও জিম্মায় রেখে নিজের পথ ধরবে ও। নেহাত এক বেলা খাবার আর একটা ড্রিঙ্কের জন্য পপলারে ঢুকেছিল, তারপর একের পর এক ঘটনা ঘটেছে। না চাইলেও খুনোখুনি, ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের বেড়াজালে আটকা পড়ে গেছে। এই ছোটাছুটি, বিদ্বেষ বা উত্তেজনা আর ভাল লাগছে না। এসব তো ওর ব্যাপার নয়। কেউ চাইছেও না যে এসবে জড়িয়ে পড়ুক

জন। পপলার বা প্যারট সিটিতে স্রেফ একজন ড্রিফটার ও।

মানুষের মানসিকতা বদলে যাচ্ছে। খুনোখুনি বা গোলাগুলির গল্প শুনতে হয়তো পছন্দ করে সবাই, কিন্তু কেউই চায় না সেসব চোখের সামনে ঘটুক। জনের সঙ্গে যেহেতু এসবের সম্পর্ক, নিরীহ মানুষ চাইবে তল্লাট ছেড়ে চলে যাক ও।

কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই যাত্রা করবে। সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের দ্রুত সামলে নিতে পারে ও—সেটা বিপদ আর দুর্ভোগ বা শারীরিক ভোগান্তিই হোক। যে লোক জীবনের সিংহ ভাগ প্রেয়ারি বা পাহাড়ী এলাকায় নিরলস শ্রম ও খাটুনির মধ্যে কাটিয়েছে, সহজে মরে না সে।

ওরা যখন পৌঁছল, ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে প্যারট সিটি। রেস্তোরাঁ, হোটেল আর দু'একটা সেলুন ছাড়া কোথাও বাতি জ্বলছে না। নতুন কেউ আসেনি শহরে, তাই হোটেলে একই কামরায় উঠবার সুযোগ হলো ক্রিস্টিনার।

রাস্তায় বেরিয়ে এল জন। খোঁজ নিয়ে জানল স্থানীয় মার্শাল অ্যানিমাস সিটিতে গেছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকল ও।

ভিতরে কেউ নেই। 'আমার সঙ্গে বসো,' কূককে প্রস্তাব দিল ও। 'জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

নির্বিকার মুখে একবার ওকে দেখল সে, দুটো কাপ আর আরবাকল'স কফির পাত্র হাতে টেবিলে এসে বসল। পকেট থেকে উইলটা বের করে তাকে দেখাল জন। 'র‍্যাঞ্চটা আসলে ক্রিস্টিনা লী উইলসনের,' বলল ও। 'অর্ধেকটা এমনিতে ছিল ওর, বাকিটা চাচার কাছ থেকে পেয়েছে। আমার ধারণা, অ্যাগি রীভস খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করেছিল জর্জ উইলসনকে, তারপর নিজে বা প্রেমিককে দিয়ে জাল একটা উইল তৈরি করে এখানে চলে আসে।

'মহিলা বোধহয় ভেবেছিল বিশাল সমৃদ্ধ কোন সম্পত্তি র‍্যাঞ্চটা, যেখানে আয়েশ আর অঢেল বিত্তের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যা দেখেছে, তাতে ভুলটা ভেঙে যায় ওদের। র‍্যাঞ্চ বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মিসেস রীভস। তখনই ক্রিস্টিনা এল নিজের দাবি নিয়ে।' উইলটা মেলে ধরল জন। 'ও চলে আসবে একটু পর, চাইলে ওর সঙ্গে এ-নিয়ে কথাও বলতে পারো।'

'আমাকে এসব বলছ কেন? আমি তো আইনের লোক নই।'

'আমাদের দু'জনকেই চেনো তুমি, খুব ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও মোটামুটি জানো সবকিছু। আমি চাই তথ্যগুলো অন্যরাও জানুক। মার্শাল এলে বা কখনও প্রশ্ন উঠলে বলতে পারবে। ওই মহিলা,' যোগ করল ও। 'খুবই ধূর্ত আর নীচ। আমার টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়ার জন্যও খুন করবার পরিকল্পনা করেছিল। সামান্য কয়েক ডলার, অথচ সেই লোভও ছাড়তে পারেনি।'

'তুমি বরং উইল ম্যাকরেনের সঙ্গে কথা বলো।'

'ও শহরে এসেছে না কি?'

'সারাদিনই তো ঘুরঘুর করতে দেখলাম। তোমার কথা জিজ্ঞেস করল।' দাঁত বের করে হাসল কূক। 'বলল তোমাকে না কি বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'আসলে মেয়েদের বয়স অনুমানে তোমার দক্ষতায় বিশ্বাস করতে নিষেধ করল।'

শ্রাগ করল জন। 'মেয়েমানুষ তো ঘোড়া নয় যে দাঁত দেখে বয়স বুঝে নেবে।' কাপের কিনারার উপর দিয়ে লোকটার দিকে তাকাল। 'কার বয়স অনুমান করতে পারিনি?'

'তা বলেনি···ওই তো, রাস্তার ওপাশে ও, সম্ভবত এখানেই আসছে।'

ভিতরে ঢুকল ম্যাকরেন। সরাসরি জনের টেবিলে চলে এল সে, মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে টেবিলে রাখল, তারপর আঙুল চালিয়ে প্রায় টাক পড়ে যাওয়া চাঁদিতে হাত বুলাল। 'মি. ক্যালকিন, তোমার মত সেয়ানা লোক আর দেখিনি, নিখুঁতভাবে ট্র্যাক লুকিয়েছ! সারা জীবনে এমন মহা ব্যস্ত লোকও দেখিনি–এখন এখানে ছিলে তো, পরমুহূর্তে ওখানে!'

'সেজন্যই চাঁদির চুলগুলো আস্ত আছে।'

'কয়েকটা দিন ছোটাছুটি করে খবর যোগাড় করেছি। আচ্ছা, তুমিই তো বলেছ, মিসেস রীভস না কি অভিনেত্রী ছিল?'

'আমাকে তাই বলেছে সে। কয়েকটা ছবিও দেখেছি।'

'অভিনেত্রী ছিল ঠিকই। কিন্তু আরও অনেক পরিচয় আছে ওর। এখনও র‍্যাঞ্চে আছে মহিলা?'

'আছে হয়তো। কিংবা আমরা পালিয়ে আসবার পর পুবের উদ্দেশে ছুট লাগিয়েছে।' গলা পরিষ্কার করে নিল জন। 'কার্ক ফস্টারের সঙ্গে গোলাগুলি হয়েছিল আমার।'

'তা হলে উচিত সাজা হয়েছে ওর? শুনলে শেরিফ তোমার পিঠ চাপড়ে দিতে ছুটে আসবে।'

'ব্যাটা অবশ্য বেঁচে আছে। আচমকা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, পিছনে ঝোপ থাকায় স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছিল না। ঝটপট একটা গুলি করেই লুকিয়ে পড়েছি।'

'যা দেখালে না! মিসেস রীভসের বয়স পঞ্চাশ-ষাট হবে, এমন একটা ধারণা দিয়ে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছ আমাকে!'

'ঠিকই তো বলেছি। ওর চুল ধূসর হয়ে গেছে। আর···'

'পরচুলার কথা শুনেছ কখনও? তিন-চার রকমের পরচুলা আছে ওর। সত্যি কথা বলতে কি, আসলে ওর বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে, বড়জোর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। স্বাভাবিক অবস্থায়, ঘন কালো ওর চুলের রঙ, সচরাচর এমন

দেখা যায় না।'

'ওকে গ্রেফতার করবে না কি?'

'হুঁ। শেরিফ ফিরে এলে কাজ সেরে ফেলব।'

'গিলমোরকেও ধরবে?'

'হাড়ে হাড়ে চিনি ওকে। না, জোরাল প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। তুমি আর মিস্ ক্রিস্টিনা যদি জবানবন্দি দাও...'

'দেব। কিন্তু ওকে ফাঁসানোর মত যথেষ্ট তথ্য হয়তো দিতে পারব না।'

কিছুক্ষণ পর, রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে চলে এল জন, একটা কামরা ভাড়া করল। নাপিতের দোকানে এসে চুল কাটাল, শেভ করাল; গোসল সেরে নতুন এক প্রস্থ কাপড় পরে হোটেলে ফিরে এল। ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে ঘুম ভাঙল ওর। কামরা পুরোপুরি অন্ধকার। জানালার কাছে চলে এল ও। সারা শহরে আলো জ্বলছে না কোথাও। রেস্তোরাঁটা অন্ধকার। রাস্তা জনশূন্য। বিছানার কাছে ফিরে এল জন, কাপড় খুলে শুয়ে পড়ল আবার।

ঘুম আসতে মিনিট কয়েক দেরি হলো। এ-অবসরে র‍্যাঞ্চের কথা ভাবল জন—কী ঘটছে ওখানে? এখনও র‍্যাঞ্চে আছে ওরা? কী করবে মিসেস রীভস? তবে জোসিকে নিয়েই বেশি ভাবনা হচ্ছে। যেভাবেই হোক, অ্যাগি রীভসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মেয়েটা। অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে ওর। সমূহ বিপদে পড়বার আগেই কি মহিলাকে ছেড়ে আসতে পারবে, না কি ওকেও পথের কাঁটা বা অবিশ্বস্ত এবং অতিরিক্ত জানে ভেবে উপড়ে ফেলবে মিসেস রীভস? অবশ্য মহিলা জানে না যে ওকে সতর্ক করেছিল জোসি, অল্পের জন্য ধরা পড়েনি। শেষপর্যন্ত কি রেহাই পাবে মেয়েটা?

'মি. ক্যালকিন,' স্বগতোক্তি করল। 'খামোকা মারাত্মক একটা ঝামেলায় জড়াচ্ছ নিজেকে। এখানে কী স্বার্থ তোমার? সময় থাকতে স্যাডলে চেপে বসো, ছুটতে থাকো আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের উদ্দেশে। এখানে থাকলেই বিপদ!'

আরও একটা ব্যাপারে মন খুঁতখুঁত করছে। ত্রিশটা বসন্ত পেরিয়ে গেছে, বহু পথ ফেলে এসেছে পিছনে, অথচ মাত্র তিনটা ঘোড়া, একটা ল্যারিয়েট, কিছু মাইনিং যন্ত্রপাতি, একজোড়া পিস্তলের মালিক ও। ত্রিশ বছরের প্রাপ্তি নেহাত সামান্য! এভাবেই বাকি জীবন চলে যাবে? কখনও কি থিতু হবে না? ঘর বাঁধবে না মনের মত কোন মেয়ের সঙ্গে?

পিউচেয় সৌভাগ্যক্রমে কিছু সোনা পেয়েছে ও, সোনার বিনিময়ে পাওয়া কড়কড়ে নোট রয়েছে পকেটে। সারা জীবনে একসঙ্গে এত টাকা খুব কমই রোজগার করেছে। কিন্তু এর কতটা সঞ্চয় করেছে? পকেটের টাকা শেষ হয়ে গেলে মাসে ত্রিশ ডলারের সামান্য কাউবয় হয়ে যাবে না কি মাইনিং করবে

আবারও?

হঠাৎ নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হলো ওর, এভাবে ছোটাছুটি করতে ভাল লাগছে না।

উঠে বসল ও, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে হাঁটুর উপর রাখল দুই কনুই। অদ্ভুত হলেও, হ্যাটটা মাথায় থাকলে মাথা খোলে ওর–পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

অস্বস্তিকর আরও একটা ভাবনা উঁকি দিল মস্তিষ্কে। কেন হঠাৎ এসব ভাবছে? মুক্তবিহঙ্গের মত ঘুরে-ফিরে ত্রিশটা বসন্ত কাটানোর পর এখন কেন নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষের মত ভাবছে?

নিজেকে পুরোদস্তুর ভালমানুষ মনে করে না জন, কেউ কেউ একমতও হবে ওর সঙ্গে। কখনও কখনও সংঘাত আর খুনোখুনিতে জড়িয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোণঠাসা অবস্থায়–যার একমাত্র কারণঃ কোণঠাসা হতে পছন্দ করে না ও। যে-ই বাড়াবাড়ি করতে এসেছে, জনের পাল্টা মারে মাশুল গুনতে বাধ্য হয়েছে।

মাথা থেকে হ্যাট খুলে শুয়ে পড়ল ও, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছে। ত্রিশ চলছে, বেশ। এমন কোন বয়স নয়। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ওর অবস্থান? কেউ যদি প্রশ্ন করে বসেঃ *কে তুমি? কী তোমার পরিচয়?* তখন কি স্মিত হেসে বলবেঃ ছন্নছাড়া ভবঘুরে লোক আমি?

হ্যাঁ, ছন্নছাড়া বা ভবঘুরে হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে ঠিকই, তবে আরও পরিচয় আছে ওর। সেনাবাহিনী থেকে মেজর হিসাবে অবসর নিয়েছে, তারও আগে ছিল টেক্সাস রেঞ্জার। ক'জন মানুষ টেক্সাস রেঞ্জার বা সেনাবাহিনীর অফিসার হতে পারে? নিঃসন্দেহে গর্ব করে বলবার মত বিষয়, তবে বলে বেড়ায় না জন। প্রয়োজন মনে করে না।

জীবন সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার। আজীবন ভবঘুরে থাকবার প্রশ্নই আসে না, তবে এখুনি থিতু হওয়ার ইচ্ছে নেই। আরও কয়েকটা বছর ঘুরে-ফিরে দেখবে, পাড়ি দেবে অবারিত উপত্যকা বা বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি, সুনীল পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঢুঁ মারবে, শুভ্র মেঘের দল যে-ক্লিফের গায়ে নিরন্তর চুমো খায়, সেখানে আরোহণ করবে, সুন্দর এই দেশটার আনাচ-কানাচ চিনে নেবে···সংসার নামের জোয়ালটা কাঁধে নেওয়ার আগে যা না করলেই নয়।

সংসার মানেই বাঁধন। দায়িত্ব। পিছুটান। বেপরোয়া বা খেয়ালী হওয়ার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। একটা ঘরে বিস্তর সুখ বা স্বস্তি আছে বটে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। সৌন্দর্য রয়েছে প্রকৃতিতে। কেউ যদি সেসব উপভোগ না করে, তার জীবনই বৃথা।

ফের জোসির কথা মনে পড়ল। অদ্ভুত, রহস্যময় মেয়ে। প্রথমে

মেয়েটির ধাত না বুঝলেও এখন ওর কার্যকলাপের তাৎপর্য ঠিকই ধরতে পেরেছে জন। অসৎ সংসর্গে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে মেয়েটা। হয়তো ঠেকায় পড়ে বা মোহের কারণে মিসেস রীভসের সঙ্গে ভিড়েছিল। আগেই মোহভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু চাইলেও সরে আসতে পারেনি। এমন হয় কখনও কখনও। যা করা উচিত, সবসময় সেটা করতে পারে না মানুষ। বাজে লোকের সঙ্গে চলাফেরায় অভ্যস্ত যে-কেউ মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। ইচ্ছে হলেও ওদের ছেড়ে আসতে পারে না; কারণ লোকালয়ে ওদের গ্রহণযোগ্যতা বা পরিচিতি নেই, কিংবা অভ্যাসের দাস ওরা।

জন আশা করছে সময়মত সরে আসতে পারবে জোসি। মিসেস রীভসের সঙ্গে থেকেও বখে যায়নি, হয়তো এখনও সময় আছে; সুযোগ পেলে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারবে।

কাল নতুন একটা দিন। ঘুমিয়ে পড়বার আগে পপলারে ফাঁসির ঘটনাটা মনে পড়ল জনের। পরিস্থিতির ফিকিরে পড়ে ভাগ্য কেমন বদলে যায়!

বিশ

জীবনে এই প্রথম সকাল সাতটার পরও বিছানায় কেটেছে ওর। তবে এও ঠিক, গত এক সপ্তাহে এই প্রথম নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্রাম নিতে পারল। জেগে উঠেও মিনিট কয়েক ঝিম মেরে পড়ে থাকল, উপভোগ করল সময়টা–সতেজ সকাল, জানালা-পথে ছুটে আসা মিষ্টি রোদের কোমল স্পর্শ, দূরে লা প্লাটা পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় জমে থাকা বরফে ঠিকরে পড়ছে রোদ, তারও উপরে সুনীল ঝকঝকে আকাশ। বড় সুন্দর এই দেশটা, কত আনন্দময় এই বেঁচে থাকা!

বিছানা ছেড়ে শেভ করল জন, কাপড় পরল। পুরো সময়টায় নীচের রাস্তায় কী ঘটছে, এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকল। শেভ করবার সময় চোখের কোণ দিয়ে জানালায় দৃষ্টি চালিয়েছে মাঝে মধ্যে, মূল রাস্তার একটা অংশ আর শেষ প্রান্তের দোতলা দালানটা চোখে পড়ছে, ঠিক পিছন থেকে মালভূমির মত জমি লা প্লাটার সঙ্গে মিশে গেছে। বরফ জমতে শুরু করেছে চূড়ায়, বোঝা যাচ্ছে শীত আসতে বেশি দেরি নেই।

কামারের দোকান থেকে হাতুড়ি-নেহাইয়ের সংঘর্ষের আওয়াজ ভেসে আসছে, সম্ভবত ঘোড়ার নাল বা কোন মাইনারের জন্য গাঁইতি তৈরি করছে লোকটা।

ডেডউড গাল্‌শের দিকে অ্যাসপেনের বনে সোনালি আভা লেগেছে। একটা চিমনি থেকে সরু রেখায় ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে নীল আকাশের বুকে।

গানবেল্ট কোমরে জড়ানোর সময় খানিকটা দার্শনিক হয়ে উঠল জন।

মনে করতে চেষ্টা করল কখনও পিস্তল ছাড়া কোন একটা দিন কাটিয়েছে কি না। মনে পড়ল না। নীচের রাস্তায় শতকরা নব্বই জন লোকই সশস্ত্র। কিন্তু দিন বদলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে পশ্চিমে। বহু শহরে পিস্তল বহন নিষিদ্ধ। আসলে কতটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

আনমনে মাথা নাড়ল জন, হুজুগে পড়ে পিস্তল বহন করছে না ও। নিতান্ত প্রয়োজন আর বাস্তবতার খাতিরে সশস্ত্র থাকছে। বুনো এবং নিঠুর পশ্চিম এটা, কখন কী ঘটে কোন্ বিপদ এসে উপস্থিত হয়, আগাম বলতে পারে না কেউ। যোগ্যতম টিকে থাকে এখানে। আত্মরক্ষার খাতিরে অন্যের প্রাণ হরণ করতে হয়।

রাস্তায় নেমে এল ও। যার যার কাজে ব্যস্ত শহরের লোকজন। বাতাস তেতে উঠেছে, তবে অসহ্য নয়। ধীর পায়ে জেনারেল স্টোরের সামনে চলে এল। কাগজের মোড়কে আবৃত ক্যান্ডি হাতে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা। জনের মনে পড়ল, ওর শৈশবের সময় সচরাচর ক্যান্ডি বিক্রি হত ঔষধের দোকানে।

ওকে পাশ কাটিয়ে স্টোরে ঢুকল এক মহিলা। জন ভিতরে ঢুকে তাকে ড্রেসের কাপড় আর অন্যান্য জিনিস কিনতে দেখতে পেল। বেশিরভাগ মহিলা নিজস্ব পোশাক ঘরে তৈরি করে, সেলাই জানে না এমন মেয়ে সারা পশ্চিমে খুঁজলে হয়তো দু'একজন পাওয়া যাবে। পশ্চিমে তৈরি পোশাকের প্রচলন এখনও দূর অস্ত ব্যাপার। মেয়েটিকে কাপড় দেখাতে ব্যস্ত কেরানি, কাউন্টারের উপর কাপড় ছড়িয়ে দিয়েছে। এটা-সেটা দেখতে দেখতে একটা স্যাডলের সামনে পৌঁছল জন, চামড়ার উপর কারুকাজ করা, সুদৃশ্য এবং টেকসই। দামীও বটে। সাধারণ কাউহ্যান্ডদের সামর্থ্যের বাইরে; যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাউহ্যান্ডদের স্যাডলের দাম ঘোড়ার চেয়েও দামী হয়ে থাকে।

ঘুরে-ফিরে নানান ধরনের স্পার–কিছু সাধারণ, কিছু সুদৃশ্য ও দামী–ল্যারিয়েট এবং বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেখল জন। মেক্সিকানদের মত কাঁচা চামড়া দিয়ে নিজের জন্য ল্যারিয়েট তৈরি করে ও। এক বুড়ো মেক্স হাতে-কলমে ওকে শিখিয়েছিল বিদ্যেটা। ল্যাসো বা ল্যারিয়েটের ওস্তাদ সব লোক হয় মেক্সিকান নয়তো ক্যালিফোর্নিয়ান। ওদের ব্যবহৃত ল্যারিয়েট কাউবয়দের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের হয়।

অযথা ঘুরঘুর করবার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে বৈকি। ক্রিস্টিনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে। ওর ধারণা, কিছুক্ষণের মধ্যে নাস্তা করতে রেস্তোরাঁয় আসবে মেয়েটি, একসঙ্গে খাবে দু'জন, কথাও হবে। সত্যি কথা বলতে কি, বিপদের সম্ভাবনা যেহেতু নেই, ওকে দরকার হবে না ক্রিস্টিনার।

স্টোর থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে এগোল ও। স্টোরে থাকতে ভালই লাগছিল–ওখানকার বাতাসে তাজা কফি, নতুন চামড়া আর

শুকনো মালপত্রের গন্ধ মন্দ লাগছিল না।

অন্যান্য স্টোরেও খদ্দের নেই তেমন। বেশিরভাগ পুরুষ কাজে বেরিয়ে গেছে, মেয়েরা গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত এখনও, দু'এক ঘণ্টার আগে ঘর থেকে বেরোবে না; কিংবা হয়তো বিকেলের দিকে বেরোয়।

কাজ মুলতবি রেখে বেরিয়ে এসেছে কামার লোকটা, রাস্তা পেরিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে চলছে। সম্ভবত কফি খাবে। সেলুনের সামনের হিচ রেইলে অপরিচিত কয়েকটা ঘোড়া দেখতে পেল জন। দূর থেকে ব্র্যান্ড দেখা যাচ্ছে না, অবশ্য এই অঞ্চলের কোন ব্র্যান্ডই ওর চেনা নয়।

নীল আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। রাস্তা পেরিয়ে রেস্তোরাঁর দরজায় এসে থামল জন, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল, তারপর ভিতরে ঢুকে পড়ল। শান্ত শহর। সারাদিনে বোধহয় সকালই সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট সময়, অথচ অস্বস্তি হচ্ছে ওর। অযথা দুশ্চিন্তা করছে?

কফিতে চুমুক দেওয়া অবস্থায় ওর উদ্দেশে নড করল ডাচ কামার। শহরের বেশিরভাগ লোকই ওর সম্পর্কে জেনে গেছে। ছোট শহরে খবর বাতাসের আগে ছড়ায়। চুপিসারে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাচ্ছে কেউ কেউ, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী মনে হলো না কাউকে। হ্যারি পোর্টার, ফস্টার কিংবা এমনকী স্কট হিগিন্সের সঙ্গে ওর শোডাউনের খবরও হয়তো জেনে গেছে এরা। এদের মত শান্তিপ্রিয় মানুষের দৃষ্টিতে জনের একমাত্র পরিচয়–ঝামেলা। বিপজ্জনক লোক।

কামারও বোধহয় ব্যতিক্রম নয়, যদিও জনের ধারণা, অন্যরা উপলব্ধি না করলেও পরিশ্রমী কামার ঠিকই উপলব্ধি করেছে যে পরিস্থিতির খাতিরে বেপরোয়া ও হিংস্র হতে বাধ্য হয়েছে জন।

'হিগিন্সকে খুন করেছ তুমি?' জানতে চাইল সে নিস্পৃহ স্বরে।

'নইলে আমিই খুন হয়ে যেতাম।'

বিশাল হাতের পাঞ্জা লোকটার, কফির মগটাকে দেখাচ্ছে বাচ্চাদের খেলনার মত ছোট এবং ভঙ্গুর। 'চিনতাম ওকে। মহা হারামী।' কফিতে চুমুক দিল সে, সামনে রাখা পাত্র থেকে ভুট্টার কয়েকটা দানা মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল। 'ত্রিনিদাদে প্রথম দেখেছি ওকে। লোকটা গিলমোরের ভাই।'

এই তা হলে ব্যাপার! স্কট হিগিন্সের ভূমিকার কারণ পরিষ্কার হলো বটে, কিন্তু বিপদ যা ছিল, তাই রয়ে গেছে। বরং বেড়েছে বোধহয়, কারণ ভাইয়ের খুনের বদলা নিতে মরিয়া হয়ে উঠবে নেড গিলমোর।

সরাসরি জনের চোখে চোখ রাখল কামার। 'তুমি আসবার পর থেকে যত ঝামেলার শুরু হয়েছে এখানে। তুমি বিদায় হলে স্বস্তি পাবে সবাই।'

বিরক্তি আর অসন্তোষ বোধ করল জন, কিন্তু লোকটাকে পছন্দ করে বলে উত্তর দেওয়ার আগে খানিক দ্বিধা করল। পরিশ্রমী এবং ভালমানুষ সে।

'যাব,' বলল ও। 'তবে যাওয়ার আগে নিশ্চিত হতে চাই মিস্ উইলসন ওর র‍্যাঞ্চের দখল বুঝে পেয়েছে। এ-পর্যন্ত যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়েছে ওকে।'

র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে কমবেশি জানে সবাই। এও জানে যে ক্রিস্টিনার পক্ষে লড়ছে জন।

সত্যি কথা। ও যা-ই করে থাকুক, কিংবা যে-জন্যই করে থাকুক, চুকে গেছে সেটা। পিস্তলে খ্যাতি পেলে উপরি হিসাবে ঝামেলাও জুটে যায়, অস্ত্রে দক্ষ লোকের শত্রুর অভাব হয় না। এই ঝামেলা এদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত। পশ্চিম দ্রুত বদলে যাচ্ছে, বন্দুকবাজদের এখন আর বাহবা দেয় না কেউ। শান্তিপ্রিয় মানুষ নির্ঝঞ্ঝাট জীবন প্রত্যাশা করে। রেলরোড এসেছে নতুন দিগন্তের সন্ধান নিয়ে–অ্যানিমাস সিটির সঙ্গে ডুরাঙ্গোর যোগাযোগ ঘটেছে–সমৃদ্ধ, বড়সড় অথচ শান্তিপূর্ণ শহর প্রত্যাশা করে সবাই, যেখানে ব্যবসায়ীদের স্বাগত জানাতে চায় ওরা, বন্দুকবাজ বা ঝামেলাবাজদের নয়। জনের মত গন্তব্যহীন নিঃসঙ্গ অশ্বারোহীদের দিন শেষ।

ধীরে ধীরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অস্থির পশ্চিমে, নিজেদের অধিকার আদায়ে আপস করতে নারাজ সচেতন লোকজন। এরা কেউই অসহায় বা অক্ষম নয়, বরং প্রয়োজনে ঝামেলাবাজ লোকদের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আউটল বা বদ লোকেরা খুব সহজে বিস্মৃত হয় যে যুদ্ধ ফেরত সৈনিক এরা। গৃহযুদ্ধে বা ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করবার অভিজ্ঞতা রয়েছে সবার। কেউ কেউ আবার নিখাদ ক্যাটলম্যান। অস্ত্র বা লড়াই সম্পর্কে আউটলদের চেয়ে কম জ্ঞান রাখে না এরা, কারও কারও ক্ষেত্রে জ্ঞানটা একটু বেশিই।

এই তো, দু'মাসও হয়নি, গত জুলাইয়ে নিউ মেক্সিকোয় লিংকন কাউন্টি যুদ্ধের সময় ফোর্ট সামারে প্যাট গ্যারেটের হাতে খুন হয়ে যায় বিলি দ্য কিড। পুরো এলাকায় পাইকারি হারে খুন-জখমের হিড়িক লেগে গিয়েছিল, জোট বেঁধে ঠগ, জোচ্চোর জুয়াড়ী আর খুনে পিস্তলবাজদের নির্মূল করেছে সাধারণ ব্যবসায়ীরা।

'ভোর বেলা দু'জন লোক এসেছে শহরে,' নিচু স্বরে জানাল পর্তুগীজ কামার। 'পশ্চিম দিক থেকে এসেছে ওরা। চিনি না কাউকে।' মগ তুলে কফিতে চুমুক দিল সে। 'তোমার ঘোড়াগুলো দেখছিল ওরা। রোয়ানটাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিল, আমার মনে হয় ঘোড়াটার ব্যাপারে জানে ওরা।'

জনের মনোযোগ বাইরের রাস্তায়, ক্রিস্টিনাকে দেখতে পাওয়ার আশায় কিছুটা অধৈর্য বোধ করছে, কামারের কথাগুলো ঠিকমত শুনছেই না। বেলা তো কম হলো না, অথচ এখন পর্যন্ত পাত্তাও নেই মেয়েটার! চলে গেছে না কি? কামার বা কূককে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করলেও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। খবরটা নিশ্চই জানা আছে এদের।

'থাকছ না কি?' কামার নাছোড়বান্দা।

সে চায় না এখানে থাকুক জন। ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বিদ্বেষ নয়, এই সময়ে শহরে ওর উপস্থিতি মঙ্গলজনক নয় বলেই এমনটা ভাবছে সে। স্মিত হাসল জন, বলল: 'যাব কি না, এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না। ভাবছি পাহাড়ে যাব। আমি একজন অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মানুষ, ডাচম্যান, তোমাদের শহরে ঝামেলা পাকাতে আসিনি।

'এ-পর্যন্ত যা ঘটেছে, সব পরিস্থিতির দাবিতে ঘটেছে, আমার নিজস্ব কোন আগ্রহ ছিল না। ওরা আমাকে তাড়া করেছে, আত্মরক্ষার খাতিরে ওদের ঠেকিয়েছি। সবকিছু কেবল একটা কারণে: মিস্ উইলসন যাতে র‍্যাঞ্চের দখল বুঝে পায়। বিনা ঝামেলায় ও র‍্যাঞ্চের মালিকানা বুঝে পেলেই চলে যাব আমি।'

'ক্রিস্টিনার স্বার্থ আমরাই দেখতে পারব।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখল জন। 'বন্ধু, ঘোড়ার চকচকে নাল, ক্ষুরধার কাঁচি বা ধারাল জিনিস বানাতে ওস্তাদ তুমি। সাহসও আছে তোমার। কিন্তু নেড গিলমোর যদি ফিরে আসে, মুখোমুখি হতে পারবে? পিস্তল হাতে সামাল দিতে পারবে ওকে?'

'আমার মনে হয়, তোমার চলে যাওয়াই উচিত,' থমথমে মুখে বলল কামার, জনের প্রশ্নটা বাতাসেই জমা থাকল।

'সময় লাগবে, দোস্ত, দু'একটা দিন। তারপর আর কারও বলতে হবে না, এমনিতে চলে যাব।' উঠে বেরিয়ে এল জন, পর্তুগীজ কামারের উত্তরের অপেক্ষা করল না।

রাস্তার এপাশে স্টোরের সামনে দু'জন লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। উল্টোদিকের হিচ রেইলে ঘোড়ার কাছাকাছি রয়েছে একজন। স্রেফ উপস্থিতি ছাড়া অস্বাভাবিকতা বা সন্দেহজনক কিছু নেই কারও আচরণে—মাঝ সকাল এখন, এ-সময়ে রৌদ্রদগ্ধ রাস্তায় অযথা কারও থাকবার কথা নয়।

হোটেলে চলে এল ও। বিছানায় গা এলিয়ে ভাবল আদ্যপান্ত। চোখ বুজে থাকলেও ঘুম আসছে না।

'চলে যাওয়া উচিত তোমার, মি. ক্যালকিন,' স্বগতোক্তি করল ও। 'এমন জায়গায় চলে যাও যেখানে কেউ চিনবে না তোমাকে। রাস্তার ওই লোকগুলো চড়াও হওয়ার আগেই কেটে পড়ো।'

এখানকার কাজ খতম। শহরের কেউ ওর উপস্থিতি পছন্দ করছে না। প্রায় সবাই এড়িয়ে চলছে। ও থাকলে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা ষোলোআনা। চলে গেলে প্রতিপক্ষের তিনজনও পিছু নিয়ে শহর ছাড়বে, শান্তিপ্রিয় শহরবাসী মুক্তি পাবে সংঘাত আর খুনোখুনি থেকে।

চোখ মেলে একদৃষ্টিতে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল জন, আচমকা দারুণ নিঃসঙ্গ বোধ করছে; নিজেকে অসহায় মনে হলো. সিদ্ধান্ত নিতে

পারছে না কী করবে।

কী চায় এরা? লোকগুলো ওকে শহর থেকে বেরোতে দেবে? চূড়ান্ত মোকাবিলা কি এখানেই ঘটবে? আসলে কারা ওরা? অন্য কাউকে খুঁজছে না তো? তবে জন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ যে ওর জন্যই এসেছে এরা। তাড়াহুড়ো করছে না কেউ, অফুরন্ত সময় হাতে রয়েছে যেন, তবে মোক্ষম সময়ে ঠিকই ওর মুখোমুখি হবে।

হয়তো জোসির মতই ওর অবস্থান—নেহাত ঠেকায় পড়ে অন্যের বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। তবে মেয়ে বলেই জোসির অবস্থা ওর চেয়ে বেশি নাজুক। মিসেস রীভসের উপর যেহেতু নির্ভরশীল, সম্ভবত নগদ টাকা নেই মেয়েটার কাছে। স্বজনহীন। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। সৌন্দর্য হয়ে গেছে ওর জন্য আরেক বিপদ। বেঁচে থাকতে হলে ওকে কাজ করতে হবে, সেটা কোন পুরুষের অধীনে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। জোসি যতই নির্বিকার, আবেগহীন হোক, কোন স্ত্রীই চাইবে না তার স্বামীর অধীনে জোসির মত এত সুন্দরী মেয়ে কাজ করুক।

সারাটা দিন হোটেলে থাকল ও, অস্থির লাগলেও বেরোল না। সূর্যাস্তের পর বেরিয়ে এল রাস্তায়, রেস্তোরাঁয় যাবে খাওয়ার জন্য। দু'ধারে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। মাত্র একজন রয়েছে—সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

বেশ, সুযোগ পাবে তোমরা, মনে মনে হাসল জন।

প্যারট সিটির লোকজন শান্তিতে থাকুক। রাতের অন্ধকারে শহর থেকে বেরিয়ে যাবে ও। এদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যাবে তখন। সত্যিই যদি ওকে ছেঁদা করতে এসে থাকে, তা হলে ট্রেইলে দেখা হবে। তখন দেখা যাবে কে কাকে ছেঁদা করে।

নির্বিকার মুখে নড করল কূক। জনের প্রতি একেবারে অনুৎসাহী মনে হলো তাকে, তবে রেস্তোরাঁর অন্য দুই খদ্দের বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই কাপ আর কফিপট নিয়ে উল্টোদিকে এসে বসল। 'সকালের ঘটনার জন্য দুঃখিত,' বলল সে। 'শহরবাসীর মনের কথাই বলেছে বোয়ার। কিছু মনে কোরো না, বন্ধু, পরিস্থিতির কারণে কথাগুলো বলতে বাধ্য হয়েছে সে।'

'তোমার মনোভাবও কি ওর মত?'

'না। আমি ওদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি। বলেছি তোমার মত লোক এখানে থাকলে আমাদেরই লাভ, কিন্তু আমার কথায় পাত্তা দেয়নি কেউ। ওদের যুক্তি হচ্ছে: তুমি আসবার আগে শান্ত ছিল প্যারট সিটি। তুমি এখানে পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে যত ঝুটঝামেলার শুরু। তুমি চলে গেলেই স্বস্তি পাবে সবাই। কি জানো, বোয়ারের ধারণাও আমার মত, কিন্তু সবাই ওকে চেপে ধরেছিল তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য। অপ্রিয় হলেও দায়িত্বে অবহেলা করে না ও।'

'আজ রাতেই চলে যাব আমি।'

'তুমি চলে গেলে সত্যি খারাপ লাগবে আমার,' থামল সে, একটু পর যোগ করলঃ 'বোয়ার, তোমার ঘোড়া নিয়ে আসবে। স্যাডল পরানো ছাড়াও মালপত্র প্যাক করে দেবে। এক কাজ করো, ক্যানিয়নের দিকে চলে যাও। রিম পেরোলেই বীয়ার ক্রীক, ওপাড়ে উঠে নাক বরাবর ঘোড়া ছোটাবে। ওরা জানতেও পারবে না কোন্ দিক দিয়ে চলে গেছ।'

'উঁহুঁ, লড়াই থেকে কখনও পালিয়ে যাইনি আমি।'

'সবকিছুরই প্রথম বলে একটা কথা আছে। আমার কথা শুনলে তোমারই মঙ্গল হবে। ক্যানিয়নের কিনারা ঘেঁষে একটা ট্রেইল আছে, ম্যাডেন পর্বতশ্রেণীর দিকে চলে গেছে। আর যদি পশ্চিমে যেতে চাও, তা হলে ম্যানকসের ট্রেইল ধরতে হবে। অবশ্য তোমার জায়গায় থাকলে বীয়ার ক্রীক পেরিয়ে চলে যেতাম আমি। টেলুরাইড নামে নতুন একটা শহর গড়ে উঠেছে ওদিকে।'

'চলবার পথে শহর বা ক্যাম্প নয়, বুনো প্রকৃতি দেখতে ভাল লাগে আমার।'

'সেটাও বিস্তর দেখতে পাবে।'

নীরবতা নেমে এল। আরও কয়েকজন খদ্দের ঢুকল রেস্তোরাঁয়। তাদের পরিবেশন করল কুক। এই অবসরে সময় নিয়ে কফি গিলল জন। ফের কখন খাওয়ার সুযোগ হয়, কে জানে!

খদ্দেররা চলে যাওয়ায় ফের খালি হয়ে গেল রেস্তোরাঁ। উঠে দাঁড়াল জন, বেরিয়ে যাবে।

'সম্ভবত কমবয়েসী ওই লেডির কথা ভাবছ তুমি,' বলল কুক। 'ভোরের স্টেজে ডুরাঙ্গোয় গেছে ও। ওর খালা আসছে। মহিলাকে আনতে গেছে মিস্ উইলসন। মহিলা অবশ্য ওকেই বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে আসছে।'

'কী মনে হয়, সত্যি সত্যি বাড়ি ফিরে যাবে ও?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। কমবয়েসী সুন্দরী কোন মেয়ের পক্ষে র‍্যাঞ্চটা চালানো কি আদৌ সম্ভব? দু'দিন গেলেই নিঃসঙ্গ, একঘেয়ে লাগবে ওর। তারচেয়ে কি পুবে ফিরে যাওয়াই ভাল নয়?'

'এখানে এসেছিল ও?'

'হ্যাঁ, খুব ভোরে। ধীরে-সুস্থে নাস্তা খেল। তেমন তাড়া আছে বলে মনে হয়নি।'

'ধন্যবাদ। বোয়ার আমার ঘোড়াগুলোকে শহরের পুব প্রান্তে নিয়ে গেলেই রওনা দেব।'

'কোর্ট হাউসের পিছনে তো? বেশ, তাই হবে।'

চুপিসারে এভাবে শহর ছাড়বার ইচ্ছে ছিল না জনের, কিন্তু শহরবাসী যেহেতু এটাই চাইছে, কী আর করা! শ্রাগ করে বেরিয়ে এল ও।

হোটেলের পিছন-দরজা হয়ে বেরিয়ে এল আধ-ঘণ্টা পর। ধীর পায়ে দক্ষিণে এগোল, কোর্ট হাউসের পিছনে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষায় থাকা ডাচ

কামারের দেখা পেয়ে গেল একটু পর।

'ধন্যবাদ, মি. ক্যালকিন,' বলল সে। 'আমি জানি ইচ্ছের বিরুদ্ধে এভাবে শহর ছাড়ছ তুমি, কিন্তু এখানকার শান্তি যদি তাতে বজায় থাকে...'

স্যাডলে চেপে বসল জন। 'দেখা হবে আবার। ভুলে যাও সবকিছু।'

সে-রাতে প্যারট পীক্সের দূর প্রান্তে, ঝোপের আড়ালে আগুন জ্বালানো ছাড়া ক্যাম্প করল জন। ভোর হওয়ার আগেই যাত্রা করল, নাস্তা খেতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না। রীজ পেরিয়ে কিছুদূর এগোনোর পর, হেলমেট পীক্স আর হগব্যাক পর্বতের মাঝখানের মালভূমি পেরিয়ে ইকো বেসিনে ক্যাম্প করল মিনিট কয়েকের জন্য। তারপর ক্রীক ধরে এগোল, পশ্চিম ম্যানকস নদীর মোহনায় এসে থামল। বেশ কিছু লোক প্রসপেক্টিং করছে এখানে, এ-মুহূর্তে নাস্তা করছে সবাই।

এদের সঙ্গে যোগ দিল জন, দারুণ ক্ষুধার্ত।

'উঁচু এলাকার দিকে যাচ্ছ তুমি, ট্রেইলটা বিপজ্জনক এবং নির্জন,' বলল একজন। 'প্রসপেক্টিং করবে না কি?'

'এই ট্রিপে অবশ্য করব না, তবে আগে করেছি,' ইঙ্গিতে প্যাকহর্সের পিঠে চাপানো মালপত্র দেখাল জন। 'প্রথমে ভেবেছিলাম সোনার খোঁজ করব, কিন্তু এখন ভাবছি আগে সিলভারটনে যাব।'

'রাতটা বার্ন্ট রীজে কাটিয়েছিলাম,' জানাল অন্য একজন। 'টি-ডাউন পার্কের দিকে ক্যাম্পের আলো চোখে পড়ল। নাইট-গ্লাস সঙ্গে ছিল। দেখলাম। তিনজন লোক। প্যাকহর্স নেই ওদের। সম্ভবত কারও পিছু ধাওয়া করছে বলে ভারী জিনিসপত্র নেয়নি।' ফের জনের দিকে তাকাল সে। 'তোমার পিছু নেয়নি তো?'

'হয়তো।'

'তোমার দেখা পেলে হয়তো খুশি হবে ওরা।'

'দেখা না হলেই খুশি এবং সুস্থ থাকবে ওরা।'

সোনা আর প্রসপেক্টিং নিয়ে আলাপ জমে উঠল। পিউচেয় নিজের সাফল্যের কথা জানাল জন, এরাও বলল নিজেদের বর্তমান আবিষ্কারের খবর। কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। 'নাস্তার জন্য ধন্যবাদ। আমার ক্যাম্পে আগাম নিমন্ত্রণ রইল তোমাদের।'

'তোমার ক্যাম্পে? যদি যাইও, চোখ-কান খোলা রেখে যেতে হবে,' বলল একজন। 'তিনজন মানুষ, হেলাফেলা করবার মত ব্যাপার নয়।'

'কিন্তু একজন আবার একাই একশো হতে পারে।'

পিছু নেওয়া লোকগুলো দারুণ ধূর্ত, ভাবছে জন। ওর শহর ছাড়বার খবর ঠিকই টের পেয়ে গেছে, মোটেও দেরি হয়নি। এও বুঝে নিয়েছে যে র‍্যাঞ্চ বা স্টেজ রুট অনুসরণ করছে না জন। লা প্লাটা ক্যানিয়ন ওর সম্ভাব্য গন্তব্য হতে পারত, কিন্তু এ-ধরনের কোন তথ্য জানবার সুযোগ ছিল না

ওদের, অথচ ঠিকই অনুমান করেছে। এ-মুহূর্তে মাইল কয়েক পিছনে আছে লোকগুলো। হয়তো পুরোপুরি অনুমানের উপর নির্ভর করে এতদূর এসেছে, তবে কারও কাছ থেকে সূত্র পেতেও পারে। গোল্ড রান ট্রেইলের পথ ধরেছে ও, যেটা লস্ট ক্যানিয়ন স্টক ড্রাইভওয়ের দিকে চলে গেছে। লুকোচুরি করে লাভ হবে না। ওকে খুঁজে বের করে ফেলবে প্রতিপক্ষ। তবে চেষ্টার ত্রুটি করবে না জন।

একজনের বিরুদ্ধে তিনজন। ওরাই সুবিধা পাবে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোলে, যে-কোন একজন ওকে দেখতে পেলে রাইফেলের গুলি ফুটিয়ে খবরটা অন্যদের জানিয়ে দিতে পারবে।

গাছের আড়াল ব্যবহার করে এগোল জন। মাঝে মধ্যে থেমে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাচ্ছে, শব্দ শুনছে মনোযোগ দিয়ে। পাহাড়ী এলাকায় শব্দ অনেকদূর থেকে শোনা যায় বলে এই সতর্কতা। জনের ধারণা, এখনও নিচু এলাকায় রয়েছে প্রতিপক্ষ, তবে কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ ও। এ-অবস্থায় লোকগুলো ওকে দেখতে পাওয়ার আগেই তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাবে।

স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ও। বুক ধড়ফড় করছে। তিনজন বেপরোয়া এবং কঠিন মানুষ, হন্যে হয়ে খুঁজছে ওকে। কারা এরা?

পশ্চিম যত বিস্তীর্ণ এলাকাই হোক, চলাচলযোগ্য ট্রেইলের স্বল্পতার কারণে কাউকে খুঁজতে গেলে এলাকাটা আর বিস্তীর্ণ বা বিশাল থাকে না, বেশ ছোট হয়ে যায়, লোকটাকেও খুঁজে বের করা সম্ভব হয়। এটাই হচ্ছে দুশ্চিন্তার কথা।

এক সারি স্প্রুসের নীচে ঘোড়া থামাল ও, ঘোড়াগুলোকে সংক্ষিপ্ত সময়ের বিশ্রাম দিচ্ছে। আচমকা দেখতে পেল লোকগুলোকে। অন্তত চারশো ফুট নীচে, আনুমানিক দুই মাইল দূরে। একটা উপত্যকা পাড়ি দিচ্ছে তুমুল গতিতে, সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল স্ক্যাবার্ডের রাইফেল।

নাক বরাবর এগোলে মুখোমুখি হয়ে পড়বে শত্রুদের। পিছনে গেলে ওকে অনুসরণ করবে লোকগুলো। আর লুকিয়ে পড়লেও নিস্তার নেই, ঠিকই ওকে খুঁজে বের করবে। কারণ ওরা তিনজন। এতগুলো লোককে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না।

মুখ শুকিয়ে এসেছে। জিভ চালিয়ে মুখটা সিক্ত করবার চেষ্টা নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হলো। ক্যান্টিন তুলে সময় নিয়ে তেষ্টা মেটাল ও, হিসাবী চাহনিতে মাপল প্রতিপক্ষকে। ইতোমধ্যে ওরা টের পেয়ে গেছে যে শিকারের কাছাকাছি চলে এসেছে। ক্রমশ দূরত্ব কমছে।

লোকগুলোর পরিচয় এখন জানে জন। স্রেফ অনুমান, তবে নিঃসন্দেহ অনুমান।

হ্যারি পোর্টারের দলবল। দুর্ধর্ষ লোক এরা। পপলারে পা রাখবার পর, এই প্রথম বোধহয় সত্যিকার বিপদে পড়ল ও!

একুশ

পোর্টার আউটফিটের সঙ্গে কার্ক ফস্টারের দলের তুলনা নিতান্ত বোকামি আর নিরর্থক। সবাই সত্যিকার বেপরোয়া, শক্তপাল্লা ও বিপজ্জনক মানুষ। হ্যারি পোর্টারের খুনের বদলা নিতে বদ্ধপরিকর ওরা, সামনাসামনি লড়াই করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। প্রয়োজনে অ্যামুশ করবে। জনকে খুন করাই হচ্ছে আসল ব্যাপার–কীভাবে কাজটা করল, সেটা ওদের কাছে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সামনে গোল্ড রান ট্রেইল বীয়ার ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে। ক্যানিয়ন পর্যন্ত গিয়ে ডলোরেস নদীর ট্রেইল ধরবার ইচ্ছে জনের, নদীর তীর থেকে যে-কোন ট্রেইল ধরে এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবে। আইডিয়াটা আপাত দৃষ্টিতে সম্ভাবনাময় মনে না হলেও, মোটামুটি নিশ্চিন্ত জন, কারণ ক্যানিয়ন থেকে উত্তর দিকে বের হওয়া অন্তত দুটো ট্রেইল রয়েছে যেগুলো ধরে ইন্ডিয়ান ট্রেইল রীজে চলে যেতে পারবে।

মুশকিলের ব্যাপার হচ্ছে এলাকাটা ওর অপরিচিত। লোকমুখে ট্রেইল দুটোর কথা শুনেছে কেবল। পশ্চিমে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার–ট্রেইল সম্পর্কে একে অন্যকে জানায় লোকজন, সামান্য তথ্যই দারুণ কাজে দেয়। এ-পর্যন্ত অনুমানের উপর নির্ভর করে এতদূর চলে এসেছে পোর্টাররা। যেভাবেই হোক, জনের গন্তব্য সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে এবং সেটা বরবাদ করবার প্ল্যান করেছে। সত্যি সত্যি যদি মুখোমুখি হয় ওরা, নির্ঘাত তুমুল লড়াই হবে।

কোথাও থেমে পাল্টা আঘাত হানবার প্রস্তুতি নিতে হবে, কারণ টানা ছুটে প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না, যেহেতু সঙ্গে ভারী মালপত্র রয়েছে, অথচ পোর্টাররা প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়েছে–সঙ্গে ভারী কোন জিনিস রাখেনি, যাতে দ্রুত ছুটতে পারে।

খোলা প্রান্তর পেরিয়ে দীর্ঘ গাছের সারির কাছাকাছি পৌঁছল জন, তারপর গোল্ড রান ট্রেইলের ঢালু জমি ধরে নামতে শুরু করল। আঁকাবাঁকা পথ, ক্রমে নীচের দিকে নেমে গেছে। গাছের আড়ালের কারণে উপর থেকে চোখে পড়বে না ওকে। প্রায় হাজার ফুট নেমে গেছে ট্রেইল, অনুমান করল ও, নীচে নামবার পরপরই পশ্চিমে মোড় নিল। প্রায় শ'খানেক গজ এগিয়ে বীয়ার ক্রীকে নেমে পড়ল, ক্রীক বরাবর পুব দিকে এগোল, গ্রিন্ডস্টোন ক্রীকের কাছাকাছি গিয়ে পাড়ে উঠে এল। কিছুদূর এগিয়ে ফের উঠে এল পুব পাড়ে।

পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়া ট্রেইল দুটোর মধ্যে সবচেয়ে পুবেরটা দিয়ে

ঘোড়া ছোটাল জন। নিঃসন্দেহে ওকে অনুসরণ করবে পোর্টাররা, এবং ক্রীক ধরে পশ্চিমে না গিয়ে পুবে ফিরে আসবার ফাঁকিটাও ধরে ফেলতে সক্ষম হবে। কিন্তু জেনে-শুনে কৌশলটা খাটিয়েছে জন—বাড়তি কিছু সময় পাওয়ার আশায়, এ-সুযোগে তিনজনের হামলা ঠেকানো যাবে, এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করবে।

ধীরে ধীরে রাগ বাড়ছে ওর, ক্রোধের সঙ্গে আক্রোশ জন্মাচ্ছে। এই দুর্ভোগ বা ঝামেলা চায়নি। হ্যারি পোর্টারের হাত ধরে শুরু, জনকে যা দিতে চেয়েছিল, ঠিক তাই পেয়েছে লোকটা। প্রতিহিংসায় অন্ধ হ্যারির ভাইরা পারিবারিক লড়াই ধরে নিয়েছে এটাকে, জনকে নিকেশ করা নিজেদের ন্যায্য দাবি ও পবিত্র দায়িত্ব জ্ঞান করেছে; স্বেচ্ছায় পিছু নিয়েছে ওর। মাত্র একটাই উদ্দেশ্য ওদের: ওকে খুন করা।

আসুক ওরা। চির-চেনা পরিবেশে চলে এসেছে জন—পাহাড়ী এলাকায়, যেখানে অসম লড়াইয়ের পাল্লা কিছুটা হলেও ঝুঁকে পড়তে পারে ওর দিকে। পাহাড়ের ফ্যাকাসে অবয়ব এখানে দিগন্তের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়, স্থির দাঁড়িয়ে থাকা গাছের সারি যেন নির্জীব মূর্তি, কারণ মাটির উপরে এদের কুঁড়ি মুহূর্তে তুষারে ঢাকা পড়ে। তুন্দ্রা অঞ্চলে যে-সব গাছ টিকে থাকে, এগুলোর কুঁড়ি বা ফুল থাকে মাটির অভ্যন্তরে, যাতে তুষারে নষ্ট না হয়।

গাছের সারির ঠিক কাছাকাছি প্রতিপক্ষকে চাইছে জন। ওখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়বে, আড়াল নেওয়ার মত জায়গাও নেই তেমন। পোর্টাররা হয়তো ওর মতই পাহাড়ী এলাকার মানুষ, তবে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এরা আসলে ক্যাটলম্যান, আর এটা হচ্ছে ভেড়ার এলাকা।

এক সারি ঘন স্প্রুস পেরিয়ে খোলামেলা একটা ঢালের কিনারে পৌঁছল জন, নিঃসঙ্কোচে এগোল, কারণ নীচের এলাকা থেকে ওকে দেখতে পাবে না পোর্টাররা। নীল রোয়ানটা বোধহয় পাহাড়ী ঘোড়া, অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ছুটছে, মোটেও কাহিল হয়নি। গাছপালার আকৃতি দেখে জন অনুমান করেছে প্রায় সাড়ে দশ হাজার ফুট উচ্চতায় আছে ওরা। সতর্ক চাহনিতে পিছনের ট্রেইল জরিপ করল। ওর নাগাল পেতে হলে যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হবে প্রতিপক্ষকে—এবড়োখেবড়ো পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হবে।

একটু উঁচুতে পাহাড়ের ঝুলন্ত চাতালটাই ইন্ডিয়ান ট্রেইল রীজ। গুহার মত একটা জায়গা দেখে থামল জন, খাটো কয়েকটা স্প্রুসের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে স্প্রুসের সারির দিকে এগোল ও, কিনারে এসে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল।

জায়গাটা দারুণ। ঠিক নীচে গ্রিভস্টোন ক্রীক থেকে বেরিয়ে আসা দুই ট্রেইল, সুতরাং ওরা যেটা ধরেই আসুক, ওর দৃষ্টিসীমায় এবং রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে থাকবে; খোলা জায়গায় ওদের পেয়ে যাবে জন। আরও একটা ট্রেইল আছে অবশ্য, লিটল বীয়ার ট্রেইল—যেটা পশ্চিমে চলে গেছে।

এক গুচ্ছ অ্যাঙ্গলম্যান্ স্প্রুসে ঢাকা দুই একর মত জায়গায় অবস্থান নিয়েছে ও–কোথাও কোথাও বেশ ঘন, তবে মাঝে মধ্যে হালকা হয়ে এসেছে গাছের সারি। শ্যাওলায় আবৃত পাথর আর উপড়ে পড়া কয়েকটা গাছ রয়েছে ইতস্তত। ঘোড়াগুলো কিছুটা দূরে, ট্রেইল থেকে চোখে পড়বে না।

আসুক ওরা, দেখা যাবে কে কাকে খুন করে! চাপা রাগ এখন তিক্ত, বিস্ফোরন্মুখ আক্রোশে পরিণত হয়েছে। এদের কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল ওর? না। কাউকে চিনত? না। কারও ক্ষতি করেছে? তাও না। অথচ ওকে খুন করতে শত মাইল ছুটে এসেছে নিষ্ফল আক্রোশ আর প্রতিহিংসা নিয়ে, যেখানে বরাবরই নিজের মত থাকতে চেয়েছে জন।

ইন্ডিয়ান পেইন্টব্রাশের উপস্থিতিতে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে ঢালের মাটি, সঙ্গে রয়েছে ইতস্তত জন্মে ওঠা পাহাড়ী লিলি। পঞ্চাশ গজ দূরে পাথরের স্তূপের উপর বসে আছে একটা মার্মট*, রোদে বেরিয়ে এসেছে। ঠায় পড়ে থাকা জনকে দেখেছে কি না, ওটার আচরণে বোঝা গেল না।

আচমকা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল প্রতিপক্ষ। পাঁচশো গজ দূরে রয়েছে এখনও। সবার হাতে রাইফেল, তার মানে বিপদের আশঙ্কা করছে। পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়ির উপর রাইফেল রেখে অপেক্ষায় থাকল জন, ক্রমে এগিয়ে আসতে দেখল শত্রুদের।

হঠাৎ এক ইংরেজ লর্ডের কথা মনে পড়ল ওর, কিছুদিন তার গাইড হিসাবে কাজ করেছিল। এই পরিস্থিতি দেখতে পেলে দারুণ রোমাঞ্চিত হত মানুষটা। জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভারতে কাটিয়েছিল সে, ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় ফিরে এলেও মনটা পড়ে ছিল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোন রাজ্যে। আফগান বা অন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করত সে। ঠিক এই মুহূর্তে হয়তো বলত: 'আসছে শত্রুরা! দারুণ লড়াকু মানুষ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। বেপরোয়া শত্রু, এদের সামাল দেওয়াই সবচেয়ে কঠিন, কারণ লড়াই ভালবাসে বলেই লড়াই করে এরা।'

প্রায়ই কিপলিং-এর কবিতা আবৃতি করত সে। জনের প্রিয় কবিদের একজন।

লোকগুলো ওকে খুন করতে চাইছে, কিন্তু জনের সন্দেহ নিজেরাও যে খুন হয়ে যেতে পারে, এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও ভাবছে না কেউ। এদের স্বপ্নে বরাবর অন্যরাই খুন হয়। তো, এবার ওরা টের পাবে এটা স্বপ্ন নয়, রূঢ় বাস্তব। ওকে ধাওয়া করে শত মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ওর। সত্যি কথা হচ্ছে, দেয়ালে নয়, একটা গাছের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়েছে জন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও। আর নয়। যথেষ্ট হয়েছে। এবার পাল্টা

---

* মার্মট (Marmot) : আমেরিকার কাঠবিড়ালি-জাতীয় প্রাণীবিশেষ

আক্রমণের পালা। চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা।

রাইফেলের ব্যারেল বরাবর দৃষ্টি চালাল, সবচেয়ে কাছের লোকটার বুকে সাইট স্থির করল। আনুমানিক চারশো গজ দূরে আছে টার্গেট, আলগোছে ট্রিগার টানল। হাতে লাফিয়ে উঠল রাইফেল, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল বুলেটের শব্দ। স্যাডলে ঝাঁকি খেল লোকটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল অন্যরা।

কিন্তু আশপাশে আড়াল নেওয়ার মত জায়গা নেই। খোলা জায়গায় আছে লোকগুলো, সবচেয়ে কাছের কাভার কয়েকশো গজ পিছনে। চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল একজন, রাইফেল তুলল গুলি করতে। জন যেখানে আছে, ঢালে ইতস্তত জন্মেছে ছোটখাট স্প্রুস, কয়েকটা বেশ উঁচু। ফলে লোকটার পক্ষে ঠিক বোঝা সম্ভব হলো না ঠিক কোত্থেকে গুলিটা এসেছে। পিস্তল তুললেও স্থির হয়ে গেল তার হাত, সতর্ক দৃষ্টিতে জরিপ করছে ঢালটা।

খিদে পেয়েছে। প্যাক থেকে একটা ক্র্যাকার বের করল জন, কামড়ে অর্ধেকটা চিবাতে শুরু করল। তারপর বাকিটা মুখে পুরে চুষতে থাকল। অপেক্ষা করছে।

খোলা জায়গায়, স্যাডলে বসে আছে দ্বিতীয় লোকটা, রাইফেলের সাইটে চোখ রেখে টার্গেট খুঁজছে। অথচ নিজে জনের জন্য সহজ টার্গেট হয়ে বসে আছে! যথেষ্ট দূরে আছে সে, তবে রাইফেলের রেঞ্জে, তাকে ওই অবস্থায় থাকতে দিল জন। একটু আগে যাকে গুলি করেছিল, মারা যায়নি লোকটা, সম্ভবত আঘাতটা তেমন গুরুতরও নয়; এখনও স্যাডলের উপর টিকে আছে।

স্বচ্ছ নীল আকাশ। শুভ্র মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সহনীয় রোদ। নির্মল বাতাস। মার্মটটা পালিয়ে গেছে গুলির শব্দে।

আহত লোকটা ফিরে গেছে সঙ্গীদের কাছে। তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অন্য দু'জন, দেখে মনে হলো ক্ষতের শুশ্রূষা বা ব্যান্ডেজ করছে। এত দূর থেকে স্পষ্ট ঠাহর করা সম্ভব হলো না জনের পক্ষে। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিল ও, শরীর শিথিল করে চোখ বুজল।

হয়তো এখানেই চুকে যাবে সব লেনদেন। তুন্দ্রা অঞ্চলের খোলা উপত্যকা ধরে এগোনো মানে বুট হিলের টিকেট কেনা, কিন্তু এরা দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ, ব্যর্থতায় কাঁধ ভারী করে বাড়ি ফিরে যেতে নারাজ। ওদের মন জুড়ে কেবলই ঘৃণা। ঘৃণাই ওদের প্রেরণা যোগাচ্ছে।

সিধে হলো জন, নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে দেখল শত্রুদের। আগের জায়গায় রয়ে গেছে দু'জন, অন্যজন বড়সড় একটা চক্কর কেটে লিটল বীয়ার ট্রেইলের দিকে এগোচ্ছে। ওখানে পৌঁছে, হঠাৎ ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। বিহ্বল চোখে তাকে দেখল জন, ভুরু কুঁচকে গেছে, পালাক্রমে তিনজনের উপর নজর চালাল। আচমকা, যেন অদৃশ্য সঙ্কেত বিনিময় হয়েছে, একসঙ্গে ওর দিকে ছুটতে শুরু করল।

ব্যাপারটা হঠকারি মনে হলো। উন্মুক্ত রণক্ষেত্র, কোথাও কোন আড়াল নেই। মিনিট খানেকের মধ্যে রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে চলে আসবে ওরা। দূরত্বটা এত বেশি যে এভাবে ছুটে এসে সুবিধা করতে পারবে না। রাইফেল হাত বদল করে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো জন।

নীল রোয়ানই সতর্ক করে দিল ওকে। আচমকা নাক সিটকাল ওটা, ঝট করে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন।

পিছনে ঢাল ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে তিনজন রাইডার! ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে। ওর পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে!

রোয়ানের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চার্জ করেছে প্রতিপক্ষ। ঘূর্ণনের মধ্যে, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল জন, টার্গেটকে স্যাডল-চ্যুত হতে দেখল। নিশানা করে পরের গুলি করল ও, পিছনে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না।

তুমুল গোলাগুলি শুরু হলো। চারপাশে গুলির তুবড়ি ছুটেছে। কোনটা গাছের গুঁড়িতে বিঁধছে, কোনটা পাতা ঝরাচ্ছে, কোনটা পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। পায়ে যেন কুঠার চালিয়েছে কেউ, আচমকা তীব্র আঘাত অনুভব করল জন। মুহূর্তে ভারসাম্য হারাল। কিন্তু সামলে নিল শেষ মুহূর্তে, বাম হাত বাড়িয়ে গাছের একটা ডাল চেপে ধরে পতন ঠেকাল; তবে রাইফেল পড়ে গেছে হাত থেকে। হোলস্টারে ছোবল হানল ও, মুহূর্তে উঠে এল পিস্তল, কমলা আগুন ওগরাল। বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল একজন। লোকটার কী হলো, দেখবার গরজ অনুভব করল না জন, সময়ও নেই, ঝটপট পরেরজনকে গুলি করল। ব্যথায় কুঁচকে গেল লোকটার মুখ, সম্ভবত সামান্য আঁচড় কাটা ছাড়া আর কোন ক্ষতি করতে পারেনি বুলেটটা।

হঠাৎ থেমে গেল গোলাগুলি। হাঁটু গেড়ে বসল জন, শূন্য দুটো টোটা ফেলে সিক্সশূটার রিলোড করল। হাত থেকে পড়ে ঢাল বরাবর গড়িয়ে গেছে রাইফেলটা, সরে গেছে ফুট কয়েক। এমন কোন দূরত্ব নয়, কিন্তু এ-পরিস্থিতিতে আয়ত্তের বাইরে বলা চলে।

দরদর করে ঘামছে ও। ভুরু আর নাক বেয়ে ঘাম নামছে। ঘামে চোখ জ্বলে উঠল। হাত তুলে জামার আস্তিনে ভুরু এবং কপাল মুছল জন। পায়ের ক্ষতটা পরখ করল কোমল হাতে, ইতোমধ্যে যথেষ্ট রক্তক্ষরণ হয়েছে–ভিজে গেছে ট্রাউজার। উরুর পিছন দিকটা ফুটো করে চলে গেছে বুলেট; ভাগ্যিস, হাড় ভাঙেনি। রক্তক্ষরণ ঠেকাতে পাইনের রস মোক্ষম ঔষধ। জনের ধারণা স্প্রুসের রসও সমান কার্যকরী হবে। নাগালের মধ্যে একটা গাছের গুঁড়িতে গভীর ক্ষত দেখতে পেল, বাকল সরে গিয়ে কষ ঝরছে। হাতে স্প্রুসের রস তুলে জখমে প্রলেপ দিল ও।

পিছনে কয়েকটা গাছ রয়েছে। মাটি ছুঁইছুঁই করছে ওগুলোর নিচু ডাল, তারই ছায়ায় ধুলো মাখা তুষার জমেছে। ক্রল করে এগোল জন, স্প্রুসের

ডালের নীচের আবছা অন্ধকারে ঢুকে পড়ল, গাছের একেবারে গুঁড়ির কাছে চলে এল। ডালগুলো যথেষ্ট আড়াল সৃষ্টি করেছে, কেউ যদি ডাল না সরায় তা হলে ওকে দেখতে না পাওয়ারই কথা। কেউ যদি সেই চেষ্টা করে, বুলেট দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবে জন।

কান পেতে অপেক্ষায় থাকল ও।

ঝিরঝিরে পাহাড়ী বাতাস, দূর থেকে ভেসে এল কথাগুলো: লাগিয়েছি ওকে! খোদার কসম! ওকে পড়ে যেতেও দেখেছি!'

'ওকে তো চেনো না! এমন কঠিন মানুষ আর দেখিনি।'

'কঠিন তো কী হয়েছে? বুলেট আবার বাছ-বিচার করে না কি? বললাম তো, আমার গুলি লেগেছে ওর শরীরে!'

'হ্যাঁ, আমিও ওকে পড়তে দেখেছি,' সমর্থন করল অন্য একজন। 'তবে ওকে খুঁজতে যেতে পারব না। ওর পিছু নেওয়ার চেয়ে আহত গ্রিজলিকে ধাওয়া করা ঢের নিরাপদ।'

'খুঁজতে যাওয়ার দরকারটা কী? একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করব। না মরলে ঠিকই বেরিয়ে আসবে। ব্যস, তখন একটা গুলি করে ফেলে দেব। একেবারে সহজ কাজ।'

'ওর ঘোড়াগুলোও সঙ্গে নিয়ে যাব। কিছুই রেখে যাব না ওর জন্য।'

'রোয়ানটাকে বাদ দিতে হবে! খুনে ঘোড়া ওটা! খুনে ঘোড়ায় চাপত বলেই তো মরল ও!'

'কে বলল সঙ্গে রাখব ওটাকে? কিছুদূর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। এখানে থাকলেই···যাক্‌গে, আমিও ওটাকে নিতে চাই না।'

আর কোন কথা শুনতে পেল না জন। হয় লোকগুলোর কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, নয়তো ও জ্ঞান হারিয়েছে। ধীরে, অতি সন্তর্পণে, বিক্ষত পা মেলে দিল। এ-মুহূর্তে যা যা দরকার–প্যাকহর্সে ছিল সব, সেটা নিয়ে গেছে ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার নামবে, ঠাণ্ডায় দুর্ভোগ পোহাতে হবে ওকে। প্রায় এগারো হাজার ফুট উচ্চতার কারণে হাড়কাঁপানো শীত পড়বে। উপরন্তু আগুন জ্বালানো যাবে না, কারণ উঁচু জায়গায় জ্বলন্ত আগুন অনেকদূর থেকে চোখে পড়বে। আগুন দেখতে পেলে অসমাপ্ত কাজটা সারতে ফিরে আসবে ওরা।

গাছ থেকে খসে পড়া পাতা সরিয়ে, ছোটখাট একটা গর্ত খুঁড়ল জন। ছুরির সাহায্যে স্প্রুসের গুঁড়ি থেকে বাকল আলাদা করল, তারপর পাতা বিছিয়ে বিছানা তৈরি করে শুয়ে পড়ল। গাছের বাকল টেনে দিল গায়ের উপর। জানে প্রচণ্ড শীতে এতে কুলাবে না, কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই। রাতটা সত্যি খারাপ কাটবে। দারুণ খারাপ।

অরফ্যান বাটের মাথার উপর হিমেল চাঁদ। গত শীতের বরফ এখনও গলেনি, ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে চূড়াটা। স্প্রুসের শাখায় ঝড় তুলেছে কনকনে বাতাস। ঢেউ উঠেছে ইন্ডিয়ান পেইন্টব্রাশে। চারপাশে শূন্য এক

পৃথিবী–নিস্তব্ধ রাত্রি, কোথাও কেউ নেই, প্রাণের স্পন্দন নেই। সামান্য দমকা বাতাসে তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি নীচে নেমে গেছে।

পোর্টাররা এমন ঠাণ্ডা পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত নয়, জানে ও। হয়তো পাহাড়ী এলাকায় আগেও এসেছে ওরা, তবে খুব বেশি নয়। গ্রিন্ডস্টোন লেকের এপাশে ছোট্ট একটা দ্রুতে ক্যাম্প করেছে লোকগুলো, দূর থেকে আগুনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

পাহাড়ী এলাকায় রাত কাটাতে অভ্যস্ত হলে ঠিকই ওদের জানা থাকত যে পাহাড়ী উপত্যকা আসলে শীতলতম জায়গা, কারণ চঞ্চল বায়ুপ্রবাহের কারণে খোলা জায়গার তাপমাত্রা কিছুটা হলেও উষ্ণ হয়ে ওঠে।

ট্রাফের মত ছোট্ট আশ্রয়ে শুয়ে আছে জন, চারপাশে গাছের পাতা আর বাকল। ক্লান্ত, রক্তক্ষরণে দুর্বল, প্রচণ্ড শীতে কাতর ও অসহায়। ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর।

শত্রুপক্ষ কাছাকাছি আছে বলে এমন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, তবে এটা একটা বাড়তি সুবিধাও–কারণ পোর্টারদের যেহেতু এই কষ্ট করতে হচ্ছে না। সকাল হলেই ক্যাম্প গুটিয়ে বাড়ির পথ ধরবে ওরা। জন মোটামুটি নিশ্চিত।

এমন ধীর গতির রাত আর কখনও কাটেনি ওর জীবনে। চন্দ্রালোকিত রাত কেটে গেল, ধীরে ধীরে ভোর হলো। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো জন, তাকাল পোর্টারদের ক্যাম্পের দিকে। আগুনটা উস্কে দিচ্ছে কেউ, অন্যরা বেডরোল গোছাচ্ছে। যাবে কি যাবে না, এ-নিয়ে তর্ক করবে ওরা, কিন্তু শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেবে যে আরও একটা কষ্টকর রাত কাটানোর মানে হয় না।

হঠাৎ গ্লাস থেকে প্রতিফলিত আলো চোখে পড়ল। দ্বীপের আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্প্রুসের সারি জরিপ করছে কেউ। লোকটাকে একপাশে দেখতে পেল জন। অনায়াসে তাকে রাইফেলের গুলিতে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু তা হলে থেমে যাওয়া লড়াই শুরু হবে আবার, এবং এখন যা অবস্থা ওর, বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ করতে পারবে না।

মাত্র আগের বুলেটের ক্ষত শুকিয়েছে, আবার আহত হলো। শেষপর্যন্ত উতরে যেতে পারবে তো? ভোরের ফ্যাকাসে আলোয় চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন, না চাইলেও মুষড়ে পড়ল–অসীম একটা টানেলের শুরুতে আছে যেন। প্রতিপক্ষ যদি চলে গিয়েও থাকে, কী করবে ও? সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশা স্রেফ বোকামি আর সময়ের অপচয় মাত্র। যদি পায়ও, আগে কয়েক মাইল বন্ধুর এলাকা পাড়ি দিতে হবে; তা ছাড়া, এ-সময়ে কাছাকাছি অন্য কেউ থাকবে, এমন সম্ভাবনাও একেবারে ক্ষীণ।

মিনিট কয়েক পর উঠে বসল জন, পোর্টারদের ক্যাম্পের দিকে তাকাল। নেই কেউ। কোথাও কিছু নড়ছে না, প্রাণের কোন আলামত নেই।

থাকবে কোত্থেকে, ক্যাম্পে কেউ থাকলে তো! আসলে চুপিসারে এগিয়ে আসছে ওরা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে সবাই; ধীর, নিশ্চিত ভঙ্গিতে

এগোচ্ছে। একজন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে, প্যাকহর্সের লাগাম লীড করছে। প্যাকহর্সের স্যাডলে একটা শরীর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

অন্তত একজনকে তো খতম করেছে, স্বস্তির সঙ্গে ভাবল জন।

সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে আসছে ওরা। শরীরে গড়ান তুলে সরে এল জন, সতর্ক যাতে কোন নড়াচড়া ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। ক্রল করে রাইফেলের কাছে চলে এল। ওটা হাতে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

দু'শো গজ দূরে থাকতে ঘোড়া থামাল ওরা, তারপর ধীর ভঙ্গিতে জনের হাইডআউটকে ঘিরে চক্কর কাটল। খুঁটিয়ে ঘাস আর মাটি পরখ করছে–এমন চিহ্ন পেতে চাইছে যা দেখে বোঝা যাবে রাতে আড়াল থেকে বের হয়ে কোথাও সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে জন, তা হলে অনুসরণ করতে পারবে।

মিনিট কয়েকের চেষ্টা বিফল হলো। কোন চিহ্নই পেল না ওরা। এক জায়গায় জড়ো হলো সবাই, সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকাল জনের হাইডআউটের দিকে। জন যে এখানে আছে, নিশ্চিত নয় ওরা, তবে অনুমান করছে ধারে-কাছে কোথাও আছে।

ছয়জন ওরা। একজন মৃত। দু'জন আহত, যদিও জখম মারাত্মক নয়।

লোকগুলোর উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে জন। একটা গাছের ডালের সংযোগস্থলের খাঁজে রেখেছে রাইফেলটা, সিদ্ধান্ত নেয়নি আগে কাকে গুলি করবে। চাপা স্বরে কথা বলছে ওরা, পরামর্শ ও তর্ক দুটোই চলছে সমানে, এতদূর থেকে শোনা যাচ্ছে না। শেষে, আরও মিনিট কয়েক সাফল্যহীন খোঁজাখুঁজি আর এদিক-ওদিক ঢুঁ মারবার পর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ওরা। জনের তিনটে ঘোড়াই নিয়ে গেল সঙ্গে।

বীয়ার ক্রীক ট্রেইলে পোর্টারদের অবয়ব হারিয়ে যাওয়ার পর হাঁপ ছাড়ল জন, স্প্রূসের ঝরা পাতার উপর শরীর বিছিয়ে চোখ বুজল।

দীর্ঘক্ষণ ওভাবে পড়ে থাকল, সুস্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছে না বলে কিছুই ভাবছে না, কেবল সময়ক্ষেপণ করবার ইচ্ছে। মাথায় দপদপে ব্যথা হচ্ছে, তবে নিশ্চিন্ত বোধ করছে। আপাতত বোধহয় নিস্তার পেয়েছে। এখন নিজের চেষ্টায় বাঁচতে হবে। দু'পেয়ে শত্রুর হামলার আশঙ্কা নেই ঠিকই, তবে অন্য শত্রু রয়েছে–প্রকৃতি আর একটা জখম।

চোখ মেলে তাকাল ও, নীল আকাশে স্থির হলো দৃষ্টি। শুভ্র মেঘের পাহাড় ধীর চালে ছুটছে। ও এখানে মারা গেলে কেউই সে-খবর জানতে পারত না। পপলারে ফিরে গিয়ে উৎসব করত পোর্টাররা।

কী করবে এখন? ফিরে গিয়ে অসম লড়াইটা শুরু করবে আবার? না কি চলে যাবে নিজের পথে? উঁহুঁ, অন্তত এখন চলে যাওয়া যাবে না। জীবনে অনেকবার ব্যর্থ হয়েছে, হেরেছে, কিন্তু কখনও হাল ছেড়ে দেয়নি কোন কাজে। এবারও দেবে না। ইস্তফা শব্দটা নেই ওর অভিধানে।

আসলেই কি চলে গেছে পোর্টাররা?

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল জন, তারপর স্প্রূসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঢাল বরাবর ক্রল করতে শুরু করল, সারাক্ষণ নিচু জায়গায় থাকবার চেষ্টা করছে। খাটো আকৃতির ঘাস, তুন্দ্রা অঞ্চলের ফুল বা অন্যান্য গাছ তুলনামূলক ছোট, বড়জোর এক-দেড় ফুট হবে; জনের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলোও নড়ছে, কোনভাবেই সেটা এড়ানো যাবে না। কোথাও কোথাও ফুলগুলো এক বা দেড় ফুট দীর্ঘ হয়েছে, কিন্তু সংখ্যা নিতান্ত কম এবং ইতস্ততভাবে বেড়ে ওঠা।

প্রায় সিকি মাইল এগোনোর পর পড়ে থাকা পাথর দেখে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে গিয়ে পায়ে যন্ত্রণা বোধ করল, দাঁতে দাঁত চেপে পা বাড়াল। কয়েক কদম। থেমে বিশ্রাম নিল, বড়বড় দম ফেলছে, আশা করছে তাতে কিছুটা হলেও কমে যাবে পায়ের ব্যথা।

ফের কয়েক পা এগোল ও।

কিছুক্ষণ পর, শ্যাওলা ঢাকা সমতল পাথরে ছাওয়া একটা জায়গায় এসে থামল জন। বিশ্রাম নিল। মেঘের দূরাগত গুড়গুড় শব্দ কানে আসছে। পাহাড়ী এলাকায় ঝড়-বৃষ্টি নিত্যদিনের ব্যাপার। আজ যেন না হয়, মনে মনে প্রার্থনা করল ও। উঁচু জায়গা মানেই বজ্রপাতের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা, হাতের রাইফেলটাও বাড়তি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উঠে দাঁড়াল জন, ক্লান্ত পায়ে এগোল। রাইফেলটাকে ছড়ি হিসাবে ব্যবহার করছে। পঞ্চাশ গজ এগিয়ে থামতে বাধ্য হলো।

বিশ্রাম নিয়ে এগোল আবারও, ভয় পাচ্ছে কখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রিক্ত, হতোদ্যম এবং নিঃসাড় মনে হচ্ছে নিজেকে। সামনে বন, ঘন পাইনের সারি প্রেরণা যোগাল ওকে। এগোল পা দুটো–এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন, সমন্বয়হীন। কখন মুখ থুবড়ে পড়ল, নিজেও টের পেল না। শেষ শক্তিটুকু খরচ করে শরীর টেনে নিয়ে গেল বনের কিনারে, স্প্রূসের আংশিক আড়ালে এসে চোখ বুজল, স্বস্তি বোধ করবার মত মানসিক সচেতনতা হারিয়ে ফেলেছে। ক্রল করে এগোতে গিয়ে পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

বৃষ্টির ঝাপটায় জ্ঞান ফিরে এল। চারপাশে চাপচাপ অন্ধকার। রাইফেল হাতে কষ্টেসৃষ্টে ক্রল করে এগোল ও, স্প্রূসের নীচে এসে থামল। এটুকুতে হাঁপিয়ে উঠেছে, থরথর করে কাঁপছে পুরো শরীর; বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের তীব্র শব্দ ছাড়া আর কিছুই মনে রইল না।

বাইশ

গড়িয়ে উপুড় হলো জন, শরীরের নীচে নিয়ে এল দু'হাত, তারপর ধীরে ধীরে উপরে তুলল দেহ, ক্রল করে এগোল। হাত বাড়াল দু'হাত দূরে পড়ে থাকা

রাইফেলের দিকে। পরবর্তী স্প্রূসের নীচে এসে থামল। গাছের ডাল বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছে ওকে। তবে বৃষ্টিতে না ভিজলেও ঠাণ্ডায় কাঁপ উঠে গেছে ইতোমধ্যে, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে।

বুকের সঙ্গে দু'বাহু জড়িয়ে পড়ে থাকল জন, কাঁপুনি থামাবার চেষ্টায় কসুর করছে না। কিছুই করবার নেই। স্প্রূস ওকে বৃষ্টির ছাঁট থেকে রক্ষা করেছে বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা ঠেকাবে কে? একে ভেজা কাপড়, তার উপর কনকনে ঠাণ্ডা!

বৃষ্টিমুখর রাতটা বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে। রৌদ্রোজ্জ্বল সকালের জন্য অধীর অপেক্ষায় আছে জন। শীত আর ঠাণ্ডায় কাতর, অথচ মুখের ভিতরটা তেষ্টায় শুকিয়ে গেছে। মুখ হাঁ করল ও, আশা করছে বৃষ্টির দু'একটা ফোঁটা পড়বে। পড়ল না।

এখান থেকে সরে যেতে হবে, অপেক্ষাকৃত উষ্ণ কোন জায়গায়।

শেষপর্যন্ত ভোরের আকাশে উঁকি দিল রক্তিম সূর্য। ক্লান্ত, পর্যুদস্ত অবস্থা তখন, অবিশ্বাস্য রকম অবসাদে আক্রান্ত সারা শরীর, নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

প্রায় মাঝ-সকালে ঘুম ভাঙল। একই জায়গায় পড়ে থাকল, অর্ধচেতন অবস্থায়। শেষে, উঠে বসে চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল। কাছাকাছি পড়ে আছে হ্যাট, ওটা তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল। রাইফেলও আছে, সচেতন কোন ভাবনা ছাড়াই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ওটা তুলে নিল জন, ব্যান্ডানা দিয়ে মুছল সযত্নে। কয়েক ফুট দূরে চ্যাপ্টা একটা পাথরের পিছনে ছোট্ট গর্তে বৃষ্টির জমা পানি দেখে পুলকিত হলো, প্রেরণাও পেল। এগিয়ে গেল ও। ঝুঁকে পানিতে মুখ ডুবিয়ে দিল। অসহায়, আহত পশুর মত পানি পান করল। সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে। তারপর গড়ান দিয়ে চিৎ হয়ে চোখ বুজল।

অনেকক্ষণ এভাবেই থাকল, রোদের উত্তাপ উপভোগ করছে। উষ্ণ, আরামদায়ক রোদ। ক্রমে শরীরে সচেতনতা ফিরে আসছে, সচল হচ্ছে সমস্ত স্নায়ু। এখন তাপদগ্ধ পরিবেশ থাকলেও, কয়েক ঘণ্টা পর ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করবে। ফের হাড়কাঁপানো শীত নামবে। পাহাড় থেকে নেমে যেতে হলে এখুনি যাত্রা করা উচিত।

কিন্তু তারপরও নড়ল না জন। ঘাড় পিছনে হেলিয়ে বাতাসে উষ্ণতার সন্ধান করল, আড়ষ্ট ও অবসাদগ্রস্ত ঘাড়ের পেশিগুলোকে কর্মক্ষম, সচল করে তুলল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, নিজেও জানে না কখন হাঁটতে শুরু করেছে। হয়তো সহজাত প্রবৃত্তি বা বেঁচে থাকবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা আর দৃঢ় মনোবল প্রেরণা দিচ্ছে ওকে। স্প্রূসের নীচে পাতার জঞ্জালে খুঁজে পাওয়া একটা ডাল ছড়ি হিসাবে ব্যবহার করছে। ধীর গতিতে, কিন্তু টানা এগিয়ে চলল, ক্লান্তি বা অবসাদ উপেক্ষা করছে, ভুলে থাকবার চেষ্টা করছে তেষ্টা বা আসন্ন শীতকে। ঢাল বরাবর এগোতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেল, তবে একসময় ঠিকই লিটল

বীয়ার ট্রেইল খুঁজে পেয়ে এগোল নিশ্চিন্ত মনে।

গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মার্মটটা, দূর থেকে জনকে এগিয়ে যেতে দেখতে পেল ওটা, বারবার নাক কুঁচকে বিস্ময় প্রকাশ করল বোধহয়। জনকে প্রথম দেখে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল ওটা, তারপর হঠাৎ চুপ হয়ে গেল, যেন বোধোদয় হয়েছে–দু'পেয়ে জীবটা এমন কোন বিপজ্জনক বিষয় নয়।

অর্ধচেতন অবস্থায় হাঁটছে জন। ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করছে না, ক্লান্তিতে ভোঁতা হয়ে গেছে যেন। নিকট অতীতে ফিরে গেল ও, মনে হলো ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে–ভ্রম হলো র‍্যাঞ্চের পিছনের রীজে আছে, অদম্য মনোবল নিয়ে শরীরের শেষ শক্তি ব্যয় করে পৌঁছতে চাইছে র‍্যাঞ্চে। একই পরিস্থিতি এখন।

উঁহুঁ, এক নয়। ভুলটা মুহূর্তে ভেঙে গেল। মোটেও এক নয়। বাস্তব উপলব্ধি শীতল শিহরণ ছড়িয়ে দিল সারা শরীরে। বাঁচবার জন্য মরিয়া ও, আহত অবস্থায় পায়ে হাঁটতে বাধ্য হয়েছে, সঙ্গে গিয়ার বা বেডরোল নেই–এই মিলগুলো ছাড়া বাকি সবই ভিন্ন; এবং সেগুলোই মুখ্য। কোন গন্তব্য নেই এখন। এমন জায়গা নেই যেখানে সাদর সম্ভাষণ পাবে। নেই কোন বাঙ্ক, বিশ্রাম, খাবার বা শুশ্রূষার প্রতিশ্রুতি। এসব আছে বটে, তবে নাগালের বাইরে–বহু মাইল দূরে। ওর আর লক্ষ্যের মাঝখানে রয়েছে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত গভীর বন, ঝর্না, নদী, ঘন ঝোপ, প্রপাত, পাথুরে চাঙড়, পর্বত···বিস্তৃত জনমানবহীন এক অঞ্চল। লক্ষ্যহীন যাত্রার শেষপ্রান্তে কী অপেক্ষা করছে, কে জানে!

কিন্তু তারপরও এগিয়ে যাচ্ছে। হোক না লক্ষ্যহীন। যেতে হবে, এটাই হচ্ছে আসল কথা। তা ছাড়া, নড়াচড়ার ফলে শরীরে রক্তপ্রবাহ অটুট রয়েছে, সমস্ত সচেতনতা ফিরে আসছে।

ডুরাঙ্গোয় গেছে ক্রিস্টিনা লী উইলসন। ওখানে এক খালা আছে ওর। শেরিফ শহরে ফিরে এলেই মিসেস রীভস, গিলমোর আর জোসিকে গ্রেফতার করবে উইল ম্যাকরেন। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত, ওরা তো মুক্ত। যে-কোন কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে।

হাল ছেড়ে দিয়ে কি পালানোর চেষ্টা করবে ওরা? না কি আগে থেকেই জানে যে আইন পিছু নিয়ে প্যারট সিটি পর্যন্ত চলে এসেছে? ওদের সামনে মাত্র দুটো বাধা–ক্রিস্টিনা আর জন। ক্রিস্টিনা না থাকলে ভুয়া দলিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না কেউ, নিশ্চিন্তে র‍্যাঞ্চের দখল বজায় রাখতে পারবে। সেক্ষেত্রে, সাক্ষী হিসাবে জনকে বেঁচে থাকতে দেওয়া চলে না। তবে জন এখন নিশ্চিত, ওর পকেট সাবাড় করে দেওয়ার জন্যও ওকে খুন করবার পরিকল্পনা করেছিল মিসেস রীভস।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মাইল খানেকের বেশি এগিয়েছে ও। নিঃসঙ্কোচে আগুন জ্বালাল, এখন যেহেতু ধারে-কাছে নেই পোর্টাররা। পাথুরে দেয়ালের ঠিক পাশে আগুন জ্বালিয়েছে, ফলে দেয়াল থেকে প্রতিফলিত আলো উত্তাপ

বাড়িয়ে দিয়েছে।

রাত নামল একসময়। আগুনের পরিধি বড় করেছে জন। প্রায় ছয় ফুট ব্যাসার্ধ নিয়ে জ্বলছে। সতর্কতার সঙ্গে এবার আগুনটাকে ছোট করে আনল ও, পরিত্যক্ত কয়লা থাকবে না নিশ্চিত হয়ে শুকনো একটা জায়গা বেছে শুয়ে পড়ল।

নির্বিঘ্নে কেটে গেল রাত। স্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল ওর। ঝরঝরে লাগছে শরীর। যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছে। মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল না, আগের রাতের মত শীতেও কষ্ট হয়নি তেমন। সঙ্গে খাবার নেই, নাস্তা খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তাই পেটে খিদে নিয়ে যাত্রা করল। ট্রেইল যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে, ক্রীক বরাবর যেটা চলে গেছে, সেটা ধরে এগোল এবার। অবসাদ আর রক্তক্ষরণে পানির যে-ঘাটতি তৈরি হয়েছে, পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে এখন, ক্রীকটা থাকায় যখন ইচ্ছে পান করতে পারবে।

মারাত্মক জখম নিয়ে এক জায়গায় পড়ে থাকা বিপজ্জনক, এখানে থাকা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। আড়ষ্ট পেশি অবশ হয়ে যাবে। এ-ধরনের উচ্চতায় যে-কোন সময়ে তুষারপাত শুরু হয়; যদি সত্যিই শুরু হয়, তা হলে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। বরফে ঢেকে যাবে ট্রেইল। সেপ্টেম্বরের শেষ এখন, অ্যাসপেনের পাতা ঝরতে শুরু করেছে।

জীবন এখানে কঠিন, সংগ্রামী। জীবন কখনোই আয়েশে কাটে না। টিকে থাকবার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়, ঘাম ঝরাতে হয়। ছোট ছোট বিপদ উতরে গিয়ে শিক্ষা পায় মানুষ, ব্যর্থতায় সাফল্যের ভিত্তি তৈরি হয়।

প্রত্যাশার জোর নিয়ে পাহাড় থেকে নামা সম্ভব হবে না, কারণ ওকে খুঁজে পাবে না কেউ। তা ছাড়া, কেই বা খোঁজ করবে? প্যারট সিটিতে ওর পরিচিতরা জানে যে তল্লাট ছেড়ে চলে এসেছে জন। অন্যরাও প্রত্যাশায় ছিল চলে যাবে ও। ওকে না দেখে নিশ্চই স্বস্তি বোধ করছে সবাই।

তবুও ক্ষীণ একটা আশা আছে। অবশ্য কোন মানুষের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করছে না। নীল রোয়ানটাই ওর একমাত্র অবলম্বন এবং সম্ভাব্য ত্রাণকর্তা হতে পারে। এর আগেও একবার ওকে খুঁজে বের করেছিল ঘোড়াটা, যদিও সেটা ছিল কয়েক গজের মধ্যে। এই মুহূর্তে কেবল সামান্য ওই আশাই করতে পারে জন।

ঘোড়াগুলোকে কতদূর নিয়ে যাবে পোর্টাররা? মনে হয় না বেশিদূর নেবে, কারণ ওরা চাইবে না জনের ঘোড়া সহ ওদের দেখে ফেলুক কেউ। রোয়ানটা একটা ট্রেড মার্ক। ওটা সম্পর্কে কম-বেশি জানে সবাই, এও জানে যে আপাতত জনই ওটার মালিক। অন্য কোন ঘোড়া হলে হয়তো প্রশ্ন উঠত না, কিন্তু রোয়ানটার ব্যাপার আলাদা। ঘোড়াটাকে ওদের সঙ্গে কেউ দেখতে পেলে কৌতূহলী হয়ে উঠবে, গল্পচ্ছলে কথাটা চলে যাবে আইনের লোকের কাছে, এবং পরে আইন খুঁজতে শুরু করবে। ইতোমধ্যে, আগে বা পরে,

যখনই হোক ওর লাশ খুঁজে পাবে কেউ; সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে জল্পনা-কল্পনা। সমগ্র এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়বে।

সুতরাং ঝুঁকিটা নেবে না ওরা। যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে···ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে ওর। অল্প কয়েকদিনের সম্পর্ক হলেও, নীল রোয়ানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য একটা বন্ধন তৈরি হয়েছে।

তবে রোয়ানটা এসে উদ্ধার করবে ওকে, এমন আশায় বসে থাকলেও লাভ হবে না, জানে জন, তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে শুরু করল—শম্বুক গতিতে। একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকাল না, কারণ তাতে হয়তো হতাশ হয়ে পড়বে। জন চায় না হতাশা থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছে পেয়ে বসুক।

ট্রেইলে স্থির হয়ে আছে ওর দৃষ্টি, অন্য কোন দিকে তাকাচ্ছে না।

গনগনে তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। ক্যানিয়নের তলায়ও প্রখর সূর্যের আলো পৌঁছে গেছে। ধীরে ধীরে, অদম্য মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলল জন, প্রতিবারে এক কদম পা ফেলছে এবং তাতেই সন্তুষ্ট, সামনে যে মাইলের পর মাইল পথ পড়ে আছে, এ-নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবছে না। মনে মনে নিজেকে বলছে: একসময় সব দূরত্বই শেষ হয়, গন্তব্য আছে যখন···ওখানে পৌঁছবেই, লাগুক না হয় আরও একটা দিন!

নিচু এলাকা ধরে এগোচ্ছে এখন, তাই কষ্ট হচ্ছে কম। মাঝে মধ্যে থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে। পেটে রাক্ষুসে খিদে, কিন্তু এক-দু'দিন মুখে কিছু না দিয়ে আগেও কেটেছে ওর। এ-নিয়ে তেমন ভাবছে না। দিনের পর দিন ট্রেইলে কেটে গেছে, পেটে দানাপানি পড়েনি; সঙ্গে বিস্তর টাকা ছিল, অথচ এমন কোন বসতি চোখে পড়েনি যেখানে খাবার কিনবে বা ধার করবে। জানতও না কোথায় গেলে খাবার মিলবে। এমন নির্জন এলাকা পশ্চিমের বহু অঞ্চলে আছে।

ক্যানিয়নের মেঝে ধরে এগোচ্ছে ও। কখন আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, খেয়াল করেনি। ইতোমধ্যে লিটল বীয়ার পেরিয়ে বীয়ার ক্যানিয়নে পৌঁছে গেছে, নদীর কিনারা ধরে এগোচ্ছে। সামনে কোথাও ডলোরেস নদী, নদীর কিনারা বরাবর বহুল ব্যবহৃত একটা ট্রেইল থাকবার কথা।

গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে। প্রথমে পেঁজা তুলোর মত বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল, মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গলে গেল। গালে তুষার আঘাত করছে, যেন ভূতুড়ে হিমশীতল আঙুলে ওকে স্পর্শ করছে কেউ। ক্লান্ত দেহে একটা পাথরের উপর বসে পড়ল জন। হাঁটুর উপর কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে এল, বিক্ষত পা-কে কিছুটা বিশ্রাম দিচ্ছে।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল জন। এবার আর রক্ষা নেই। সমানে তুষার পড়ছে। ক্যানিয়নের তলা খুব দ্রুত ভরে যাবে তুষারে।

তুষারে পিছল হয়ে উঠবে পাথুরে মাটি, হাঁটা কঠিন হয়ে পড়বে। উঠে ফের হাঁটতে শুরু করল ও। আলসে বাতাসে ভর করে তুষার পড়ছে, টানা কিন্তু ধীর গতিতে, থামবার লক্ষণ নেই। বড়সড় দানার মত তুষার আঘাত

করছে চোখে-মুখে, শরীরে। গাছগাছড়ার আকৃতি দেখে জন অনুমান করল, আট হাজার ফুট উচ্চতায় আছে এখন, এবং ডলোরেস ট্রেইল বড়জোর মাইল দুয়েক দূরে। এক মাইলও হতে পারে।

পড়ে থাকা একটা লগের গুঁড়ি থেকে তুষার ঝেড়ে বসল ও। পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে সারাক্ষণ, ভারী ভারী বোধ হচ্ছে; হাঁটতে গেলে কাঁপছে। আগুন জ্বালানোর চিন্তা উঁকি দিল মাথায়, কিন্তু আইডিয়াটা বাতিল করে দিল। অযথা সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। ধারে-কাছে কোথাও ডলোরেস ট্রেইল, এত কাছাকাছি এসে বিশ্রাম নিতে গেলে হয়তো শ্রান্তিজনিত আলসেমিতে পেয়ে বসবে ওকে, ঘুমিয়েও পড়তে পারে। ওই ঘুম আদৌ ভাঙবে কি না, কে জানে! তারচেয়ে কষ্টেসৃষ্টে ট্রেইলে পৌঁছে যেতে পারলে···আর কিছু না হোক, সবচেয়ে দুর্গম পথটুকু পেরিয়ে এসেছে ভেবে সান্ত্বনা তো পাবে।

হাড়কাঁপানো শীত। তাপমাত্রা আরও নামছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে বাতাসের গতি। কোট এবং ভেস্ট ওর পরনে, পাহাড়ী এলাকার শীত ঠেকানোর জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। রক্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে জিন্সের এক পা, নিজেকে প্রচণ্ড দুর্বল ও অক্ষম মনে হলো ওর। কাঁপা হাতে মুখে হাত বুলাল। দাড়ির জঙ্গল জন্মেছে। হাত নামিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল ও—কাঁপছে আঙুলগুলো। শক্ত মুঠি করে কাঁপন ঠেকাল জন।

মুহূর্ত কয়েক পর উঠে দাঁড়াল। দেরি করা ঠিক হবে না। বিশ্রাম জরুরি বটে, কিন্তু একইসঙ্গে শরীর আড়ষ্টও হয়ে যাচ্ছে, পেশিগুলো চলতে চাইছে না; তা ছাড়া, বসে থাকলেই ঠাণ্ডা লাগছে বেশি। পা বাড়াতে কেঁপে উঠল পুরো দুনিয়া, থমকে দাঁড়িয়ে পতন ঠেকাল জন; দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ফের এগোল, এলোপাতাড়ি পা ফেলছে।

কতদূর এগিয়েছে, সঠিক বলতে পারবে না। গাছের একটা মূলের সঙ্গে পা বেধে যাওয়ায় হোঁচট খেল ও, মুখ থুবড়ে পড়ল তুষার জমা মাটির উপর। উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু শরীরে শক্তি নেই, পায়ে সীমাহীন যন্ত্রণা অনুভব করছে। হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এল সবকিছু, অন্ধকার নেমে এল ওর সমগ্র চেতনায়।

*

জ্ঞান ফিরতে নিজেকে বিছানায় শোয়া অবস্থায় আবিষ্কার করল জন ক্যালকিন। চোখ মেলবার আগেই টের পেল, ওর ক্ষতের পরিচর্যা করছে কেউ। শরীরে বিছানার উষ্ণ কোমল স্পর্শ, কিন্তু মনে তুষারসিক্ত হিমশীতল জমির তাজা স্মৃতি। গায়ের উপর কম্বল চাপানো। বাতাস উষ্ণ।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল ও, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল চারপাশে। ওর শুশ্রূষায় ব্যস্ত ইন্ডিয়ান এক মহিলাকে দেখে ভূত দেখবার মত চমকে উঠল। পাশ ফিরতে যেতে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল মহিলা, হালকা চাপ দিয়ে নিরস্ত হতে বাধ্য করল ওকে, উতে ভাষায় বলল কী যেন। মহিলার মুখে স্থির হলো জনের উৎসুক দৃষ্টি, এবার চিনতে পারল। আরে, ওই মহিলাই তো!

এর স্বামীকে মরুভূমিতে কবর দিয়েছিল ও, পরে ওকে ফাঁসি থেকে মুক্তি দিয়েছে এরা।

কী যেন বলল মহিলা।

পাশের কামরা থেকে ভিতরে ঢুকল দু'জন উতে আর একজন সাদা মেয়েমানুষ। মেয়েটার পরনে রাইডিং সুট।

ক্রিস্টিনা লী উইলসন!

'ওহ্, জ্ঞান ফিরে পেয়েছ!' মেয়েটির কণ্ঠে উল্লাস।

'বোধহয়,' দুর্বল স্বরে বলল জন। 'নইলে নির্ঘাত স্বপ্ন দেখছি তোমাকে।'

আরক্ত হয়ে গেল ক্রিস্টিনার মুখ। 'তোমাকে খুঁজতে কী ঝামেলাই না হলো!' অধৈর্য শোনাল ওর কণ্ঠ। 'উতেরা না থাকলে হয়তো খুঁজেই পেতাম না। এক পর্যায়ে সত্যি সত্যি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, ভেবেছি আর কখনও তোমার দেখা পাব না। কিন্তু ওরা হাল ছাড়তে চাইছিল না। সম্ভবত কোন একসময় ওদের সাহায্য করেছিলে?'

কিছু বলল না জন। মানুষগুলো সত্যিই ভাল, এবং এ-নিয়ে দু'বার ওর জীবন বাঁচাল। ক্রিস্টিনা এখানে এল কীভাবে? মনে মনে এই প্রশ্নটাই ভাবছে ও।

'তোমার ঘোড়াগুলো শহরে ফিরে গিয়েছিল। সম্ভবত র‍্যাঞ্চে যাচ্ছিল। দেখেই বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু তোমার খোঁজে আমার সঙ্গে আসতে রাজি হলো না কেউ। তুষারপাতের অজুহাত দিল সবাই, বলল: এ-সময়ে আমরাই পাহাড়ে আটকা পড়ে যেতে পারি। কারও কারও ধারণা, তুমি মারা গেছ, নইলে শূন্য স্যাডলঅলা ঘোড়াগুলো শহরে ফিরে যেত না।

'পোর্টারের দলটাকে দেখেছে বোয়ার, কামার লোকটা। স্যাডলে একটা লাশ আর দু'জন আহত লোক নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যায় ওরা। ও অবশ্য কিছু সন্দেহ করেনি, কিন্তু ঘণ্টা কয়েক পর তোমার ঘোড়াগুলো উপস্থিত হতে নিশ্চিত হয়ে যায় যে পোর্টাররা তোমাকে খুন করে ফেলেছে। কথাটা বিশ্বাস করিনি আমি, তাই উতেদের কাছে চলে গেলাম সাহায্যের জন্য।'

'ওদের কাছে কেন? কী ভেবে···'

'চাচা ব্যবসা করত ওদের সঙ্গে। আসলে ব্যবসার চেয়েও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। আমারও কিছুটা জানাশোনা রয়েছে ওদের সঙ্গে, ছোটবেলায় উতে বাচ্চাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছি। তখন থেকে উতে ভাষা জানতাম। তো, সরাসরি ওদের কাছে চলে গেলাম, বললাম আমার বিপদের কথা। হয়তো নিজেদের ভাষা বলেই, মন দিয়ে শুনল ওরা। তবে, যখন বললাম তুমি নীল রোয়ানের সওয়ারী, মনে হলো আগে থেকে তোমাকে চেনে ওরা।'

'হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে একবার।'

'তো, তোমার ঘোড়া নিয়ে ব্যাকট্র্যাক করলাম আমরা। এত তুষার পড়ছিল যে ট্রেইল হারিয়ে ফেললাম। উতেরা বলল, বীয়ার ক্রীকের ট্রেইল

ধরে নেমে আসবে তুমি। ওখানে গিয়ে সত্যি সত্যি তোমাকে খুঁজে পেলাম।'

'এখন কোথায় আমরা?'

'একটা বাথানে। জ্ঞান হারানোর আগে এখান থেকে মাইল খানেক দূরে ছিলে তুমি।'

নীরব হয়ে গেল দু'জন। উতেরা কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। কাছাকাছি বোধহয় রান্নাঘর, বাসনকোসনের টুংটাং শব্দ আর কফির গন্ধ ভেসে আসছে। হঠাৎ খিদে মোচড় দিল পেটে, কিন্তু খিদে যতই হোক, একটুও নড়তে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে। বিশ্রাম, বিশ্রাম দরকার ওর। নতুন একটা কণ্ঠ শুনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্রিস্টিনার দিকে তাকাল জন।

'এই র‍্যাঞ্চের মালিক।'

নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল জন। ফের চোখ মেলে তাকাতে, বিছানার কাছাকাছি চেয়ারে ওর পরিষ্কার জিন্স আর সদ্য কেনা একজোড়া শার্ট দেখতে পেল। নিশ্চই ওর মালপত্র থেকে বের করেছে ক্রিস্টিনা।

বিছানা ছেড়ে নতুন কাপড় পরল ও।

উতেরা নেই, তবে ক্রিস্টিনা রয়েছে।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল জন, বিছানা ছেড়ে কয়েক পা আসতে হাঁপিয়ে উঠেছে। বুক ভরে শ্বাস নিল ও। জীবন আর বেঁচে থাকা কত আনন্দময়!

ওর জন্য কফি নিয়ে এল ক্রিস্টিনা।

'উতে ভাষা জানো! আমি তো ভেবেছি তুমি পুরোপুরি পুবের মানুষ।'

'ছোটবেলায় খালা-খালুর সঙ্গে পশ্চিমে কাটিয়েছি। উতে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতাম তখন।'

কফি খেতে খেতে ক্রিস্টিনার কাছ থেকে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার ফিরিস্তি শুনল জন। 'শেরিফকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল উইল ম্যাকরেন, মিসেস রীভসকে গ্রেফতার করতে কোন ঝামেলা হয়নি। মহিলা আসলে ব্রুনেট*, ধূসর রঙের উইগ পরে সবসময়। সন্দেহ নেই, সবার চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছে ও।'

'কার কাছে যেন শুনেছি ও আসলে ব্লন্ড। ম্যাকরেন তো সোনালি চুলের এক মেয়েকে খুঁজছিল...'

'ব্লন্ড কি না? অবশ্যই! তুমি কি জানো, মেয়েরা ইচ্ছে করলে ডাই করে চুলের রঙ বদলাতে পারে?' স্মিত হাসল মেয়েটি। 'খুব কম মেয়েই নিজের আসল চেহারা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, কোন পরিবর্তন আনতে পারলে সেটাকে শ্রেয়তর মনে করে সবাই।'

---

* ব্রুনেট (Brunette) : কালো চুলের শ্যামাঙ্গিনী নারী

হতে পারে, এ-নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই ওর। মেয়ে মাত্রই পরিবর্তন আর বদলে বিশ্বাসী, কিন্তু তুলনায় পুরুষরা যা আছে বা বর্তমান, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট। অবশ্য ব্যতিক্রমও রয়েছে।

ক্রিস্টিনার কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য জানতে পারল জন। ঘটনার পর থেকে উধাও হয়ে গেছে নেড গিলমোর। লোকজনের ধারণা, তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে সে। তার প্রতি কারও কোন ক্ষোভ নেই, তাই কারও কিছু বলবারও নেই। গিলমোর যে ক্রিস্টিনাকে র‍্যাঞ্চে বন্দি করতে চেয়েছিল, এই ঘটনার কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ করাও কঠিন হবে, কারণ স্বেচ্ছায় র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল ক্রিস্টিনা। একইভাবে, জোসির বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ বা প্রমাণ নেই। হয়তো আসামীদের সহযোগী হিসাবে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে, সেক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন—প্রয়োজনে সাক্ষ্য দেবে কোর্টে, কারণ ওকে সতর্ক করতে বিপদের ভয় তুচ্ছ করেছিল জোসি। তা ছাড়া, ক্রিস্টিনা সম্পর্কে মিসেস রীভসের পরিকল্পনার বিরোধিতাও করেছে মেয়েটা।

'আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত,' নীরবতা ভাঙল ক্রিস্টিনা। 'প্যারট সিটি বা র‍্যাঞ্চে থাকা দরকার এখন। তোমার জন্য এত উদ্বেগ লাগছিল যে ছুটে চলে এসেছি।'

'কাল যাব।'

পায়ের ক্ষতের অবস্থা তত মারাত্মক নয়। গুল্মের তৈরি একটা পুলটিশ জখমে লাগিয়েছে উতে মহিলা, দারুণ কাজে দিচ্ছে জিনিসটা।

এ-মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার, তাই করল জন—প্রায় সারাদিন আর রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল। ভোরে বিছানা ছাড়ল। সতেজ ঝরঝরে লাগছে শরীর। উরুর ক্ষতে স্রেফ আড়ষ্ট একটা অনুভূতি ছাড়া আর কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তবে হাঁটতে গেলে সামান্য টান পড়ছে।

নিজেই ড্রেসিং বদলাল ও, ঝটপট নাস্তা সেরে স্যাডলে চেপে বসল। বাড়িতে তিনজন উতে পুরুষ আর এক মহিলা রয়েছে, প্যারট সিটিতে ফিরতি যাত্রায় ওদের পাশাপাশি থাকল তারা।

প্যারট সিটি দীর্ঘ পথ। টানা এগিয়ে চলল। তবে শহরের কাছাকাছি পৌঁছে ক্লান্তি বোধ করল জন। সামান্য বিশ্রাম নিতে থামল ওরা। উতেরা সঙ্গে রয়েছে বলে কৃতজ্ঞ বোধ করছে জন, ওর যা শারীরিক অবস্থা, ছোটখাট একটা লড়াই হলেও টিকতে পারবে না এখন। উতেরা সঙ্গে থাকায় ওকে ঘাঁটানোর সাহস করবে না কেউ।

লা প্লাটা ক্যানিয়নের শুরুতে বিদায় নিল উতেরা। শহরে ঢুকল জন আর ক্রিস্টিনা।

তাতানো লোহার পাতটা পানির পাত্রে চুবিয়েছে ভ্যান বোয়ার, ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে দেখল দু'জনকে। মুখ ফুটে বিস্ময় প্রকাশ করল না। স্টোরের সামনের বেঞ্চে বসা লোকজনের

কেউ কেউ উঠে দাঁড়াল, বোর্ডওঅকের কিনারে এসে দাঁড়াল ভাল করে দেখবার জন্য; অবশ্য বেশিরভাগই নিজের জায়গায় থাকল, এক চুল নড়েনি।

রেস্তোরাঁয় ঢুকল ওরা।

মুখ তুলে তাকাল কুক। বিস্ময় নিয়ে দেখল দু'জনকে, তারপর দ্রুত কফি নিয়ে এল। 'ভূগোল পাল্টে গেছে দেখছি,' স্মিত হেসে বলল সে। 'কেউ বোধহয় নিষ্ঠুর আচরণ করেছে তোমার সঙ্গে?'

'বলা যায়,' জবাব দিল জন। 'পাহাড়ে খুব ঠাণ্ডা।'

'পোর্টারদের চলে যেতে দেখলাম। একটা ঘোড়ার স্যাডলে একজনের লাশ ছিল।'

'ওরা নিশ্চই ঝামেলায় পড়েছিল।'

'মনে হলো ভাল দাবড়ানি খেয়েছে।'

'আজকালকার চ্যাংড়া ছেলেদের যে কী হয়েছে! সারাক্ষণ অস্থির থাকে শুধু। সবকিছুতে নাক গলানো চাই, অথচ কাজের কাজ করবার মুরোদ নেই। এত বেপরোয়া হলে কি চলে?'

চারপাশে পরিচিত কয়েকটা মুখ দেখতে পাচ্ছে। অবশ্য বেশিরভাগই ওর অচেনা–মাইনার। পাহাড়ে সদ্য আবিষ্কৃত খনিতে কাজ করতে এসেছে এরা। টেবিলে বসে প্রথমেই উইলটা বের করে ক্রিস্টিনার হাতে তুলে দিল জন। স্থির দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি, মুহূর্ত কয়েক পর অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল দু'চোখ। 'চাচার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক,' রুদ্ধ, স্বস্তির সুরে বলল ক্রিস্টিনা। 'আমার বিশ্বাস ছিল, চাচা কখনও আমাকে ঠকাবেন না।'

'অর্ধেকটা তো তোমারই ছিল।'

নীরবে খাওয়া শুরু করল ওরা। লোকজন আসছে, বসছে টেবিলে, কেউ কেউ খাওয়া শেষ করে চলে যাচ্ছে। জনের ধারণা, দু'জনেই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে–কী করবে এবার? ক্রিস্টিনা হয়তো তেমন কিছু ভাবছে না, তবে ও নিজে ভাবছে।

নিজেকে হালকা মনে হচ্ছে। কাজ শেষ। উইলটা তুলে দিয়েছে আসল মালিকের হাতে। এবার ওর ছুটি। মিসেস রীভস গ্রেফতার হয়েছে। গিলমোর লাপাত্তা হয়ে গেছে, হয়তো আর এ-মুখো হবে না। নিশ্চিন্তে র‍্যাঞ্চের দখল পাবে ক্রিস্টিনা লী উইলসন। তা হলে অপেক্ষা কীসের?

বরফশুভ্র পাহাড়ে শীতটা কাটিয়ে দেবে? শিকার মিলবে না তেমন। তা ছাড়া, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা পড়বে। যাত্রা করতেও দেরি হয়ে গেছে। পাহাড়ে শীত কাটাতে হলে আরও একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে ওকে। তারচেয়ে বরং অ্যারিজোনার শহর, ফিনিক্সে চলে যাওয়া যাক।

পাখির নামে শহরটার নামকরণ করেছিল ড্যারেল ডুপ্পা নামে এক ইংরেজ। সার্থক নামকরণ। হোহোকাম বা প্রাচীন কোন জাতির তৈরি শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে শহরের উত্থান। যথেষ্ট উষ্ণ ওখানকার আবহাওয়া।

নিঃসঙ্গ কোন রাইডারের জন্য শীতে আদর্শ শহর।

'র‍্যাঞ্চটা নিজেই চালাবে তুমি?' জানতে চাইল জন।

'নিশ্চই। একটু খাটলে দাঁড়িয়ে যাবে র‍্যাঞ্চটা। আমি অবশ্য একা পারব না, কয়েকজন দক্ষ কাউহ্যান্ড লাগবে।' ক্রিস্টিনার মায়াবী চোখজোড়া স্থির হলো জনের চোখে, চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল জন। 'তুমি কী করবে?'

'ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছিলাম। হাতের কাজটা শেষ যখন, চলে যাব নিজের পথে। তবে যাওয়ার আগে হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে যাব সবার উদ্দেশে।'

সরাসরি জনের চোখে চোখ রাখল ক্রিস্টিনা, বলল: 'আমি চাই না তুমি চলে যাও।'

আজকের আগে কোন মেয়ে এই কথা বলেনি জন ক্যালকিনকে।

তেইশ

ধক্ করে উঠল জনের কলজে। পরমুহূর্তে ভয়ে কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। টেবিলের ওপাশ থেকে ক্রিস্টিনার মুখের দিকে তাকাল, এড়িয়ে গেল প্রত্যাশাভরা সবুজ চোখজোড়া। 'ম্যা'ম, থাকতে পারলে ভালই লাগত, কিন্তু থাকলে স্রেফ ঝামেলাই হবে। আমি আসলে ভবঘুরে মানুষ, যখন যেখানে ইচ্ছে চলে যাই। কোন বাঁধন নেই। গরু, ঘোড়া বা প্রকৃতি ছাড়া তেমন কিছুই জানা নেই আমার।'

জনের হাতের উপর হাত রাখল ক্রিস্টিনা। 'জন, আমি চাই তুমি থাকো এখানে...'

'ফিনিক্সে কাজ আছে আমার,' দ্রুত বলল ও। 'ভাবছি শীতটা ওখানে কাটিয়ে দেব। তা ছাড়া, থেকে কী হবে? একসময় সবকিছু তোমারই চালাতে হবে। যত আগে র‍্যাঞ্চটাকে খাড়া করতে পারবে...'

গম্ভীর হয়ে গেল ক্রিস্টিনা। চালাক মেয়ে, বুঝে ফেলেছে জনের কথার তাৎপর্য। বিব্রতকর একটা মুহূর্তের উদ্ভব হতে যাচ্ছিল, সেটাকে এড়িয়ে গেছে জন।

কফিতে চুমুক দিল মেয়েটা। মুখ দেখে মনে হলো বহুকষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে—হতাশা, ক্ষোভ বা কষ্ট, যাই থাকুক, সেটা প্রকাশ পেল না।

ক্রিস্টিনাকে হোটেলে পৌঁছে দিল জন। ফিরবার পথে স্টোরে ঢুকল। টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। ফিনিক্স অনেক দূরের পথ, চলবার পথে প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার বা অন্যান্য রসদ কিনবার সুযোগ নাও পেতে পারে।

জিনিসপত্রের প্যাকেট বাম বগলের নীচে ঢুকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। উল্টোদিকে দেখতে পেল জোসিকে। বাতাসে মৃদু উড়ছে মেয়েটির দীঘল

চুল। বরাবরের মত নির্বিকার মুখ, কিন্তু চোখজোড়া বিষণ্ন।

'জোসি,' মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল ও। 'কী করবে এখন?'

'মিসেস রীভস গ্রেফতার হয়েছে।'

'জানি।'

'ও তোমাকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিল। আমি চাইনি তোমার মত একজন ভালমানুষের এভাবে মৃত্যু হোক।'

'সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে কিছু, জোসি? ভুলে যেয়ো না আমরা বন্ধু।'

'নেই। খুব সামান্য ছিল আমার কাছে, কিন্তু তাও কেড়ে নিয়েছে ওরা।'

টুকিটাকি কিনতে পনেরো ডলার খরচ হয়েছে। আগামী কয়েক মাস চলবার মত টাকা ছাড়াও বারোশো ডলার আছে ওর কাছে। জিন্সের পকেট হাতড়ে একশো ডলার বের করল জন।

'না! কোন্ অধিকারে তোমার টাকা নেব আমি?'

'বন্ধুত্বের অধিকারে। অন্য কোথাও গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করো। এমন কোন বয়স হয়নি তোমার। ঠিক পারবে তুমি। শুধু নিজের উপর আস্থা রেখো। দুনিয়ায় কোন কিছুই অসম্ভব নয়।'

টাকাটা নিল জোসি। 'ধন্যবাদ, জন। তোমার সাহায্যের কথা কখনও ভুলব না আমি।'

'এ নিয়ে ভেবো না তো!'

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি।

'জোসি?' পিছন থেকে ডাকল জন, জোসি ঘুরে দাঁড়াতে বলল: 'তোমার পুরো নামটা জানি না আমি।'

'জোসেফাইন কিলকেনি,' বলল জোসি, ক্ষণিকের জন্য থেমে যোগ করল: 'ক্লিঞ্চ মাউন্টেনের কিলকেনি পরিবারের মেয়ে আমি।'

রাস্তা ধরে স্টেজ স্টেশনের দিকে এগোল মেয়েটা, পিছন থেকে তাকিয়ে থাকল জন। অসাধারণ মেয়ে—সব অর্থেই।

হোটেলে ফিরে এসে জিনিসপত্র গোছাল ও। মিনিট কয়েক পর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। সরাসরি স্টেবলে ঢুকল। নীল রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে লাগাম হাতে বেরিয়ে এল। দরজায় কামার ভ্যান বোয়ারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো।

'সাবধান, মি. ক্যালকিন!'

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও। রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে নেড গিলমোর। সাদা সুট তার পরনে, মাথায় পানামা হ্যাট। সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোমাকেই খুঁজছিলাম, মি. ক্যালকিন,' বলল সে। 'অপেক্ষা করতে করতে বিরক্তি ধরে গেছে।'

'পেয়ে গেছ আমাকে।'

'আচ্ছা কাজকারবার তোমার! স্বীকার করছি, তোমার ব্যাপারে ভুল ধারণা ছিল। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যমের দুয়ার থেকে এভাবে ফিরে আসবে।'

নেড গিলমোর মহৎপ্রাণ মানুষ নয়। মায়ের পেটের ভাই খুন হয়েছে জনের হাতে, তার নিজস্ব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে ওর কারণে। রাজনীতি বা আবহাওয়া সম্পর্কে খোশগল্প করতে আসেনি সে; কিংবা বিদায় বেলা ওকে শুভেচ্ছা জানাতেও আসেনি।

'শুনলাম চলে যাচ্ছ তুমি?'

'ঠিকই শুনেছ।'

'আসলে তুমি পথের মানুষ। পথের ফকির। তবে যাই হোক, আমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছ। বারবার পিছলে বেরিয়ে গেছ অদ্ভুত দক্ষতায়। যাক্‌গে, এমন শত্রুর সঙ্গে মোলাকাত হওয়াও সৌভাগ্যের ব্যাপার। বিদায়ের সময় তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে আপত্তি নেই আমার। যাও, যেখানে খুশি···এটাই আমাদের শেষ দেখা। আর হ্যাঁ, তোমার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন! শুনলাম তুমি না কি সেনাবাহিনীতেও ছিলে? এমন লোককে যেনতেন শুভেচ্ছা দিলে চলে? তোমাকে স্যালুট না ঠুকলে তো চলছে না!' সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে। 'অভিনন্দন, জন ক্যালকিন! হ্যাট খুলেই স্যালুট দেওয়া উচিত তোমাকে।' হ্যাটের দিকে উঠে গেল তার ডান হাত, পরমুহূর্তে ঝট করে নেমে এল হাতটা।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করল জন।

এক পা এগিয়ে এল ভ্যান বোয়ার। 'ওকে গুলি করলে কেন? ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছ···'

'ওর হাতের দিকে তাকাও,' শান্ত স্বরে বলল জন।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে নেড গিলমোর। এক হাত ছড়ানো, অন্যটা দেহের নীচে চাপা পড়েছে প্রায়। ডান হাতের তালুয় ছোট্ট একটা ডাবল-ব্যারেল পয়েন্ট ফোর-ফোর ডেরিঞ্জার শোভা পাচ্ছে।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

এস. এম. ফজলে এলাহী,
খুলনা।

'চালবাজ' ওয়েস্টার্নটি দেরিতে পড়লাম। অপূর্ব। বুনো পশ্চিমের ফাটাফাটি হিরো জন ওয়েসলি হার্ডিনকে দুটো ছোট্ট গল্পে পাবো আশা করিনি। 'চালবাজ'এর জন্য নঈম ভাইকে ধন্যবাদ। তবে অনেকদিন কাজী মায়মুর হোসেন, মোঃ সাইফুলাহ্ ভাইদের লেখা পাচ্ছি না। কবে পাবো?

☆ শীঘ্রি।

এ. বি. এম. ফকরুল আলম (রুবেল),
মোমেনশাহী সেনানিবাস, ময়মনসিংহ।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'চালবাজ' খুব ভাল লেগেছে। নতুন বই 'দম্ভ'ও খুবই ভাল লেগেছে, যদিও শওকত হোসেনের 'নীল নক্সা'র সঙ্গে কাহিনীর অনেকাংশে মিল রয়েছে। 'দম্ভ'র সমাপ্তিটা অসাধারণ। বই দুটির প্রচ্ছদও চমৎকার। এজন্য নঈমদা ও রনবীর মামুকে ধন্যবাদ।

কিন্তু দুঃখ একটাই, সেবা প্রকাশনী এখন অনেকটা আনোয়ার-নঈম-নওয়াব কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। সেবার পুরোনো লেখকদের শীঘ্রিই আবার দেখতে চাই।

☆ মামু? বিপ্লব আপনার মামু হয় নাকি? জানতাম না তো! সেবা'য় তো কত লেখকই এলেন, একসময় চলেও গেলেন। এই আনোয়ার-নঈম-নওয়াব কি থাকবেন ভেবেছেন? এঁরাও বিদায় নেবেন। চলার পথে কিছু 'স্মৃতি' ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন আপনাদের জন্য। কেউ থাকে না। তবে সেজন্য চিন্তাও নেই। তখন আবার নতুন নতুন দা, ভাই আর মামু পাবেন।

মিসেস তারা ইসলাম,
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

প্রথমেই জানাই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমি সেবা প্রকাশনীর একজন ওয়েস্টার্ন পাঠিকা। প্রায় সবগুলো ওয়েস্টার্নই আমি পড়েছি। ওয়েস্টার্ন লেখকদের মধ্যে ওয়েস্টার্ন গুরু কাজি মাহবুব হোসেন, প্রধান শিষ্য কাজী মায়মুর হোসেন এবং উদীয়মান শিষ্য গোলাম মাওলা নঈম আমার বিবেচনায় সেরা লেখক। এই তিন লেখকের পরবর্তী বইয়ে যেন তাঁদের সৃষ্টি এরফান জেসাপ, রক বেনন এবং জন ক্যালকিন নায়ক হিসাবে আবির্ভূত হয় সেই অনুরোধ রইল। এদের মধ্যে বিশেষ করে আমি রক বেননের ভক্ত। তাই রক বেননের পরবর্তী বইয়ের নাম জানতে চাই। নঈম ভাইয়ের 'মুখোশ', 'চালবাজ' ও 'দম্ভ' এই বই তিনটি অত্যন্ত ভাল লেগেছে। তাই নঈম ভাইকে জানাই ধন্যবাদ।

পরিশেষে সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে জড়িত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

★শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ সবার কাছে পৌঁছে দিলাম। মুখোশ, চালবাজ ও দম্ভ আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমরা খুব খুশি। রক বেননের আগামী বইয়ের নাম এখনও ঠিক হয়নি। মতামত জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ফারহান নূর,

উত্তর শাহজাহানপুর,ঢাকা।

আমি তিন বছর ধরে সেবার পাঠক। রোমহর্ষক ও কিশোর হরর সিরিজের সব বই-ই আমি পড়েছি। তিন গোয়েন্দাও প্রচুর পড়ি। হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া সব বই-ই পড়েছি। ইদানীং ওয়েস্টার্নের ভক্ত হয়ে গিয়েছি। গোলাম মাওলা নঈম চমৎকার লেখেন। তাঁর সব লেখাই প্রশংসার যোগ্য। তবে জানি না কেন, কাজি মাহবুব হোসেন, কাজী মায়মুর হোসেন, রওশন জামিল, হিফজুর রহমান, শওকত হোসেন আর বজলুর রহমানের কথা আমার বড় বেশি মনে পড়ে। তাঁরা এখন কোথায়? কাজীদা, আপনি কি কখনও ওয়েস্টার্ন লিখবেন?

★এঁদের যে আপনি মনে রেখেছেন সেটাই এঁদের সার্থকতা, পরিশ্রমের স্বীকৃতি। সবাই ছড়িয়ে গেছেন এদিক-ওদিক-সেদিকে। ...লিখতেও পারি।

বিপ্লব,

ঝাউতলা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

ঠিক যে ধরনের বই আশা করছিলাম, তা-ই উপহার দিলেন নঈম ভাই 'দম্ভ' বইটির মাধ্যমে। সাথে সাথে চলে গেলাম বুনো পশ্চিমের দুর্গম ট্রেইল ও ইয়েলো জ্যাকেটে, যেখানে মানুষ ডীন টলিভারের ভয়ে কম্পমান। ডীন টলিভারের মতো চরিত্রই আমাদের অবচেতন মন খুঁজছে। আমার মনে হয় টলিভার বেনন-ক্যালকিনের চেয়েও সাড়া জাগাবে। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, টলিভারের মধ্য দিয়েই চিনলাম পশ্চিমকে, যেভাবে চিনেছিলাম শ্যানন, এরফান, বেননের মধ্য দিয়ে। আশা করছি নঈম ভাই টলিভারকে নিয়ে আরও বই লিখবেন।

★টলিভার চরিত্রটি আপনার এত ভাল লেগেছে জানতে পেরে হয়তো লেখক একে নিয়ে আরও লিখতে উৎসাহিত হবেন।